মার্কস এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

ভলিউম-৩

খণ্ড -৭, ৮, ৯

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

দুনিয়ার মজুর এক হও!

১.৭.৮৪

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

❊

খণ্ড

৭

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том 7

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101-987}{014(01)-81}$ 686-81 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ (১)

১৮৯১ সালে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা (২)

আমি আগে ভাবি নি যে, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের এই অভিভাষণের একটি নতুন সংস্করণের ব্যবস্থা করতে এবং তার একটা ভূমিকা লিখতে আমাকে বলা হবে। আমি তাই এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কেই শুধু দু'-চারটি কথা বলতে পারব।

উল্লিখিত বড় রচনাটির মুখবন্ধ হিসাবে আমি ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের দুটি ছোটো অভিভাষণ* জুড়ে দিয়েছি। কারণ, প্রথমত, এ দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টির উল্লেখ রয়েছে 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে, অথচ প্রথমটিকে বাদ দিলে দ্বিতীয়টি এমনিতে সর্বত্র বোঝা যায় না। তাছাড়া ইতিহাসের বিরাট ঘটনা যে সময়ে আমাদের চোখের সম্মুখেই ঘটে চলেছে, বা সবেমাত্র ঘটে গেল, সেই সময়েই তাদের চরিত্র, তাৎপর্য এবং অনিবার্য ফলাফল সঠিক ধরতে পারার যে বিস্ময়কর প্রতিভা তিনি 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে প্রথম দেখিয়েছিলেন, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের চেয়ে মার্কসের লেখা এই রচনাদুটিতেও কম নেই। আর সর্বশেষ কারণ হল এই যে, মার্কস এইসব ঘটনার যে ফলাফল দেখা দেবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমরা জার্মানিতে আজও তা ভোগ করে চলেছি।

লুই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষামূলক থেকে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিজয়াত্মক যুদ্ধে অধঃপতিত হয়, তাহলে তথাকথিত মুক্তি যুদ্ধের (৩) পরে জার্মানির যে দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছিল, তা প্রবলতর হয়ে আবার ফিরে আসবে — প্রথম অভিভাষণে কথিত এই ভবিষ্যদ্বাণী

---

* এই খণ্ডের ২৩-২৮, ২৯-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কী ফলে নি? এরপর পুরো বিশ বছর ধরে বিসমার্কের শাসন, লোক-খেপানো বক্তাদের (demagogues) (৪) নির্যাতনের বদলে জরুরী আইন (৫) ও সমাজবাদীদের নির্যাতন, তার সঙ্গে পুলিশের ঠিক একই রকম যথেচ্ছাচার এবং আইনের হুবহু একই ধরনের হতভম্বকর ভাষ্য—এই কি আমাদের জোটে নি?

অ্যালসেস-লরেন গ্রাসের ফলে 'ফ্রান্স রাশিয়ার বাহুপাশে নিক্ষিপ্ত হবে', এই রাজ্য দখলের পর জার্মানিকে হয় পরিণত হতে হবে রাশিয়ার দাসে, নয়ত বা স্বল্পকাল বিরামের পর নতুন যুদ্ধ সজ্জা করতে হবে, সে যুদ্ধও হবে আবার 'সম্মিলিত স্লাভ ও রোমক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জাতি যুদ্ধ'* (race war)—এই ভবিষ্যদ্বাণীও কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয় নি? ফরাসি প্রদেশদুটিকে জার্মানি গ্রাস করে নেওয়ায় ফ্রান্স কি রাশিয়ার বুকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় নি? পুরো বিশ বছর ধরে বিসমার্ক কি জারের কৃপাদৃষ্টিলাভের জন্য বৃথাই তাঁর তোষণ করেন নি এবং এমন সেবা দ্বারা তোষণ, যা 'ইউরোপের প্রথম মহা শক্তি' হয়ে ওঠার আগে ক্ষুদে প্রাশিয়া 'পুণ্য রাশিয়ার' শ্রী পাদপদ্মে যা অঞ্জলি দিত তার চেয়েও হীন? তাছাড়া, অবিরাম কি আমাদের মাথার উপর ঝুলে থাকছে না যুদ্ধরূপ ডামোক্লিসের খড়গ, যে যুদ্ধের প্রথম দিনেই রাজন্যদের সকল চুক্তিবদ্ধ জোট ছাই হয়ে যাবে; যে যুদ্ধ সম্পর্কে ফলাফলের একান্ত অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই নিশ্চিত নয়; যে জাতি-যুদ্ধে দেড় কোটি থেকে দুই কোটি সশস্ত্র মানুষ ইউরোপ লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়ে পড়বে; যে যুদ্ধ এখনই বাধে নি একমাত্র এই কারণে যে, এর চূড়ান্ত ফলাফলের একান্ত দুর্জ্ঞেয়তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সামরিক বলে বলীয়ান রাষ্ট্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবলতমের মনেও ভয় ঢুকছে?

তাই ১৮৭০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী যে নীতি নিয়েছিল তার দূরদর্শিতার সাক্ষ্যস্বরূপ অর্ধবিস্মৃত এইসব দলিল আবার জার্মান শ্রমিকদের কাছে পেঁছে দিতে আমরা আজ আরও বেশি বাধ্য।

এই দুইটি অভিভাষণ সম্পর্কে যে কথা বললাম, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। ২৮ মে তারিখে কমিউনের শেষ যোদ্ধারা বেলভিলের

---

* এই খণ্ডের ৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

ঢালু জমিতে অতি প্রবল শত্রুশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করল। আর তার মাত্র দুই দিন পরেই, ৩০ মে তারিখে মার্কস সাধারণ পরিষদের সামনে পড়লেন তাঁর এই লেখা, যাতে প্যারিস কমিউনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষিপ্ত, বলিষ্ঠ আঁচড়ে, কিন্তু এমন লক্ষ্যভেদ ক্ষমতায় ও, তার চাইতেও বড় কথা, এমনই সত্যে যে, এই বিষয়ের ওপর পরবর্তী রাশীকৃত সাহিত্যে আর কখনো তা দেখা যায় নি।

১৭৮৯ সালের পর ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছে, তার দরুন গত পঞ্চাশ বছরে প্যারিস শহর এমন একটা অবস্থায় এসেছে যে, সেখানে কোন বিপ্লব দেখা দিলেই তা প্রলেতারীয় রূপ না নিয়ে পারে না; যথা, প্রলেতারিয়েত তাদের রক্ত দিয়ে জয় অর্জন করার পরেই তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া উপস্থিত করেছে। প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণী বিকাশের যে স্তরে পৌঁছতে পেরেছে, সেই অনুসারে প্রতিবার তাদের দাবি হয়েছে অল্প বিস্তর ঝাপসা, এমন কি গোলমেলেও; কিন্তু তাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা পরিণত হয়েছে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী বৈরিতার অবলুপ্তিতে। সত্য বটে, কেউ জানত না কেমন করে এটা ঘটাতে হবে। কিন্তু অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও এই দাবির ভিতরেই নিহিত থাকত বিদ্যমান সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে এক বিপদ; যে শ্রমিকেরা দাবি উপস্থিত করছে তাদের হাতে তখনো থাকত অস্ত্র, তাই রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়াদের প্রথম অবশ্যকর্তব্য হয়েছিল এদের নিরস্ত্র করা। তাই শ্রমিকেরা যেই না কোন বিপ্লবকে জয়ী করেছে, অমনই শুরু হয়েছে নতুন এক সংগ্রাম, যার শেষ শ্রমিকদের পরাজয়ে।

সর্বপ্রথমে তা ঘটে ১৮৪৮ সালে। পার্লামেন্টে বিরোধীদলভুক্ত উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা ভোজসভার আয়োজন করত ভোটাধিকার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য, যার উদ্দেশ্য ছিল নিজ দলের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করে তোলা। সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের ক্রমেই বেশি করে জনসাধারণের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হওয়ায় ধীরে ধীরে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের র‍্যাডিকাল ও প্রজাতন্ত্রী স্তরগুলিকে পুরোভাগে স্থান ছেড়ে দিতে হয় তাদের। কিন্তু এদের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল বিপ্লবী শ্রমিকেরা, যারা ১৮৩০ সাল থেকে (৬) যতটা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল, তা বুর্জোয়ারা, এমন কি প্রজাতন্ত্রীরা পর্যন্ত ভাবতে পারে নি। সরকার ও বিরোধীদলের ভিতর

সম্পর্কে যখন সঙ্কট ঘনিয়ে এল, সেই মুহূর্তে শ্রমিকেরা শুরু করল রাস্তার লড়াই। উবে গেলেন লুই ফিলিপ এবং তাঁর সঙ্গে গেল ভোট-বিধির সংস্কার; আর সেই জায়গায় দেখা দিল প্রজাতন্ত্র এবং বস্তুত এমন প্রজাতন্ত্র যে, বিজয়ী শ্রমিকেরা তাকে এমন কি 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্র আখ্যা দিল। সামাজিক প্রজাতন্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝাবে সে সম্পর্কে কিন্তু কারও স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, এমন কি শ্রমিকদেরও নয়। কিন্তু তাদের হাতে তখন অস্ত্র; রাষ্ট্রের একটা অন্যতম শক্তি তারা। তাই কর্ণধার বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যেই পায়ের তলায় খানিকটা শক্ত মাটির মতো কিছু অনুভব করল, অমনি তাদের প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াল শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকরণ। তা করা হল সরাসরি কথা খেলাপ ক'রে, শ্রমিকদের হেনস্থা ও বেকারদের দূর প্রদেশে নির্বাসনের চেষ্টা মারফৎ শ্রমিকদের ১৮৪৮-এর জুনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের (৭) পথে ঠেলে দিয়ে। সরকার আগে থেকেই সতর্কতার সঙ্গে শক্তির বিপুল প্রাধান্য হাতে রেখেছিল। পাঁচ দিন ধরে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পর শ্রমিকেরা পরাজিত হল। আর অমনি শুরু হল নিরস্ত্র বন্দীদের রক্তস্নান—রোম প্রজাতন্ত্রের (৮) পতনসূচক গৃহযুদ্ধের দিনগুলির পরে যেমনটি আর দেখা যায় নি। স্বীয় স্বার্থ ও দাবি নিয়ে শ্রমিকেরা পৃথক শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস দেখানো মাত্র বুর্জোয়ারা প্রতিহিংসার কী উন্মত্ত নিষ্ঠুরতায় ধাবিত হবে, এই প্রথম তারা তা দেখিয়ে দিল। তবু ১৮৭১ সালের বুর্জোয়া তাণ্ডবের তুলনায় ১৮৪৮ সালের ঘটনা তো একটা ছেলেখেলা মাত্র।

শাস্তি এল পায়ে পায়ে। প্রলেতারিয়েত যদি বা তখনও ফ্রান্স শাসন করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তাহলে বুর্জোয়ারাও তা আর পেরে উঠল না। অন্ততপক্ষে সে সময় তারা পেরে উঠল না: তাদের বেশির ভাগটাই তখনো ছিল রাজতান্ত্রিক, তদুপরি তিনটি রাজবংশীয় পার্টিতে (৯) বিভক্ত, চতুর্থটি—একটি প্রজাতন্ত্রী পার্টি। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে ভাগ্যান্বেষী লুই বোনাপার্ট সমস্ত শাসন-কেন্দ্রগুলি—সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসনিক যন্ত্র—সব হস্তগত করতে পারলেন আর ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে (১০) উড়িয়ে দিতে পারলেন বুর্জোয়াদের শেষ ঘাঁটি, জাতীয় সভা। শুরু হল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, একদল রাজনৈতিক ও আর্থিক ভাগ্যান্বেষীর হাতে ফ্রান্সের শোষণ; কিন্তু

সেই সঙ্গে শুরু হল শিল্পের এমন অগ্রগতি, যেটা সম্ভব ছিল না লুই ফিলিপের সংকীর্ণমনা সন্তর্পণ শাসন-ব্যবস্থায়, বৃহৎ বুর্জোয়াদের মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশের একচ্ছত্র আধিপত্যে। লুই বোনাপার্ট পুঁজিপতিদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করলেন একদিকে শ্রমিকদের হাত থেকে বুর্জোয়াদের অন্যদিকে বুর্জোয়াদের হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাবার অজুহাতে। সেই সঙ্গে কিন্তু তাঁর আমলে উৎসাহ পেল ফাটকাবাজি এবং শিল্প প্রয়াস—এককথায়, অর্থনীতির এতটা ঊর্ধ্বগতি ও গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীর ধন-বৃদ্ধি যা অতীতে কখনো দেখা যায় নি। তবে দুর্নীতি ও ব্যাপক চুরি-জোচ্চুরি ফেঁপে ওঠে তার চাইতেও বেশি; রাজদরবার হয়ে ওঠে তার কেন্দ্র এবং এ সমৃদ্ধি থেকে মোটা রকমের বখরা লুটতে থাকে।

কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সে তো ফরাসি শোভিনিজমের কাছে আবেদন; ১৮১৪ সালে খোয়া যাওয়া প্রথম সাম্রাজ্যের সীমানা, অন্ততপক্ষে প্রথম প্রজাতন্ত্রের (১১) সীমানা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি। সাবেকি রাজতন্ত্রের সীমানার ভিতরে, তার চাইতেও বেশি কর্তিত ১৮১৫ সালের সীমানার অভ্যন্তরে ফরাসি সাম্রাজ্য—এটা বেশি দিন চলতে পারে না। তাই আসে মাঝে মাঝে যুদ্ধ করে সীমানা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু রাইন নদীর বাম তীরের জার্মান এলাকা আত্মসাৎ করার কথায় ফরাসি উগ্রজাতিবাদীদের কল্পনা যতটা ঝলমলিয়ে ওঠে, তা আর কোন ক্ষেত্রের সীমানা সম্প্রসারণে হয় না। রাইন অঞ্চলে এক বর্গমাইল স্থান এদের কাছে আল্প্স্ বা অন্যত্র দশ বর্গমাইল স্থানের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যদি থাকে, তাহলে এক ধাক্কায় বা ভাগে ভাগে, রাইনের বাম তীর পর্যন্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের দাবিটা নিছক সময়ের প্রশ্ন। সে সময় এল, যখন বাধল ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ (১২)। বিসমার্কের হাতে এবং নিজের অতিধূর্ত কালহরণ নীতির ফলে প্রত্যাশিত 'রাজ্য ক্ষতিপূরণের' ব্যাপারে প্রবঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করা ছাড়া বোনাপার্টের গত্যন্তর রইল না; সে যুদ্ধ বাধল ১৮৭০ সালে আর বোনাপার্টকে নিয়ে গেল সেদানে এবং সেখান থেকে একেবারে ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়েতে। (১৩)

এর অপরিহার্য ফল হল ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের প্যারিস বিপ্লব। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো; আবার ঘোষিত হল

প্রজাতন্ত্র। কিন্তু শত্রু তখন দ্বারে দণ্ডায়মান; সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী হয় মেৎস-এ এমনভাবে অবরুদ্ধ যে বেরিয়ে আসার আশা নেই, নয় জার্মানিতে বন্দী। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে জনসাধারণ প্রাক্তন আইন সংসদের (Corps Législatif) প্যারিস প্রতিনিধিদের 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' হিসাবে ঘোষিত হতে দিল। এত সহজে এতে রাজি হওয়ার কারণ হল এই যে, বন্দুক কাঁধে নিতে পারে প্যারিস শহরের এমন প্রত্যেকটি মানুষ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়েছিল, ফলে তাতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শ্রমিকেরাই। কিন্তু প্রায় পুরোপুরি বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত সরকার আর সশস্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ অতিশীঘ্র ফেটে পড়ল। ৩১ অক্টোবরে কয়েকটি শ্রমিক বাহিনী টাউন হল চড়াও করে সরকারের একাংশকে বন্দী করে ফেলে। বিশ্বাসঘাতকতা, সরাসরিভাবে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং কতকগুলি পেটি-বুর্জোয়া বাহিনীর হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পেল, এবং প্রাক্তন সরকারকেই শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখা হল, যাতে বিদেশী সামরিক শক্তি কর্তৃক অবরুদ্ধ নগরের মধ্যে গৃহযুদ্ধ না বেধে যায়।

অবশেষে ১৮৭১ সালের ২৮ জানুয়ারি অনাহারক্লিষ্ট প্যারিস আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এমন মর্যাদায় যা যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। দুর্গগুলি সমর্পণ করা হল, দুর্গ প্রাকার থেকে অপসৃত হল কামানগুলি, লাইন-সৈন্যদল আর সচল রক্ষিবাহিনীর অস্ত্র তুলে দিতে হল বিজয়ীর হাতে আর তারা গণ্য হল যুদ্ধবন্দী হিসাবে। জাতীয় রক্ষিবাহিনী কিন্তু তাদের অস্ত্র আর কামান হাতছাড়া করে নি; বিজেতাদের সঙ্গে তারা এক যুদ্ধবিরতি-চুক্তি করল মাত্র। বিজেতারাও বিজয়-গৌরবে প্যারিস শহরে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। প্যারিসের মাত্র ছোট এক কোণ দখলের সাহস করেছিল তারা, যে এলাকাটা আবার একাংশে সাধারণের ব্যবহার্য খোলা পার্ক মাত্র, এও তারা দখলে রাখল মাত্র কয়েকদিন! সেই কয়দিনও প্যারিসের সশস্ত্র শ্রমিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রইল তারাই যারা প্যারিস অবরোধ করে ছিল ১৩১ দিন ধরে। বিদেশী বিজেতাদের প্যারিসের যে কোণা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্কীর্ণ সীমানা যাতে কোন 'প্রুশীয়' অতিক্রম না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল শ্রমিকেরা। যে সৈন্যদলের কাছে সাম্রাজ্যের

সকল বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে, তাদের মনে এমনই শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে প্যারিস শ্রমিকেরা যে প্রুশীয় য়ুঙ্কার* যারা এসেছিল বিপ্লবের জন্মভূমিতে প্রতিশোধ নিতে, তারাই বাধ্য হল এই সশস্ত্র বিপ্লবের সামনেই সসম্ভ্রমে থেমে দাঁড়াতে ও তাকে সেলাম জানাতে!

যুদ্ধ চলাকালে প্যারিসের শ্রমিকদের শুধু এইমাত্র দাবি ছিল যে প্রবলভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন, যখন প্যারিস আত্মসমর্পণ করার পর শান্তি চুক্তি (১৪) হল, তখন নতুন সরকারের প্রধান তিয়েরকে বুঝতে হল যে, প্যারিসের শ্রমিকদের হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকছে ততক্ষণ বিত্তবান শ্রেণীর—বৃহৎ জমিদার ও পুঁজিপতিদের আধিপত্য নিয়ত বিপদের মুখে থাকবে। তাঁর প্রথম কাজই হল শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার এক প্রচেষ্টা। ১৮ মার্চ তারিখে তিনি লাইনের সৈন্যদের পাঠালেন এই আদেশ দিয়ে যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নিজস্ব কামান কেড়ে আনতে হবে, অথচ প্যারিস অবরোধের সময় এ কামানদল গড়া হয়েছিল সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। চেষ্টা বিফল হল; সমগ্র প্যারিস এক হয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়াল তার প্রতিরক্ষায়, এবং একদিকে প্যারিস ও অন্যদিকে ভার্সাইতে অবস্থিত ফরাসি সরকারের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হল। ২৬ মার্চ নির্বাচিত আর ২৮ মার্চ ঘোষিত হল প্যারিস কমিউন। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি সে পর্যন্ত সরকারের কাজ চালিয়েছিল, তারা প্যারিসের কলঙ্কিত 'সুনীতি-রক্ষী পুলিশ' ('Morality Police') ভেঙে দেবার আদেশ দিয়ে এবার নিজেদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করল কমিউনের কাছে।—৩০ মার্চ তারিখে সরকার থেকে সৈন্যরিক্রুট ও স্থায়ী সেনাবাহিনী নাকচ করল কমিউন ও ঘোষণা করল যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীই থাকবে একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী, আর তাতে ভর্তি করা হবে অস্ত্রবহনক্ষম সমস্ত নাগরিককেই। ১৮৭০ সালের অক্টোবর থেকে পরের বছরে এপ্রিল পর্যন্ত সব বাড়ির ভাড়া কমিউন মকুব করে দিল; সে সময়ের মধ্যে যে ভাড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছিল সেটাকে ভবিষ্যতে দেয় ভাড়া হিসাবে জমা নেওয়ার আদেশ হল; পৌরসভার বন্ধকী দোকানে বাঁধাপড়া মালের বিক্রয় বন্ধ হয়ে গেল। কমিউনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত

* য়ুঙ্কার—প্রুশীয় অভিজাত ভূস্বামী।—সম্পাঃ

বিদেশীদের নির্বাচন পাকা করা হল সেই তারিখেই, কারণ 'কমিউনের পতাকা, বিশ্ব প্রজাতন্ত্রেরই পতাকা'।—১ এপ্রিল তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, কমিউনের কোন কর্মচারীর বেতন, সুতরাং কমিউন সদস্যদেরও বেতন ৬,০০০ ফ্রাঙ্কের (৪,৮০০ মার্ক) বেশী হতে পারবে না। পরের দিনই কমিউন চার্চকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নকরণ, কোনরূপ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অর্থব্যয় নিষেধ আর চার্চের সকল সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ডিক্রি জারী করে। এর ফলে ৮ এপ্রিল ধর্মের সকল প্রতীক, চিত্র, আপ্তবাক্য এবং প্রার্থনাদি, অর্থাৎ যা কিছু 'ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয়ভুক্ত বলে গণ্য' তা সবই শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্করণের আদেশ জারী ও ধীরে ধীরে কার্যকরী করা হল।—দিনের পর দিন ভার্সাই সৈন্যদল কর্তৃক কমিউনের বন্দী যোদ্ধাদের গুলি করে হত্যার জবাবে ৫ এপ্রিল তারিখে শত্রুপক্ষীয় লোকদের জামিন হিসাবে বন্দী রাখার আদেশ হয়; কিন্তু তা কখনো পুরো কাজে প্রয়োগ করা হয় নি।—৬ তারিখে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ১৩৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন গিলোটিন নিয়ে এসে জনগণের বিপুল উল্লাসের মধ্যে তা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলল।—১৮০৯ সালের যুদ্ধের পর দখল করা কামান গলিয়ে নেপোলিয়ন যা ঢালাই করেছিলেন, ভাঁদোম ময়দানে স্থিত সেই শোভিনিজম ও জাতি-বৈরের প্রতীক বিজয়-স্তম্ভটিকে ধূলিসাৎ করার সিদ্ধান্ত নিল কমিউন ১২ তারিখে। ১৬ মে তারিখে এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা হয়েছিল।—যেসব কারখানা মালিকেরা বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের একটা পরিসংখ্যান হিসাব প্রস্তুত করে সেগুলিকে সেখানকার প্রাক্তন শ্রমিকদের দিয়েই আবার চালু করার পরিকল্পনা প্রস্তুতির নির্দেশ এল ১৬ এপ্রিল; এই শ্রমিকেরা সংগঠিত হবে সমবায় সমিতিতে; সমিতিগুলিকে আবার এক মহা সংঘে সংগঠিত করবার পরিকল্পনা নেবারও আদেশ হল।—২০ তারিখে কমিউন রুটি প্রস্তুতকারীদের নৈশ কাজ নিষিদ্ধ করে; কর্ম-সংস্থান দপ্তরগুলিও তুলে দেওয়া হয়; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময় থেকে পুলিশ-নিযুক্ত জীবেরা, এক নম্বরের শ্রমিক-শোষক হিসাবে এই সংস্থাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল; এগুলির পরিচালনা প্যারিসের বিশটি মহল্লার (arrondissements) মেয়র দপ্তরগুলির হাতে স্থানান্তরিত করা হয়।—বন্ধকী দোকানগুলিতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে শোষণ চলে, সেগুলি শ্রমের

হাতিয়ার এবং ঋণের ওপর শ্রমিকদের অধিকারের পরিপন্থী, এই কারণে ৩০ এপ্রিল কমিউন এগুলি তুলে দেবার আদেশ দিল।—ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড দানের পাপ স্খালনের জন্য নির্মিত প্রায়শ্চিত্ত গির্জা নষ্ট করার আদেশ দিল কমিউন ৫ মে তারিখে।

এইভাবে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দরুন যেটা আগে পেছনে ছিল, প্যারিসের আন্দোলনের সেই শ্রেণী চরিত্রটি তীক্ষ্ণভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হতে থাকে ১৮ মার্চ থেকে। যেহেতু কমিউনের সভায় বসত হয় প্রায় খাঁটি শ্রমিকেরা, না হয় শ্রমিকদের স্বীকৃত প্রতিনিধিগণ, সেহেতু তার সিদ্ধান্তগুলিতেও প্রলেতারীয় চরিত্রটি দৃঢ়ভাবে সুপরিস্ফুট। এইসব সিদ্ধান্তে যেসব সংস্কার সাধনের আদেশ জারী করা হল, তা হয় প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা জঘন্য ভীরুতার দরুনই করে নি, অথচ তাদের মধ্যে ছিল শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের আবশ্যিক ভিত্তি। যেমন, এই নীতির প্রতিষ্ঠা যে রাষ্ট্রের চোখে ধর্ম হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র। কিংবা কমিউন জারী করল এমন সব হুকুম যেগুলি সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীরই প্রত্যক্ষ স্বার্থে, সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাকে যেগুলি অংশত গভীরভাবে বিদীর্ণ করে। অবশ্য শত্রুবেষ্টিত নগরীতে এই সমস্ত কিছু কাজে পরিণত করার ব্যাপারে শুধু প্রথম পদক্ষেপ করাই সম্ভব ছিল। মে মাসের গোড়া থেকে ভার্সাই সরকার যে ক্রমবর্ধিষ্ণু সংখ্যায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে থাকে, তার বিরুদ্ধে লড়াইতেই কমিউনের সমগ্র শক্তি ব্যয় হতে লাগল।

৭ এপ্রিল ভার্সাই সেনাদল প্যারিসের পশ্চিম রণাঙ্গনে নেইলিতে সেন নদীর খেয়াঘাট দখল করে নেয়। আবার অন্যদিকে, ১১ তারিখে, দক্ষিণ রণাঙ্গনে তাদের আক্রমণ বিপুল ক্ষতিসহ হঠিয়ে দেওয়া হয় জেনারেল ইওদ কর্তৃক। প্যারিসের উপর চলছিল অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ; চলছিল তাদেরই হাতে যারা শহরের উপর প্রুশীয়দের গোলাবর্ষণকে পবিত্রতা হানি বলে নিন্দা করেছিল। এরাই আবার এখন প্রুশীয় সরকারের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছিল যেন সেদান ও মেৎসের বন্দী ফরাসি সৈন্যদের তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেই সৈনিকেরা এদের জন্য প্যারিস পুনর্দখল করতে পারে। মে মাসের গোড়া থেকে এইসব সৈন্যের ক্রমিক প্রত্যাবর্তনে ভার্সাই বাহিনী পেল চূড়ান্ত শক্তি প্রাধান্য। একথা স্পষ্ট বোঝা গেল ২৩

এপ্রিলেই, যখন তিয়ের বন্দী-বিনিময় সম্পর্কিত আলোচনা ভেঙে দিলেন-- কমিউন এ আলোচনার প্রস্তাব করেছিল যাতে প্যারিসের যে আর্চবিশপকে* আর যত পাদ্রীকে প্যারিসে জামিন হিসাবে রাখা হয়েছিল তাদের সকলের বিনিময়ে মাত্র একজনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তিনি হলেন ব্লাঙ্কি, যিনি দুইবার কমিউনের সদস্য নির্বাচিত হলেও আটক ছিলেন ক্লেরভো-তে বন্দী হয়ে। এটা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকট হল তিয়েরের বক্তৃতার সুর পরিবর্তনে, আগে তিনি কথা বলছিলেন সংযত ও দ্ব্যর্থক ভাবে। এখন হঠাৎ সেগুলি হয়ে উঠল উদ্ধত, ক্ষিপ্ত, হুমকিদার। ভার্সাই সেনাদল দক্ষিণ রণাঙ্গনে মুলাঁ-সাকে উপদুর্গ দখল করে নিল ৩ মে তারিখে; ৯ তারিখে নিল ফোর্ট ইসি যেটা গোলাবর্ষণে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল; ১৪ তারিখে ফোর্ট ভাঁভ। পশ্চিম রণাঙ্গনে তারা এগোতে লাগল ধীরে ধীরে, নগরীর প্রাকার পর্যন্ত বিস্তৃত বহু গ্রাম ও বাড়ি দখল করতে করতে আর শেষ পর্যন্ত এল প্রধান রক্ষাপ্রাকারের কাছে; বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেখানকার মোতায়েন জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অসাবধানতার দরুন ২১ তারিখে তারা নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশে সফল হল। উত্তর ও পূর্ব দিকের দুর্গগুলি দখলে ছিল প্রুশীয়দের। তারা ভার্সাই সৈন্যদের নগরীর উত্তর দিকের এলাকার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে দিল, অথচ যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী সে এলাকাতে প্রবেশ করা ভার্সাই সৈন্যের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। এইভাবে এগিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাল এমন একটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যা প্যারিসীয়রা স্বভাবতই ধরে নিয়েছিল যুদ্ধবিরতি শর্তে রক্ষিত, ও তাই তার সুরক্ষায় জোর দেয় নি। এর ফলে, প্যারিসের পশ্চিমার্ধে, যা ছিল প্রধানত বিলাসী ধনী পল্লী, সেখানে প্রতিরোধ হল দুর্বল; আক্রমণকারী ফৌজ যতই এগোতে থাকে নগরীর পূর্বার্ধের দিকে, যে অংশটি হচ্ছে আসল শ্রমিক এলাকা তার কাছে, ততই প্রতিরোধ হতে থাকল ক্রমেই ক্ষিপ্ত আর একরোখা। আট দিন ধরে লড়বার পরই বেলভিল ও মেনিলমঁতাঁর উঁচু জমির উপর কমিউনের শেষ রক্ষীরা ভূমিশয্যা নেয়। তারপর নিরস্ত্র পুরুষ, নারী আর শিশুর যে হত্যাকান্ড একাদিক্রমে পুরো সপ্তাহ ধরেই বেড়ে চলেছিল, তা উঠল চরমে।

* দারবুয়া। — সম্পাঃ

ব্রিচলোডার বন্দুকে আর কুলোয় না—যথেষ্ট দ্রুত গতিতে তাতে মানুষ মারা সম্ভব নয়; বিজিতদের শয়ে শয়ে মারা হল মিত্রেলিয়েজের গুলিতে। পের লাশেজ কবরস্থানে যেখানে এই গণহত্যার শেষ অনুষ্ঠান হয়, সেখানে শ্রমিক শ্রেণী তার দাবিদাওয়া নিয়ে দাঁড়াবার সাহস পাওয়া মাত্র শাসক শ্রেণী কতদূর উন্মত্ত হতে পারে তারই মূক অথচ মুখর সাক্ষী হিসাবে 'কমিউনারদের প্রাচীর' আজও দাঁড়িয়ে আছে। তারপর যখন দেখা গেল সকলকেই কচুকাটা করা অসম্ভব, তখন শুরু হল পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার, বন্দীদের মধ্য থেকে ইচ্ছেমতো ধরে আনা লোকদের গুলি করে হত্যা, আর অবশিষ্টদের বড় বড় বন্দীশিবিরে প্রেরণ, যেখানে তারা রইল সামরিক আদালতে বিচারের প্রতীক্ষায়। প্যারিসের উত্তর-পূর্বার্ধ পরিবেষ্টিত করে ছিল যেসব প্রুশীয় সেনাদল, তাদের উপর আদেশ ছিল, যেন কোন পলাতক বেরিয়ে না যায়, কিন্তু সর্বোচ্চ অধিনায়কের নির্দেশের চাইতে মানবতার নির্দেশের প্রতি সৈনিকেরা যখন বেশি বাধ্যতা দেখায় তখন অফিসাররা প্রায়ই চোখ বুঁজে থাকত। এজন্য বিশেষ সম্মান প্রাপ্য স্যাক্সন সেনাবাহিনীর; অতি মানবিক আচরণ করে এরা এবং এমন বহুজনকে পেরিয়ে যেতে দেয় যারা স্পষ্টতই কমিউনের যোদ্ধা।

বিশ বছর পরে আজ যদি আমরা ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কার্যকলাপ এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে বসি তাহলে দেখব যে, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে যে কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আরও কিছু পরিপূরণের প্রয়োজন।

কমিউনের সদস্যরা বিভক্ত ছিল দুইটি ভাগে। সংখ্যাগুরু অংশ ছিল ব্লাঙ্কিপন্থী, এদেরই প্রাধান্য ছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটিতেও, আর সংখ্যালঘু অংশ ছিল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সভ্য, এরা প্রধানত ছিল প্রুধোঁপন্থী সমাজতন্ত্রের গোষ্ঠীভুক্ত। ব্লাঙ্কিপন্থীদের খুব বড় অংশই সে সময় সমাজতন্ত্রী হয়েছিল কেবলমাত্র বিপ্লবী প্রলেতারীয় সহজ-বোধের বশেই; মাত্র অল্প কয়েকজনই নীতি সম্পর্কে অধিকতর পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছতে পেরেছিল ভায়ানের কল্যাণে, যিনি পরিচিত

ছিলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে। সেইজন্য বোঝা যায় কেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউন অনেক কিছুই করে নি যা এখন আমাদের মতে করা উচিত ছিল। যেরকম ভক্তি-বিহ্বল ভাব নিয়ে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের দেউড়ির বাইরে এরা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ছিল, নিশ্চয় সেটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য। এটা একটি গুরুতর রাজনৈতিক প্রমাদ। কমিউনের দখলে ব্যাংক—বিপক্ষের দশ হাজার লোককে জামিন রাখার চাইতেও তার মূল্য বেশি। এটা ঘটলে সমগ্র ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী ভার্সাই সরকারের উপর কমিউনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করার জন্য চাপ দিতে বাধ্য হত। তাসত্ত্বেও, ব্লাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের নিয়ে গঠিত হলেও এই কমিউন যা করেছিল তার অনেক কিছুর নির্ভুলতাই হল অনেক বেশি বিস্ময়কর। স্বভাবতই প্রধানত প্রুধোঁপন্থীরাই দায়ী ছিল কমিউনের অর্থনৈতিক হুকুমনামাগুলির জন্য—তার মধ্যে যা প্রশংসনীয় ও যা ত্রুটিপূর্ণ উভয়ের জন্য, যেমন ব্লাঙ্কিপন্থীরা দায়ী ছিল কমিউন যে রাজনৈতিক কাজ করেছিল তার জন্য, এবং যা করে নি তারও জন্য। এবং উভয় ক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিহাসই এই—মতসর্বস্ব ব্যক্তিরা কর্তৃত্বে এলে সচরাচর যা ঘটে থাকে—নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসারে যা করণীয় দুই দলই করে বসল তার বিপরীত কাজ।

ছোট কৃষক ও কারুজীবীদের সংগঠনকে সমাজতন্ত্রী প্রুধোঁ ঘোর ঘৃণার চোখে দেখতেন। সংগঠন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, এর ভিতর ভাল অপেক্ষা মন্দটাই বেশি; প্রকৃতিগতভাবেই তা হল বন্ধ্যা, এমন কি ক্ষতিকারকও, শ্রমিকের স্বাধীনতার ওপর তা শৃঙ্খলস্বরূপ; ওটা একটা ফাঁকা আপ্তবাক্য, নিষ্ফল ও দুর্বহ, শ্রমিকের স্বাধীনতার সঙ্গে শুধু নয়, শ্রম মিতব্যয়িতার সঙ্গে এর বিরোধ; এর অসুবিধাগুলি বাড়ে তার সুবিধার চাইতে অনেক বেশি দ্রুত, এর বিপরীতে প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাগ এবং ব্যক্তিগত মালিকানা হল হিতকর অর্থনৈতিক শক্তি। বৃহৎ শিল্প ও রেলওয়ের মতো বৃহৎ উদ্যোগ, প্রুধোঁ যার উল্লেখ করেছেন কেবল তেমন ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংগঠন উপযোগী ('বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা', তৃতীয় নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সুচারু হস্তশিল্পের কেন্দ্র প্যারিসে পর্যন্ত ১৮৭১ সালের মধ্যে বৃহৎ শিল্প আর এতই ব্যতিক্রম নয় যে, কমিউনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ

হুকুমনামায় বৃহৎ শিল্প, এমন কি হস্তশিল্প কারখানাকে পর্যন্ত এমনভাবে সংগঠনের নির্দেশ দেওয়া হল যার ভিত্তি হবে প্রতি কারখানায় শ্রমিকদের সমিতি শুধু তাই নয়, এইসব সমিতিকে একটা বড় সংঘে সম্মিলিত করাও। এক কথায়, মার্কস 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে যেটা একেবারে নির্ভুলভাবে ধরেছিলেন, এই সংগঠনের চূড়ান্ত পরিণতি হবে কমিউনিজম, অর্থাৎ প্রুধোঁবাদী নীতির ঠিক বিপরীত। তাই কমিউন হল একই সঙ্গে প্রুধোঁ গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রের সমাধিও। আজ ফরাসি শ্রমিক শ্রেণীর মহল থেকে সে গোষ্ঠী অন্তর্ধান করেছে; সেখানে যেমন 'মার্কসবাদীদের' মধ্যে তেমনই 'সম্ভাবনাবাদীদের' (possibilists) (১৫) ভিতরেও আজ মার্কসের তত্ত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু 'র‍্যাডিকাল' বুর্জোয়াদের মধ্যেই এখনো প্রুধোঁপন্থী পাওয়া যায়।

ব্লাঙ্কিপন্থীদের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল ছিল না। ষড়যন্ত্রের বিদ্যালয়ে লালিতপালিত, এবং তার আনুষঙ্গিক কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় ঝালাই হয়ে তারা ধরে নিয়েছিল যে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বদ্ধপরিকর, সুসংগঠিত মানুষ অনুকূল সময় এলে যে রাষ্ট্রের হাল ছিনিয়ে নিতে পারবে শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড অদম্য উদ্যোগে সেই ক্ষমতা তারা ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত বিপুল জনসাধারণকে বিপ্লবে টেনে এনে তাদের ক্ষুদ্র নেতৃগোষ্ঠীর চারপাশে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবে। এর জন্য সবচাইতে আগে দরকার ছিল নতুন বিপ্লবী সরকারের হাতে সকল ক্ষমতার কঠোরতম একনায়কী কেন্দ্রীকরণ। অথচ আসলে কী করল এই কমিউন, যার ভিতরে সেই ব্লাঙ্কিপন্থীরাই ছিল সংখ্যাগুরু? প্রদেশস্থিত ফরাসি জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত সকল ঘোষণাবাণীতে কমিউন আবেদন জানাল, প্যারিসের সঙ্গে মিলে ফরাসি দেশময় সমস্ত কমিউন গঠন করুক এক স্বাধীন ফেডারেশন, একটি জাতীয় সংগঠন, যা সত্যি করে এই প্রথম হবে গোটা জাতিরই সৃষ্টি। পূর্বতন কেন্দ্রীভূত সরকারের সেই নিপীড়ক শক্তি, তার সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক পুলিশ, আমলাতন্ত্র—১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন যা সৃষ্টি করেন আর পরবর্তীকালে প্রতিটি নতুন সরকার যাকে সাগ্রহে হাতে নিয়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে—ঠিক এই নিপীড়ক শক্তিটার যেমন পতন ঘটেছে প্যারিসে তেমন পতন আনতে হবে ফ্রান্সের সর্বত্র।

শুরু থেকেই কমিউন মানতে বাধ্য হল যে, ক্ষমতায় একবার এসেই

শ্রমিক শ্রেণী পুরোনো শাসনযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না; যে আধিপত্য শ্রমিক শ্রেণী সদ্য জয় করে নিয়েছে তাকে আবার হারাতে না হলে একদিকে যেমন উচ্ছেদ করে দিতে হবে সকল সাবেকী নিপীড়ন যন্ত্রকে, এতকাল যা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অন্যদিকে তেমনই তাদের আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদের প্রতিনিধি ও সরকারী পদাভিষিক্তদের হাত থেকেও—এই বিধান ঘোষণা করে যে, বিনা ব্যতিক্রমে এদের প্রতিজনকে যে কোনো মুহূর্তে প্রত্যাহার করা যাবে। পূর্বতন রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কী ছিল? নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ সংস্থাদি সমাজ গড়ে তুলেছিল প্রথমদিকে সহজ শ্রমবিভাগের মাধ্যমে। এইসব সংস্থা আর তার যা শীর্ষস্থানীয় সেই রাষ্ট্রশক্তি কালক্রমে নিজেদের বিশেষ স্বার্থ অনুসরণ করতে গিয়ে সমাজের সেবক থেকে রূপান্তরিত হল সমাজের প্রভুতে। এটা দেখা যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বেলায় নয়, সমভাবেই দেখা যাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও। ঠিক উত্তর আমেরিকাতেই 'রাজনীতিকরা' জাতির ভিতরে যেমন স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও নয়। সেখানে যে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় আসীন থাকে, তাদের উভয়কেই আবার চালিত করছে কতকগুলি লোক রাজনীতিকে যারা পরিণত করেছে লাভজনক ব্যবসায়, যারা কেন্দ্র ও বিভিন্ন অঙ্গ রাষ্ট্রের বিধান সভাগুলির আসন নিয়ে ফাটকা খেলে, কিংবা নিজ নিজ দলের হয়ে প্রচার চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এবং নিজ দল জয়লাভ করলে যাদের পুরস্কার জোটে বড় বড় পদ। সবাই জানে যে, অসহ্য হয়ে ওঠা এই জোয়াল কাঁধের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য আমেরিকানরা গত ত্রিশ বছর ধরে কত চেষ্টাই না করেছে, অথচ তাসত্ত্বেও কী ভাবে তারা ক্রমাগত দুর্নীতির পঙ্কে নেমে যাচ্ছে। ঠিক আমেরিকাতেই আমরা সবচাইতে ভাল করে দেখতে পাই, যে রাষ্ট্রশক্তিকে আদিতে সমাজের একটা হাতিয়ার মাত্র ধরা হয়েছিল সেই রাষ্ট্রশক্তির ধীরে ধীরে সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। সে দেশে কোন রাজবংশ নেই, অভিজাত সম্প্রদায় নেই, রেড ইণ্ডিয়ানদের উপর নজর রাখবার জন্য নিযুক্ত কিছু সৈনিক ছাড়া স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই, নেই স্থায়ী পদ ও পেনশনের অধিকার সম্বলিত আমলাতন্ত্র। অথচ এখানে

আমরা দেখি রাজনৈতিক ফাটকাবাজির দুটি বিরাট দল, পাল্টাপাল্টি করে তারা শাসন-ক্ষমতা দখলে রাখছে, আর সেই রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার করছে সবচেয়ে দুর্নীতিভরা পদ্ধতিতে সবচেয়ে দুর্নীতিপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য— আর সমগ্র জাতি শক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজনীতিকদের এই দুটি বিরাট জোটের সমক্ষে, যারা বাহ্যত তার সেবক অথচ প্রকৃতপক্ষে তার কর্তা ও লুণ্ঠনকারী।

এযাবৎ বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই যেটা অনিবার্য, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সংস্থাগুলির সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভুতে এই রূপান্তরের বিরুদ্ধে কমিউন দুটি অব্যর্থ অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। প্রথমত, কমিউন প্রশাসন, বিচার ও জন-শিক্ষা সম্পর্কিত সকল পদ পূর্ণ করল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিতদের দিয়ে, এবং এই নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক যে কোনো সময়ে তাদের প্রত্যাহার করার অধিকার সহ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রমিকেরা যে বেতন পায়, উচ্চ নিম্ন নির্বিশেষে সকল পদাধিকারীর পক্ষেই সেই বেতন ধার্য হল। কমিউনের দেওয়া সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৬,০০০ ফ্রাঙ্ক। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর চাপানো অবশ্য পালনীয় ম্যাণ্ডেট যোগ করা ছাড়াও উচ্চপদ সন্ধান ও ভাগ্যান্বেষণের পথে এইভাবে খাড়া করা হয়েছিল একটা কার্যকরী বাধা।

এইভাবে পূর্বতন রাষ্ট্রশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে (sprengung) তার স্থলে এক নতুন ও সত্যকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের তৃতীয় অংশে। তবু এর কয়েকটি দিক সম্পর্কে আরও একবার এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন কারণ, ঠিক জার্মানিতেই রাষ্ট্রের উপর সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দর্শন থেকে এসে বুর্জোয়া শ্রেণীর, এমন কি বহু শ্রমিকের চেতনাতেও আসন পেতেছে। দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে 'ভাবের বাস্তব রূপায়ণ', অথবা কথাটাকে দার্শনিক ভাষায় অনুবাদ করলে— পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব, এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শাশ্বত সত্য ও ন্যায় রূপায়িত হয় বা হওয়া উচিত। আর এর থেকেই জাগে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর প্রতি এক সংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তি, তা আরও সহজেই শিকড় গেড়ে বসে, কারণ লোকে ছেলেবেলা থেকেই ভাবতে অভ্যস্ত হয় যে, সমগ্র সমাজের সাধারণ ব্যাপার

ও স্বার্থের দেখা-শোনা অতীতে যেভাবে হয়েছে, তাছাড়া অন্যভাবে হতে পারে না, অর্থাৎ সম্পন্ন হতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রের মারফৎ আর তার মোটা বেতনের পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের দ্বারা। তাই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উপর বিশ্বাস মন থেকে দূর করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী হতে পারলেই লোকে ভাবে, খুব একটা সাহসিক অসাধারণ পদক্ষেপ করা গেল। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু রাষ্ট্র এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেটা রাজতন্ত্রের বেলা যতটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে তার চাইতে কিছু কম নয়; শ্রেণী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়লাভের পর সে রাষ্ট্র সর্বোত্তম ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটা অভিশাপ; বিজয়ী প্রলেতারিয়েত, ঠিক কমিউনের মতনই, সঙ্গে সঙ্গেই তার নিকৃষ্টতম দিকগুলি যথাসম্ভব কেটে বাদ দিতে বাধ্য হবে, যতদিন না নতুন, মুক্ত সামাজিক অবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠা নতুন যুগের নর-নারী এসে এই রাষ্ট্রপাটের গোটা আবর্জনাটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারছে।

কিছুদিন হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কূপমণ্ডূক ফের প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কথাটায় সাধু আতঙ্ক বোধ করছে। তা বেশ, মহাশয়েরা, আপনারা কি জানতে চান সেই একনায়কত্ব দেখতে কেমন? প্যারিস কমিউনের প্রতি চোখ ফেরান। এটা ছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

লণ্ডন, প্যারিস কমিউনের
বিংশ বার্ষিকী দিবসে,
১৮ মার্চ, ১৮৯১

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

Die Neue Zeit পত্রিকায়,
২, ২৮ নং, ১৮৯০-১৮৯১ এবং
মার্কস, 'Der Bürgerkrieg in Frankreich'
গ্রন্থে মুদ্রিত, বার্লিন, **১৮৯১**

মূল জার্মান থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণ (১৬)

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত সভ্যদের প্রতি

১৮৬৪ সালের নভেম্বর **'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির** উদ্বোধনী ভাষণে' আমরা বলেছিলাম, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যদি তাদের ভ্রাতৃত্বসূচক মতৈক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং জাতিগত সংস্কার উত্তেজিত করে খাস দস্যুযুদ্ধে জনগণের রক্ত ও অর্থ অপচয় করে যে পররাষ্ট্র নীতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এই মহান ব্রতটি কী করে পূর্ণ করা যাবে?' যে পররাষ্ট্র নীতি দাবি করে আন্তর্জাতিক, তাকে আমরা এই কথায় সংজ্ঞাবদ্ধ করেছিলাম: '...নীতি ও ন্যায়ের যেসব সহজ নিয়ম দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক শাসিত হওয়া উচিত, তাদেরই প্রতিষ্ঠা করা চাই জাতিসমূহের মধ্যকার যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম হিসাবে।'*

তাই যে লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা জবরদখল করে নিয়েছিলেন ফ্রান্সে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্যুদ্ধের সুযোগে ও তা টিকিয়ে রেখেছিলেন থেকে থেকে বৈদেশিক যুদ্ধ চালিয়ে, তিনি যে প্রথম থেকে আন্তর্জাতিককে মারাত্মক শত্রু বলে গণ্য করেছেন, তাতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই। গণভোটের (১৭) ঠিক পূর্বাহ্নে তিনি আদেশ দিলেন সারা ফ্রান্সে—প্যারিসে, লিয়োঁতে, রুয়েঁতে, মার্সেই-এ, ব্রেস্তে ইত্যাদিতে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রশাসনিক কমিটির সভ্যদের উপর হামলা করতে। অজুহাত ছিল যে, আন্তর্জাতিক নাকি একটা গুপ্ত সমিতি, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; সে অজুহাতের পরিপূর্ণ উদ্ভটত্ব অচিরে তাঁর নিজস্ব বিচারকদের হাতেই পরিপূর্ণ ফাঁস হয়ে গেল। আন্তর্জাতিকের ফরাসি শাখাসমূহের আসল

---

* বর্তমান সংস্করণের ৫ম খণ্ড, ৭-১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

অপরাধটা কী? তারা প্রকাশ্যে ও সজোরে ফরাসি জনসাধারণের কাছে একথাটাই বলেছিল যে, গণভোটে ভোট দিতে যাওয়া মানে স্বদেশে স্বৈরাচার ও বিদেশে যুদ্ধের অনুকূলে ভোট দেওয়া। বস্তুত তাদেরই কাজের ফলে ফ্রান্সের সমস্ত বড় বড় শহরে এবং সকল শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়ায় গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। দুর্ভাগ্যের কথা, পল্লীপ্রধান জেলাগুলির নিরতিশয় অজ্ঞতার দরুন পাল্লা ভারি হল অন্যপক্ষে। ইউরোপের নানা দেশের ফাটকাবাজার, মন্ত্রিসভা, ইউরোপের শাসক শ্রেণী ও সংবাদপত্র উৎসব করেছিল এই বলে যে, গণভোটটা ফরাসি শ্রমিক শ্রেণীর উপর ফরাসি সম্রাটের চূড়ান্ত বিজয়; আর সেটা আসলে ব্যক্তিবিশেষকে নয়, জাতির পর জাতিকে হত্যার সংকেত বহন করেছিল।

১৮৭০ সালের জুলাই-এর যুদ্ধ চক্রান্তটা (১৮) হল ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর কুদেতার একটা সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। প্রথম নজরে ব্যাপারটা এতই অবাস্তব বলে মনে হয় যে, ফ্রান্স তার বাস্তবতায় বিশ্বাসই করতে চায় নি। মন্ত্রীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত কথাকে ফাটকাবাজারের দালালদের কারসাজি বলে জনৈক প্রতিনিধি* যে ধিক্কার হানেন, লোকে বরং তাঁকেই বিশ্বাস করেছিল। যখন ১৫ জুলাই তারিখে আইন সংসদের কাছে যুদ্ধ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল, তখন সমগ্র বিরোধীপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রাথমিক অর্থমঞ্জুরি সমর্থন করতে অস্বীকার করল; তিয়ের পর্যন্ত ব্যাপারটাকে 'ঘৃণ্য' বলে চিহ্নিত করলেন। প্যারিসের সব কয়টি স্বাধীন সংবাদপত্র তার নিন্দা করল, আর বলতে অদ্ভুত ঠেকে, তার সঙ্গে প্রায় একবাক্যে যোগ দিল প্রাদেশিক পত্র-পত্রিকাগুলিও।

আন্তর্জাতিকের প্যারিসস্থ সদস্যরা ইতিমধ্যেই আবার কাজে নেমে পড়েছিল। *Réveil* (১৯) পত্রিকায় ১২ জুলাই বের হল তাদের ইশতেহার 'সকল জাতির শ্রমিকদের প্রতি'। এর থেকে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিচ্ছি:

'ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার অছিলায়, জাতীয় সম্মানরক্ষার অছিলায়, বিশ্বশান্তি আর একবার রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষায় বিপন্ন। ফরাসি, জার্মান, স্পেনীয় শ্রমিক! আসুন,

---

* জুল ফাভ্র। — সম্পাঃ

আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েই একযোগে ধিক্কার দিই যুদ্ধকে!.. রাষ্ট্র প্রাধান্য বা রাজবংশগত অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ শ্রমিকদের চোখে এক অপরাধী উদ্ভটত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। 'রক্তক্ষয়' থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে, সর্বসাধারণের দুর্দশায় নতুন ফাটকা খেলার সুযোগ দেখে যারা যুদ্ধমুখী সব ঘোষণা করছে, তাদের প্রতিবাদ করছি আমরা; চাই আমরা শান্তি, কাজ এবং মুক্তি!.. জার্মানির ভাইয়েরা! আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লে তার ফলে স্বৈরাচারের পরিপূর্ণ বিজয় ঘটবে রাইনের উভয় তীরেই... সকল দেশের শ্রমিক ভাইয়েরা! আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ভাগ্যে আপাতত যাই থাক না কেন, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য আমরা কোন রাষ্ট্রীয় সীমানাই মানি না; অবিচ্ছেদ্য সংহতির শপথস্বরূপ তোমাদের কাছে আমরা পাঠালাম ফরাসি শ্রমিকদের শুভেচ্ছা ও সেলাম।'

আমাদের প্যারিস শাখার এই ইশতেহারের পরে বেরয় বহুসংখ্যক অনুরূপ ফরাসি ঘোষণা; তার মধ্য থেকে কেবল *Marseillaise* (২০) পত্রিকায় ২২ জুলাই প্রকাশিত নেইলি-সুর-সেনের ঘোষণার কিছুটা উদ্ধৃত করব।

'এই যুদ্ধ কি ন্যায়সঙ্গত? না! এই যুদ্ধ কি জাতীয়? না! এ যুদ্ধ নিছক রাজবংশগত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যে প্রতিবাদ করেছে মানবতার নামে, গণতন্ত্রের নামে এবং ফ্রান্সের প্রকৃত স্বার্থের নামে, আমরা উৎসাহের সঙ্গে তাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানাচ্ছি।'

এইসব প্রতিবাদে ফরাসি শ্রমজীবী জনগণের আসল মনোভাবই যে ব্যক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ অল্পদিনের ভিতরই পাওয়া গেল একটা অদ্ভুত ঘটনায়। লুই বোনাপার্টের সভাপতিত্বে প্রথম গঠিত হয়েছিল যে **১০ ডিসেম্বরের দঙ্গল** (২১) তাদের শ্রমিকের ছদ্মবেশে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় রণোন্মাদনার কসরত দেখানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হলে উপকণ্ঠের (faubourgs) আসল শ্রমিকেরা প্রকাশ্য শান্তি মিছিলে এগিয়ে আসে। সে মিছিল এতই জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, প্যারিস পুলিশের কর্তা পিয়েত্রি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় সমস্ত রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়াই বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করলেন, অজুহাত দেখালেন যে, অনুগত প্যারিসবাসীরা তাদের অবরুদ্ধ দেশপ্রেম এবং উচ্ছ্বসিত রণোৎসাহ যথেষ্ট ব্যক্ত করেছে।

প্রাশিয়ার সঙ্গে লুই বোনাপার্টের যুদ্ধের পরিণতি যাই হোক না কেন. দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধ্বনিত হয়ে গেছে। শুরুর

মতোই তার শেষও হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।

জার্মানদের দিক থেকে এ যুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ, কিন্তু কে জার্মানিকে আত্মরক্ষার এই প্রয়োজনে এনে ফেলল? তার বিরুদ্ধে যুদ্ধচালার সম্ভাবনা লুই বোনাপার্টকে দিল কে? **প্রাশিয়া!** এই লুই বোনাপার্টের সঙ্গেই যিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বদেশে গণতান্ত্রিক বিরোধিতাকে নিষ্পেষিত করার এবং হয়েনট্‌সলার্ন রাজবংশের জন্য জার্মানিকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে, সেই বিসমার্ক। সাদোভার যুদ্ধে (২২) জয় না হয়ে যদি হার হত, তাহলে প্রাশিয়ার মিত্র হিসাবেই ফরাসি ফৌজ জার্মানি ছেয়ে ফেলত। জয়লাভের পর প্রাশিয়া কি মুক্ত জার্মানিকে শৃঙ্খলিত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লাগাবার কথা মুহূর্তের জন্য স্বপ্নেও ভেবেছে? ঠিক তার বিপরীত! তার পুরানো বিধি-ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু স্বদেশীয় রূপ-লাবণ্য ছিল তা সযত্নে রক্ষা করে সে তার উপর আরও জুড়ল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সকল কলাকৌশল—তার খাঁটি স্বৈরতন্ত্র ও ভুয়ো গণতন্ত্র, তার রাজনৈতিক ঠাট ও আর্থিক মৃগয়া, তার জমকালো বুলি ও নীচ ঠকবাজি। এ পর্যন্ত রাইনের এক পাড়েই ছিল বোনাপার্ট মার্কা শাসন-ব্যবস্থা, এখন অন্য পাড়েও দেখা দিল তার জাল সংস্করণ। এই অবস্থা থেকে **যুদ্ধ** ছাড়া আর কী গত্যন্তর হতে পারে?

যদি জার্মান শ্রমিক শ্রেণী এই যুদ্ধের নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে একে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হতে দেয় তাহলে, জয় হোক আর পরাজয়ই হোক, দুই-ই সমভাবে বিপর্যয়কর বলে প্রমাণিত হবে। জার্মানির মুক্তি যুদ্ধের পর তার ভাগ্যে যেসব দুর্দশা ঘনিয়ে এসেছিল, তীব্রতর রূপে ঘটবে তারই পুনরাবৃত্তি।

অবশ্য, আন্তর্জাতিকের নীতি জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে আজ এতটা বিস্তৃত, এত দৃঢ়ভাবে তার শিকড় সেখানে প্রোথিত যে, এরকম শোচনীয় পরিণতি আশঙ্কা করার কারণ নেই। ফরাসি শ্রমিকদের কণ্ঠধ্বনি জার্মানি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৬ জুলাই ব্রুনস্‌ভিক্‌-এ অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের

বিরাট জনসভা প্যারিস ইশতেহারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মতৈক্য ঘোষণা করেছে, ফ্রান্সের সঙ্গে জাতীয় বৈরিতার কথাটাতে পদাঘাত করেছে, ও এই ভাষায় নিজ প্রস্তাব শেষ করেছে:

'সকল যুদ্ধের, কিন্তু সর্বোপরি রাজবংশীয় যুদ্ধের শত্রু আমরা... গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে আমাদের এই অনিবার্য অমঙ্গলস্বরূপ আত্মরক্ষার যুদ্ধ সহ্য করতে হচ্ছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারটা জনসাধারণের নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে জনগণকেই আপন ভাগ্যনিয়ন্তা করে এইরকম বিপুলায়তন সামাজিক দুর্ভাগ্যের পুনরাবির্ভাবকে অসম্ভব করে তুলবার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি সমগ্র জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে।'

খেম্‌নিৎসে ৫০,০০০ স্যাক্সন শ্রমিকের প্রতিনিধিদের এক সভায় নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

'জার্মান গণতন্ত্রের নামে, বিশেষ করে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের নামে, আমরা ঘোষণা করছি যে, এ যুদ্ধ রাজবংশীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়... আমাদের দিকে প্রসারিত ফরাসি শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বসূচক হাতে হাত দিতে পেরে আমরা খুশি... **'দুনিয়ার মজুর এক হও!'**—শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির এই ধ্বনি স্মরণে রেখে আমরা কখনই ভুলব না যে **সকল** দেশের শ্রমিকেরাই আমাদের **মিত্র** আর **সকল** দেশের স্বৈরাচারীরাই আমাদের **শত্রু**।'

আন্তর্জাতিকের বার্লিন শাখাও প্যারিস ইশতেহারের জবাব দিয়েছে; এরা বলছে:

'আমরা মনে-প্রাণে আপনাদের প্রতিবাদে যোগ দিচ্ছি... সগাম্ভীর্যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সকল দেশের শ্রমের সন্তানদের মিলিত করার সাধারণ কর্তব্য থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না কোনো রণদুন্দুভিই. কোনো কামান-গর্জনই, কোনো জয়, কোনো পরাজয়।'

তাই হোক!

এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের পশ্চাৎপটে আভাসিত হচ্ছে রাশিয়ার কৃষ্ণ মূর্তি। যখন মস্কো সরকার সবেমাত্র তার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি বসানো শেষ করে প্রুত নদীর দিকে সেনা সমাবেশ করে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যে এই যুদ্ধ শুরু করার সংকেত দেওয়া হল, এটা অশুভ লক্ষণ। বোনাপার্টীয় আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধে যে সহানুভূতি

মতোই তার শেষও হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।

জার্মানদের দিক থেকে এ যুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ, কিন্তু কে জার্মানিকে আত্মরক্ষার এই প্রয়োজনে এনে ফেলল? তার বিরুদ্ধে যুদ্ধচালার সম্ভাবনা লুই বোনাপার্টকে দিল কে? **প্রাশিয়া!** এই লুই বোনাপার্টের সঙ্গেই যিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বদেশে গণতান্ত্রিক বিরোধিতাকে নিষ্পেষিত করার এবং হয়েনট্সলার্ন রাজবংশের জন্য জার্মানিকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে, সেই বিসমার্ক। সাদোভার যুদ্ধে (২২) জয় না হয়ে যদি হার হত, তাহলে প্রাশিয়ার মিত্র হিসাবেই ফরাসি ফৌজ জার্মানি ছেয়ে ফেলত। জয়লাভের পর প্রাশিয়া কি মুক্ত জার্মানিকে শৃঙ্খলিত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লাগাবার কথা মুহূর্তের জন্য স্বপ্নেও ভেবেছে? ঠিক তার বিপরীত! তার পুরানো বিধি-ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু স্বদেশীয় রূপ-লাবণ্য ছিল তা সযত্নে রক্ষা করে সে তার উপর আরও জুড়ল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সকল কলাকৌশল—তার খাঁটি স্বৈরতন্ত্র ও ভুয়ো গণতন্ত্র, তার রাজনৈতিক ঠাট ও আর্থিক মৃগয়া, তার জমকালো বুলি ও নীচ ঠকবাজি। এ পর্যন্ত রাইনের এক পাড়েই ছিল বোনাপার্ট মার্কা শাসন-ব্যবস্থা, এখন অন্য পাড়েও দেখা দিল তার জাল সংস্করণ। এই অবস্থা থেকে **যুদ্ধ** ছাড়া আর কী গত্যন্তর হতে পারে?

যদি জার্মান শ্রমিক শ্রেণী এই যুদ্ধের নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে একে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হতে দেয় তাহলে, জয় হোক আর পরাজয়ই হোক, দুই-ই সমভাবে বিপর্যয়কর বলে প্রমাণিত হবে। জার্মানির মুক্তি যুদ্ধের পর তার ভাগ্যে যেসব দুর্দশা ঘনিয়ে এসেছিল, তীব্রতর রূপে ঘটবে তারই পুনরাবৃত্তি।

অবশ্য, আন্তর্জাতিকের নীতি জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে আজ এতটা বিস্তৃত, এত দৃঢ়ভাবে তার শিকড় সেখানে প্রোথিত যে, এরকম শোচনীয় পরিণতি আশঙ্কা করার কারণ নেই। ফরাসি শ্রমিকদের কণ্ঠধ্বনি জার্মানি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৬ জুলাই ব্রুনস্ভিক্-এ অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের

বিরাট জনসভা প্যারিস ইশতেহারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মতৈক্য ঘোষণা করেছে, ফ্রান্সের সঙ্গে জাতীয় বৈরিতার কথাটাতে পদাঘাত করেছে, ও এই ভাষায় নিজ প্রস্তাব শেষ করেছে:

'সকল যুদ্ধের, কিন্তু সর্বোপরি রাজবংশীয় যুদ্ধের শত্রু আমরা... গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে আমাদের এই অনিবার্য অমঙ্গলস্বরূপ আত্মরক্ষার যুদ্ধ সহ্য করতে হচ্ছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারটা জনসাধারণের নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে জনগণকেই আপন ভাগ্যনিয়ন্তা করে এইরকম বিপুলায়তন সামাজিক দুর্ভাগ্যের পুনরাবির্ভাবকে অসম্ভব করে তুলবার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি সমগ্র জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে।'

খেম্‌নিৎসে ৫০,০০০ স্যাক্সন শ্রমিকের প্রতিনিধিদের এক সভায় নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

'জার্মান গণতন্ত্রের নামে, বিশেষ করে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের নামে, আমরা ঘোষণা করছি যে, এ যুদ্ধ রাজবংশীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়... আমাদের দিকে প্রসারিত ফরাসি শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বসূচক হাতে হাত দিতে পেরে আমরা খুশি... **'দুনিয়ার মজুর এক হও!'**—শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির এই ধ্বনি স্মরণে রেখে আমরা কখনই ভুলব না যে **সকল** দেশের শ্রমিকেরাই আমাদের **মিত্র** আর **সকল** দেশের স্বৈরাচারীরাই আমাদের **শত্রু**।'

আন্তর্জাতিকের বার্লিন শাখাও প্যারিস ইশতেহারের জবাব দিয়েছে; এরা বলছে:

'আমরা মনে-প্রাণে আপনাদের প্রতিবাদে যোগ দিচ্ছি... সগাম্ভীর্যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সকল দেশের শ্রমের সন্তানদের মিলিত করার সাধারণ কর্তব্য থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না কোনো রণদুন্দুভিই, কোনো কামান-গর্জনই, কোনো জয়, কোনো পরাজয়।'

তাই হোক!

এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের পশ্চাৎপটে আভাসিত হচ্ছে রাশিয়ার কৃষ্ণ মূর্তি। যখন মস্কো সরকার সবেমাত্র তার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি বসানো শেষ করে প্রুত নদীর দিকে সেনা সমাবেশ করে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যে এই যুদ্ধ শুরু করার সংকেত দেওয়া হল, এটা অশুভ লক্ষণ। বোনাপার্টীয় আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধে যে সহানুভূতি

জার্মানরা সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারে, সেটুকু অধিকার তারা মুহূর্তেই হারাবে যদি তারা প্রুশীয় সরকারকে কসাক সৈন্যের সাহায্য চাইতে অথবা গ্রহণ করতে দেয়। তারা যেন মনে রাখে যে, প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের পরে জার্মানিকে কয়েক পুরুষ ধরে জারের পদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে থাকতে হয়েছিল।

ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী ফরাসি ও জার্মান শ্রমিকদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের গভীর বিশ্বাস আছে যে, আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের গতি যে দিকেই ফিরুক না কেন, সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রীই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের নিধন ঘটাবে। যখন সরকারী ফ্রান্স ও সরকারী জার্মানি ছুটে চলেছে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের মধ্যে, ঠিক তখনই ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকরা একে অন্যকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী পাঠাচ্ছে। এই যে ঘটনা, অতীত ইতিহাসে যার নজির মেলে না, এই বিরাট ঘটনাই খুলে দিয়েছে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং রাজনৈতিক জ্বরবিকার সহ এই পুরাতন সমাজের জায়গায় নতুন এক সমাজ জেগে উঠছে, **শান্তিই** হবে তার আন্তর্জাতিক বিধান, কারণ সর্বত্রই তার জাতীয় অধিপতি একই -- **শ্রম!**

সেই নতুন সমাজেরই অগ্রদূত হল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি।

২৫৬, হাই হলবোর্ন,
লণ্ডন, ওয়েস্টার্ন সেণ্ট্রাল,
২৩ জুলাই, ১৮৭০

মার্কস কর্তৃক ১৮৭০-এর
১৯-২৩ জুলাইয়ের মধ্যে লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

১৮৭০ সালের জুলাইয়ে
প্রচারপত্ররূপে ইংরেজি ভাষায় এবং
১৮৭০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে
জার্মান, ফরাসি ও রুশ ভাষায়
আলাদা আলাদা প্রচারপত্ররূপে
ও সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অভিভাষণ

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত সভ্যদের প্রতি

২৩ জুলাই আমাদের প্রথম অভিভাষণে আমরা বলেছিলাম:

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধ্বনিত হয়ে গেছে। শুরুর মতোই তার শেষও হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।'*

দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ কার্যত শুরু হবার আগেই আমরা বোনাপার্টীয় বুদ্বুদ্‌টিকে অতীত বলে ধরে নিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি সম্পর্কে যেমন আমরা ভুল করি নি, তেমনই আমাদের আশংকাটা অমূলক ছিল না যে, জার্মানির পক্ষে 'যুদ্ধ তার নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে একে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হবে'।** আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধটা বস্তুত শেষ হয়ে গেল লুই বোনাপার্টের আত্মসমর্পণে, সেদানে সৈন্যদল বন্দী হওয়ায় এবং প্যারিসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণায়। কিন্তু এইসব ঘটনা ঘটার বহুপূর্বে যেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে বোনাপার্টীয় শক্তি একেবারে পচে গেছে, তখনই প্রুশীয় সামরিক দরবারী চক্র (camarilla) যুদ্ধকে দেশজয়ে পরিণত করার সংকল্প করেছিল। তাদের সামনে অবশ্য এক বিশ্রী বাধা ছিল—**যুদ্ধের শুরুতে রাজা ভিলহেল্ম স্বয়ং যে ঘোষণা-বাণী করেছিলেন**

---

* বর্তমান খণ্ডের ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

** বর্তমান খণ্ডের ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

সেটি। সিংহাসন থেকে উত্তর জার্মান রাইখ্‌স্টাগের প্রতি প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি সুগম্ভীর ঘোষণা করেন যে, লড়াই করা হবে ফরাসি সম্রাটের বিরুদ্ধে, ফরাসি জনগণের বিরুদ্ধে নয়। ১১ আগস্ট ফরাসি জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ইশতেহারে তিনি বলেছিলেন:

'জার্মান জাতি যেখানে ফরাসি জনসাধারণের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলতে চেয়েছিল এবং এখনও চায়, সেখানে সম্রাট নেপোলিয়ন স্থল ও জলপথে তাদের উপর আক্রমণ শুরু করাতে, **তাঁর সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য** আমি জার্মান সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কত্ব স্বহস্তে তুলে নিলাম, এবং **সামরিক ঘটনাবলির চাপেই** আমাকে **ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করতে হল**।'

যুদ্ধটা যে আত্মরক্ষামূলক ছাড়া আর কিছু নয়, এই কথা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শুধু **'আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য'** তিনি জার্মান সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কত্ব স্বহস্তে নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেই খুশি থাকতে পারেন নি, তিনি যোগ দিলেন যে, 'সামরিক ঘটনাবলির চাপেই' তিনি ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ থেকেও আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বাদ দেওয়া যায় না, যদি 'সামরিক ঘটনাবলির' দরুন তার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এইভাবে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে থাকার প্রতিশ্রুতিতে এই সততাশীল রাজা ফ্রান্স এবং সমগ্র জগতের সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন কেমন করে তাঁকে সেই সুগম্ভীর প্রতিশ্রুতি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়? মঞ্চাধ্যক্ষদের দেখাতে হল যেন জার্মান জনগণের অপ্রতিরোধ্য দাবি তাঁকে অনিচ্ছাভরেই মেনে নিতে হচ্ছে। তারা তৎক্ষণাৎ সংকেত পাঠাল তার অধ্যাপক, পুঁজিপতি, পৌরসদস্য ও লেখক-গোষ্ঠী সমেত জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে। এ বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নাগরিক স্বাধীনতার সংগ্রামে ১৮৪৬ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত যে অস্থিরমতি, অক্ষমতা ও ভীরুতা প্রদর্শন করেছিল তার তুলনা নেই; জার্মান দেশপ্রেমের গর্জমান সিংহের রূপে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে তারা অবশ্য খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল। প্রুশীয় সরকার মনে মনে যে মতলব এঁটেছিল এরা যেন সেই সরকারকে তা হাসিল করতে বাধ্য করছে এই ভান করে নাগরিক স্বাধীনতার মুখোশ পরল। লুই বোনাপার্ট ভ্রম-প্রমাদের ঊর্ধ্বে, এই

কথাটাকে তারা দীর্ঘকাল ধরে প্রায় বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে এসেছিল; আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তারা ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে বিখণ্ডিত করে ফেলার জন্য হাঁক ছাড়ল। বীরপ্রাণ এই দেশপ্রেমিকেরা যেসব সুযুক্তি দিয়েছিল তা একটু শোনা যাক।

অ্যালসেস আর লরেনের অধিবাসীরা জার্মান আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে, এমন ভান করার সাহস এদের ছিল না; সত্য ঠিক তার বিপরীত। ফরাসি দেশভক্তির শাস্তিস্বরূপ, আলাদাভাবে অবস্থিত এক দুর্গের পরিচালনাধীন স্ট্রাসবুর্গ শহরের উপর 'জার্মান' বিস্ফোরক গোলা বর্ষিত হয় ছয়দিন ধরে নির্বিচার পৈশাচিকভাবে। শহর জ্বালিয়ে দেওয়া হল, অসহায় অধিবাসীরা নিহত হল বিপুল সংখ্যায়! হবে না কেন! একদা প্রদেশদুইটির মাটি যে বহু পূর্বে অন্তর্হিত জার্মান সাম্রাজ্যের (২৩) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই যেন সেই মাটি ও যে মানুষের জন্ম সে মাটিতে তাদেরও চিরন্তন জার্মান সম্পত্তি বলে বাজেয়াপ্ত করা উচিত। কিন্তু প্রাচীন ভক্তদের খেয়াল অনুসারে যদি ইউরোপের মানচিত্র ঢেলে সাজাতে হয়, তাহলে আমাদের ভোলা চলবে না যে, ব্রান্ডেনবুর্গের ইলেক্টর প্রুশীয় নৃপতি হিসাবে ছিলেন পোলিশ প্রজাতন্ত্রের অধীন সামন্ত মাত্র (২৪)।

বেশি জ্ঞানী দেশপ্রেমিকরা অবশ্য অ্যালসেস এবং লরেনের জার্মান ভাষী এলাকা দাবি করে ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' হিসাবে। এই ঘৃণ্য অজুহাত বহু সীমিত-জ্ঞান লোককে বিমূঢ় করেছে বলে এ বিষয়ে আমাদের আরও বিশদভাবে আলোচনা করতে হচ্ছে।

সন্দেহ নেই যে, রাইনের বিপরীত তীরের তুলনায়, অ্যালসেসের সাধারণ গড়ন এবং বাসেল ও গের্মারসহাইমের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে স্ট্রাসবুর্গের মতো বৃহৎ দুর্গের অবস্থিতি দক্ষিণ জার্মানির উপর ফরাসি আক্রমণ চালাবার পক্ষে খুবই অনুকূল, অথচ দক্ষিণ জার্মানি থেকে ফ্রান্সে আক্রমণ চালাবার পক্ষে এরাই হল বিশেষ বাধা। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, অ্যালসেস এবং লরেনের জার্মান ভাষী অঞ্চলকে সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারলে দক্ষিণ জার্মানির সীমান্ত অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়, কারণ তাহলে ভগেজ পর্বতমালার গোটা দৈর্ঘ্য বরাবর গিরিশিখরগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সে পেতে পারে আর এই পর্বতমালার উত্তরদিকের গিরিপথের রক্ষক দুর্গসমূহও

তার দখলে আসে। এর সঙ্গে আবার যদি মেৎস অধিকার করে নেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয় জার্মানির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার দুইটি প্রধান ঘাঁটিই আপাতত ফ্রান্সের হাত-ছাড়া হবে, কিন্তু এতে করে নান্সি অথবা ভেরদেঁ-তে নতুন করে ঘাঁটি গড়ে নেওয়ায় তার বাধা হবে না। জার্মানির দখলে আছে কবলেনৎস, মেইনৎস, গের্মারসহাইম, রাশতাদ ও উল্ম্, এসবই হল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার ঘাঁটি। এ যুদ্ধে এদের বহুল ব্যবহার হয়েছে, তাহলে কোন সুবিচারের দোহাই দিয়ে ফ্রান্সের এ অঞ্চলে অবস্থিত দুইটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ, অর্থাৎ স্ত্রাসবুর্গ ও মেৎসের উপর অধিকারে আপত্তি করা সম্ভব? তাছাড়া, উত্তর জার্মানি থেকে একটা বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে থাকলেই শুধু দক্ষিণ জার্মানির পক্ষে স্ত্রাসবুর্গ বিপজ্জনক। ১৭৯২-১৭৯৫-এর মধ্যে এই দিক থেকে দক্ষিণ জার্মানি কখনো আক্রান্ত হয় নি, কারণ তখন প্রাশিয়া ছিল ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একজন অংশীদার; কিন্তু ১৭৯৫-এ প্রাশিয়া যেই তার নিজের আলাদা শান্তি চুক্তি (২৫) করে দক্ষিণ জার্মানিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল, তখন থেকেই শুরু হয়ে ১৮০৯ সাল অবধি চলল স্ত্রাসবুর্গকে ঘাঁটি করে দক্ষিণ জার্মানি আক্রমণ। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, **ঐক্যবদ্ধ** জার্মানি স্ত্রাসবুর্গকে এবং অ্যালসেসে অবস্থিত ফরাসি বাহিনীকে সর্বদাই অকেজো করে দিতে পারে সারলুই ও লান্দাউ-এর মধ্যে তার সকল সেনাদলকে সন্নিবিষ্ট করে আর মেইনৎস ও মেৎসের মধ্যবর্তী রাস্তার রেখা বরাবর এগিয়ে গেলে, বা এই এলাকাতেই লড়াইয়ে নিযুক্ত হলে। বর্তমান যুদ্ধে এ-ই করা হয়েছিল। এইখানে বিপুল জার্মান সেনা মোতায়েন থাকলে, যে ফরাসি সেনাবাহিনী স্ত্রাসবুর্গ থেকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ জার্মানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে যাবে, তারই পার্শ্বভাগ প্যাঁচে পড়বে ও যোগাযোগ বিপন্ন হবে। বর্তমানের অভিযান যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে, তো জার্মানি থেকে ফ্রান্স আক্রমণের সুবিধাটাই প্রমাণ করেছে।

কিন্তু, সততার সঙ্গে ভেবে দেখলে সামরিক বিবেচনাকেই জাতিসমূহের সীমান্ত নির্ধারণের নীতি করে তোলা কি একেবারেই উদ্ভট ও কালব্যতিক্রম নয়? এই নীতিই যদি চলে, তাহলে অস্ট্রিয়া ভেনিস, মিঞ্চে রেখা দাবি করতে পারে, প্যারিস রক্ষার জন্য রাইন নদী রেখার এলাকা ফ্রান্সেরই প্রাপ্য হয়;

কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বার্লিন আক্রমণের পথ যতটা উন্মুক্ত, উত্তর-পূর্ব থেকে প্যারিস আক্রমণের পথ তার চাইতে নিশ্চয় অনেক বেশি উন্মুক্ত। সীমান্ত যদি সামরিক স্বার্থ বিচার করে স্থির করতে হয়, তাহলে দাবির আর অন্ত থাকে না; কারণ প্রতিটি সামরিক সীমান্ত-রেখাই ত্রুটিপূর্ণ, তার বাইরের আরও খানিকটা রাজ্যাংশ তার সঙ্গে জুড়ে নিলে তা আরও উন্নত হতে পারে; তাছাড়া, তেমন রেখা কখনই চূড়ান্ত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্দিষ্ট হতে পারবে না, কারণ বরাবরই বিজিতের উপর শর্ত চাপিয়ে দিতে হবে বিজেতাদের, আর ফলে এর ভিতরেই নিহিত থেকে যাবে নতুন যুদ্ধের বীজ।

সব ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন এটা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনই। আক্রমণ করার ক্ষমতা কারও কাছ থেকে কেড়ে নিতে হলে তাদের আত্মরক্ষার উপায় থেকেও বঞ্চিত করতে হবে। শুধু গলা চেপে ধরলেই চলবে না, হত্যাও করতে হবে। কোন বিজেতা যদি একটা জাতির পেশী ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' আদায় করে নিয়ে থাকে, তবে প্রথম নেপোলিয়ন তাই করেছিলেন তিলজিত সন্ধিতে (২৬) এবং প্রাশিয়া ও বাকি জার্মানির বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ ক'রে। তাহলেও সেই বিপুল শক্তি পচা উলুখড়ের মতন ভেঙে ফেলল জার্মান জনসাধারণ। প্রথম নেপোলিয়ন জার্মানির কাছ থেকে যে 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তার তুল্য কিছু ফ্রান্সের উপর চাপাতে পারার বা চাপাতে সাহস পাবার কথা প্রাশিয়া কি উদ্দামতম স্বপ্নেও ভাবতে পারে? তার পরিণতিটাও কম বিপর্যয়কর হবে না। ইতিহাস তার প্রতিশোধ নেবে ফ্রান্সের কাছ থেকে কত বর্গমাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার হিসাব ক'রে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে **পররাজ্যগ্রাসের নীতিকে** পুনরুজ্জীবিত করার অপরাধের গুরুত্ব দিয়ে।

কিন্তু টিউটনীয় দেশপ্রেমিকদের মুখপাত্ররা বলে থাকেন, ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমরা যা চাই, তা গৌরব নয়, নিরাপত্তা। জার্মানরা নিতান্তই শান্তিপ্রিয় জাতি। তাদের বিচক্ষণ রক্ষণাধীনে পররাজ্যগ্রাস ঘটনাটাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের হেতু না হয়ে পরিণত হয়ে যায় চিরস্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতিতে। আঠারো শতকের বিপ্লবকে সঙ্গীনবিদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৯২ সালে যারা ফ্রান্স আক্রমণ করেছিল তারা জার্মান

নয় বৈকি! যারা ইতালিকে পদানত, হাঙ্গেরিকে নিপীড়িত ও পোল্যান্ডকে বিখণ্ডিত করে হাত কলঙ্কিত করেছিল, তারা তো জার্মান নয়! জার্মানদের বর্তমান যে সামরিক ব্যবস্থায় দেশের সমগ্র সক্ষম পুরুষদের দুভাগে ভাগ করে রেখেছে—একভাগ সাক্ষাৎ সামরিক কার্যে নিযুক্ত স্থায়ী সেনাবাহিনী আর অপরভাগ মজুদ স্থায়ী বাহিনী, ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে যাঁরা শাসক, তাঁদের প্রতি দ্বিধাহীন বাধ্যতায় তারা উভয়েই সমান শর্তবদ্ধ—এমন যে সামরিক ব্যবস্থা, সে তো নিশ্চয়ই শান্তিরক্ষার 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' আর সভ্যতার চরম লক্ষ্য! সবদেশের মতন জার্মানিতেও সম্পত্তিধর শক্তির স্তাবকেরা মিথ্যা আত্মশ্লাঘার ধূপ জ্বালিয়ে বিষাক্ত করে জনমন।

মেৎস ও স্ত্রাসবুর্গে ফরাসি দুর্গ দেখে ক্রোধের ভান করলেও এইসব জার্মান দেশপ্রেমিকেরা কিন্তু ওয়ারশ, মদলিন ও ইভানগরদে মস্কোর সুবিস্তৃত দুর্গজালে কোনো ক্ষতি দেখেন না। বোনাপার্টী আক্রমণের ভয়াবহতার দিকে নয়ন বিস্ফারিত করলেও জারের খবরদারি মেনে চলবার অপমানটায় চোখ বোজেন।

১৮৬৫ সালে লুই বোনাপার্ট ও বিসমার্কের মধ্যে যেমন কথা হয়ে গিয়েছিল, ১৮৭০ সালে ঠিক তেমনই কথা হয়ে গেছে গর্চাকোভ ও বিসমার্কের মধ্যেও। লুই বোনাপার্ট যেমন এই আত্মপ্রসাদে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে, ১৮৬৬-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই যখন অবসন্ন হয়ে পড়বে, তখন তিনিই হবেন জার্মানির দণ্ডমুণ্ডের আসল কর্তা; তেমনই আলেক্সান্দরও এই আত্মপ্রসাদ নিয়েছেন যে, ১৮৭০-এর যুদ্ধ জার্মানি ও ফ্রান্স উভয়কেই শক্তিহীন করে ফেলে তাঁকেই সারা পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্য-বিধাতা করে দেবে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যেমন ভেবেছিল যে, উত্তর জার্মান সংযুক্তরাষ্ট্র (২৭) তার অস্তিত্বের অন্তরায়, তেমনই স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়াও মনে করতে বাধ্য যে, প্রুশীয় নেতৃত্বাধীন জার্মান সাম্রাজ্যে সে বিপন্ন। সাবেকী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মই এই। সে নিয়মের চৌহদ্দির ভিতরে এক রাষ্ট্রের লাভে অপর রাষ্ট্রের ক্ষতি। ইউরোপের উপর জারের চূড়ান্ত প্রভাবের মূল রয়েছে জার্মানির উপরে তাঁর চিরাচরিত কর্তৃত্বের ভিতরে। যে সময়টাতে খোদ রাশিয়ার ভিতরেই অগ্নিগর্ভ সামাজিক শক্তিগুলি স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি ধরে নাড়া দেবার উপক্রম করেছে, ঠিক তখন জার কি তাঁর বৈদেশিক মর্যাদার

এতটা হানি সহ্য করতে পারেন? ১৮৬৬ সালের যুদ্ধের পরে বোনাপার্টীয় পত্রিকাগুলি যে ভাষায় কথা বলেছিল, এর মধ্যেই মস্কোর পত্রিকাগুলিও সেই ভাষারই পুনরাবৃত্তি শুরু করেছে। ফ্রান্সকে রাশিয়ার কোলে জোর করে ঠেলে দিলে জার্মানির মুক্তি ও শান্তি সুনিশ্চিত হবে, একথা কি টিউটনীয় দেশপ্রেমিকরা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন? অস্ত্রবলের সৌভাগ্য, সাফল্যজনিত মাতন এবং রাজবংশজ চক্রান্ত যদি জার্মানিকে টেনে নিয়ে যায় ফ্রান্সের অঙ্গচ্ছেদের দিকে, তাহলে তার সম্মুখে খোলা থাকবে দুটি মাত্র পথ: হয়, সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে তাকে রুশ রাজ্যজয় নীতির **প্রকাশ্য** হাতিয়ারে পরিণত হতে হবে; না হয়, স্বল্পকাল বিরতির পর তাকে প্রস্তুত হতে হবে আবার এক 'আত্মরক্ষামূলক' যুদ্ধের জন্য, হালে চলতি ঐ 'স্থানীয়কৃত' যুদ্ধ নয়, সম্মিলিত স্লাভ ও রোমক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, **জাতি যুদ্ধ**।

যুদ্ধ নিরোধের শক্তি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর ছিল না, তাই তারা এ যুদ্ধের দৃঢ় সমর্থন করেছিল এই হিসাবে যে, এটা জার্মান স্বাধীনতার যুদ্ধ, এটা ঐ জঘন্য মড়কের প্রেত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের হাত থেকে ফ্রান্স ও ইউরোপের মুক্তি যুদ্ধ। আপন পরিবার-পরিজনকে অর্ধাহারে ফেলে রেখে বীর বাহিনীর পেশী গড়েছে জার্মান শিল্পশ্রমিকেরাই গ্রামের মেহনতীদের সঙ্গে একত্রে। বিদেশে এরা মরেছে যুদ্ধে, আবার স্বদেশেও এদের মরতে হবে দুর্দশায়। এবার এগিয়ে এসে 'রক্ষাকবচ' চাইবার পালা এদের, চাইতে হবে এই রক্ষাকবচ যাতে এদের অপরিমিত আত্মবলি ব্যর্থ না হয়, যাতে তারা মুক্তি পায়, যাতে বোনাপার্টীয় সেনাবাহিনীর উপর তাদের এই বিজয়, ১৮১৫ সালের মতন, জার্মান জনসাধারণের পরাজয়ে রূপান্তরিত না হয় (২৮)। এবং প্রথম রক্ষাকবচ হিসাবে তারা দাবি করছে **ফ্রান্সের পক্ষে সম্মানজনক শান্তি চুক্তি**, এবং **ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতিদান**।

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ৫ সেপ্টেম্বরে প্রচারিত এক ইশতেহারে এইসব রক্ষাকবচের ওপর জোর দেয়। তারা বলে:

'আমরা অ্যালসেস ও লরেন গ্রাসের প্রতিবাদ করছি। আমরা জানি যে, আমরা জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর নামেই কথা বলছি। ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়ের স্বার্থে, শান্তি ও মুক্তির স্বার্থে, প্রাচ্যের বর্বরতার বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার স্বার্থে, জার্মান

শ্রমিকেরা অ্যালসেস ও লরেন দখল চুপ করে বরদাস্ত করবে না... প্রলেতারিয়েতের সাধারণ আন্তর্জাতিক আদর্শে আমরা সকল দেশের শ্রমিক ভাইদের পাশে বিশ্বস্ত হয়ে দাঁড়াব!'

দুর্ভাগ্যবশত তাদের আশু সাফল্যে আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারছি না। শান্তির আমলে যেখানে ফরাসি শ্রমিকেরা আক্রমণকারীকে রুখতে সমর্থ হয় নি, সেখানে সামরিক উন্মাদনার ভিতর বিজয়ীকে আটকাতে জার্মান শ্রমিকেরা কি তার চাইতে বেশি সক্ষম হবে? জার্মান শ্রমিকদের ইশতেহারে দাবি করা হয়েছে যে, মামুলী আসামীর মতো লুই বোনাপার্টকে সমর্পণ করতে হবে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের হাতে। উল্টোদিকে তাদের শাসকেরা বরং ফ্রান্সকে ধ্বংস করার সেরা লোক হিসাবে তাঁকেই আবার তুইলেরিসে (২৯) পুনঃস্থাপিত করার জোর চেষ্টা করছে। সে যাই হোক, ইতিহাস প্রমাণ করবে যে, জার্মান বুর্জোয়ার মতো নরম ধাতু দিয়ে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী গড়া নয়। তাদের কর্তব্য তারা করে যাবেই।

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবকে তাদের মতনই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি; সেই সঙ্গে আমাদের মনে কিন্তু সংশয় আছে; আশা করি, সেগুলি অমূলক বলে প্রমাণিত হবে। এই প্রজাতন্ত্র রাজসিংহাসনের মূলোৎপাটন করে নি, তার শূন্য স্থানে গিয়ে বসেছে মাত্র। সামাজিক বিজয় হিসাবে তার ঘোষণা হয় নি, হয়েছে প্রতিরক্ষার জাতীয় ব্যবস্থা হিসাবে। যে সাময়িক সরকারের হাতে রয়েছে এই প্রজাতন্ত্র, সে সরকারের একাংশ কুখ্যাত অর্লিয়ান্সী, আর অপরাংশ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, যাদের কেউ কেউ ১৮৪৮-এর জুন অভ্যুত্থানে অনপনেয় কলঙ্কচিহ্নে চিহ্নিত। এই সরকারের সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগির ব্যবস্থাটাও বেজায় বিসদৃশ ঠেকে। মূল ঘাঁটি— সেনাবাহিনী ও পুলিশ হস্তগত করেছে অর্লিয়ান্সীরা, আর যারা তথাকথিত প্রজাতন্ত্রী তাদের ভাগে পড়েছে যত বক্তৃতার দপ্তরগুলি। এদের প্রথম কয়েকটি কাজ বেশ দেখিয়ে দিল যে, এরা সাম্রাজ্যের কাছ থেকে শুধু তার ধ্বংসাবশেষ নয়, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তার আতঙ্কটাও উত্তরাধিকার পেয়েছে। পরিণামে যা অসম্ভব, উদ্দাম বাক্যচ্ছটায় প্রজাতন্ত্রের নামে তার প্রতিশ্রুতি দেবার পিছনে কি এই উদ্দেশ্য নেই যে, যেটা 'সম্ভব' তেমন একটা সরকার চাইবার পথ পরিষ্কার করা? এই প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত কোনো কোনো ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্যটা কি এই নয় যে, একে ব্যবহার করা হবে

নিতান্তই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে, অর্লিয়ান্স-বংশের পুনর্প্রতিষ্ঠার সেতুরূপে?

তাই, ফরাসি শ্রমিক শ্রেণী চলেছে চরম দুরূহ অবস্থার ভিতর দিয়ে। যখন শত্রু প্রায় প্যারিসের দরজায় ঘা দিচ্ছে, বর্তমানের এই সঙ্কটকালে নতুন সরকারকে উল্টে দেবার কোন চেষ্টা হলে তা হবে চরম মূঢ়তা। নাগরিক হিসেবে তাদের যা কর্তব্য, ফরাসি শ্রমিকদের তা সম্পাদন করতেই হবে; সেই সঙ্গে কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৭৯২-এর জাতীয় ঐতিহ্যে তারা যেন নিজেদের ভোলাতে না দেয়, যেমন ফরাসি কৃষকেরা ভুলেছিল প্রথম সাম্রাজ্যের জাতীয় ঐতিহ্যে। অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়, তাদের কর্তব্য হল ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা। প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতার যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, শান্ত ও দৃঢ়চিত্তে সেগুলি ব্যবহার করে আপন শ্রেণী সংগঠনের কাজে যেন তারা তা লাগায়। তাতে তারা পাবে ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ও আমাদের সাধারণ কর্তব্য—শ্রমের মুক্তি সাধনের জন্য নতুন হার্কিউলীয় শক্তি। প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করছে তাদেরই উদ্যম ও বিজ্ঞতার উপর।

ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে ব্রিটিশ সরকারের যে অনিচ্ছা, বাইরে থেকে তার উপর সুষ্ঠু চাপ দিয়ে তাকে কাটিয়ে উঠবার জন্য ইংরেজ শ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে (৩০)। ১৭৯২ সালের জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধ এবং অশোভনভাবে তাড়াহুড়ো করে ক্ষমতার জবরদখলকে (৩১) স্বীকৃতি দেবার পূর্বতন দোষস্খালনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে টালবাহানা করে চলেছে। ইংরেজ সংবাদপত্র জগতের একাংশ অতি নির্লজ্জভাবে ফ্রান্সের যে অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য ঘেউ ঘেউ করছে, তাকে রোধ করতে সর্বশক্তি প্রয়োগের জন্যও ইংরেজ শ্রমিকেরা তাদের সরকারকে আহ্বান জানায়। এটা সেই সংবাদপত্র মহল যারা বিশ বছর ধরে লুই বোনাপার্টকে ইউরোপের বিধাতাপুরুষ জ্ঞানে পূজা করে এসেছিল এবং আমেরিকান দাস-মালিকদের বিদ্রোহে (৩২) উৎসাহ জুগিয়েছিল উন্মত্ত উল্লাসে। সেদিনকার মতন আজও এরা মুখর হয়ে চলছে দাস-মালিকদেরই স্বার্থে।

প্রতিটি দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রত্যেকটি শাখা শ্রমিক শ্রেণীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করুক। আজ যদি তারা তাদের কর্তব্য পরিহার

করে, যদি তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানের এই ভয়াবহ যুদ্ধ হবে **আরও ভয়াবহ আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অগ্রদূত আর দেশে দেশে শ্রমিকদের** উপর ঘটাবে তরবারির মহাবরদের, ভূমি ও পুঁজির অধিপতিদের নতুন বিজয়।

Vive la République!*

২৫৬, হাই হলবোর্ন,
লণ্ডন, ওয়েস্টার্ন সেণ্ট্রাল,
৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০

১৮৭০ সালের ৬-৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে
ক. মার্কস কর্তৃক লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

১৮৭০ সালের ১১-১৩ সেপ্টেম্বর
প্রচারপত্রাকারে ইংরেজি ভাষায়
তথা প্রচারপত্রাকারে জার্মান ভাষায়
এবং ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
জার্মান ও ফরাসি সাময়িক পত্রে মুদ্রিত

* প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক। — সম্পাঃ

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ

সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ সকল সদস্যের প্রতি

১

১৮৭০-এর ৪ সেপ্টেম্বর প্যারিসের শ্রমজীবীরা যখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে তাকে স্বাগত জানাল সমগ্র ফ্রান্স, ঠিক তখনই উচ্চপদান্বেষী ব্যারিস্টারদের এক চক্র টাউন হল দখল করল — তাদের রাষ্ট্রীয় নেতা হলেন তিয়ের, তাদের জেনারেল ত্রশ্যু। ঐতিহাসিক সংকটের প্রতি যুগে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করাই প্যারিসের ব্রত, এই ধারণায় তারা তখন এমনই অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন যে, তাদের মনে হল, জবরদখল করে পাওয়া ফ্রান্সের শাসকপদটাকে বৈধ করে নেবার জন্য তাদের তামাদি হয়ে যাওয়া প্যারিস-প্রতিনিধিত্বটুকু হাজির করাই যথেষ্ট হবে। এই লোকগুলির অভ্যুদয়ের পাঁচ দিন পরেই গত যুদ্ধ সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমাদের দ্বিতীয় অভিভাষণে আমরা বলেছিলাম এরা কারা।* তথাপি, আকস্মিকতার তোলপাড়ের মধ্যে, শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকার নেতারা যখন বোনাপার্টীয় কারাগারে আবদ্ধ, আর প্রুশীয়রা দ্রুত এগিয়ে আসছিল প্যারিসের উপর, সেই সময় এদের ক্ষমতাদখলটাকে প্যারিস মেনে নিয়েছিল, পরিষ্কার এই শর্তে যে, একমাত্র জাতীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। প্যারিস রক্ষা করতে হলে কিন্তু তার শ্রমিকদের অস্ত্রসজ্জিত করা, কার্যকরী সামরিক শক্তি হিসাবে তাদের সংগঠিত করা, যুদ্ধের ভিতর দিয়েই তাদের সামরিক কৌশলে সুশিক্ষিত করে তোলা ছাড়া চলে না। অথচ অস্ত্রসজ্জিত প্যারিস মানেই হল অস্ত্রসজ্জিত বিপ্লব। প্রুশীয় আক্রমণকারীদের উপর প্যারিসের জয়লাভের অর্থ ফরাসি পুঁজিপতি ও

---

* বর্তমান খণ্ডের ৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

তাদের রাষ্ট্রীয় পরগাছাদের উপর ফরাসি শ্রমিকদের বিজয়। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণী-স্বার্থের এই সংঘর্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না জাতিদ্রোহী সরকার হয়ে উঠতে।

প্রথম ধাপে তারা ভ্রাম্যমাণ সফরে তিয়েরকে পাঠাল ইউরোপের সব কয়টি রাজদরবারে, প্রজাতন্ত্রের বদলে রাজা গ্রহণের মূল্যে মধ্যস্থতা ভিক্ষা করতে। প্যারিস অবরোধ শুরু হবার চার মাস পরে যখন তারা ভাবল যে, আত্মসমর্পণের কথা তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে, তখন জুল ফাভ্র ও অন্যান্য সহকর্মীদের উপস্থিতিতে ত্রশু্য প্যারিসের সমবেত মেয়রদের কাছে এই মর্মে বক্তৃতা দিলেন:

'ঠিক ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমার সহকর্মীরা আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেছিলেন তা হল এই: প্রুশীয় বাহিনীর অবরোধ প্যারিস একটুকু সাফল্যের সঙ্গে সয়ে থাকতে পারবে কি? নেতিবাচক জবাবে আমি দ্বিধা করি নি। এখানে উপস্থিত আমার কোন কোন সহকর্মী একথার সত্যাসত্য ও আমার মতের অবিচলতার প্রমাণ দেবেন। আমি তাঁদের ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলাম যে, বর্তমানের অবস্থায় প্রুশীয় বাহিনীর অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকার চেষ্টা করা প্যারিসের পক্ষে মূঢ়তা হবে। বলেছিলাম, সে প্রচেষ্টা বীরোচিত মূঢ়তা হবে সন্দেহ নেই, তবে ঐ পর্যন্তই... পরের ঘটনাগুলি' (তাঁর নিজের কারসাজিতেই অবশ্য) 'আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে নি।'

বক্তৃতায় উপস্থিত মেয়রদের অন্যতম, শ্রীযুক্ত করবোঁ পরে ত্রশ্যুর এই সুন্দর ছোট্ট বক্তৃতাটুকু প্রকাশ করে দেন।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সেই সন্ধ্যাতেই ত্রশ্যুর সহকর্মীদের জানা ছিল যে, তাঁর 'পরিকল্পনা' হল প্যারিসকে আত্মসমর্পণ করানো। জাতীয় প্রতিরক্ষা যদি তিয়ের, ফাভ্র অ্যান্ড কোম্পানির ব্যক্তিগত আধিপত্যের একটা অছিলা মাত্র না হত, তাহলে ৪ সেপ্টেম্বরের ভুঁইফোড়ের দল ৫ তারিখেই গদি ছাড়ত, ত্রশ্যুর 'পরিকল্পনা' সম্পর্কে প্যারিসবাসীদের অবহিত করে তাদের আহ্বান জানাত অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে অথবা নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নিতে। তা না করে, নির্লজ্জ এই জোচ্চোরেরা স্থির করল, প্যারিসের বীরোচিত মূঢ়তাকে শোধন করবে দুর্ভিক্ষ ও হত্যালীলার এক রাজত্ব দিয়ে আর ইতিমধ্যে তাকে ধোঁকা দিয়ে রাখবে এই আস্ফালনী ইশতেহার মারফৎ যে, 'প্যারিসের শাসনকর্তা' ত্রশ্যু 'কখনই

আত্মসমর্পণ করবেন না', অথবা পররাষ্ট্র সচিব জুল ফাভ্র 'আমাদের এক ইঞ্চি জমি বা আমাদের দুর্গগুলির একটি ইট পর্যন্ত শত্রুকে ছেড়ে দেবেন না'। এই জুল ফাভ্র-ই কিন্তু গাম্বেত্তাকে লেখা এক পত্রে স্বীকার করেন যে, তাঁরা যাদের বিরুদ্ধে 'প্রতিরক্ষা করছেন' তারা প্রুশীয় সেনাবাহিনী নয়, তারা প্যারিসের শ্রমিক জনগণ। বুদ্ধি খাটিয়ে ত্রশ্যু যেসব বোনাপার্টীয় গলাকাটাদের প্যারিস বাহিনী চালনার ভার দিয়েছিলেন, তারা অবরোধের গোটা পর্যায় জুড়ে ব্যক্তিগত পত্রালাপে কুৎসিৎ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত প্রতিরক্ষার এই সুপরিচিত তামাসাটুকু নিয়ে, (দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্যারিস প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোলন্দাজ দলের সর্বাধিনায়ক ও লিজিয়ন অব অনার-এর গ্র্যান্ড ক্রশ ভূষিত আদল্‌ফ সিমোঁ গিও-র গোলন্দাজ ডিভিসনের অধ্যক্ষ সুস্যাজানকে লেখা পত্রটি দ্রষ্টব্য; এই পত্রটি কমিউনের *Journal Officiel* (৩৩) প্রকাশ করেছিল)। অবশেষে ১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারি (৩৪) জোচ্চোরদের মুখোশ খসে পড়ল। চরম আত্মাবনতির সাচ্চা বীরত্বপনা দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করার ভিতর দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার বেরিয়ে এল বিসমার্কের বন্দীদের দ্বারা গঠিত ফরাসি সরকাররূপে—ভূমিকাটা এতই হীন যে, লুই বোনাপার্ট পর্যন্ত সেদানে এ অবস্থা মেনে নেওয়া থেকে পিছিয়ে এসেছিলেন। ১৮ মার্চের ঘটনাবলির পরে, পাগলের মতন ভার্সাই অভিমুখে পালাবার সময় এই capitulards (৩৫) প্যারিসের হাতে ফেলে গেল তাদের বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষ্যদায়ী দলিলপত্র; প্রদেশগুলির উদ্দেশে প্রচারিত ইশতেহারে কমিউন বলেছিল যে, সে প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে

> 'প্যারিসকে রক্তসমুদ্রস্নাত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতেও তারা সংকুচিত হত না'।

এইরকম পরিসমাপ্তির অধীর আগ্রহের আরও কিছু ব্যক্তিগত কারণ ছিল প্রতিরক্ষা সরকারের নেতৃস্থানীয় কোন কোন সদস্যের।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হবার অল্পকাল পরেই জাতীয় সভায় প্যারিসের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মিলিয়ের, যিনি বর্তমানে জুল ফাভ্র-এর বিশেষ আদেশে গুলিতে নিহত, তিনি ধারাবাহিক কয়েকটি প্রামাণ্য আইনগত দলিল প্রকাশ করেছিলেন। তাতে এই প্রমাণ হয় যে, জুল ফাভ্র বসবাস করতেন আলজেরিয়ার বাসিন্দা এক মদ্যপের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর

উপপতিরূপে; বহু বছর ধরে চালানো এক দুঃসাহসিক জালিয়াতি করে তিনি তাঁর ব্যভিচারোদ্ভূত সন্তানদের নামে হাত করেন মস্ত বড় উত্তরাধিকার ও বড়লোক হয়ে ওঠেন; বৈধ উত্তরাধিকারীরা মোকদ্দমা আনলে কারসাজি ফাঁস হওয়া থেকে তিনি বেঁচে যান কেবল বোনাপার্টীয় বিচারালয়ের যোগসাজসে। আইনের এইসব নীরস কাগজপত্র যেহেতু গলাবাজির কোনো অশ্বশক্তিতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না তাই জুল ফাভ্র জীবনে এই প্রথমবার তাঁর জিহ্বা সংযত করে নীরবে অপেক্ষায় রইলেন গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠা পর্যন্ত, যাতে পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমূহ বিদ্রোহী একদল পলাতক কয়েদী বলে উন্মত্ত ধিক্কার হানতে পারেন প্যারিসের জনগণের ওপর। এই জালিয়াতই, ৪ সেপ্টেম্বরের পরে, ক্ষমতা হাতে পেতে না পেতেই আত্মীয়তা বোধ থেকে মুক্তি দিলেন পিক ও তায়েফের-কে, যারা এমন কি সাম্রাজ্যের আমলেই জালিয়াতির দায়ে দণ্ডিত হয়েছিল *Étendard*-এর (৩৬) কলঙ্কজনক ব্যাপারে। এদের অন্যতম, তায়েফের দুঃসাহসে ভর করে কমিউন শাসিত প্যারিসে ফিরে এলে পর তাকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে ফেরৎ পাঠানো হয়। আর তারপর জাতীয় সভার বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে জুল ফাভ্র চেঁচিয়েছিলেন প্যারিস যত জেলঘুঘুকে ছেড়ে দিচ্ছে!

জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের জো মিলার*—এর্নেস্ত পিকার, যিনি সাম্রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব হবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর নিজেকে নিজেই প্রজাতন্ত্রের অর্থসচিব নিযুক্ত করে নিয়েছিলেন, তিনি আর্তুর পিকার নামে এক ব্যক্তির ভাই। সে ব্যক্তিটি আবার প্যারিসের ব্যুর্জ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন জালিয়াতির জন্য (১৮৬৭ সালের ৩১ জুলাই তারিখের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) এবং নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে ৫ নং রু পালেস্ত্রোতে অবস্থিত Société Générale-র (৩৭) অন্যতম শাখা ম্যানেজার থাকাকালে ৩,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক চুরির দায়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন (১৮৬৮ সালের ১১ ডিসেম্বরের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। এই আর্তুর পিকারকেই এর্নেস্ত পিকার তাঁর *Électeur libre* পত্রিকার (৩৮) সম্পাদক করে দিলেন।

---

* ১৮৭১ ও ১৮৯১ সালের জার্মান সংস্করণে 'জো মিলারের' স্থলে আছে 'কার্ল ফগ্ট'; ১৮৭১ সালের ফরাসি সংস্করণে — 'ফলস্টাফ'। — সম্পাঃ

অর্থদপ্তরের এই পত্রিকাটির সরকারী মিথ্যা ভাষণে ফাটকাবাজারের সাধারণ দালালেরা যখন ভুলপথে চালিত হচ্ছিল, ঠিক তখন আর্ত্যুর পিকার অর্থদপ্তর আর ব্যুর্জের মধ্যে ছুটোছুটি করেছেন ফরাসি বাহিনীর বিপর্যয় ভাঙিয়ে মুনাফা তোলার জন্য। এই গণ্যমান্য ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে অর্থসংক্রান্ত যত পত্রবিনিময় হয়েছিল তার সবগুলিই কমিউনের হাতে পড়ে।

জুল ফেরি, যিনি ৪ সেপ্টেম্বরের আগে ছিলেন একজন কপর্দকহীন ব্যারিস্টার, তিনি অবরোধকালীন প্যারিসের মেয়র হিসাবে দুর্ভিক্ষ ভাঙিয়ে ভাগ্য ফেরান। তাঁর প্রশাসনিক অব্যবস্থার জবাবদিহি করতে হলে সেই দিনই তাঁকে অভিযুক্ত হতে হত।

তাই, এইসব লোক প্যারিসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই একমাত্র খুঁজে পেতে পারত তাদের tickets-of-leave*; ঠিক এই ধরনের লোকই খুঁজছিলেন বিসমার্ক। নেপথ্যে থেকে এতদিন যিনি সরকারের সূত্রধরের (prompter) কাজ করছিলেন সেই তিয়ের এখন কিছুটা হাতের তাস চেলে হাজির হলেন সরকারের প্রধানরূপে, এইসব ছাড়-টিকিটওয়ালা লোকদের তাঁর মন্ত্রী করে নিয়ে।

কিন্তু বামন এই তিয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ফরাসি বুর্জোয়াদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন, কারণ তিনিই হলেন তাদের শ্রেণী-কলুষের সবচেয়ে সম্পূর্ণ ভাবগত প্রকাশ। রাষ্ট্রপুরুষ হবার আগেই ঐতিহাসিক রূপে তিনি নিজের মিথ্যাভাষণ শক্তির প্রমাণ দেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত হল ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যের ঘটনাপঞ্জী। ১৮৩০-এর আগে প্রজাতন্ত্রী দলের সঙ্গে যুক্ত এই লোকটি তাঁর পৃষ্ঠপোষক লাফিৎ-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে লুই ফিলিপের অধীনে ঢুকে পড়তে পারেন মন্ত্রিপদে; যে দাঙ্গায় সাঁ-জের্মাঁ ল'অক্সেরোয়া গির্জা এবং আর্চবিশপের প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে পুরোহিতদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করে এবং ডাচেস দ্য বেরি-র (৩৯) ব্যাপারে মন্ত্রী-গুপ্তচর এবং জেল-ধাইয়ের কাজ করে রাজাকে তিনি হাত

* ইংলণ্ডে সাধারণ অপরাধীরা কারাদণ্ডের বেশির ভাগটা অতিবাহিত করার পর অনেক সময়ে ছাড় টিকিট পেয়ে পুলিশের তদারকে ছাড়া পায়। এই টিকিটের নাম হল tickets-of-leave এবং তার অধিকারীরা ticket-of-leave men বলে অভিহিত হয়। (১৮৭১ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

করেন। ত্রাঁস্‌ননে রাস্তায় প্রজাতন্ত্রীদের হত্যালীলা এবং মুদ্রণ ও সংগঠনের অধিকারের বিরুদ্ধে পরবর্তী কুখ্যাত সেপ্টেম্বর আইন তাঁরই কাজ (৪০)। ১৮৪০ সালের মার্চে মন্ত্রিসভার প্রধানরূপে আবার উদিত হয়ে তিনি ফ্রান্সকে চমকে দিলেন প্যারিস সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা নিয়ে (৪১)। প্যারিসের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হিসাবে এই পরিকল্পনা প্রজাতন্ত্রীদের কাছে নিন্দিত হওয়াতে তিনি প্রতিনিধি সভার মঞ্চ থেকে জবাব দেন:

'সে কী? রক্ষা ব্যবস্থার নির্মাণে স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে কখনও! সম্ভাব্য কোনও সরকার প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণ করে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা কোনদিন করতে পারে এই কথা ধরে নিয়ে আপনারা তো আগেই তার মানহানি করে বসছেন... কিন্তু জয়লাভের পর তেমন সরকার আগের চাইতে শতগুণ বেশি অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

বাস্তবিকই দুর্গ থেকে প্যারিসের ওপর গোলাবর্ষণ করতে কোন সরকারই সাহস পেত না, কেবল সেই সরকার ছাড়া, যারা আগে এইসব দুর্গ সমর্পণ করে দিয়েছিল প্রুশীয়দের হাতে।

১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে রাজা-বোম্বা* যখন পালের্মোতে শক্তি পরীক্ষা করতে গেলেন, তখন বহুদিন মন্ত্রিত্বহারা তিয়ের প্রতিনিধি সভায় আবার উঠে বলেন:

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন পালের্মোতে কী ঘটছে। সকলেই আপনারা আতঙ্কে শিউরে উঠছেন' (অবশ্য পার্লামেণ্টীয় রীতিতে) 'এইকথা শুনে যে, একটা বড় শহরের উপর গোলাবর্ষণ চলেছে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। কে করল এই গোলাবর্ষণ? যুদ্ধের অধিকার নিয়ে কোনও বিদেশী শত্রু? না, মহাশয়গণ, এ গোলাবর্ষণ করেছে তার নিজস্ব সরকার। কিন্তু কেন? কারণ, সেই হতভাগ্য নগরী তার অধিকার দাবি করেছিল। তাহলে অধিকার দাবি করে সে পেল আটচল্লিশ ঘণ্টা গোলাবর্ষণ... আমাকে ইউরোপের জনমতের দরবারে আবেদন করতে অনুমতি দিন। ইউরোপে যেটা সম্ভবত সবচেয়ে মহান মঞ্চ সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে কয়েকটা ধিক্কারের কথা' (শুধু কথাই বটে) 'ধ্বনিত করতে পারলে মানবজাতির প্রতি সেবা করা হবে... নিজের দেশের সেবায় অনেক কিছু করেছেন যিনি' (তিয়ের নিজে তা কিছুই করেন নি) 'সেই রাজপ্রতিভূ এস্পার্তেরো যখন বার্সেলোনার উপর গোলাবর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তার সশস্ত্র অভ্যুথান দমন করার জন্য, তখন পৃথিবীর সকল অংশ থেকে উঠেছিল ব্যাপক রোষধ্বনি।'

* দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ড। — সম্পাঃ

আঠারো মাস পরেই, যখন ফরাসি বাহিনী রোমের ওপর গোলাবর্ষণ করল (৪২) তখন তার উদগ্র সমর্থন যারা করেছিল তাদের মধ্যে তিয়ের ছিলেন অন্যতম। বস্তুত, রাজা-বোম্বার অপরাধ যেন বা এই যে তিনি তাঁর গোলাবর্ষণ সীমাবদ্ধ রাখেন আটচল্লিশ ঘণ্টায়।

কর্তৃত্বের আসন ও টাকা কামানো থেকে গিজো-র হাতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকায় উত্ত্যক্ত হয়ে বাতাসে গণ-উদ্বেলতার গন্ধ পেয়ে তিয়ের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (৪৩) কয়েকদিন আগে নকল বীরের ভঙ্গিতে—যে ভঙ্গির দরুন লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল Mirabeau-mouche* —প্রতিনিধি সভায় ঘোষণা করলেন:

'আমি বিপ্লবের দলে শুধু ফ্রান্সে নয়, সমগ্র ইউরোপেও। আমি চাই বিপ্লবের সরকার থাকবে নরমপন্থীদের হাতে... কিন্তু সে সরকারকে যদি এসে পড়তে হয় গরমপন্থীদের হাতে, এমন কি ওই র‍্যাডিকালদের হাতে, তাহলেও আমি আমার আদর্শ বর্জন করব না। আমি চিরকালই থাকব বিপ্লবের দলে।'

ফেব্রুয়ারির বিপ্লব এল। এই ক্ষুদে লোকটি যা স্বপ্ন দেখেছিল, গিজো মন্ত্রিসভাকে পাল্টিয়ে তার জায়গায় তিয়ের মন্ত্রিসভাকে না বসিয়ে বিপ্লব লুই ফিলিপের জায়গায় বসাল প্রজাতন্ত্রকে। জনতার জয় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম দিন তিয়ের নিজেকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন; খেয়াল করেন নি, তাঁর প্রতি শ্রমিকদের ঘেন্নার ফলেই তিনি তাদের আক্রোশের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। তাহলেও সাহসের রূপকথামণ্ডিত এই লোকটি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়াটা সলজ্জভাবে এড়িয়ে চলেন, যতদিন না জুনের হত্যালীলা তাঁর মতো লোকের ক্রিয়াকলাপের জন্য মঞ্চ পরিষ্কার করে দিল। তখন তিনি হয়ে উঠলেন 'শৃঙ্খলা পার্টির' (৪৪) এবং তাদের সেই পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধান মনীষা, যেটা ছিল একটা অনামা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা, যার ভিতরে শাসক শ্রেণীর প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপদল একযোগে চক্রান্ত করছিল জনসাধারণকে নিষ্পেষিত করতে, আর পৃথকভাবে চক্রান্ত করছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ রাজবংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। আজকের মতন সেদিনও তিয়ের প্রজাতন্ত্রীদের ধিক্কৃত করেন এই বলে যে তারাই হল

* মিরাবো-মাছি। —সম্পাঃ

প্রজাতন্ত্রকে সুসংহত করার পথে একমাত্র বাধা; আজকের মতন সেদিনও তিনি প্রজাতন্ত্রকে তাই বলেন যা জল্লাদ বলেছিল ডন কার্লোসকে: 'তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমায় আমি হত্যা করব।' সেদিনের মতন আজও তাঁর জয়লাভের পরের দিনই তাঁকে বলে উঠতে হবে, l'Empire est fait — সাম্রাজ্য একটা বাস্তব ঘটনা। প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর কপট উপদেশ বর্ষণ এবং লুই বোনাপার্ট সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সত্ত্বেও — বোনাপার্ট তাঁকে বোকা বানিয়ে পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থাকে পদাঘাতে দূর করে দেন, যে ব্যবস্থার কৃত্রিম আবহাওয়ার বাইরে এই সামান্য লোকটি শুকিয়ে শূন্য হয়ে যাবেন বলে জানতেন, — তাহলেও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিটি দুষ্কর্মে তাঁর হাত ছিল, ফরাসি সৈন্য কর্তৃক রোম দখল থেকে শুরু করে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত। এ যুদ্ধ তিনি উসকিয়ে তোলেন জার্মান ঐক্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করে, আক্রমণটা এজন্য নয় যে, এই ঐক্য প্রুশীয় স্বৈরতন্ত্রের একটা আবরণ, এই জন্য যে, ওটা জার্মান অনৈক্যের ওপর ফ্রান্সের কায়েমী স্বত্বের লঙ্ঘন। নিজের ঐতিহাসিক রচনায় নেপোলিয়নের জুতাবরদার হয়ে ওঠা এই বামন ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দিয়ে ইউরোপের নাকের উপর প্রথম নেপোলিয়নের তরবারি আস্ফালন করতে বড়ই ভালবাসতেন, অথচ সবসময়েই তিয়েরের পররাষ্ট্র নীতির শেষ পরিণতি হয়েছে ফ্রান্সের চরম অবমাননায় — ১৮৪০-এর লণ্ডন চুক্তি (৪৫) থেকে ১৮৭১-এর প্যারিস-সমর্পণ এবং বর্তমান গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত, যেখানে বিসমার্কেরই বিশেষ অনুমতিক্রমে সেদান ও মেৎসের বন্দীদের তিনি প্যারিসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন (৪৬)। নমনীয় কৃতিত্ব এবং লক্ষ্যের পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও এই লোকটির সারা জীবন ছিল অতি অচল বাঁধিগতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। আধুনিক সমাজের গভীরতর অন্তঃস্রোত যে তাঁর কাছ থেকে চিরকাল গুপ্ত থাকবে, একথা স্বয়ংসিদ্ধ; কিন্তু সমাজের উপরিভাগেও যেসব পরিবর্তন অতি সুস্পষ্ট, তাও ধরা পড়ত না এই মস্তিষ্কে, যার সব শক্তিটুকু আশ্রয় নিয়েছিল জিহ্বাগ্রে। তাই পুরাতন ফরাসি সংরক্ষণ ব্যবস্থা থেকে সামান্য মাত্র বিচ্যুতিকেই মহাপাপ বলে ধিক্কার দিতে তাঁর ক্লান্তি কখনো দেখা যায় নি। লুই ফিলিপের মন্ত্রী থাকাকালে রেলওয়েকে উদ্ভট কল্পনা বলে তিনি বিদ্রূপ করেছিলেন; আবার যখন লুই বোনাপার্টের রাজত্বকালে তিনি ছিলেন বিরোধী পক্ষে তখন পচে-যাওয়া

ফরাসি সামরিক ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই তিনি পবিত্রতাহানি বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনো কোন অতি সামান্য মাত্রাতেও,—সৎকাজ করেন নি। তিয়ের একনিষ্ঠ ছিলেন কেবল ধনলালসায় এবং ধন যারা উৎপাদন করে তাদের প্রতি বিদ্বেষে। লুই ফিলিপের অধীনে প্রথম মন্ত্রিত্ব পদে যখন তিনি প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন জোবের মতন দরিদ্র; যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি লক্ষপতি। এই রাজার অধীনেই তাঁর সর্বশেষ (১৮৪০ সালের ১ মার্চ) মন্ত্রিত্বের সময় প্রতিনিধি সভায় তাঁর বিরুদ্ধে টাকা অপচয়ের অভিযোগ এনে তাঁকে যখন প্রকাশ্যে নাস্তানাবুদ করা হল, তখন তিনি চোখের জলে জবাব দিয়েই নিরস্ত হলেন; এ জিনিসটা জুল ফাভ্র বা অন্য কোনও কুমিরের ক্ষেত্রে যত সহজে আসে, তার চেয়ে তাঁকে কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। বোর্দো-তে (৪৭) আসন্ন আর্থিক সর্বনাশ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে প্রথম ব্যবস্থাটি নিলেন তা হল নিজের জন্য বছরে ত্রিশ লাখের ব্যবস্থা; ১৮৬৯-এ প্যারিসের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে 'মিতব্যয়ী প্রজাতন্ত্রের' যে মনোরম ভবিষ্যতের দৃশ্যপট তিনি তুলে ধরেছিলেন, এই দাঁড়াল তাঁর প্রথম ও শেষ কথা। ১৮৩০ সালের প্রতিনিধি সভায় তাঁর ভূতপূর্ব সহকর্মীদের অন্যতম, যিনি নিজে পুঁজিপতি হওয়া সত্ত্বেও হয়েছিলেন প্যারিস কমিউনের একজন একনিষ্ঠ সদস্য, সেই শ্রীযুক্ত বেলে কিছুদিন আগে এক প্রকাশ্য ঘোষণায় তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন:

> 'সর্বদাই পুঁজির কাছে শ্রমের দাসত্ব হয়ে এসেছে আপনার নীতির মূলকথা। টউন হলে শ্রমের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখবার দিন থেকেই আপনি ফ্রান্সকে চিৎকার করে অবিরাম বলে এসেছেন: এরা সব অপরাধী!'

ছোটখাট রাষ্ট্রিক শয়তানিতে সেয়ানা, মিথ্যাভাষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সুনিপুণ শিল্পী, পার্লামেন্টে দলগত লড়াইয়ের তুচ্ছ কলাকৌশল, ধূর্ত কুচক্র ও হীন প্রতারণায় ওস্তাদ; মন্ত্রিত্ব হারালেই বিপ্লবকে খুঁচিয়ে তুলতে, আবার রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ফিরে পেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে তাকে দমন করতে যাঁর চক্ষুলজ্জা নেই; ভাবধারার বদলে শ্রেণীগত কুসংস্কার, হৃদয়ের জায়গায় আত্মম্ভরিতা; রাজনৈতিক জীবন যেমন ঘৃণ্য ব্যক্তিগত জীবনও তেমনই কলঙ্কময়; আজও যখন ইনি ফরাসি সুলার অভিনয় করছেন, তখনও এক

লোক-হাসানো আড়ম্বর দিয়ে তাঁর ক্রিয়াকাণ্ডের জঘন্যতাটা ফুটিয়ে না তুলে তিনি পারেন না।

৪ সেপ্টেম্বরের ক্ষমতা-দখলকারীরা, ত্রশ্যুর কথামত ঠিক সেই দিন থেকেই শুরু করে দীর্ঘদিন ধরে শত্রুর সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতার যে চক্রান্ত চালিয়েছিল, তার সমাপ্তি ঘটল প্যারিসের আত্মসমর্পণে, যেটা প্রাশিয়ার হাতে শুধু প্যারিস নয়, সমগ্র ফ্রান্স তুলে দিল। অপরপক্ষে, এর থেকেই শুরু হল গৃহযুদ্ধ, যা তারা চালাতে চাইল প্রাশিয়ার সাহায্যে প্রজাতন্ত্র ও প্যারিসের বিরুদ্ধে। ফাঁদটা পাতা হয়েছিল আত্মসমর্পণের শর্তেই। রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি তখন শত্রুর হাতে, রাজধানী প্রদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, আর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময় না দিলে ফ্রান্সের প্রকৃত প্রতিনিধিমণ্ডলীর নির্বাচন অসম্ভব ছিল। এসব বুঝেই, আত্মসমর্পণের শর্ত রইল, আট দিনের মধ্যে নতুন জাতীয় সভার নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে; ফলে, ফ্রান্সের বহু এলাকায় আসন্ন নির্বাচনের সংবাদ গিয়ে পেঁছিল নির্বাচনের ঠিক পূর্বাহ্নে। তাছাড়াও, আত্মসমর্পণ শর্তের এক সুস্পষ্ট বিশেষ ধারা অনুযায়ী এই সভা গঠিত হবে কেবল শান্তি, না যুদ্ধ, এই প্রশ্নের মীমাংসা এবং দরকার হলে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তই যে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব করে দিচ্ছে, একথা লোকে না বুঝে পারে না, না বুঝে পারে না যে বিসমার্কের চাপিয়ে দেওয়া শান্তি কার্যকরী করতে ফ্রান্সের নিকৃষ্টতম লোকেরাই হল যোগ্যতম। এইসব সতর্কতা অবলম্বন করেও তিয়ের সন্তুষ্ট হলেন না, যুদ্ধবিরতির গোপন সংবাদটা প্যারিসবাসীদের কাছে ভাঙবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন অভিযানে লেজিটিমিস্ট দলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, কারণ অর্লিয়ান্সীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেরই এখন স্থান দখল করতে হবে বোনাপার্টপন্থীদের — তারা তখন অগ্রহণীয় হয়ে পড়েছিল। লেজিটিমিস্টদের নিয়ে তাঁর কোনো ভয় ছিল না। আধুনিক ফ্রান্সে এদের রাজত্ব অসম্ভব, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এরা অবজ্ঞেয়; প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে আর কোন পার্টি এদের চেয়ে যোগ্যতর, যে পার্টির কাজ, তিয়েরের নিজের ভাষায় (প্রতিনিধি সভা, ৫ জানুয়ারি, ১৮৩৩):

'সর্বদাই সীমিত থেকেছে তিনটি সূত্রে—বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ আর নৈরাজ্যে।'

লেজিটিমিস্টদের দীর্ঘপ্রত্যাশিত অতীত সহস্রাব্দব্যাপী রাজত্বের আসন্নতায় এরা সত্যই বিশ্বাস করত। বিদেশী আক্রমণের জুতোর তলায় ফ্রান্স তখন দলিত; আবার পতন হয়েছে সাম্রাজ্যের, বন্দী হয়েছে বোনাপার্ট এবং আবার জেগে উঠেছে লেজিটিমিস্টরা। ইতিহাসের চাকা স্পষ্টই পিছনে ঘুরে গিয়ে ১৮১৬ সালের সেই 'অতুলনীয় পরিষদে' (chambre introuvable) (৪৮) এসে দাঁড়াবে। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫১ অবধি প্রজাতন্ত্রের যে কয়টি জাতীয় সভা হয়েছিল তাতে পার্লামেণ্টীয় প্রতিনিধিত্ব করে এদের শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ প্রবক্তারা; এখন যারা ছুটে এল, তারা হল দলের সাধারণ লোক, ফ্রান্সের যতসব পুর্সোনিয়াকেরা।

বোর্দো-তে এই 'জমিদার পরিষদ' (৪৯) বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিয়ের তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, শান্তি চুক্তির প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলিতে এই মুহূর্তেই সম্মতি দিতে হবে, এমন কি পার্লামেণ্টী বিতর্কের মর্যাদা ছাড়াই; কারণ এই একটি শর্তেই প্রাশিয়া প্রজাতন্ত্র ও তার প্রধান ঘাঁটি প্যারিসের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে অনুমতি দেবে। সত্যই, প্রতিবিপ্লবীদের সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য রাষ্ট্র-ঋণ করে তুলেছিল দ্বিগুণেরও বেশি, এবং বড় বড় শহরগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল বিপুল স্থানীয় ঋণভারে। যুদ্ধ এসে দায়ের পরিমাণ মারাত্মকভাবে ফুলিয়ে তুলেছিল আর নির্মমভাবে তছনছ করেছিল জাতির সম্পদের উৎসকে। সর্বনাশকে পূর্ণ করার জন্য ফ্রান্সের মাটিতে পাঁচ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণ, পাঁচ শত কোটি ক্ষতিপূরণ এবং তার অদত্ত কিস্তির উপরে শতকরা ৫ হারে সুদের শর্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রুশীয় শাইলক। কে শুধবে এই বিল? ধনোৎপাদকদের ঘাড়ে ধনাধিকারীদের নিজেদেরই সৃষ্ট যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপানো সম্ভব ছিল কেবল প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করেই। এইভাবে ফ্রান্সের এই ব্যাপক সর্বনাশ থেকেই জমি ও পুঁজির এইসব দেশপ্রেমিক প্রতিনিধিরা উৎসাহিত হল আক্রমণকারীর চোখের সামনে আর তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশী যুদ্ধের

উপর একটা গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিতে, চাপিয়ে দিতে একটা দাসমালিকদের বিদ্রোহ।

এই ষড়যন্ত্রের পথে একটা মস্ত বাধা ছিল — প্যারিস। সাফল্যের প্রথম শর্তই হল প্যারিসকে নিরস্ত্র করা। তাই তিয়ের আহ্বান করেন প্যারিসকে অস্ত্রসমর্পণ করার জন্য। প্যারিসকে ধৈর্যচ্যুত করার জন্য সবকিছু করা হয়: 'জমিদার পরিষদে' উন্মত্ত প্রজাতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ; প্রজাতন্ত্রের বৈধতা সম্বন্ধে স্বয়ং তিয়েরের দ্ব্যর্থবোধক উক্তি; রাজধানীর আসন থেকে প্যারিসকে টেনে নামিয়ে তাকে মুণ্ডহীন করার হুমকি; অর্লিয়ান্সীদের রাষ্ট্রদূতদের পদে নিয়োগ; বকেয়া ব্যবসায়িক বিল এবং বাড়িভাড়া সংক্রান্ত দ্যুফোর আইন (৫০), যাতে প্যারিসের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি অনিবার্য; সম্ভাব্য যে কোনো প্রকাশনের প্রতি কপির উপর পুয়ে-কের্তিয়ে-র জেদে ধার্য হল দুই সাঁতিম ট্যাক্স; ব্লাঙ্কি এবং ফ্লুরাঁস-এর উপর মৃত্যুদণ্ড; প্রজাতন্ত্রী পত্রিকাগুলির দমন করা হল; প্যারিস থেকে ভার্সাইতে জাতীয় সভার স্থানান্তর; পালিকাও-ঘোষিত জরুরী অবস্থা ৪ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলিতে উঠে যাবার পর তার পুনঃপ্রবর্তন; প্যারিস গভর্নরের পদে décembriseur (৫১) ভিনয়ের নিয়োগ, বোনাপার্টপন্থী প্রহরী ভালাঁতে-র নিয়োগ তার পুলিশ কর্তা হিসাবে, আর জেসুইট জেনারেল অরেল দ্য পালাদিনের নিয়োগ তার জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অধিনায়কত্বে।

এইবার আমরা শ্রীযুক্ত তিয়ের ও তাঁর অনুচর জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের লোকদের একটা প্রশ্ন করব। একথা জানা আছে যে, তিয়ের তাঁর অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পুয়ে-কের্তিয়ে-র মারফৎ দুই শত কোটি ধারের ব্যবস্থা করেন। তাহলে একথা সত্য কিনা যে,

১) ব্যাপারটার এমনভাবেই আয়োজন হয় যে তিয়ের, জুল ফাভ্র, এর্নেস্ত পিকার, পুয়ে-কের্তিয়ে এবং জুল সিমোঁ-র ব্যক্তিগত পকেটে যায় বেশ কয়েককোটি টাকার 'কমিশন'? আর —

২) প্যারিসে 'শান্তিপ্রতিষ্ঠা' না হওয়া পর্যন্ত কোনো টাকা শোধ দেবার কথা থাকে না (৫২)?

সে যাই হোক, এ ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়ো করার জন্য কিছু একটা তাঁদের বাধ্য করে, কেননা বোর্দো পরিষদের সংখ্যাধিকের নামে তিয়ের ও

জুল ফাভ্র অবিলম্বে প্যারিস দখলের জন্য নির্লজ্জভাবে অনুরোধ করেন প্রুশীয় সেনাদলকে। কিন্তু বিসমার্ক এ খেলা খেলতে রাজি হন নি; জার্মানিতে ফিরবার পর তিনি শ্লেষভরে এবং প্রকাশ্যে একথাই বলেছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের ভক্ত কূপমণ্ডূকদের কাছে।

২

প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পথে **সশস্ত্র** প্যারিসই ছিল একমাত্র গুরুতর প্রতিবন্ধক। তাই প্রয়োজন হল প্যারিসকে নিরস্ত্র করা। এ ব্যাপারে বোর্দো প্রতিনিধি সভা ছিল অকপটতারই প্রতীক। 'জমিদার পরিষদের' প্রতিনিধিদের তর্জন-গর্জন যদি বা যথেষ্ট সোচ্চার না-ও হয়ে উঠত, তাহলেও décembriseur ভিনয়, বোনাপার্টপন্থী প্রহরী ভালাঁতে এবং জেসুইট জেনারেল অরেল দ্য পালাদিন, এই ট্রায়ামভিরাটের হাতে তিয়ের কর্তৃক প্যারিসকে সঁপে দেওয়াটা সন্দেহের শেষ আড়ালটুকুও ছিন্ন করে দিত। কিন্তু প্যারিসকে নিরস্ত্র করার আসল উদ্দেশ্যটি উদ্ধতভাবে প্রকাশ করলেও, ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে যে অজুহাতে অস্ত্র সমর্পণের জন্য আহবান করে, তা হল অতি জাজ্বল্যমান, অতি নির্লজ্জ এক মিথ্যা। তিয়ের বলেন, প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামানাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাই রাষ্ট্রকেই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা হল এই: বিসমার্কের বন্দীরা যেদিন ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের চুক্তি সই করে, অথচ প্যারিসকে দমন করার পরিষ্কার মতলব নিয়ে বিপুলসংখ্যক দেহরক্ষী নিজেদের হাতে রাখে, ঠিক সেইদিন থেকেই প্যারিস ছিল সজাগ। জাতীয় রক্ষিবাহিনী নিজেদের পুনর্গঠিত করে নেয়, ও প্রাক্তন বোনাপার্টপন্থী কয়টি বাহিনী বাদ দিয়ে তাদের সকলের সম্মিলিত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে তুলে দেয় তাদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার। প্রুশীয়দের প্যারিসে প্রবেশের প্রাক্‌কালে, যতসব কামান এবং মিত্রেলিয়েজ আত্মসমর্পণকারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে রেখে দেয় ঠিক সেই পাড়ায় বা আশেপাশে যেটা প্রুশীয়রা দখল করবে, সেগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল মঁমার্ত্র, বেলভিল এবং লা ভিলেত অঞ্চলে। এই কামান বাহিনী জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চাঁদাতেই

সুসজ্জিত হয়েছিল। ২৮ জানুয়ারির আত্মসমর্পণের দলিলে সরকারীভাবে এটা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই স্বীকৃত হয়, এবং বিজয়ীদের কাছে সরকারের সাধারণ অস্ত্রসমর্পণের আওতা থেকে এগুলি সেই ভিত্তিতেই বাদ পড়ে। আর তিয়েরের পক্ষে প্যারিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণের একেবারে সামান্যতম অজুহাতও এমন একান্তভাবেই অনুপস্থিত ছিল যে তাঁকে অবশেষে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামানাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এই নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়!

স্পষ্টতই, এই কামান দখল করে নেওয়া প্যারিসের এবং সেহেতু ৪ সেপ্টেম্বর বিপ্লবের সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই কল্পিত হয়েছিল। অথচ সেই বিপ্লবই হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সের বৈধ ব্যবস্থা। আত্মসমর্পণের চুক্তির শর্তে বিজয়ীরা স্বীকার করে নিয়েছিল সেই বিপ্লবের সৃষ্টি, প্রজাতন্ত্রকে। ‐আত্মসমর্পণের পর সমস্ত বৈদেশিক শক্তিই তাকে মেনে নেয় এবং তার নামেই আহূত হয় জাতীয় সভা। প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণের ৪ সেপ্টেম্বরের বিপ্লবই ছিল বোর্দো-তে অধিষ্ঠিত জাতীয় সভা এবং তার কার্যনির্বাহক ক্ষমতার একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠা। একে বাদ দিলে, ১৮৬৯ সালে প্রুশীয় নয়, খোদ ফরাসী শাসনাধীনেই সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত এবং বিপ্লবেরই অস্ত্রাঘাতে সবলে উৎপাটিত আইন সংসদের কাছে জাতীয় সভাকে অবিলম্বে স্থান ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে তিয়ের ও তাঁর ছাড়-টিকিটওয়ালা লোকদের লুই বোনাপার্ট স্বাক্ষরিত মার্জনাপত্র ভিক্ষা করতে হয় কায়েনে (৫৩) সমুদ্রযাত্রার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। প্রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত জাতীয় সভা তো সেই বিপ্লবের একটা ঘটনা মাত্র; তার প্রকৃত প্রতিমূর্তি তখন পর্যন্ত সশস্ত্র প্যারিসই, যে প্যারিস এই বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল, তারই জন্য পাঁচ মাস দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়েও অবরোধ সহ্য করেছিল, ত্রশ্যুর পরিকল্পনা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ প্রতিরোধ চালিয়ে প্রদেশগুলিতে জুগিয়েছিল একরোখা প্রতিরক্ষা যুদ্ধের ভিত্তি। সেই প্যারিসকে তাহলে এখন হয় বোর্দোর বিদ্রোহী দাসপ্রভুদের অপমানজনক উদ্ধত হুকুম তামিল করে অস্ত্রসমর্পণ করতে হয়, মেনে নিতে হয় ৪ সেপ্টেম্বরের বিপ্লবের অর্থ লুই বোনাপার্টের হাত থেকে সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদারদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর

কিছুই নয়; আর নয়ত তাকে রুখে দাঁড়াতে হয় ফ্রান্সের আত্মত্যাগী মুখপাত্র হিসাবে, যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটায় ও তারই সযত্ন প্রশ্রয়ে একান্ত জঘন্যতায় পচে ওঠে, তার বিপ্লবী উচ্ছেদ ছাড়া সে ফ্রান্সের ধ্বংস থেকে উদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন ছিল অসম্ভব। দীর্ঘ পাঁচ মাসের দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট প্যারিস একমুহূর্তও ইতস্তত করে নি। তার নিজেরই দুর্গ থেকে যে প্রুশীয় কামানগুলি ভ্রূকুটি হানছিল, তাকেও উপেক্ষা করেই ফরাসি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সমস্ত দুর্বিপাককে বরণ করে নেবার বীরোচিত সিদ্ধান্ত সে নেয়। তথাপি যে গৃহযুদ্ধের মধ্যে প্যারিসকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল তার প্রতি বিরাগবশত, জাতীয় সভার প্ররোচনা ও শাসনকর্তৃপক্ষের জবরদখল এবং প্যারিস ও তার চতুর্দিকে আশঙ্কাজনক সৈন্য সমাবেশ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি নিছক আত্মরক্ষামূলক মনোভাবেই অবিচল রইল।

তিয়েরই গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন ভিনয়ের নেতৃত্বে পুলিশদের একটা বড় দল এবং কিছু লাইনের রেজিমেণ্টকে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামান আচমকা দখল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মঁমার্ত্রের বিরুদ্ধে নৈশ অভিযানে পাঠিয়ে। কী ভাবে এই অপচেষ্টা জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতিরোধের সামনে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সেনাদলের সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য ভেঙে পড়ে তা সকলের সুবিদিত। অরেল দ্য পালাদিন আগেভাগেই বিজয় ঘোষণার বিবৃতি ছাপিয়েছিলেন এবং তিয়ের তৈরী রেখেছিলেন তাঁর কুদেতা ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি প্ল্যাকার্ড। এখন তার বদলে তিয়েরকে আবেদন ছাড়তে হল এই মহানুভব সিদ্ধান্ত জানিয়ে যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র তাদের দখলেই থাকবে যা দিয়ে, তিয়ের বললেন, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারের পিছনে তারা এসে দাঁড়াবে বলে তিনি নিশ্চিত। নিজেদেরই বিপক্ষে ক্ষুদে তিয়েরের পিছনে দাঁড়াবার এই আহ্বানে ৩,০০,০০০ জাতীয় রক্ষিবাহিনীর মধ্যে মাত্র ৩০০ জন সাড়া দিল। শ্রমজীবী মানুষের ১৮ মার্চের গৌরবমণ্ডিত বিপ্লব প্যারিসের উপর তর্কাতীতভাবে দখল রাখল। কেন্দ্রীয় কমিটিই ছিল তার অস্থায়ী সরকার। ইদানীংকার চাঞ্চল্যকর রাষ্ট্রিক ও সামরিক কীর্তিগুলির মধ্যে বাস্তব কিছু আছে, না সবটাই সুদূর অতীতের স্বপ্নমাত্র — ক্ষণিকের জন্য এই সংশয় যেন ইউরোপকে নাড়া দিয়ে গেল।

'উচ্চ শ্রেণীদের' বিপ্লবে এবং আরও বেশি করে প্রতিবিপ্লবে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রাচুর্য থাকে, ১৮ মার্চ থেকে ভার্সাই সেনাদলের প্যারিসে প্রবেশ পর্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লব তার থেকে এমনই বিমুক্ত ছিল যে, বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে জেনারেল লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমা-র মৃত্যুদণ্ড এবং প্লাস ভাঁদোমের ব্যাপারটা ছাড়া হৈচৈ করার মতন আর কিছুই জুটল না।

মঁমার্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত নৈশ অভিযানে নিযুক্ত অন্যতম বোনাপার্টপন্থী অফিসার, জেনারেল লেকোঁৎ পরপর চারবার একাশি নম্বর লাইন রেজিমেণ্টকে প্লাস পিগালে সমবেত নিরস্ত্র এক জনতার উপর গুলি-চালনার আদেশ দেন এবং সৈনিকেরা এই হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করাতে লেকোঁৎ তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। তাঁর নিজের অধীনস্থ সৈন্যরা নারী ও শিশুদের গুলি না করে তাঁকেই গুলি করে মারে। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের শিক্ষাধীনে যে অভ্যাস সৈন্যবাহিনীর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে, পক্ষ পরিবর্তনের মুহূর্ত থেকেই তা অবশ্য বদলাবে না। এই সৈন্যরাই হত্যা করে ক্লেমাঁ তমা-কে।

লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষভাগে অসন্তুষ্ট এক প্রাক্তন কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্ট, 'জেনারেল' ক্লেমাঁ তমা প্রজাতন্ত্রী *National* পত্রিকার (৫৪) সম্পাদকমণ্ডলীতে নাম লেখান। তাঁর কাজ ছিল সেই জবরদস্ত কাগজটির জবাবদায়ী সাক্ষীগোপাল (gérant responsable) এবং হুমকিদার লড়ুয়ে (duelling bully) এই দ্বৈত ভূমিকা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর যখন *National* পত্রিকার লোকেরা ক্ষমতাসীন হল, তখন তারা এই ধাড়ি কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্টকে জেনারেল বানিয়ে দেয় জুন হত্যাকাণ্ডের (৫৫) প্রাক্‌কালে। জুল ফাভ্‌রের মতন তমা-ও এই ব্যাপারে একজন জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী এবং হয়ে ওঠেন নির্মম ঘাতকদের অন্যতম। এর পর ইনি এবং এঁর সেনাপতিত্ব বহুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়, ফের ১৮৭০ সালের ১ নভেম্বরে আবার ভেসে ওঠে। ঠিক তার আগের দিন প্রতিরক্ষা সরকার টাউন হলে আটক হয়ে ব্লাঙ্কি, ফ্লুরাঁস ও শ্রমিকদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের কাছে গুরুগম্ভীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, জবরদখল করা কর্তৃত্ব তারা প্যারিস কর্তৃক স্বাধীনভাবে নির্বাচিত এক কমিউনের (৫৬) কাছে সমর্পণ করবে। নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন দূরের কথা, তারা

প্যারিসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল ত্রশ্যুর ব্রেতোঁ সৈন্যদের, যারা এবার বোনাপার্টের কর্সিকানদের (৫৭) জায়গা নিল। একমাত্র জেনারেল তামিজিয়ে এইভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজের নাম কলঙ্কিত হতে দিতে অস্বীকার করে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন; তাঁর পদে ক্লেমাঁ তমা আবার হয়ে বসলেন জেনারেল। তাঁর প্রধান সেনাপতিত্বের গোটা পর্যায় জুড়ে তিনি লড়েছিলেন প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে নয়, প্যারিসের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাদের সাধারণ অস্ত্রসজ্জা তিনি ঠেকিয়ে রাখলেন, বুর্জোয়া ব্যাটেলিয়নগুলিকে লেলিয়ে দিলেন শ্রমিক ব্যাটেলিয়নের বিরুদ্ধে, ত্রশ্যু 'পরিকল্পনার' বিরোধী অফিসারদের বেছে বেছে বিদায় দিলেন, ভীরুতার অপবাদে ভেঙে দিলেন ঠিক সেইসব প্রলেতারীয় ব্যাটেলিয়নগুলোকে যাদের বীরত্ব তাদের ঘোর শত্রুদেরও আজ বিস্ময়ান্বিত করে তুলেছে। ১৮৪৮ সালের জুন হত্যাকান্ডে যা সুপ্রকট হয়েছিল প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের প্রতি তাঁর সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়াতে ক্লেমাঁ তমা বেশ গর্বই বোধ করলেন। ১৮ মার্চের মাত্র দিন কয়েক আগে যুদ্ধমন্ত্রী ল্য ফ্লো-র সামনে 'প্যারিসীয় ছোটলোকদের সেরা অংশকে একেবারে নির্মূল করে দেবার' নিজস্ব পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন। ভিনয় পরাজিত হবার পর রঙ্গমঞ্চে সৌখিন গুপ্তচরের বেশে আবির্ভূত হবার তৃপ্তিলাভ না করে তিনি পারলেন না। ইংলন্ডের যুবরাণীর লন্ডন প্রবেশের দিনে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে যে লোকগুলি মারা পড়ে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য যুবরাণী যতটুকু দায়ী, ক্লেমাঁ তমা ও লেকোঁৎ-এর হত্যার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্যারিসীয় শ্রমজীবীরাও ততটুকুই দায়ী।

প্লাস ভাঁদোমে নিরস্ত্র নাগরিকগণকে হত্যা করার কল্পকথাটি নিয়ে তিয়ের এবং 'জমিদার পরিষদ' একটানা নীরব থাকে, তার প্রচারের ভার পুরাপুরি ছেড়ে দেন ইউরোপীয় সাংবাদিকতার নোকর-মহলে। ১৮ মার্চের বিজয়ে প্যারিসের প্রতিক্রিয়াশীলদের, 'শৃঙ্খলাপন্থীদের' হৃৎকম্পন শুরু হয়। তাদের মনে হল এ যেন অবশেষে আসন্ন জনগণের প্রতিশোধগ্রহণেরই ইঙ্গিত। ১৮৪৮-এর জুন থেকে ১৮৭১-এর ২২ জানুয়ারি (৫৮) পর্যন্ত যে মানুষগুলিকে তারা খুন করেছিল তাদের প্রেতাত্মারা যেন সামনে এসে হাজির হল। এই আতঙ্কটুকুই তাদের যা কিছু শাস্তি। যাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আটক

করে রাখা উচিত ছিল, এমন কি সেই পুলিশদের নিরাপদে ভার্সাই ফিরে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল প্যারিসের ফটক। 'শৃঙ্খলাপন্থীদের' যে শুধু শান্তিতে থাকতে দেওয়া হল তাই নয়, শক্তি সমাবেশ করে খোদ প্যারিসের কেন্দ্রস্থলেই একাধিক ঘাঁটি নিশ্চিন্তে দখল করার সুযোগ পর্যন্ত তাদের দেওয়া হল। শৃঙ্খলা পার্টির অভ্যস্ত রীতি থেকে আশ্চর্য তফাৎ এই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশ্রয়, সশস্ত্র শ্রমিকদের এই মহানুভবতাকে তারা ধরে নিল দুর্বলতার স্বীকৃতি বলেই। তাই কামান ও মিত্রেলিয়েজ প্রয়োগ করেও ভিনয় যাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, নিরস্ত্র মিছিলের ছদ্মবেশে তাই হাসিল করার এক নির্বোধ পরিকল্পনাই তারা করে। ২২ মার্চ 'ছোকরা ফুলবাবুদের' এক হল্লাবাজ দঙ্গল বিলাসের পাড়া থেকে পথে নামল হেকেরেন, কয়েতলগোঁ, আঁরি দ্য পেন প্রমুখ সাম্রাজ্যের কুখ্যাত পান্ডাদের নেতৃত্বে। শান্ত শোভাযাত্রার কাপুরুষসুলভ আবরণের আড়ালে এই নচ্ছারেরা গুণ্ডাদের হাতিয়ারে গোপনে সজ্জিত হয়ে কুচকাওয়াজ চালাল; পথে যেতে যেতে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দল ও সান্ত্রীদের পাওয়া মাত্র এরা তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের প্রতি নানা দুর্ব্যবহার করল। শেষে দ্য লা পে রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে 'কেন্দ্রীয় কমিটি ধ্বংস হোক! হত্যাকারীরা নিপাত যাক! জাতীয় সভা জিন্দাবাদ!' বলে চিৎকার দিয়ে এরা সেখানে অবস্থিত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সারি ভেদ করে এগোতে চেষ্টা করে ও এইভাবে আকস্মিক আক্রমণে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্লাস ভাঁদোমস্থ সদর দপ্তরটি দখল করে ফেলতে চায়। এদের পিস্তলের গুলির মুখে নিয়ম-মাফিক ছত্রভঙ্গ হবার আদেশ (sommations) (ইংলণ্ডের দাঙ্গা আইনের ফরাসি প্রতিরূপ) (৫৯) পাঠ করা হয় এবং সেটা ব্যর্থ হবার পরই জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল* গুলি করার আদেশ দিয়েছিলেন। একদফা গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ পোশাকি বাবুর দল পাগলের মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল; তারা ভেবেছিল যে, তাদের 'শিষ্ট সমাজের' আবির্ভাব মাত্রই প্যারিসীয় বিপ্লবের উপর তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটবে, যিসুস নাভিন-এর শিঙ্গাধ্বনিতে যা হয়েছিল জেরিকোর দেওয়ালে (৬০)। পলাতকেরা তাদের পিছনে রেখে

* বেরজেরে। — সম্পাঃ

গিয়েছিল দুইজন নিহত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সৈনিক ও গুরুতরভাবে আহত নয়জনকে (কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্য সহ*), এবং তাদের 'শান্তিপূর্ণ' বিক্ষোভের 'নিরস্ত্র' প্রকৃতিটির সাক্ষ্যস্বরূপ নিজেদের সমগ্র লীলাক্ষেত্র জুড়ে ছড়ানো বহু পিস্তল, ছোরা ও লাঠিসোটা। ১৮৪৯-এর ১৩ জুন রোমের বিরুদ্ধে ফরাসি সৈন্যদের অপরাধী আক্রমণের প্রতিবাদে জাতীয় রক্ষিবাহিনী যখন একটি সত্যই শান্তিপূর্ণ মিছিল সংগঠিত করে, তখন এই নিরস্ত্র লোকদের ওপর চারিদিক থেকে সৈন্য চালিয়ে গুলি মারা, কচুকাটা করা ও ঘোড়ার খুরে পিষে ফেলার জন্য শৃঙ্খলা পার্টির তদানীন্তন জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েকে জাতীয় সভা, বিশেষ করে স্বয়ং তিয়ের অভিনন্দিত করেছিলেন সমাজের ত্রাণকর্তা হিসাবে। তখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় প্যারিসে। দ্যুফোর জাতীয় সভায় নতুন নতুন দমনমূলক আইন তাড়াতাড়ি পাশ করিয়ে নেন; নিত্যনতুন গ্রেপ্তার এবং নির্বাসনের হিড়িক পড়ে যায় — শুরু হয় নতুন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। 'নিচের তলার লোকেরা' কিন্তু এমন ক্ষেত্রে কাজ চালায় ভিন্নভাবে। ১৮৭১ সালের কেন্দ্রীয় কমিটি 'শান্ত মিছিলের' বীরদের স্রেফ উপেক্ষা করে এবং এতখানি উপেক্ষা করে যে, মাত্র দুইদিন পরেই নৌ-সেনাধ্যক্ষ সেসে-র নেতৃত্বে একটি **সশস্ত্র** মিছিলে ওদের সমবেত হওয়া সম্ভবপর হয়, যার পরিণতি ঘটে ছত্রভঙ্গ হয়ে সেই সুবিদিত ঊর্ধ্বশ্বাসে ভার্সাই পলায়নে। মঁমার্ত্রের উপর তিয়েরের চোরের মতন আক্রমণে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা চালিয়ে যেতে একান্ত অনিচ্ছুক হওয়াতে কেন্দ্রীয় কমিটি সঙ্গে সঙ্গে তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত ভার্সাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান না চালিয়ে এবং তিয়ের ও তাঁর 'জমিদার পরিষদের' ষড়যন্ত্র চিরতরে অবসান না করে এবার একটা মারাত্মক ভুলের অপরাধ করে বসল। তার বদলে শৃঙ্খলা পার্টিকে দেওয়া হল ২৬ মার্চ কমিউন নির্বাচনে আবার তার শক্তি পরীক্ষার সুযোগ। সেদিন প্যারিসের বিভিন্ন পাড়ার মেয়র দপ্তরে তারা তাদের পরম মহানুভব বিজেতাদের সঙ্গে মিটমাটের উদার বাণী বিনিময় করল, আর মনে মনে আওড়াতে থাকল তাদের যথাসময়ে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার কঠোর শপথ।

---

* মালজুর্নাল। — সম্পাঃ

এখন ছবিটির ওপাশে দৃষ্টি ফেরানো যাক। এপ্রিলের গোড়ায় তিয়ের শুরু করলেন প্যারিসের বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান। প্যারিসীয় বন্দীদের প্রথম যে দলকে ভার্সাই নিয়ে আসা হয় তাদের উপর চলে বীভৎস অত্যাচার। এর্নেস্ত পিকার পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করতে করতে বন্দীদের উপর নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষণ করেন, আর শ্রীমতী তিয়ের ও শ্রীমতী ফাভ্র তাঁদের মাননীয়া(?) মহিলাদের মধ্য থেকে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভার্সাই দঙ্গলের তাণ্ডবে বাহবা দিতে থাকেন। ধৃত লাইন সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হল। আমাদের নির্ভীক বন্ধু লোহার কারিগর জেনারেল দ্যুভালকে একেবারে বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পানোৎসবগুলিতে দেহের উৎকট অনাবরণের জন্য কুখ্যাতা স্ত্রীর 'রক্ষিত পুরুষ' গালিফে একটা ঘোষণাপত্রে বড়াই করলেন এই বলে যে, তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত ও নিরস্ত্রীকৃত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছোট একটি দলকে তার ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যাণ্ট সহ কচুকাটা করার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন। কমিউনারদের মধ্য থেকে ধৃত প্রতিটি লাইন সৈনিককে গুলি করে মারার ঢালাও হুকুম জারির জন্য প্যারিস থেকে পলাতক ভিনয়কে তিয়ের ভূষিত করলেন লিজিয়ন অব অনারের গ্র্যাণ্ড ক্রস পদকে। ১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবর প্রতিরক্ষা সরকারের অধিকর্তাদের যে মহদাশয় বীর রক্ষা করেছিলেন (৬১) সেই ফ্লুরাঁসকে বেইমানি করে কসাইয়ের মতো খণ্ডবিখণ্ড করে জবাই করার জন্য পুলিশ বাহিনীর দেমারেকে সরকারী খেতাবে সম্মানিত করা হল। জাতীয় সভায় তিয়ের সোল্লাসে বিবৃত করলেন সেই হত্যাকাণ্ডের 'উদ্দীপনাময় খুঁটিনাটি তথ্য'। পার্লামেণ্টী এক বুড়ো-আঙ্গুলে বীর, তৈমুরলঙ্গের ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ইনি সভ্যজনসুলভ যুদ্ধের কোনো অধিকার, এমন কি এ্যাম্বুলেন্স-এর নিরপেক্ষতাটুকুও দেন নি তাঁর ক্ষুদ্র মহিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের। ভল্টেয়ার তাঁর দূরদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন,* বানর যদি ব্যাঘ্রোচিত প্রবৃত্তি কিছুক্ষণের

* ভল্টেয়ারের 'কানডিড' বইয়ের ২২ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

জন্য অবাধে চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় তবে সে বানরের চাইতে জঘন্য আর কিছু হতে পারে না! (৩৫ পৃঃ, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)*

'ভার্সাই-এর নরখাদক দস্যুদের হাত থেকে প্যারিসকে রক্ষা করা এবং চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত দাবি করা' কর্তব্য, কমিউনের ৭ এপ্রিল তারিখের নির্দেশে এই আদেশদানের পরও (৬২) তিয়ের বন্দীদের উপর বর্বর অত্যাচার বন্ধ তো করলেনই না, তদুপরি, তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলিতে তাদের অপমানিত করা হল নিম্নলিখিত ভাষায়: 'সৎলোকের বিষণ্ন দৃষ্টিতে অধঃপতিত গণতন্ত্রের এর চেয়ে অধঃপতিত কোনো মুখ আর কখনো চোখে পড়ে নি।'—স্বয়ং তিয়ের ও তাঁর ছাড়-টিকিটওয়ালা মন্ত্রীদের মতন সৎলোকদের দৃষ্টিতেই অবশ্য। তবুও কিছু সময়ের জন্য বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা বন্ধ রাখা হল। কিন্তু যেই তিয়ের এবং তাঁর ডিসেম্বর-মার্কা (৬৩) জেনারেলরা কমিউনের প্রতিশোধগ্রহণের নির্দেশটা নিতান্ত একটা হুমকি মাত্র বলে বুঝতে পারলেন, জানতে পারলেন যে, প্যারিসে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছদ্মবেশধারী ধৃত পুলিশী গুপ্তচরদের, এমনকি যেসব পুলিশী অগ্নিসংযোগকারী গোলাসহ ধরা পড়েছিল তাদের পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে, তখনই আবার শুরু হল বন্দীদের পাইকারী হারে গুলি করে হত্যা আর এটা চলল অবিরামভাবে শেষ পর্যন্ত। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর লোকেরা যেসব বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তা সশস্ত্র পুলিশেরা ঘেরাও করে, কেরোসিন ঢেলে ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় (বর্তমান যুদ্ধে এই সর্বপ্রথম কেরোসিন ব্যবহৃত হল)। পরে দগ্ধ সেই মৃতদেহগুলি সংবাদপত্রের এ্যাম্বুলেন্স দল টেনে বের করে আনে তের্ন-এ। ২৫ এপ্রিল বেল এপিনে অশ্বারোহী সৈন্যের একটা দলের কাছে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চারজন সৈনিক আত্মসমর্পণ করেছিল। পরে গালিফের যোগ্য চেলা একজন ক্যাপ্টেন একের পর এক তাদের গুলি করে হত্যা করে। এই হতভাগ্য চারজনের মধ্যে শেফের নামক একজনকে মৃত বলে ফেলে রাখা হয়; পরে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি প্যারিসীয় ফাঁড়িতে ফিরে আসতে পারেন এবং কমিউনের একটি কমিশনের সামনে এই তথ্যটি জ্ঞাপন

* এই খণ্ডের ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

করেছিলেন। তলাঁ যখন যুদ্ধমন্ত্রী ল্য ফ্লোকে কমিশনের এই রিপোর্টের উপর প্রশ্ন করেন, তখন 'জমিদার পরিষদের' প্রতিনিধিরা চিৎকার করে তাঁর কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দেয় এবং ল্য ফ্লোকে জবাব দিতে দেয় না। এদের 'গৌরবমণ্ডিত' সেনাবাহিনীর কীর্তির কথা বললে সে বাহিনীর অপমান হবে। যে তাচ্ছিল্যের সুরে তিয়েরের বিজ্ঞপ্তিগুলি মুলাঁ-সাকেতে ঘুমন্ত কমিউনারদের বেয়নেট-বিদ্ধ করার এবং ক্লামারে অনুষ্ঠিত পাইকারী হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছিল, তাতে লণ্ডন *Times*-এর (৬৪) অনতিসংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রীও বিচলিত না হয়ে পারে নি। কিন্তু প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণকারী এবং বৈদেশিক আক্রমণের ছত্রছায়ায় দাসপ্রভুবিদ্রোহের প্ররোচকদের এই নিতান্ত প্রাথমিক নৃশংসতার ঘটনাগুলির তালিকা করতে বসা আজ বিড়ম্বনা মাত্র। নিজের বামনমুলভ স্কন্ধে সাংঘাতিক গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত বলে তিনি যে পার্লামেণ্টী বুলি ছেড়েছিলেন তা ভুলে গিয়ে চারিদিকের এই বিভীষিকার মধ্যে তিয়ের তাঁর বুলেটিনে গর্ব করে বলেন যে, l'Assemblée siège paisiblement (সভার বৈঠক চলছে শান্তিতে); আর কখনও ডিসেম্বর-মার্কা জেনারেলদের সঙ্গে, আবার কখনো বা জার্মান রাজন্যদের সঙ্গে অবিরাম জমকালো খানাপিনায় প্রমাণ করেন যে, কোনোমতেই তাঁর পরিপাক ক্রিয়ায় মোটেই কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, এমন কি লেকোঁৎ কিম্বা ক্লেমাঁ তমার প্রেতাত্মাদের কথা ভেবেও না।

৩

১৮ মার্চের প্রত্যুষে 'Vive la Commune!'* এই বজ্রনির্ঘোষে প্যারিস জেগে উঠল। কী জিনিস এই কমিউন, এই স্ফিনক্স, বুর্জোয়া মানসের কাছে যা এত অস্বস্তিকর প্রহেলিকা?

কেন্দ্রীয় কমিটি ১৮ মার্চের ইশতেহারে ঘোষণা করেছিল: 'প্যারিসের প্রলেতারীয়রা শাসক শ্রেণীসমূহের ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা থেকে একথাই উপলব্ধি করেছে যে, সামাজিক কার্যকলাপ পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে পরিস্থিতি ত্রাণের মুহূর্তটি আজ সমাগত...

---

* 'কমিউন দীর্ঘজীবী হোক!' — সম্পাঃ

সরকারী ক্ষমতা দখল করে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠা যে তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং পরম অধিকার, একথা তারা অনুভব করেছে।'

কিন্তু তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে স্রেফ দখল করেই নিজের কাজে তা লাগাতে পারে না শ্রমিক শ্রেণী।

প্রণালীবদ্ধ সোপানতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের নীতি অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ — স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, পুরোহিত সম্প্রদায়, বিচার ব্যবস্থার সর্বত্র বিরাজমান সংস্থাসহ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয় একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের আমলে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নবোদ্ভূত মধ্য শ্রেণী সমাজের পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে তা। তাহলেও, নানাবিধ মধ্যযুগীয় আবর্জনা — অভিজাত স্বত্ব-স্বামিত্ব, আঞ্চলিক বিশেষ অধিকার, নগর ও গিল্ডের একচেটিয়া ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় তার বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ। আঠারো শতকের ফরাসি বিপ্লবের সুবিশাল সম্মার্জনী বিগত দিনের এই সমস্ত ভগ্নাবশেষকে নিঃশেষে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেয়, এবং এইভাবে নতুন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাবেকি আধাসামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের রাষ্ট্রগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ যে প্রথম সাম্রাজ্য তার আওতায় গড়া আধুনিক রাষ্ট্রসৌধের উপরিকাঠামো তোলার পথে শেষ প্রতিবন্ধকগুলিকেও সমাজ ভূমি থেকে একই সঙ্গে নির্মূল করে দেয়। পরের আমলগুলিতে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন, অর্থাৎ বিত্তবান শ্রেণীসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার শুধু যে বিপুল জাতীয় ঋণ ও দুর্বহ করভারের লালন ক্ষেত্র হয়ে উঠল তাই নয়; পদ, অর্থ এবং মুরুব্বিয়ানার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সহ শুধু যে তা শাসক শ্রেণীসমূহের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী উপদল ও ভাগ্যান্বেষীদের কামড়াকামড়ির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল তাই নয়: সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক চরিত্রেরও পরিবর্তন হল। যে অনুপাতে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার অগ্রগতি পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার শ্রেণী-বিরোধকে বিকশিত, বিস্তৃত ও তীব্রতর করে তুলল, সেই অনুপাতেই রাষ্ট্রশক্তিও উত্তরোত্তর শ্রমের উপর পুঁজির জাতীয় শক্তি, সামাজিক দাসত্ব সংগঠনের মতো একটি সামাজিক শক্তি এবং শ্রেণী-প্রভুত্বের একটি যন্ত্রের চরিত্র গ্রহণ করতে লাগল। শ্রেণী-সংগ্রামের অগ্রগতির এক-একটা পর্যায়সূচক প্রতিটি বিপ্লবের পরই রাষ্ট্রশক্তির নিছক

পীড়নমূলক প্রকৃতিটা আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পরিণতি রূপে শাসনভার জমিদারদের হাত থেকে পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তা শ্রমজীবী মানুষের অপেক্ষাকৃত দূরতর থেকে অধিকতর প্রত্যক্ষ শত্রুদের হাতে আসে। যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের নামে রাষ্ট্রশক্তি দখল করে, তারা তার ব্যবহার করল জুন মাসের হত্যাকাণ্ডে, শ্রমিক শ্রেণীকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্রের অর্থ শ্রমিকদের সামাজিক অধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রজাতন্ত্র, এবং বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভূত বিরাট রাজতন্ত্রী অংশটাকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে তারা বুর্জোয়া 'প্রজাতন্ত্রীদের' হাতেই শাসনের দুশ্চিন্তা ও মাসোহারা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারে। তবে, জুন মাসের সেই একমাত্র বীরত্বপনার পরই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সম্মুখভাগ থেকে হটে এসে দাঁড়াতে হল শৃঙ্খলা পার্টির পশ্চাতে, — উৎপাদক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে এবার প্রকাশ্যে ঘোষিত বিরোধিতায় দখলকারী শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ও উপদলের জোট হল এই পার্টি। এদের জয়েণ্ট স্টক সরকারের সবচেয়ে যোগ্য রূপ হল **পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্র** যার রাষ্ট্রপতি ছিলেন লুই বোনাপার্ট। প্রকাশ্য শ্রেণীসন্ত্রাস এবং 'ঘৃণ্য জনতার' প্রতি ইচ্ছাকৃত অবমাননাই এদের রাজত্বের স্বরূপ। শ্রীযুক্ত তিয়ের যা বলেছেন, পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্র সেভাবে যদি বা তাঁদের (শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন উপদলকে) 'সর্বাপেক্ষা কম বিভক্ত করে থাকে', তাহলে স্বল্পসংখ্যক এইসব শ্রেণী এবং তার বহির্ভূত বিরাট সমাজ দেহের মধ্যে এক অতল গহ্বর খুলে দিয়েছে তা। এদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ ভেদবিভেদের যে বাধা পূর্বতন আমলগুলিতে রাষ্ট্রশক্তিকে সংযত রাখছিল, এদের মিলনে সে বাধা এখন দূর হয়ে গেল আর প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের বিপদের মুখে এরা এখন নির্মমভাবে ও প্রকাশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করল শ্রমের বিরুদ্ধে পুঁজির একটি জাতীয় যুদ্ধযন্ত্র হিসাবে। উৎপাদক জনগণের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন জেহাদে এরা যে শুধু কার্যনির্বাহক শক্তিকে ক্রমাগত অধিকতর দমন ক্ষমতায় ভূষিত করতে বাধ্য হল তাই নয়; সেই সঙ্গে এদের নিজস্ব পার্লামেণ্টারী ঘাঁটি, জাতীয় সভার কাছ থেকে কার্যনির্বাহক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সমস্ত উপায়গুলিও একের পর এক ত্যাগ করতে হয়েছিল। লুই বোনাপার্টের

মূর্তিতে কার্যনির্বাহক শক্তি প্রভুত্বকারী প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য হল শৃঙ্খলা পার্টি মার্কা প্রজাতন্ত্রেরই স্বাভাবিক সন্তান।

কুদেতার জন্মপত্রিকা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের অনুমোদনপত্র এবং তলোয়ারের রাজদণ্ড নিয়ে সেই সাম্রাজ্য কথা দিল নির্ভর করবে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর, উৎপাদকদের সেই বিপুল অংশের ওপর যারা পুঁজি ও শ্রমের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত নয়। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিত্তবান শ্রেণীসমূহের নিকট সরকারের অনাবৃত অধীনতার অবসান ঘটিয়ে তা শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা করবে বলে ঘোষণা করল। শ্রমিক শ্রেণীর উপর তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য সংরক্ষণ করে সে আবার বিত্তবান শ্রেণীসমূহকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল; সর্বোপরি জাতীয় গৌরব নামক সেই আজব বস্তুটির পুনর্জন্মের মাধ্যমে সে সকল শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার ভাব করল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র জাতিকে শাসন করার ক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণী যখন হারিয়ে ফেলেছে এবং শ্রমিক শ্রেণী তখনও তা অর্জন করে নি — এমন একটা সময়ে এই হল সরকারের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ। সমাজের পরিত্রাতা বলে বিশ্বময় অভিনন্দিত হল তা। এর ছত্রছায়ায় বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা রাজনৈতিক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এমন বিকাশলাভে সক্ষম হল যা তার নিজের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। এর শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল বিপুলায়তনে; আর্থিক দাঁওবাজির উৎসব শুরু হল হরেক জাতির মিলিত পানসভায়; সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য ফুটে উঠল জাঁকালো, চোখ ঝলসানো, নীতিবিগর্হিত বিলাস-ব্যসনের নির্লজ্জ প্রদর্শনীতে। আপাতদৃষ্টিতে যে রাষ্ট্রশক্তি সমাজের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলে প্রতীয়মান হত, সেই রাষ্ট্রশক্তিই বস্তুত হয়ে দাঁড়াল সেই সমাজের বৃহত্তম কলঙ্ক এবং এর সকল দুর্নীতির উর্বর ক্ষেত্র। তার নিজস্ব অপদার্থতা এবং যে সমাজকে সে রক্ষা করে আসছিল তার অসারতাকে উদ্ঘাটিত করে দিল প্রুশীয় বেয়নেট, যে প্রাশিয়া নিজেই এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পীঠস্থানকে প্যারিস থেকে বার্লিনে স্থানান্তরিত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। নবজাগ্রত বুর্জোয়া সমাজ যে রাষ্ট্রশক্তি বিকাশের সূচনা করেছিল সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে নিজের মুক্তির উপায় হিসাবে, পূর্ণবিকশিত বুর্জোয়া সমাজ শেষ পর্যন্ত

যাকে রূপান্তরিত করল পুঁজি কর্তৃক শ্রমকে দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে রাখার উপায়ে, সেই রাষ্ট্রশক্তির একাধারে সর্বাপেক্ষা ব্যভিচারী এবং চূড়ান্ত রূপটাই হল সাম্রাজ্যের আমল।

কমিউন হল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিপরীত। যে 'সামাজিক প্রজাতন্ত্রের' ধ্বনি তুলে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আবাহন করেছিল, সেটা ছিল এমন এক প্রজাতন্ত্রের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, যা শ্রেণী-শাসনের রাজতন্ত্রী রূপটিকেই শুধু অপসারিত করবে না, খাস শ্রেণী-শাসনকেই দূর করবে। কমিউন ছিল সেই প্রজাতন্ত্রেরই একটা নির্দিষ্ট রূপ।

পূর্বতন শাসন-শক্তির পীঠস্থান এবং একই সঙ্গে ফরাসি শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ঘাঁটি প্যারিস সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত সেই পুরানো শাসন-ব্যবস্থাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী করার জন্য তিয়ের ও তাঁর 'জমিদার পরিষদের' প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। অবরোধের ফলে খাস সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করায়, তার বদলে শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য সমেত জাতীয় রক্ষিবাহিনী প্রতিষ্ঠার দরুনই প্যারিসের পক্ষে প্রতিরোধ সম্ভবপর হয়েছিল। এবার এই বাস্তব ঘটনাটিকে প্রথায় রূপায়িত করার কথা। তাই কমিউনের প্রথম আদেশ ছিল স্থায়ী সৈন্যদলের অবলুপ্তি, তার স্থানে সশস্ত্র জনবলের প্রতিষ্ঠা।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন পল্লী থেকে নির্বাচিত, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল ও স্বল্পমেয়াদে প্রত্যাহার যোগ্য পৌর প্রতিনিধিদের নিয়েই কমিউন গঠিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য নির্বাচিতদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক বা শ্রমিক শ্রেণীর আস্থাভাজন প্রতিনিধিবর্গ। পার্লামেণ্টারী সংস্থা না হয়ে কমিউনকে হতে হল একটি কাজের সংস্থা, একই সঙ্গে কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়নী সংস্থা। পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার না রেখে, তার রাজনৈতিক প্রকৃতির সবটাকে অবিলম্বে ঘুচিয়ে দিয়ে, তাকে রূপান্তরিত করা হল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোনো সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য তার সংস্থা রূপে। প্রশাসনের অপর সকল শাখার কর্মকর্তাদের বেলাতেও একই ব্যবস্থা হয়। কমিউনের সদস্যগণ থেকে শুরু করে ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সরকারী কাজ চালাতে হল **শ্রমজীবীদের মজুরিতে।** রাষ্ট্রের বড় বড় হোমরা-চোমরাদের বিলুপ্তির

সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশেষ সুবিধা ও প্রাপ্য ভাতা ইত্যাদিও হল বিলুপ্ত। সরকারী কর্মভার এখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে রইল না। শুধু পৌর শাসন নয়, এযাবৎ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত উদ্যোগই অর্পিত হল কমিউনের হাতে।

পূর্বতন সরকারের বাহুবলের হাতিয়ার স্থায়ী সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কবল থেকে উদ্ধার পাবার পর স্বত্বাধিকারী সংস্থা হিসাবে সমস্ত গির্জার সঙ্গে সরকারী সম্বন্ধ উঠিয়ে দিয়ে ও তাদের স্বত্ব নাকচ করে কমিউন চাইল দমনের আধ্যাত্মিক বল, 'পুরোহিত-শক্তিকে' চূর্ণ করতে। পুরোহিতদের পাঠিয়ে দেওয়া হল তাদেরই পূর্বগামী খ্রীষ্টের প্রিয়শিষ্যদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে ভক্তবৃন্দের ভিক্ষান্নের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগত সাধারণ জীবনযাত্রায়। ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সর্ববিধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার জনগণের অবৈতনিক শিক্ষালাভের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সকলের আয়ত্তে এল শুধু তাই নয়, শ্রেণীগত কুসংস্কার ও সরকারী শক্তির আরোপিত শৃঙ্খল থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠল বিজ্ঞান।

একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকারের নিকট উচ্চারিত এবং যথারীতি লঙ্ঘিত আনুগত্যের শপথ গ্রহণে অভ্যস্ত বিচার-বিভাগীয় কর্মচারীরা সেইসব সরকারের কাছেই নিজেদের নির্লজ্জ দাসত্বটাকে আড়াল করে রাখার মুখোশ হিসাবেই যা ব্যবহার করত, সেই মেকি স্বাধীনতা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে হল। সমাজের অন্য কর্মচারীদের মতনই ম্যাজিস্ট্রেট ও জজেরাও হয়ে উঠল প্রকাশ্যে নির্বাচিত, দায়িত্বশীল এবং প্রত্যাহার্য।

অবশ্যই ফ্রান্সের সমস্ত বড় বড় শিল্পকেন্দ্রসমূহের কাছে প্যারিস কমিউনকে আদর্শ হতে হয়। প্যারিস ও মাঝারি আকারের শহরগুলিতে কমিউনী শাসন একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রদেশে প্রদেশেও সাবেকী কেন্দ্রীয় সরকারকে পথ ছেড়ে দিতে হবে উৎপাদকদের আত্মশাসনের সামনে। জাতিজোড়া সাংগঠনিক বিন্যাস বিকশিত করে তোলার সময় হাতে না থাকলেও কমিউনের একটা প্রাথমিক খসড়ায় স্পষ্ট ভাষায় এটা ঘোষণা করা হয় যে, ক্ষুদ্রতম একটি পল্লীগ্রামেরও রাজনৈতিক শাসনের রূপ হবে কমিউন আর গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতেও স্থায়ী সেনাবাহিনীর বদলে গড়ে তুলতে

হবে অত্যন্ত স্বল্প-মেয়াদী একটি জাতীয় মিলিশিয়া। প্রতি জেলায় গ্রাম্য কমিউনগুলি সদর শহরে অবস্থিত একটি প্রতিনিধি পরিষদ মারফৎ তাদের সাধারণ কাজ সম্পাদন করবে। এই জেলা পরিষদেরা আবার প্যারিসে জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাবে; প্রত্যেকটি প্রতিনিধিকে যে কোনো সময়ে ফিরিয়ে আনা চলবে, প্রত্যেকে বাধ্য থাকবে নিজ নির্বাচকদের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ (mandat impératif) পালন করতে। এর পরেও যে স্বল্পসংখ্যক, অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থেকে যাবে সেগুলি খারিজ করে দেওয়া হবে না — এমন উক্তি হল ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা — সেগুলি চালাবার কথা কমিউনের এবং সেইহেতু কঠোর দায়িত্বশীল এজেণ্ট দিয়ে। জাতীয় ঐক্য ভাঙার কথাই নেই, বরং পক্ষান্তরে ঐক্য সংগঠিত হবে কমিউনের কাঠামো অনুসারেই। নিজে জাতির একটি গজিয়ে-উঠা পরগাছা হয়ে যে রাষ্ট্র নিজেকে সেই জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও ঊর্ধ্বে অবস্থিত জাতীয় ঐক্যের প্রতিমূর্তি বলে দাবি করে, সেই রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদে জাতীয় ঐক্যই বাস্তব হয়ে উঠবে। সাবেকী রাষ্ট্রশক্তির নিছক নিপীড়ক অঙ্গগুলিকে যেমন ছিন্ন করে ফেলতে হবে, তেমনি সে শক্তির ন্যায্য কর্তব্যগুলি কেড়ে নেওয়া হবে সমাজের উপর অন্যায্যভাবে আধিপত্য দখলকারী একটা কর্তৃত্বের হাত থেকে ও ফিরিয়ে দেওয়া হবে সমাজেরই দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের হাতে। শাসক শ্রেণীর কোন লোকটি পার্লামেণ্টে জনসাধারণের অপ-প্রতিনিধিত্ব করবে, তিন বা ছয় বছরে একবার করে সেই সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে সর্বজনীন ভোটাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের জন্য সেই কাজই করবে, অন্যান্য সকল মালিকদের বেলায় তার ব্যবসার জন্য শ্রমিক বা কার্যাধ্যক্ষ বেছে নেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নির্বাচনের ক্ষমতার মাধ্যমে যা সম্পন্ন হয়ে থাকে। একথা তো সকলেই জানে যে, ব্যক্তিমানুষের মতো কোম্পানিগুলিও আসল ব্যবসার ব্যাপারে সাধারণত যোগ্য লোককেই যোগ্যস্থানে নিয়োগ করাতে পারে, আর কোনো ভুলভ্রান্তি হলে অবিলম্বে তা সংশোধনও করতে জানে। অন্যদিকে, সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় উপরতলা থেকে investiture-এর (৬৫) চাইতে কমিউনের আদর্শের অধিকতর পরিপন্থী আর কিছু হতে পারে না।

সাধারণত সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহাসিক সৃষ্টির ভাগ্যে সমাজ-জীবনের

প্রাচীনতর, এমন কি অচল যেসব রূপের সঙ্গে তার খানিকটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব তারই একটা রকমফের বলে ভুল বোঝার কারণ ঘটে। সেইজন্য এই যে নতুন কমিউন আধুনিক রাষ্ট্রশক্তিকে চূর্ণ করে দিচ্ছে তাকে এই রাষ্ট্রশক্তিরই পূর্বগামী, অথচ পরবর্তীকালে এরই ভিত্তি হিসাবে রূপান্তরিত মধ্যযুগীয় কমিউনের পুনঃসৃষ্টি বলে ভুল করা হয়েছে। — বৃহৎ জাতিগত যে ঐক্য আদিতে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সংগঠিত হলেও আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক উৎপাদনের একটা শক্তিশালী কারিকা, তাকে ভেঙে ফেলে মঁতেস্ক্যু ও জিরন্দপন্থী (৬৬) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ফেডারেশন গঠনের প্রয়াস বলে কমিউনের ব্যবস্থাকে ভুল বোঝা হয়েছে। — রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কমিউনের বৈরিতাকে অতিকেন্দ্রীকরণ বিরোধী প্রাচীন সংগ্রামটারই অতিরঞ্জিত রূপ বলে ভুল করা হয়েছে। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুন শাসনের বুর্জোয়া রূপের চিরায়ত বিকাশটা ব্যাহত হতে পারে, যেমন হয়েছিল ফ্রান্সে, আবার, ইংলন্ডের মতো প্রধান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-সংস্থাগুলি সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত গ্রামীণ যাজকসংস্থা (vestries — অনু.), ধনসন্ধানী কাউন্সিলর, শহরের দুঃস্থ আইনের হিংস্র অভিভাবক, অথবা মফস্বলে কার্যত প্রায় বংশ পরম্পরাগত ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে। এতদিন যে সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ করে 'রাষ্ট্ররূপী' পরগাছা সমাজের ঘাড়ে খেয়ে সমাজেরই স্বচ্ছন্দ বিকাশ রুদ্ধ করে রেখেছে, কমিউনের কাঠামো সেই সমস্ত শক্তিকে সমাজদেহে পুনঃপ্রত্যর্পণ করত। এই একটিমাত্র কাজের দ্বারাই সূচিত হত ফ্রান্সের নবজাগরণ। — ফ্রান্সের মফস্বলী বুর্জোয়ারা কমিউনের মধ্যে দেখেছিল লুই ফিলিপের আমলে তারা তাদের গ্রামাঞ্চলের উপর যে প্রতিপত্তির অধিকারী হয় এবং লুই নেপোলিয়নের শাসনকালে শহরের উপর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত আধিপত্যের দ্বারা যার অপসারণ ঘটে, সেই প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠারই একটি প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কমিউনের কাঠামো গ্রাম্য উৎপাদকদের নিয়ে আসত নিজ নিজ জেলার কেন্দ্রীয় শহরগুলির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বাধীনে, এতে করে তাদের স্বার্থের স্বাভাবিক অছিদার মিলত সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে। — বস্তুত কমিউনের অস্তিত্বটারই স্বতঃসিদ্ধ অর্থই হল আঞ্চলিক পৌরস্বাধীনতা, কিন্তু সে স্বাধীনতা এখন আর অধুনা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়া রাষ্ট্রশক্তির

বিরুদ্ধে শক্তি হিসাবে নয়। রক্ত ও ইস্পাত নিয়ে কুটিল চক্রান্তে ব্যস্ত না থাকলে যিনি স্বীয় মানসিক যোগ্যতার উপযোগী পুরানো বৃত্তির অনুসরণে *Kladderadatsch* (৬৭) (বার্লিনের *Punch* (৬৮)) পত্রিকার লেখক হওয়াটাই পছন্দ করেন, সেই বিসমার্কের মতো লোকের মাথাতেই কেবল এমন ধারণা আসতে পারে যে, প্যারিস কমিউন প্রুশীয় পৌর ব্যবস্থা অনুসরণ করতে চেয়েছে, যে প্রুশীয় ব্যবস্থা হল ১৭৯১ সালের পুরাতন ফরাসি পৌর ব্যবস্থার প্রহসন মাত্র, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌর শাসন পরিণত হয়েছে প্রুশীয় রাষ্ট্রের পুলিশী যন্ত্রের গৌণ কয়েকটি চাকাতে।

মিতব্যয়ী শাসন — বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির এই ধ্বনিকে কমিউন বাস্তবে রূপায়িত করেছিল — স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও আমলাতন্ত্র এই দুইটি সর্বাধিক ব্যয়বহুল ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে। কমিউনের অস্তিত্বের অর্থই হল সেই রাজতন্ত্রের অনস্তিত্ব, অন্তত ইউরোপে যেটা হল শ্রেণী-প্রভুত্বের স্বাভাবিক দায় ও অপরিহার্য আচ্ছাদন। প্রজাতন্ত্রের জন্য কমিউন এনে দিল প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির ভিত্তি। কিন্তু মিতব্যয়ী শাসন বা 'প্রকৃত প্রজাতন্ত্র' — এ দুটির কোনোটাই কিন্তু তার চরম লক্ষ্য ছিল না, এরা হল তার আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র।

কমিউনের উপর যে বহুবিধ ব্যাখ্যা চাপানো হয়েছে, বহুবিধ স্বার্থ যেভাবে স্বীয় অনুকূলে তার অর্থ খুঁজেছে, এর থেকেই বোঝা যায় যে কমিউন ছিল একটি একান্তই নমনীয় রাজনৈতিক রূপ, যেখানে সরকারের পূর্বতন সকল রূপই হল প্রকৃতিগতভাবেই নিপীড়নমূলক। এর গোপন রহস্যটা এই: এটা হল মূলত শ্রমিক শ্রেণীর সরকার, আত্মসাৎকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের ফল তা, অবশেষে আবিষ্কৃত সেই রাজনৈতিক রূপ যার আওতায় শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন কার্যকর করতে হবে।

এই সর্বশেষ শর্তটি বাদ দিলে কমিউনের ব্যবস্থা একটা অসম্ভাব্য ও অবাস্তব ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। উৎপাদকের সামাজিক দাসত্ব চিরস্থায়ীকরণের সঙ্গে তার রাজনৈতিক আধিপত্যের সহাবস্থান সম্ভবপর নয়। কাজেই যে অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর তথা শ্রেণী আধিপত্যের অস্তিত্ব, তাকে নির্মূল করে দেবার একটা হাতিয়ার হিসাবেই কমিউনের কাজ করার কথা। শ্রমের বন্ধনমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তিই রূপান্তরিত হয়

শ্রমজীবীতে এবং উৎপাদনী শ্রম আর নিছক একটি শ্রেণীর কাজ হয়ে থাকে না।

আশ্চর্য ঘটনাই বটে। বিগত ষাট বছর ধরে শ্রমের মুক্তি বিষয়ক লম্বা চওড়া কথার ছড়াছড়ি সত্ত্বেও এবং ঝুড়িঝুড়ি সাহিত্য রচনার পরও যেই কোথাও শ্রমিক শ্রেণী দৃঢ়সংকল্পে ব্যাপারটা স্বহস্তে গ্রহণ করতে যায়, অমনি তার বিরুদ্ধে পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের দাসত্ব (জমির মালিক আজ পুঁজিপতির নিষ্ক্রিয় অংশীদার মাত্র) -- এই দুই বিপরীত প্রান্তশায়ী আধুনিক সমাজের মুখপাত্রদের যত ওকালতি বুলি মুখর হয়ে ওঠে -- যেন পুঁজিবাদী সমাজ এখনও কৌমার্যের শুচিতা ও অপাপবিদ্ধতা বজায় রেখেছে! যেন তার স্ববিরোধগুলি আজও অপরিণত, যেন তার আত্মপ্রতারণাগুলি অদ্যাপি উদ্‌ঘাটিত হয় নি, উলঙ্গ হয়ে পড়ে নি তার ব্যভিচারী বাস্তবতা! চিৎকার করে তারা বলে, সমস্ত সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ যে সম্পত্তি, কমিউন তাকেই ধ্বংস করে দিতে চায়! হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, যে শ্রেণী-সম্পত্তি বহুর শ্রমকে পরিণত করে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পদে, তাকে কমিউন উচ্ছেদ করতেই চেয়েছিল। উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ ছিল তার লক্ষ্য। উৎপাদনের উপায়, জমি ও পুঁজি, আজ যেটা মুখ্যত শ্রমকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন এবং শোষণের উপায় মাত্র, তাকে মুক্ত ও যৌথ শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে চেয়েছিল কমিউন। — কিন্তু এ যে কমিউনিজম, 'অসম্ভাব্য' কমিউনিজম! কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাকে আর চালিয়ে যাওয়ার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করার মতন বুদ্ধি যাদের আছে — আর তেমন লোক প্রচুর — শাসক শ্রেণীগুলির তেমন সব প্রতিনিধিরাই তো হয়ে উঠেছে সমবায়ী উৎপাদনের অত্যুৎসাহী উচ্চকণ্ঠ উদ্‌গাতা। সমবায়ী উৎপাদনকে যদি একটা ফাঁকা বুলি বা ফাঁদমাত্র না হয়ে থাকতে হয়, যদি তাকে পুঁজিবাদী সমাজের জায়গা নিতে হয়, যদি সম্মিলিত সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সাধারণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদনকে পরিচালনা করে এবং এইভাবে তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের যা অনিবার্য ভবিতব্য সেই অবিরাম নৈরাজ্য ও পর্যায়িক বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটায় — তাহলে, ভদ্রমহোদয়গণ, সেটা কি কমিউনিজম, 'সম্ভাব্য' কমিউনিজম হবে না?

শ্রমিক শ্রেণী কমিউনের কাছ থেকে কোনো ভোজবাজি প্রত্যাশা করে নি। জনগণের নির্দেশের জোরে প্রবর্তনের জন্য কোনো তৈরি ইউটোপিয়া তাদের নেই। একথা তারা জানে যে, নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়ায় বর্তমান সমাজের অমোঘ প্রবণতা যে দিকে, সেই উচ্চতর রূপ অর্জনের জন্য তাদের যেতে হবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, এক সারি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যা পরিস্থিতি ও মানুষদের একেবারে রূপান্তরিত করবে। প্রাচীন পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজ নবতর সমাজের যে সমস্ত উপাদান গর্ভে ধারণ করে আছে সেগুলিকেই বাধামুক্ত করে দেওয়া ছাড়া কার্যে পরিণত করার কোনো আদর্শ তাদের নেই। আপন ঐতিহাসিক ব্রত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতন, তা সাধনের বীরোচিত সংকল্পে অবিচল শ্রমিক শ্রেণী হেসে উড়িয়ে দিতে পারে মসিজীবী ভদ্রলোকদের অভদ্র গালিগালাজ আর শুভাকাঙ্ক্ষী বুর্জোয়া মতবাগীশদের পণ্ডিতম্মন্য মুরুব্বিয়ানা, বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ততার দৈববাণীসুলভ সুরে যাঁরা তাঁদের অজ্ঞ গামুলিয়ানা ও গোষ্ঠীগত বুকনি ঝেড়ে থাকেন।

প্যারিস কমিউন যখন নিজ হস্তে বিপ্লব পরিচালনার ভার তুলে নিল, যখন সাধারণ শ্রমিকেরা প্রথম তাদের 'স্বাভাবিক ঊর্ধ্বতনদের' — সরকারী বিশেষ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেল এবং অদৃষ্টপূর্ব সুকঠিন অবস্থার মধ্যেও বিনয়, বিবেক ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ সম্পাদন করতে লাগল, কাজ করতে লাগল এমন বেতনে, যার সর্বোচ্চ হারও জনৈক বড় বিজ্ঞানীর মতে কোন একটা মেট্রপোলিটান স্কুল বোর্ড সেক্রেটারির ন্যূনতম প্রয়োজনেরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ, — তখন শ্রমিক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রের প্রতীক লাল পতাকাকে টাউন হলের শীর্ষে উড্ডীন দেখে প্রাচীন পৃথিবী রোষে ফুঁসছিল।

তথাপি, এই হল প্রথম বিপ্লব যখন শুধু বিপুল বিত্তবান পুঁজিপতিদের বাদ দিয়ে প্যারিসীয় মধ্য শ্রেণীর বিরাট অংশ পর্যন্ত — যেমন দোকানদার, ব্যবসায়ী, বণিক — প্রকাশ্যেই একথা মেনে নিয়েছিল যে, একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম। মধ্য শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেই পৌনঃপুনিক বিরোধের যা কারণ সেই মহাজন ও খাতকের

ব্যাপারে একটা বিজ্ঞোচিত নিষ্পত্তি করে কমিউন তাদের বাঁচায় (৬৯)। মধ্য শ্রেণীর ঠিক এই অংশই ১৮৪৮-এর জুন মাসে শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার পর তদানীন্তন সংবিধান সভা তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে এদের বলি দেয় উত্তমর্ণদের কাছে (৭০)। কিন্তু এখন শ্রমিক শ্রেণীর চারপাশে তাদের সমাবেশের এটাই একমাত্র কারণ নয়। তারা বুঝেছিল, হয় কমিউন নয় তো সাম্রাজ্য -- অন্য যে নামেই তা আবার আবির্ভূত হোক না কেন — এই দুইটির একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। সাম্রাজ্য তাদের আর্থিক দিক দিয়ে সর্বনাশ করেছিল — সামাজিক সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, পাইকারী হারে আর্থিক দাঁওবাজির প্রশ্রয় দিয়ে, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের কৃত্রিম ত্বরান্বয়নে সাহায্য জুগিয়ে, এবং তার ফলে এই শ্রেণীর লোকেদের উচ্ছেদ সাধন করে। সাম্রাজ্য রাজনীতির দিক দিয়ে তাদের দমন করেছিল; তার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আহত করেছিল তাদের নীতিবোধকে; তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানকে fréres ignorantins-এর (৭১) হাতে তুলে দিয়ে সাম্রাজ্য অপমানিত করেছিল তাদের ভল্টেয়ার-প্রীতিকে; তাদের ফরাসি দেশপ্রেমকে ক্ষুব্ধ করেছিল যুদ্ধের অতলে তাদের নিক্ষেপ করে — যে যুদ্ধ তার দুঃখকষ্টের পুরস্কার দিয়ে গেল সাম্রাজ্যেরই তিরোভাবে। বস্তুত হোমরা-চোমরা বোনাপার্টপন্থী এবং পুঁজিপতিদের দঙ্গলটা প্যারিস থেকে পলায়নের পর, মধ্য শ্রেণীর সত্যকারের শৃঙ্খলা পার্টি প্রজাতান্ত্রিক সঙ্ঘ (৭২) নামে বেরিয়ে এল, কমিউনের পতাকাতলে তাদের হল সমাবেশ, তিয়েরের কুৎসার বিরুদ্ধে তারা পক্ষ সমর্থন করল কমিউনের। অবশ্য মধ্য শ্রেণীর এই বিরাট অংশের কৃতজ্ঞতাবোধটুকু বর্তমানের কঠোর পরীক্ষায় টিকবে কিনা তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

কমিউন কৃষকদের ঠিকই বলেছিল, 'তার জয়লাভই তাদের একমাত্র ভরসা!' ভার্সাই থেকে যত মিথ্যা রটনা হয়েছিল, ইউরোপের জাঁকালো সংবাদপত্রের ভাড়াটে লেখকেরা যার প্রতিধ্বনি করত, তার মধ্যে সবচেয়ে বিকট একটা মিথ্যা এই যে, 'জমিদার পরিষদই' নাকি ফরাসি কৃষককুলের প্রতিনিধি। ১৮১৫ সালের পর কোটি কোটি টাকা খেসারৎ যাদের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল (৭৩), সেই লোকদের প্রতি ফরাসি কৃষকের ভালোবাসা কী হতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন! ফরাসি কৃষকের চোখে বড়

ভূস্বামীর অস্তিত্বটাই হল তাদের ১৭৮৯ সালের বিজয়ের উপর হস্তক্ষেপ। ১৮৪৮ সালে বুর্জোয়ারা কৃষকের জমিটুকুর উপর ফ্রাংক পিছু পঁয়তাল্লিশ সাঁতিম বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছিল; কিন্তু তখন তা করা হয়েছিল বিপ্লবের নামে, আর বর্তমানে প্রুশীয়দের কাছে যে পাঁচশত কোটি ক্ষতিপূরণ দেবার কথা, তার মূল বোঝাটা কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যই এখন তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিল। অন্যদিকে কমিউন তার প্রথম দিককার এক ঘোষণাতেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, এই যুদ্ধের আসল অপরাধীদেরই তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। কমিউন কৃষকদের রক্তমোক্ষণকারী ট্যাক্সের হাত থেকে মুক্তি আনত, তাকে দিত একটা মিতব্যয়ী সরকার, তাদের বর্তমানের রক্তশোষকদের, তাদের নোটারি, উকিল, হাকিম প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় শকুনদের জায়গায় আনত কমিউনের বেতনভুক্ত, কৃষকদের নির্বাচিত এবং তাদেরই নিকট দায়ী ব্যক্তিদের। কমিউন কৃষকদের মুক্তি আনত জমির টহলদার, সশস্ত্র পুলিশ তথা প্রিফেক্টদের অত্যাচারের হাত থেকে; বুদ্ধি ভোঁতা করা পুরোহিতদের বদলে এনে দিত স্কুল শিক্ষকদের জ্ঞান-প্রচার। ফরাসি কৃষক, সর্বোপরি, বেশ হিসেবী মানুষ। পুরোহিতের মাহিনাটা ট্যাক্স আদায়কারীদের দিয়ে জবরদস্তি করে সংগ্রহ করার চাইতে এলাকার লোকদের ধর্মপ্রেরণার স্বেচ্ছাধীন প্রকাশের উপর নির্ভর করা উচিত -- একথা তার কাছে অতি যুক্তিসঙ্গত বলেই বোধ হত। কমিউনের শাসন এবং একমাত্র এই শাসনই ফরাসি কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য অবিলম্বেই এইসব বৃহৎ কল্যাণের আশ্বাস তুলে ধরেছিল। সুতরাং এখানে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন যে জটিলতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ অনেক সমস্যা কৃষকদের স্বার্থে সমাধান করতে পারত একমাত্র কমিউনই, সমাধান তাকে করতে হত — যথা, জমিবন্ধকী ঋণের প্রশ্ন, যেটা তার জমির টুকরোটার উপর দুঃস্বপ্নের মতন চেপে রয়েছে, গ্রামাঞ্চলের প্রলেতারিয়েতের প্রশ্ন, যাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, খোদ কৃষকদেরই ক্রমশই দ্রুততর গতিতে উচ্ছেদের প্রশ্ন, যা ঘটছে আধুনিক কৃষিকার্যেরই বিকাশ এবং পুঁজিবাদী চাষের প্রতিযোগিতায়।

ফরাসি কৃষকেরা লুই বোনাপার্টকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল শৃঙ্খলা পার্টি।

সরকারী প্রিফেক্টের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব মেয়রদের, সরকার নিযুক্ত ধর্মযাজকের বিপক্ষে তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, এবং সরকারী সশস্ত্র পুলিশের পাল্টা হিসাবে নিজেদের উপস্থিত করে ফরাসি কৃষকেরা আসলে কী চায় তা বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছিল ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে। ১৮৫০-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে শৃঙ্খলা পার্টি যত আইনকানুন রচনা করে, সেসব তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই ছিল কৃষকদের বিরুদ্ধে চালিত। কৃষকেরা ছিল বোনাপার্টপন্থী, কারণ সমস্ত কল্যাণ সহ মহাবিপ্লবকে তারা এক করে দেখত নেপোলিয়ন নামের সঙ্গে। এই বিভ্রম দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আওতায় অতিদ্রুত কেটে যাচ্ছিল। অতীতের এই যে কুসংস্কার (আসলে তা ছিল 'জমিদার পরিষদের' প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন), তা কৃষক শ্রেণীর জীবন্ত স্বার্থ ও জরুরী দাবিগুলির প্রতি কমিউনের আবেদনকে কী করে ঠেকাতে পারত?

বস্তুত 'জমিদার পরিষদের' আসল ভয়টা ছিল এইখানেই, তারা জানত, যদি কমিউনশাসিত প্যারিস প্রদেশগুলির সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে, তাহলে মাস তিনেকেই কৃষকদের একটা সর্বাত্মক অভ্যুত্থান ঘটবে; আর সেইজন্যই তারা ব্যগ্র হয়েছিল প্যারিসের চারধারে পুলিশ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যাতে মহামারীর প্রসার রুদ্ধ করা যেতে পারে।

একদিকে কমিউন যেমন এইভাবে ফরাসি সমাজের সমস্ত সুস্থ উপাদানের যথার্থ প্রতিনিধি ছিল, এবং সেই জন্যই ছিল খাঁটি জাতীয় সরকার, অন্যদিকে একই সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সরকার হিসাবে, শ্রম-মুক্তির সাহসিক যোদ্ধা হিসাবে সে ছিল গভীরভাবেই আন্তর্জাতিক। প্রুশীয় যে সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের দুটি প্রদেশ অধিকার করে জার্মানির অন্তর্ভূত করে, তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েই কমিউন সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে নিল ফ্রান্সের পক্ষে।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্য হরেকজাতির জুয়াচোরদের মহোৎসবে পরিণত হয়েছিল; তার মত্ত পানোৎসবে ও ফরাসি জনসাধারণের লুণ্ঠনে অংশ নিতে ডাকামাত্র সকল দেশের হীনচরিত্রেরা দলে দলে এসে জুটল। এই মুহূর্তে পর্যন্ত তিয়েরের দক্ষিণ হস্ত হল ভালাচিয়ার জঘন্য গানেস্কো, বাম হস্ত হল রুশ গুপ্তচর মারকোভস্কি। এক অমর আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণের সম্মান

কমিউন দিয়েছিল সকল বিদেশীকে। নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বৈদেশিক যুদ্ধে পরাজয়বরণ এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদেরই সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গৃহযুদ্ধের আবাহন, এই দুই-এর মধ্যবর্তী কালের মধ্যেও বুর্জোয়া শ্রেণী সারা ফ্রান্সে জার্মানদের বিরুদ্ধে পুলিশী হামলা সংগঠিত করে দেশপ্রেম জাহির করার সময় করে নেয়। কমিউন একজন জার্মান শ্রমিককে* করল তার শ্রমমন্ত্রী। তিয়ের, বুর্জোয়া শ্রেণী, দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সকলেই উচ্চকণ্ঠে সহানুভূতির কথা ঘোষণা করে পোল্যাণ্ডকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করেছিল, অথচ আসলে পোল্যাণ্ডকে বিশ্বাসঘাতকের মতন রাশিয়ারই হাতে সঁপে দিয়ে রাশিয়ার নোংরা মতলব হাসিল করেছিল। এদিকে কমিউন পোল্যাণ্ডের বীরসন্তানদের প্রতি সম্মান দেখাল তাদের প্যারিসের প্রতিরক্ষাকারীদের নেতৃত্বে** প্রতিষ্ঠা করে। আর ইতিহাসের যে নতুন যুগের সূত্রপাত কমিউন করছিল সচেতন হয়ে, তাকে সুপ্রকট করে তুলল একদিকে বিজয়ী প্রুশীয় সৈন্য ও অপরদিকে বোনাপার্টীয় জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন বোনাপার্টী সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই সামরিক গৌরবের বিশালকায় প্রতীক ভাঁদোম স্তম্ভকে (৭৪) ধূলিসাৎ করে।

কমিউনের কাজ আর সক্রিয় অস্তিত্বটাই হল তার শ্রেষ্ঠ সামাজিক কীর্তি। তার বিশেষ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল জনগণ কর্তৃক জনগণকে শাসনের ধারাটা। এর দৃষ্টান্ত হল: রুটি কারিগরদের রাত্রে কাজের অবসান; নানা অজুহাতে শ্রমিকদের ঘাড়ে জরিমানা চাপিয়ে শ্রমিকদের মাহিনা কমিয়ে দেওয়ার মালিকী রেওয়াজকে দণ্ডনীয় বলে নিষিদ্ধকরণ, — শেষোক্ত রীতিতে মালিকেরা হয়ে ওঠে যুগপৎ আইন রচয়িতা, বিচারকর্তা ও শাস্তিদাতা, তদুপরি পকেটস্থ করে জরিমানার টাকাটাও। এই ধরনের অন্য একটা ব্যবস্থা হল বন্ধ করে দেওয়া সকল কারখানা ও ফ্যাক্টরি ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে শ্রমজীবী সমিতির হাতে সমর্পণ, তা সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিরা পলাতকই হোক বা কারখানা তালাবন্ধ করে থাকুক।

* লিও ফ্রাঙ্কল। — সম্পাঃ

** ইয়া. দম্ব্রভস্কি ও ভ. ভ্রুবলেভস্কি। — সম্পাঃ

সুবিবেচনা ও অনুগ্রতার দিক দিয়ে যা অতি উল্লেখযোগ্য কমিউনের সেই সব আর্থিক ব্যবস্থাবলীর পক্ষে কেবল তাই হওয়া সম্ভব যা একটা অবরুদ্ধ নগরীর পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায়। অসমাঁ-র* আশ্রয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানি ও কণ্ট্রাক্টরেরা প্যারিসে যে বিপুল লুণ্ঠন চালিয়েছিল তাতে কমিউনের পক্ষে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ছিল লুই বোনাপার্ট কর্তৃক অর্লিয়ান্সী-বংশের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চাইতে অনেক বেশি। হয়েনট্সলার্ন-বংশীয়েরা এবং ইংরেজ অভিজাতেরা উভয়েই গির্জা ও মঠ লুট করে নিজেদের সম্পত্তির অনেকটা জুটিয়েছিল; কমিউন গির্জার সম্পত্তি লোকায়তকরণের মাধ্যমে ৮,০০০ ফ্রাঙ্ক উপায় করেছিল জেনে তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়।

একটু সাহস ও শক্তি ফিরে পেয়েই যখন ভার্সাই সরকার কমিউনের বিরুদ্ধে হিংস্রতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করল; সারা ফ্রান্স জুড়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশকে তারা যখন স্তব্ধ করে দিল, এমন কি নিষিদ্ধ করল বড় বড় শহরের প্রতিনিধিদের বৈঠক পর্যন্ত; ভার্সাই এবং ফ্রান্সের বাকি অংশে যখন তারা চাপিয়ে দিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর গুপ্তচর ব্যবস্থা; প্যারিসে মুদ্রিত সমস্ত পত্রপত্রিকা যখন তাদের পুলিশী হামলাদাররা পুড়িয়ে দিতে লাগল, এবং প্যারিসে প্রেরিত ও প্যারিস থেকে আগত সমস্ত চিঠিপত্র গোপনে দেখে নেওয়ার ব্যবস্থা হল; জাতীয় সভায় প্যারিসের স্বপক্ষে একটি কথা বলার সামান্যতম চেষ্টা হলেও যখন তাকে এমন হল্লা করে ডুবিয়ে দেওয়া হতে লাগল যেটা ১৮১৬ সালের 'chambre introuvable' -এরও (অভাবনীয় পরিষদ) কল্পনাতীত ছিল; যখন ভার্সাই প্যারিসের বিরুদ্ধে চালিয়েছিল বর্বর যুদ্ধ বিগ্রহ, আর প্যারিসের অভ্যন্তরে উৎকোচ দান ও ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা — তখন অনাবিল শান্তির সময়েই যা শোভা পায় তেমন একটা উদারনৈতিকতার ঠাট ও শালীনতা বজায় রাখার ভান করলে কমিউন তার উপর অর্পিত আস্থা নির্লজ্জভাবেই ভঙ্গ করত নাকি? কমিউনের সরকার

---

* দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে ব্যারন অসমাঁ (Haussmann) ছিলেন সেন জেলার, অর্থাৎ প্যারিস শহরের প্রিফেক্ট। শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহজসাধ্য করে তোলার জন্য তিনি নতুন নতুন রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করেন। (লেনিন সম্পাদিত রুশ অনুবাদের টীকা।) — সম্পাঃ

যদি তিয়েরের সরকারেরই অনুরূপ হত, তাহলে ভার্সাইতে কমিউনের পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করার যা উপলক্ষ ঘটেছে, তার চেয়ে প্যারিসে শৃঙ্খলা পার্টির পত্রপত্রিকা দমন করার বেশি উপলক্ষের প্রয়োজন হত না।

ধর্মের ছত্রছায়ায় প্রত্যাবর্তনই ফ্রান্সকে বাঁচাবার অনন্য পন্থা বলে 'জমিদার পরিষদ' যখন ঘোষণা করছিল, ঠিক তখনই নাস্তিক কমিউন পিক্‌পুস সন্ন্যাসিনীদের মঠ এবং সাঁ লরাঁ গির্জার অদ্ভুত রহস্য (৭৫) ফাঁস করে দেওয়ায় তারা বিরক্ত হল বৈকি। যখন যুদ্ধে পরাজয়বরণ ও আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান, এবং ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়েতে বসে সিগারেট পাকানোর নৈপুণ্যের জন্য (৭৬) বোনাপার্টীয় জেনারেলদের উপর তিয়ের গ্র্যান্ড ক্রস উপাধি বর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁকে যেন বিদ্রূপ করার জন্যই কমিউন কর্তব্য পালনে ত্রুটির সন্দেহ হওয়া মাত্রই নিজ জেনারেলদের পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করছিল। নাম ভাঁড়িয়ে ঢুকে-পড়া কমিউনের জনৈক সদস্য* দেউলিয়াপনার দায়ে লিয়োঁ-তে ছয় দিনের মেয়াদে দণ্ডিত হয়েছিল বলে কমিউন যখন তাকে বহিষ্কৃত ও গ্রেপ্তার করল, তখন সেটা কি জালিয়াৎ জুল ফাভ্‌রের গালে একটা থাপ্পড় নয়, যে ফাভ্‌র তখনও ছিলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব, তখনও বিসমার্কের কাছে ফ্রান্সকে বিক্রয় করে চলেছেন, তখনও আদেশ জারি করছিলেন বেলজিয়মের রত্নসদৃশ ঐ সরকারের প্রতি? কিন্তু অভ্রান্ততার দাবি কমিউন বস্তুত কখনো করে নি, পুরাতন মার্কা সকল সরকারের যেটা ছিল অপরিহার্য ধর্ম। কমিউন কৃতকার্যের বিবরণ ও বক্তৃতাদি প্রকাশ করত, নিজেদের সমস্ত ত্রুটির কথা জানাত জনসাধারণকে।

প্রতিটি বিপ্লবেই তার যথার্থ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের লোকও ঢুকে পড়ে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতীত বিপ্লবের দিনের লোক, তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, কিন্তু বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিহীন, অথচ সুবিদিত সততা ও সাহসিকতার জন্য অথবা নিছক ঐতিহ্যের সুবাদেই এরা জনচিত্তে প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে; আবার অন্যরাও থাকে যারা শুধু বাক্যবাগীশ, যারা বছরের পর বছর তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে একই ছকে বাঁধা অভিযোগ পুনরাবৃত্তি করে একেবারে পয়লাদরের বিপ্লবী হিসাবে

* ব্লাঁশে। — সম্পাঃ

নাম কিনেছে। ১৮ মার্চের পর এধরনের কিছু লোকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল; কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অভিনয়েরও সুযোগ তারা করে নিয়েছিল। এই জাতীয় লোকেরা পূর্বতন প্রতিটি বিপ্লবের পূর্ণবিকাশকেই যেভাবে ব্যাহত করে এসেছে ঠিক সেইভাবেই এরা যতটা পেরেছে শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করে। অপরিহার্য দুষ্টগ্রহের দল এরা: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের ঝেড়ে ফেলা হয়, কিন্তু কমিউন সে সময়টুকু পায় নি।

প্যারিসের বুকে কমিউন যে পরিবর্তন আনল তা সত্যিই বিস্ময়াবহ! দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়কার ব্যভিচারী প্যারিসের কোনো চিহ্নই রইল না। প্যারিস আর রইল না ব্রিটিশ জমিদারদের, আয়ারল্যান্ডের অ্যাবসেণ্টিদের (৭৭), আমেরিকার প্রাক্তন দাসপ্রভু আর ভুঁইফোড় (shoddy—অনু.) লোকদের, পূর্বতন রুশ ভূমিদাস মালিকদের, অথবা ভালাচিয়ার অভিজাতদের বিনোদনক্ষেত্র। লাশকাটা ঘরে মৃতদেহ নেই; রাত্রে ডাকাতির হিড়িক নেই, প্রায় নেই চুরি; বস্তুত ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম প্যারিসের রাস্তাঘাট হল নিরাপদ, তাও যে কোনো ধরনের পুলিশ পাহারা ব্যতীতই।

> কমিউনের একজন সদস্যের বক্তব্য হল: 'আমরা আর খুন, চুরি ও মারধরের কোনো অভিযোগ শুনতে পাই না; মনে হচ্ছে যেন পুলিশবাহিনী ভার্সাই চলে যাওয়ার সময় তাদের রক্ষণশীল সকল বন্ধুদেরই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

স্বীয় রক্ষকদের — পরিবার, ধর্ম এবং সর্বোপরি সম্পত্তিপরায়ণ পলাতকদের অনুসরণ করল বারবিলাসিনীরা। তাদের বদলে ফের দেখা গেল প্যারিসের আসল নারীদের, সেই প্রাচীন অতীতের নারীদের মতনই যারা বীরাঙ্গনা, মহিমময়ী, আত্মত্যাগী। দুয়ারে উপস্থিত নরখাদকদের কথা প্রায় ভুলে গিয়েই শ্রম, ভাবনা, সংগ্রাম ও রক্তদান করে চলল প্যারিস, আপন ঐতিহাসিক উদ্যোগের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে!

প্যারিসের এই নতুন জগতের বিপরীতে ভার্সাই-র সেই প্রাচীন পৃথিবীটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন, যেখানে জুটেছিল দিন ফুরিয়ে যাওয়া আমলগুলির যত ক্ষুধিত প্রেতের দল: লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী, যারা জাতির মৃতদেহকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে উদরপূরণের জন্য ব্যগ্র, তাদের

সঙ্গে মান্ধাতাযুগের প্রজাতন্ত্রীদের এক লেজুড়, জাতীয় সভায় হাজির থেকে তারা দাসমালিকদের বিদ্রোহকেই সমর্থন যোগাচ্ছিল; তাদের পার্লামেন্টারী প্রজাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য তারা নির্ভর করছিল শীর্ষে অবস্থিত স্থবির আত্মম্ভরী বিদূষকটির ওপর; ১৭৮৯ সালের প্রহসন তারা করছিল Jeu de Paume- তে* তাদের প্রেত বৈঠকের আয়োজন করে। এই সেই সভা, ফ্রান্সে যা কিছু মৃত তা সবের প্রতিভূ, লুই বোনাপার্টের জেনারেলদের তলোয়ারই কেবল যাকে তুলে ধরে প্রাণের আভাসটুকু জোগাচ্ছিল। প্যারিস পরিপূর্ণ সত্য, আর ভার্সাই পুরোপুরি মিথ্যা — সেই মিথ্যা ভাষা পাচ্ছে তিয়েরের মুখে।

সেন ও উআস জেলার পৌরপ্রধানদের এক প্রতিনিধিদলের কাছে তিয়ের বলেন:

'আপনারা আমার কথার উপর আস্থা রাখতে পারেন, আমি কখনো কথার খেলাপ করি নি।'

খাস সভাকে তিনি বলছেন, 'এই হল ফ্রান্সের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত, সবচাইতে বেশি উদারনৈতিক সভা'; তাঁর পাঁচমিশেলী সৈন্যদের তিনি বলেন, এরা নাকি 'বিশ্বের বিস্ময় এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা সৈন্যবাহিনী', প্রদেশগুলিকে তিনি বলেন প্যারিসের উপর তাঁর আদেশে গোলাবর্ষণ নাকি আষাঢ়ে গল্প মাত্র:

'দু-একটি কামানের গোলা যদি ছোঁড়া হয়েও থাকে, তবে তা ভার্সাই সৈন্যদের কাজ নয়, গোলা ছুঁড়েছে বিদ্রোহীদেরই কেউ কেউ এই ভান করে যেন তারা যথার্থই লড়াই করছে, যদিও সামনে দেখা দেবার হিম্মৎটুকু তাদের নেই।'

প্রদেশগুলিকে তিনি আবার বলেন:

'ভার্সাই-র গোলন্দাজবাহিনী প্যারিসে গোলাবর্ষণ করছে না, কামান চালাচ্ছে মাত্র।'

প্যারিসের প্রধান বিশপকে তিনি বলেন যে, ভার্সাই-বাহিনীর উপর চাপানো তথাকথিত হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়নের কথা(!) একদম আষাঢ়ে গল্প।

---

* Jeu de Paume — ১৭৮৯ সালের জাতীয় সভা যে টেনিস কোর্টে সমবেত হয়ে তার বিখ্যাত সিদ্ধান্ত (৭৮) গ্রহণ করেছিল। (১৮৭১-এর জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

প্যারিসকে তিনি বলেন, 'যে জঘন্য অত্যাচারীরা প্যারিসকে নিপীড়ন করছে তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যই' তিনি ব্যাকুল, আর বস্তুত কমিউনের প্যারিস 'মুষ্টিমেয় অপরাধীর একটি দঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়।'

শ্রীযুক্ত তিয়েরের প্যারিস 'জঘন্য জনতার' বাস্তব প্যারিস নয় — সে হল প্রেত প্যারিস, (francs-fileurs)-এর (৭৯) প্যারিস, বুলভারের নরনারীর প্যারিস, বিত্তবান, পুঁজিবাদী, স্বর্ণমণ্ডিত, অলস যে প্যারিস, তার চাপরাশি, দালাল, উড়নচণ্ডী সাহিত্যিক ও বারবিলাসিনীদের নিয়ে এখন ভিড় জমিয়েছে ভার্সাই-এ, সাঁ দেনি-তে, রুয়েই-তে আর সাঁ জের্মাঁ-তে, গৃহযুদ্ধ যাদের কাছে সময় কাটাবার মজাদার ব্যাপার মাত্র, লড়াই তারা দেখছে দূরবীন দিয়ে, কামানের গোলা গুণছে, আর নিজেদের এবং নিজ বেশ্যাদের নামে হলপ করে বলছে যে পোর্ত সাঁ মার্তাঁ-তে যেমনটি হত তার থেকে খেলাটা এখানে অনেক ভাল জমেছে। কেননা যাদের প্রাণ গেল তাঁরা তো সত্যই মরল; আহতদের আর্তনাদটা মোটেই কৃত্রিম নয়। তাছাড়া অনুষ্ঠিত নাটকটা একেবারে বিশ্ব-ঐতিহাসিক।

শ্রীযুক্ত তিয়েরের প্যারিস হল এই, যেমন কবলেন্‌ট্‌সের দেশত্যাগীদের ভিড়টাই ছিল শ্রীযুক্ত কালোনের (৮০) ফ্রান্স।

৪

প্রুশীয় সৈন্যদের দিয়ে প্যারিস দখলের মাধ্যমে প্যারিসকে দমন করার জন্য দাসপ্রভুদের ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রচেষ্টা বিসমার্ক গররাজি হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা, ১৮ মার্চের প্রচেষ্টা শেষ হল সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ও সরকারের ভার্সাইতে পলায়নের মধ্য দিয়ে; সরকার আদেশ দিল গোটা শাসন-যন্ত্রকে পাততাড়ি গুটিয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। প্যারিসের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ভান করে তিয়ের প্যারিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সময় জোটালেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী পাওয়া যাবে কী করে? লাইন বাহিনীগুলির ভগ্নাবশেষ ছিল সংখ্যায় অল্প, তাদের প্রকৃতিও নির্ভরযোগ্য নয়। প্রদেশসমূহের কাছে তাদের জাতীয় রক্ষিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসৈনিক দিয়ে ভার্সাইকে সাহায্য করার জন্য তাঁর জরুরী আবেদন

সরাসরি অগ্রাহ্য হল। একমাত্র ব্রিতানি পাঠাল মুষ্টিমেয় কিছু শুয়ান (৮১) সৈন্য, এরা একটা শ্বেত পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে লড়ত, প্রত্যেকের বুকে আঁটা থাকত সাদা কাপড়ে খ্রীষ্টের হৃদয়, রণধ্বনি দিত: 'Vive la Roi!' ('রাজা দীর্ঘজীবী হউন!')। তিয়ের তাই বাধ্য হলেন সাত তাড়াতাড়ি নাবিক, নৌসেনা, পোপের জুআব* দল, ভালাঁতেঁ-র সশস্ত্র পুলিশ, পিয়েত্রি পুলিশ এবং গুপ্তচর ইত্যাদিদের নিয়ে একটা পাঁচমিশালী দলবল জড় করতে। যুদ্ধে বন্দী বোনাপার্টী সৈনিকেরা কিস্তিতে কিস্তিতে ছাড়া পেয়ে না এলে এই সৈন্যবাহিনী হাস্যকরভাবে অকিঞ্চিৎকর হয়ে থাকত — বিসমার্ক তাদের ছাড়তে লাগলেন ঠিক এমন সংখ্যায় যাতে গৃহযুদ্ধ চালু রাখা চলে, আর ভার্সাই সরকার হয়ে পড়ে প্রাশিয়ার উপর চরম নির্ভরশীল। এমন কি যুদ্ধ চলবার সময়েও ভার্সাই পুলিশকে নজর রাখতে হয়েছিল ভার্সাই সেনাবাহিনীর উপর; এবং তাদের লড়াই-এ টেনে নিয়ে যেতে হলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকেই এগুতে হত সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাসমূহে। যে দুর্গগুলির পতন ঘটেছিল, সেগুলি অধিকৃত হয় নি, ক্রীত হয়েছিল। কমিউনারদের বীরত্ব দেখে তিয়ের ভালভাবেই বুঝলেন যে, প্যারিসের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলা তাঁর নিজস্ব রণনৈতিক প্রতিভা ও আয়ত্তাধীন অস্ত্রের জোরে সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে প্রদেশসমূহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠতে লাগল। তিয়ের এবং তাঁর 'জমিদার পরিষদের' আনন্দবর্ধনের জন্য একটি সমর্থনসূচক পত্রও ভার্সাইতে এল না। বরঞ্চ ঠিক বিপরীত। মোটেই শ্রদ্ধাসূচক বলা চলে না এমন ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে, কমিউনের ঘোষিত স্বাধীনতাগুলো মেনে নিয়ে, বৈধ মেয়াদ পার হয়ে যাওয়া জাতীয় সভাকে ভেঙে দিয়ে প্যারিসেরই সঙ্গে আপোসরফার দাবি জানিয়ে প্রতিনিধিদল ও পত্রাদি সমস্ত দিক থেকে এমন হারে আসতে লাগল যে, তিয়েরের বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী দ্যুফোর সরকারী অভিশংসকদের কাছে লিখিত তাঁর ২৩ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশ দিলেন যে, 'আপোসের আওয়াজকে' একটা অপরাধ বলেই গণ্য করতে হবে! তাঁর অভিযানের নিরাশ

---

* জুআব — ফরাসি হাল্কা পদাতিক বাহিনী। — সম্পাঃ

পরিণতির কথা চিন্তা করে তিয়ের তাঁর কৌশল পরিবর্তন করা স্থির করলেন; জাতীয় সভায় নিজের খুশিমত যে নতুন মিউনিসিপাল আইন তিনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে ৩০ এপ্রিল দেশময় মিউনিসিপাল নির্বাচনের আদেশ দিলেন। কতকটা জেলা প্রিফেক্টদের কারসাজি আর কতকটা পুলিশের ভয়প্রদর্শনের জোরে তিনি আশ্বস্ত বোধ করলেন যে, প্রদেশের রায় জুটিয়ে জাতীয় সভাকে তিনি এনে দিতে পারবেন সেই নৈতিক শক্তি যা তার কখনো ছিল না, এবং শেষ পর্যন্ত প্রদেশসমূহ থেকেই জোগাড় করতে পারবেন সেই কায়িক বল প্যারিস বিজয়ের পক্ষে যা ছিল আবশ্যক।

প্যারিসের বিরুদ্ধে তাঁর দস্যুবৃত্তিসুলভ যে যুদ্ধটাকে তাঁর নিজস্ব ঘোষণাগুলিতে গৌরবময় রূপদান করা হয়েছিল এবং তাঁর মন্ত্রীরা সারা ফ্রান্স জুড়ে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যে চেষ্টা করছিল, সেটা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিয়ের একেবারে শুরু থেকে কিছুটা আপোসরফার খেলার সঙ্গে চালিয়ে যেতে ব্যগ্র ছিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল প্রদেশগুলিকে প্রতারণা করা, প্যারিসস্থ মধ্য শ্রেণীর লোকদের পক্ষে টানা এবং সর্বোপরি জাতীয় সভায় প্রজাতন্ত্রী আখ্যাধারীদের একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া যাতে তারা তিয়েরের উপর আস্থা ঘোষণার আড়ালে প্যারিসের বিরুদ্ধে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে চাপা দিতে পারে। নিজেদের সৈন্যদল বলতে কিছুই যখন ছিল না, তখন ২১ মার্চ জাতীয় সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন:

'যাই ঘটুক না কেন, প্যারিসের বিরুদ্ধে কোনো সৈন্যদল আমি পাঠাব না।'

২৭ মার্চ আবার তিনি বলতে উঠলেন:

'প্রজাতন্ত্রকে আমি একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে দেখতে পাচ্ছি, এবং তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

আসলে লিয়োঁ ও মার্সেই-তে (৮২) বিপ্লবকে তিনি প্রজাতন্ত্রের নামেই দমন করেছিলেন, ঠিক যখন ভার্সাই-তে তাঁর 'জমিদার পরিষদ' 'প্রজাতন্ত্র' কথাটার উল্লেখটুকু পর্যন্ত চিৎকার করে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। এই কীর্তির পর তিনি 'প্রতিষ্ঠিত সত্যকে' একটি প্রকল্প সত্যে নামিয়ে নিয়ে এলেন। যে অর্লিয়ান্সী রাজপুত্রদের তিনি সাবধানে বোর্দো থেকে সরে যাবার

হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তারাই এখন খোলাখুলি আইন ভেঙে দুদ্র-এ ষড়যন্ত্র পাকাবার সুযোগ পেল। প্যারিস ও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর অনবরত সাক্ষাৎকারের সময় যে সমস্ত শর্তের কথা তিয়ের তুলে ধরতেন, তার সুর ও রং, সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে বদলালেও — প্রকৃতপক্ষে তা সর্বদাই দাঁড়াত

'লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমার হত্যার সঙ্গে বিজড়িত মুষ্টিমেয় অপরাধীদের ওপর'

প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তায়।

যদিও এটা ধরে নেওয়া হত যে, প্যারিস ও ফ্রান্স বিনাশর্তে শ্রীযুক্ত তিয়েরকে সম্ভাব্য সব প্রজাতন্ত্রের সেরা হিসাবে মেনে নেবে, ঠিক যেমন ১৮৩০ সালে তিনি নিজে প্রজাতন্ত্রের সেরা বলে মেনে নেন লুই ফিলিপকে। এই শর্তকেও আবার যে সন্দেহলিপ্ত করে তোলায় তিনি রত ছিলেন সভায় তাঁর মন্ত্রীদের এ সম্বন্ধে টীকা ভাষ্য করতে দিয়ে, শুধু তাই নয়। কাজের বেলায় তাঁর ছিল দ্যুফোরও। এই পুরাতন অর্লিয়ান্সী ব্যবহারজীবী দ্যুফোর চিরদিনই ছিলেন জরুরী ব্যবস্থার বিচার-কর্তা — এখন ১৮৭১ সালে যেমন তিয়েরের অধীনে, ঠিক তেমনই ১৮৩৯ সালে লুই ফিলিপের আমলে, ও ১৮৪৯ সালে লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্বের সময়। মন্ত্রিত্ব না থাকার সময়টাতে তিনি প্যারিসের ধনকুবেরদের মামলা চালিয়ে বিস্তর টাকা কামান, এবং নিজের উদ্ভাবিত আইনের বিরুদ্ধেই সওয়াল করে রাজনৈতিক পুঁজিও সঞ্চয় করেন। তিনি এখন জাতীয় সভায় তাড়াহুড়ো করে পাশ করিয়ে নিলেন একগোছা নিপীড়ক আইন, যে আইন প্যারিসের পতনের পর ফ্রান্স থেকে প্রজাতন্ত্রী স্বাধীনতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত মুছে ফেলবে। শুধু তাই নয়; তাঁর বিবেচনায় যে সামরিক বিচার পদ্ধতি ছিল বড়ই মন্থরগতি, তাকে সংক্ষিপ্ত করে (৮৩), এবং নির্বাসনের নতুন এক নির্মম আইন বিধিবদ্ধ করে তিনি যেন আভাস দিলেন প্যারিসের আসন্ন ভবিতব্যের। ১৮৪৮-এর বিপ্লব রাজনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তার বদলে নির্বাসনের বিধান করেছিল। লুই বোনাপার্ট অন্তত খোলাখুলি গিলোটিনের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ভরসা পান নি। প্যারিসীয়রা বিদ্রোহীমাত্র নয়, তারা হত্যাকারী, আভাসে ইঙ্গিতেও একথা বলার মতো হিম্মৎ তখনো না থাকাতে

'জমিদার পরিষদ' প্যারিসের বিরুদ্ধে তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনাটাকে দ্যুফোরের নতুন নির্বাসন বিধিতে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্বয়ং তিয়ের তাঁর আপোসরফার প্রহসনটি চালিয়ে যেতেন না, যদি না তিনি যা চেয়েছিলেন সেইভাবে 'জমিদার পরিষদ' এর জন্য ক্রুদ্ধ চিৎকার না তুলত, তাদের মোটা মাথা না বুঝেছিল এই খেলার মর্ম, না বুঝেছিল এ'র ভণ্ডামি, মিথ্যাভাষণ ও দীর্ঘসূত্রতার প্রয়োজনীয়তা।

৩০ এপ্রিলের আসন্ন মিউনিসিপাল নির্বাচনের প্রাক্কালে তিয়ের ২৭ এপ্রিল আপোসরফার অন্যতম এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন। ভাবাবেগের বক্তৃতাবন্যার উচ্ছ্বাসে সভার মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন:

> 'প্যারিসে আয়োজিত ষড়যন্ত্র ছাড়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্য কোনো চক্রান্তের অস্তিত্বই নেই, এরই জন্য ফরাসি রক্তক্ষয় করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। বার বার একথা বলছি আমি: অস্ত্রধারীদের হাত থেকে ঐ সব পাতক অস্ত্র খসে পড়লেই মাত্র গুটিকয়েক অপরাধী ছাড়া আর সবার জন্যই শান্তির ব্যবস্থায় তৎক্ষণাৎ দণ্ডের তরবারি ক্ষান্ত হবে।'

'জমিদার পরিষদ' তাঁর বক্তৃতায় ক্ষিপ্ত বাধা দেওয়াতে তিনি বলে উঠলেন:

> 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অনুনয় করছি, বলুন তো আমি কি ভুল বলেছি? অপরাধীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এই সত্য জ্ঞাপন করেছি বলে কি আপনারা বাস্তবিক দুঃখিত? ক্লেমাঁ তমা ও জেনারেল লেকোঁতের রক্তপাত যারা করতে পেরেছে তারা অত্যল্প ব্যতিক্রম মাত্র — একথাটা কি আমাদের বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়?'

তিয়ের যেটা পার্লামেন্টে মায়াবিনীদের মনোহরণ গান ভেবে নিজেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁর ডাকে কিন্তু ফ্রান্স বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করল না। তখনও ফ্রান্সের বাকি ৩৫,০০০ কমিউন যে ৭,০০,০০০ মিউনিসিপাল সদস্য নির্বাচন করল, তার মধ্যে লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী ও বোনাপার্টপন্থীরা একজোট হয়েও ৮,০০০ আসনও দখল করতে পারল না। পরে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার ফল হল আরও নিশ্চিতভাবেই তিয়েরের প্রতিকূল। তাই প্রদেশসমূহের কাছ থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কায়িক বল পাওয়ার পরিবর্তে, জাতীয় সভা সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত সমগ্র দেশের মুখপাত্র বলে নিজেকে জাহির করার সর্বশেষ নৈতিক বলটুকুও হারাল। পরাজয় যেন পূর্ণ করে তোলার জন্যই ফ্রান্সের সমস্ত শহরের

নবনির্বাচিত মিউনিসিপাল কাউন্সিলগুলি প্রকাশ্যেই জবরদখলকারী ভার্সাই সভাকে শাসাতে লাগল যে তারা বোর্দোতে পাল্টা আরেকটি সভা গড়ে তুলবে।

অবশেষে বিসমার্কের চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বহুপ্রত্যাশিত মুহূর্তটি এসে পড়ল। তিনি কড়া স্বরে তিয়েরকে আদেশ দিলেন শান্তির সুনির্দিষ্ট নিষ্পত্তির জন্য ফ্রাঙ্কফুর্টে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি পাঠাতে। প্রভুর নির্দেশ বিনীতভাবে শিরোধার্য করে তিয়ের তাঁর পরমবিশ্বস্ত জুল ফাভ্রকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে পাঠালেন পুয়ে-কের্তিয়েকে। রুয়েঁ-র সুতাকলের 'বিশিষ্ট' মালিক এই পুয়ে-কের্তিয়ে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের একজন উৎসাহী এবং বলতে গেলে দাসোচিত সমর্থক। তাঁর নিজের ব্যবসায়ী স্বার্থের পরিপন্থী ইংলন্ডের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি (৮৪) ব্যতীত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অন্য কোনো ত্রুটিই তাঁর নজরে পড়ে নি। বোর্দোতে তিয়েরের অর্থমন্ত্রী হিসাবে গদিতে আসীন হতে না হতেই তিনি সেই 'অশুভ' চুক্তিটির তীব্র নিন্দা করলেন, ইঙ্গিত দিলেন যে তাকে শীঘ্রই বাতিল করে দেওয়া হবে; এমন কি অ্যালসেসের বিরুদ্ধে সাবেকী সংরক্ষণ শুল্ক জারির চেষ্টা করার ব্যর্থ (বিসমার্কের মত জিজ্ঞেস না করাতে) দুঃসাহসও তাঁর হয়েছিল, তাঁর মতে এক্ষেত্রে পূর্বতন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধা নাকি ছিল না। এই যে ভদ্রলোক প্রতিবিপ্লবকে দেখতেন রুয়েঁ-তে মজুরি কমাবার উপায় হিসাবে, ফরাসি প্রদেশগুলির শত্রুহস্তে সমর্পণকে দেখতেন ফ্রান্সে তাঁর পণ্যের দাম বাড়িয়ে তুলবার পন্থারূপে; সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জুল ফাভ্রের সহকারী হিসাবে এমন লোককেই তিয়েরের নির্বাচন অবধারিত ছিল না কি?

এই চমৎকার মানিকজোড় প্রতিনিধিদ্বয় ফ্রাঙ্কফুর্টে পেঁছানো মাত্র হুমকিদার বিসমার্ক অবিলম্বে তাঁদের দুই-এর মধ্যে একটা বেছে নেবার হুকুম দিলেন: 'হয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নয়ত আমার নিজস্ব শান্তি শর্তগুলি নির্বিচারে গ্রহণ!' শর্তগুলির মধ্যে ছিল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ শোধে কিস্তিগুলির ব্যবধানকাল হ্রাস, এবং ফ্রান্সের পরিস্থিতি বিসমার্কের কাছে সন্তোষজনক বোধ না হওয়া পর্যন্ত প্যারিসীয় দুর্গসমূহের উপর প্রুশীয় দখল অব্যাহত রাখা; অর্থাৎ এইভাবে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাশিয়াই চূড়ান্ত সালিশ রূপে স্বীকৃতি পেল! এর বিনিময়ে তিনি

প্যারিসকে ধ্বংস করার জন্য বন্দী বোনাপার্টীয় সৈন্যদলকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করলেন, এবং সম্রাট ভিলহেল্মের সৈন্যদলের প্রত্যক্ষ সাহায্যও দিতে চাইলেন। তাঁর সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্যারিসকে 'ঠাণ্ডা করা' পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি পিছিয়ে দেওয়া হবে। তিয়ের এবং তাঁর দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা এমন একটি টোপ অবশ্যই গিলে ফেললেন সাগ্রহে। ১০ মে তাঁরা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং সেটা জাতীয় সভায় অনুমোদিত করিয়ে নিলেন ১৮ মে।

শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং বোনাপার্টীয় বন্দীদের প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে আপোসরফার প্রহসন অভিনয় আবার চালিয়ে যেতে তিয়ের আরও বেশি বাধ্য অনুভব করলেন এইজন্য যে প্যারিসের আসন্ন হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতির প্রতি চোখ বন্ধ রাখার একটা উপলক্ষ তাঁর প্রজাতন্ত্রী ক্রীড়নকদের কাছে নিতান্ত দরকারী হয়ে পড়েছিল। এমন কি ৮ মে তারিখে পর্যন্ত মধ্য শ্রেণীর আপোসপ্রয়াসী একটি প্রতিনিধিদলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

'যখনই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণের জন্য মনস্থির করে ফেলবে, তখনই জেনারেল ক্লেমাঁ তমা ও লেকোঁতের হত্যাকারী ছাড়া অন্য সকলের জন্যই প্যারিসের সমস্ত ফটক এক সপ্তাহ পুরোপুরি খুলে রাখা হবে।'

এর কিছুদিন পরে, এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 'জমিদার পরিষদের' তীব্র প্রশ্নবাণের উত্তরে তিনি কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেন; অবশ্য এই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিতে তিনি ছাড়লেন না:

'আমি বলতে চাই আপনাদের মধ্যে বড় অধীর লোকেরা আছেন, যাঁরা বড় তাড়াতাড়ি চলতে চাইছেন। তাঁরা আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন; এই সপ্তাহের পরে আর কোনও বিপদ থাকবে না এবং কর্তব্যটা এঁদের সাহস ও সামর্থ্যের উপযোগীই হবে।'

মাকমাহন যেই তাঁকে জানালেন যে তিনি খুব শীঘ্রই প্যারিসে প্রবেশ করতে পারবেন, তখন তিয়ের সভায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি

'প্যারিসে আইন হাতে নিয়েই প্রবেশ করবেন এবং যে হতভাগ্যেরা সৈন্যদের জীবনহানি ঘটিয়েছে, সরকারী স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করেছে তাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত দাবি করবেন।'

তারপর চূড়ান্ত মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়ে এলে জাতীয় সভায় তিনি জানালেন: 'আমি হব নির্মম'; প্যারিসকে বললেন যে তার দণ্ডাজ্ঞা গৃহীত হয়ে গেছে; আর বোনাপার্টীয় দস্যুদের জানতে দিলেন যে তাদের সাধ মিটিয়ে প্যারিসের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেওয়াতে রাষ্ট্রের অনুমতি রয়েছে। অবশেষে, যখন ২১ মে বিশ্বাসঘাতকতার কৃপায় জেনারেল দুয়ে-র কাছে প্যারিসের ফটক খুলে গেল, তখন তিয়ের ২২ মে 'জমিদার পরিষদের' কাছে খুলে ধরলেন তাঁর আপোসরফা প্রহসনের 'লক্ষ্য', যা তাঁরা এতদিন গোঁয়ারের মতো বুঝতেই চান নি।

'ক-দিন আগে আমি বলেছিলাম যে আমরা **আমাদের লক্ষ্যের** কাছে আসছি; আজ আপনাদের আমি বলতে এলাম যে **সেই লক্ষ্যে** আমরা উপনীত হয়েছি। অবশেষে শৃঙ্খলা, ন্যায় ও সভ্যতার বিজয় ঘটেছে!'

তাই বটে! যখনই বুর্জোয়া ব্যবস্থার গোলামবান্দার দল প্রভুদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় অমনি সে ব্যবস্থার সভ্যতা ও ন্যায় ফুটে ওঠে তার সত্যকার, বীভৎস আলোকে। এই সভ্যতা ও ন্যায় তখন দেখা দেয় উলঙ্গ বর্বরতা ও বেআইনী প্রতিহিংসা রূপে। অধিকারক ও উৎপাদকদের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিটি নতুন সংকট এই তথ্যকেই উজ্জ্বলতর রূপে প্রত্যক্ষ করে তোলে। ১৮৪৮-এর জুন মাসে বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বীভৎসতা পর্যন্ত ১৮৭১-এর অভূতপূর্ব জঘন্যতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। যে আত্মোৎসর্গী বীরত্বে স্ত্রীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে প্যারিসীয় জনসাধারণ ভার্সাই দলের প্যারিসে প্রবেশের পরবর্তী সাত দিন লড়াই করেছিল তাতে তাদের আদর্শের মহনীয়তা তেমনি উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হয়, যেভাবে ভার্সাই সৈন্যদের নারকীয় তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল যে-সভ্যতার তারা ভাড়াটে রক্ষক ও প্রতিহিংসক সেই সভ্যতারই সমগ্র মর্মার্থ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুন করা লোকেদের স্তূপীকৃত মৃতদেহের কী গতি করা যায়, সেটাই যার কাছে হয়ে উঠেছে বিরাট এক সমস্যা, সে সভ্যতা মহিমাদীপ্তই বটে!

তিয়ের ও তাঁর রক্তপিপাসু কুকুরদের আচরণের তুলনীয় ব্যাপার খুঁজে পেতে হলে আমাদের সুল্লা এবং দুই ট্রায়ামভিরাটের সময়কার রোমে

ফিরে যেতে হয় (৮৫)। সেই একই ধরনের ঠাণ্ডামাথায় পাইকারী হত্যাকাণ্ড; হত্যাকালে বয়স এবং নরনারী সম্বন্ধে সেই একই নির্বিচারতা; সেই একই কায়দায় বন্দীদের উপর উৎপীড়ন; একই রকমের বিতাড়ন, শুধু এক্ষেত্রে সেটা একটি সমগ্র শ্রেণীর বিরুদ্ধে; কেউ যাতে বাঁচতে না পারে তাই আত্মগোপনকারী নেতাদের বিরুদ্ধে সেই একই বন্য হানা; রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত শত্রুদের নামে একই প্রকারের গোপন রিপোর্ট; লড়াইয়ের সঙ্গে যাদের কোনোই সংশ্রব নেই তেমন মানুষদের জবাইয়ের প্রতি সেই একই ঔদাসীন্য। কেবল তফাৎ এইটুকু যে, রোমানদের কোনো মিত্রেলিয়েজ ছিল না হতভাগ্যদের গাদায় গাদায় হত্যা করার জন্য; 'আইন হাতে' ছিল না তাদের; কণ্ঠে ছিল না 'সভ্যতার' ধ্বনি।

এই সমস্ত বিভীষিকার পর তার নিজস্ব সংবাদপত্রেই বর্ণিত সেই বুর্জোয়া সভ্যতার জঘন্যতর অন্য মুখটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক!

লণ্ডনের এক রক্ষণশীল সংবাদপত্রের প্যারিসস্থ প্রতিনিধি লিখছেন:

'তখনও দূর থেকে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে; পের লাশেজের সমাধিস্তম্ভগুলির মাঝে মাঝে বিনা চিকিৎসায় আহত হতভাগ্যেরা মরছে; ৬,০০০ ভীতসন্ত্রস্ত নিরাশায় নিমজ্জিত বিদ্রোহী ভূগর্ভের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; ভাগ্যহীনদের রাস্তা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দলে দলে মিত্রেলিয়েজের গুলিবিদ্ধ করার জন্য। তখন দেখতে বীভৎস লাগে কাফে ভর্তি মদ, বিলিয়ার্ড বা ডোমিনো ভক্তদের ভিড়; বীভৎস লাগে বুলভারে স্বৈরিণী নারীদের নির্লজ্জ ঘোরাফেরা, ফ্যাশনদুরস্ত রেস্তোরাঁতে বিশেষ ঘরগুলি থেকে রজনীর শান্তি ভঙ্গ করে প্রমোদোৎসবের হট্টগোল!'

কমিউন কর্তৃক নিষিদ্ধ ভার্সাই সমর্থক *Journal de Paris* (৮৬) পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এদুয়ার এর্ভে লিখছেন:

'যেভাবে প্যারিসের জনগণ (!) গতকাল তাদের হর্ষের প্রকাশ দেখাল, সেটা চাপল্যের চেয়েও গুরুতর, এবং আমাদের ভয় হচ্ছে দিন দিন এটা আরও অবনতির দিকে যাবে। প্যারিসের চেহারা আজ উৎসবমুখর— এটা অত্যন্ত বেমানান আর আমরা যদি Parisiens de la décadence (অবক্ষয়গ্রস্ত প্যারিসবাসী) বলে আখ্যাত না হতে চাই, তাহলে এ জাতীয় ব্যাপার বন্ধ করা দরকার।'

তারপর তিনি ট্যাসিটাস থেকে এই অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছেন:

আগুনকে ব্যবহার করেছিল একান্তই প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসাবেই, যে বড় বড় সোজা এভেন্যুগুলিকে অসমাঁ গোলাগুলি বর্ষণের পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়ে উন্মুক্ত রেখেছিলেন, ভার্সাই-সৈন্যদের সেখানে ঢুকতে না দেবার জন্য কমিউন আগুন ব্যবহার করেছিল; তাদের পশ্চাদপসরণ আড়াল করতে তারা আগুন ব্যবহার করেছিল, ঠিক যেমন ভার্সাই-পক্ষীয়রা এগোবার সময় বোমা ব্যবহার করেছে যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সংখ্যা কমিউনের আগুনের ক্ষতির চাইতে অন্তত কিছু কম নয়। কোন কোন দালান কোঠায় প্রতিরক্ষাকারীরা আর কোথায় বা আক্রমণকারীরা আগুন লাগিয়েছিল আজ পর্যন্ত তা বিতর্কের বিষয় রয়ে গেছে। তাছাড়া প্রতিরক্ষাকারীরা আগুন ব্যবহার করতে আরম্ভ করল শুধু তখনই যখন ভার্সাই-সৈন্যেরা ইতিমধ্যে তাদের বন্দীদের ব্যাপক হত্যা শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া কমিউন অনেক আগে থেকেই পরিষ্কারভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিল যে, চরমে যেতে বাধ্য হলে তারা প্যারিসের ধ্বংসস্তূপের নিচে মৃত্যুবরণ করবে, প্যারিসকে দ্বিতীয় মস্কোতে পরিণত করবে, যা করতে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারও প্রতিশ্রুত ছিল, অবশ্য তার দেশদ্রোহকে আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্যে। এর জন্য ত্রশ্যু পেট্রল পর্যন্ত জোগাড় করেছিলেন। কমিউনের একথা জানা ছিল যে শত্রুরা প্যারিসের লোকদের জীবনের জন্য কোনো পরোয়া করে না, করে প্যারিসস্থ তাদের নিজস্ব প্রাসাদসমূহের জন্য। অপরদিকে, তিয়ের তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন যে প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে তিনি হবেন নির্মম। তিনি যেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে একদিকে প্রস্তুত করে নিলেন এবং প্রুশীয়রা অন্যদিকে এসে দ্বাররোধ করে দাঁড়াল — অমনি তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আমি হব ক্ষমাহীন! প্রায়শ্চিত্ত হবে পরিপূর্ণ, আর বিচার হবে কঠোর!' প্যারিসের শ্রমিকদের কার্যকলাপ যদি বা বর্বর ধ্বংসলীলা হয়ে থাকে, তবে তা ছিল মরীয়া প্রতিরক্ষার ধ্বংসলীলা, বিজয়ের ধ্বংসলীলা নয়, খ্রীষ্টানরা যার অনুষ্ঠান করেছিল পৌত্তলিক প্রাচীনকালের যথার্থই অমূল্য শিল্পসম্পদের ক্ষেত্রে; অথচ সেই বর্বরতাকেও ঐতিহাসিক ক্ষমার্হ বলেছেন, পতনোন্মুখ একটা প্রাচীন সমাজ এবং উত্থানশীল এক নতুন সমাজের মধ্যে সুবিপুল সংগ্রামের অপরিহার্য এবং তুলনামূলক বিচারে তুচ্ছ একটা দিক হিসাবে। প্যারিস শ্রমিকদের ধ্বংসকাণ্ড তো অসমাঁ-র

ধ্বংসকাণ্ডের চেয়েও অনেক কম, যিনি বদমাইসদের জন্য জায়গা করে দিতে গিয়ে ইতিহাসের প্যারিসকে ধূলিসাৎ করেছিলেন!

কিন্তু প্যারিসের আর্চবিশপ প্রমুখ চৌষট্টিজন জামিনকে যে কমিউন হত্যা করেছিল! ১৮৪৮-এর জুনে বুর্জোয়া ও তার সৈন্যদল যুদ্ধের রীতিনীতির ক্ষেত্রে বহুকাল পরিত্যক্ত অসহায় বন্দীদের গুলি করে মারার প্রথাটা পুনঃপ্রবর্তিত করে। তারপর থেকে ইউরোপ ও ভারতের সমস্ত জনবিক্ষোভের দমনকারীরা এই পাশবিক প্রথা কম-বেশি কঠোরভাবে পালন করে এসেছে, এইভাবে প্রমাণ করেছে যে এটা হল যথার্থই 'সভ্যতার অগ্রগতি'! অন্যদিকে, ফ্রান্সে প্রুশীয়রা পুনঃপ্রচলন করেছে জামিনে আটক করে রাখার প্রথা, যাতে অন্যদের কৃতকর্মের জন্য প্রাণ দিয়ে জবাবদিহি করতে হয় নিরপরাধীদের। আমরা দেখেছি যে প্যারিসের সঙ্গে সংঘর্ষের একেবারে শুরু থেকেই তিয়ের কমিউনারদের গুলি করে হত্যার মানবীয় রীতিটি চালু করলেন; তখন তাদের বাঁচাবার জন্য কমিউনকে জামিনে আটক রাখার প্রুশীয় প্রথাটি গ্রহণ করতে হয়। তাসত্ত্বেও ভার্সাইওয়ালারা-র বন্দীদের ওপর গুলিবর্ষণ চালিয়ে গিয়ে নিজেরাই কমিউনের হাতে আটক লোকজনদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছিল। মাকমাহনের প্রিটোরীয় বাহিনী (৮৮) যে হত্যাকাণ্ড দিয়ে প্যারিসে প্রবেশের মহোৎসব করে তারপর আর আটক লোকদের রেহাই দেওয়া কি সম্ভব ছিল? বুর্জোয়া সরকারের গুলির নির্বিচার হিংস্রতার পথে যা সর্বশেষ প্রতিষেধক — জামিন রাখার সেই প্রথাকে কি আর নিছক একটা ভুয়া ঠাট করে রাখা যেত? আর্চবিশপ দারবুয়া-র প্রকৃত হত্যাকারী হলেন স্বয়ং তিয়ের। তিয়েরের হাতে সে সময়ে বন্দী শুধু একজন ব্লাঙ্কির বিনিময়ে আর্চবিশপ এবং অন্য আরও বহু পুরোহিতকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব কমিউন করেছিল বারবার। একগুঁয়ের মতো তিয়ের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানতেন যে ব্লাঙ্কিকে দিলে দেওয়া হবে কমিউনের মাথাটাকে; আর আর্চবিশপ তাঁর কাজে লাগবেন মৃতদেহ হিসাবেই বেশি। তিয়ের অনুসরণ করলেন কাভেনিয়াক-এর পদাঙ্কই। ১৮৪৮-এর জুনে কাভেনিয়াক এবং তাঁর অনুগত 'শৃঙ্খলার লোকেরা' আর্চবিশপ আফ্র-এর হত্যাকারী বলে বিদ্রোহীদের অভিযুক্ত করে কত না চিৎকার তুলেছিলেন! অথচ তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে আর্চবিশপকে শৃঙ্খলা পার্টির

সৈনিকেরাই গুলি করেছে। সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী, আর্চবিশপের সহকারী শ্রীযুক্ত জাক্‌মে ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যে একথা জানিয়ে দেন।

শৃঙ্খলা পার্টি তাদের রক্তপাতের মত্তোৎসবে বধ্যের বিরুদ্ধে এত যে কুৎসা ছড়িয়েছে, তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে আজকের বুর্জোয়া নিজেকে অতীতের সামন্তপ্রভুর ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলে গণ্য করে, যে প্রভুদের কাছে সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে উদ্যত নিজেদের হাতের সব অস্ত্রই ন্যায়সঙ্গত, অথচ জনসাধারণের হাতে যে কোনো অস্ত্রই অপরাধ।

বিদেশী আক্রমণকারীদের আনুকূল্যে পরিচালিত গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিপ্লবকে দমন করার জন্য শাসক শ্রেণীর যে ষড়যন্ত্র ধারাটি ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে মাকমাহনের প্রিটোরীয় সৈন্যদের সাঁ ক্লু-র ফটক দিয়ে প্যারিসে প্রবেশ পর্যন্ত আমরা অনুসরণ করে এসেছি, তা শেষ হল প্যারিসের হত্যাকাণ্ডে। বিসমার্ক প্যারিসের ধ্বংসস্তূপ দেখে নয়ন সার্থক করলেন; ১৮৪৯ সালে প্রাশিয়ার 'অতুলনীয় পরিষদের' (৮৯) এক নগণ্য জমিদার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মহানগরীসমূহের ব্যাপক ধ্বংসের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মনে হয় এর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তার প্রথম পদক্ষেপ। প্যারিস প্রলেতারিয়েতের মৃতদেহগুলি দেখে তিনি পরম আনন্দ পেলেন। তাঁর কাছে এটা তো শুধু বিপ্লবের উৎসাদন মাত্র নয়, এটা হল ফ্রান্সেরই অবলুপ্তি, সত্যসত্যই তার শিরশ্ছেদ — তাও আবার ফরাসি সরকারেরই হাতে। সফল রাষ্ট্রনায়কদের স্বভাবসুলভ অগভীরতায় তিনি দেখলেন এই বিকট ঐতিহাসিক ঘটনার বহিরঙ্গটুকুই। ইতিহাসে এমন দৃশ্য এর আগে আর কবে দেখা গিয়েছিল, যেখানে এক বিজয়ী জয়লাভ সম্পূর্ণ করছে বিজিত সরকারের শুধু সশস্ত্র পুলিশ নয়, তার ভাড়াটে খুনীর ভূমিকা নিয়ে? প্যারিসের কমিউন ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোনো যুদ্ধের অস্তিত্ব ছিল না। বরং ঠিক বিপরীত — কমিউন শান্তির প্রাথমিক শর্ত মেনে নিয়েছিল আর প্রাশিয়া ঘোষণা করেছিল তার নিরপেক্ষতা। সুতরাং প্রাশিয়া যুদ্ধের অংশীদার ছিল না। পাষণ্ড খুনীর ভূমিকা নেয় সে, কারণ ভাড়াটে খুনীর মতো বিপদের কোনো বালাই ছিল না তার; কারণ প্যারিসের পতনের জন্য তার রক্তক্ষরণের দক্ষিণা বাবত নগদ ৫০ কোটির শর্ত সে আগেই

চাপিয়েছিল। আর অবশেষে এইভাবে উদ্‌ঘাটিত হল যুদ্ধের আসল চরিত্র— ধর্মধ্বজ নীতিপরায়ণ জার্মানির হাতে নাস্তিক অধঃপতিত ফ্রান্সের বিধাতা-নির্দিষ্ট শাস্তি! এমন কি প্রাচীনপন্থী আইন বিশারদদের মতেও যেটা আন্তর্জাতিক আইনের এক অদৃষ্টপূর্ব লঙ্ঘন — তাতেও কিন্তু ইউরোপের 'সভ্য' সরকারসমূহ সেন্ট-পিটার্সবুর্গের মন্ত্রিমণ্ডলের নিতান্ত হাতের পুতুল, অপরাধী এই প্রুশীয় সরকারকে জাতিসমূহের দরবারে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা না করে বরং আলোচনার অজুহাত পেল প্যারিসের ডবল বেষ্টনী ভেদ করে মুষ্টিমেয় যে হতভাগ্যেরা পালিয়েছে তাদের ভার্সাই জল্লাদদের হাতে সমর্পণ করা হবে কি না!

আধুনিক কালের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের পর বিজয়ী ও বিজিত ফৌজ একযোগে প্রলেতারিয়েতকে হত্যা করার জন্য মিলিত হল। এই তুলনাহীন ঘটনাটায় যা সূচিত হচ্ছে তা বিসমার্ক যা ভাবছেন সেইভাবে একটি উদীয়মান নতুন সমাজের চূড়ান্ত পরাজয় নয় — বরং পুরানো বুর্জোয়া সমাজের ধূলিসাৎভবন। সর্বোচ্চ যে বীরোচিত প্রচেষ্টাটুকু প্রাচীন সমাজের পক্ষে এখনও সম্ভব, তা হল জাতীয় যুদ্ধ; আর এখন প্রমাণ হল যে সেটাও কেবল সরকারী বুজরুকি মাত্র, একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রেণী-সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখা; সেই শ্রেণী-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধের শিখায় জ্বলে ওঠা মাত্র এই বুজরুকিও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। শ্রেণী-প্রভুত্ব আর জাতীয় পোশাকের ছদ্মবেশ নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারছে না, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সকল জাতীয় সরকারই **এক!**

১৮৭১ সালের হুইট সান্‌ডির (৯০) পরবর্তীকালে ফরাসি শ্রমিক এবং তাদের উৎপন্ন দখলকারীদের মধ্যে শান্তি বা সন্ধি আর সম্ভব নয়। ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর লৌহদৃঢ় মুষ্টি সাময়িকভাবে হয়ত উভয় শ্রেণীকেই দমন করে রাখতে পারবে, কিন্তু ক্রমশ সম্প্রসারিত ব্যাপ্তি নিয়ে এই সংগ্রাম বারবার দেখা দেবে, আর শেষ পর্যন্ত কে যে জয়লাভ করবে — মুষ্টিমেয় দখলকারী না বিপুল সংখ্যাধিক শ্রমিকেরা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর ফরাসি শ্রমিক শ্রেণী সে তো বর্তমান যুগের প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনী মাত্র।

ইউরোপীয় সরকারেরা যখন এইভাবে প্যারিসের সমক্ষে শ্রেণী-

শাসনের আন্তর্জাতিক চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে তুলছে, ঠিক তখনই তারা পুঁজির বিশ্ব ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধী আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর পাল্টা সংগঠন -- শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে ধিক্কার দিচ্ছে সকল সর্বনাশের মূল উৎস বলে। নিজে শ্রমের ত্রাণকর্তা সেজে শ্রমিকদের স্বৈরপ্রভু বলে তাকে নিন্দা করেছেন তিয়ের। পিকার হুকুম দিলেন যে বাইরের সদস্যদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের ফরাসি সভ্যদের সকল সংযোগ ছিন্ন করে দিতে হবে; তিয়েরের ১৮৩৫ সালের অথর্ব সঙ্গী, কাউণ্ট জোবের ঘোষণা করলেন যে আন্তর্জাতিককে নির্মূল করাই নাকি সমস্ত সভ্য দেশের সরকারের প্রধান কর্তব্য। 'জমিদার পরিষদ' তার বিরুদ্ধে গর্জন করছে আর ইউরোপের সকল সংবাদপত্র একযোগে সেই চিৎকারে কণ্ঠ মিলিয়েছে। আমাদের সমিতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন একজন মাননীয় ফরাসি লেখক* নিম্নোলিখিত কথাগুলি বলেছেন:

'জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কমিউনের সদস্যদের বিরাট অংশ হল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সক্রিয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচাইতে উদ্যোগী লোকেরা... এমন লোক যারা সম্পূর্ণ সৎ, ঐকান্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত, নিষ্ঠাবান, বিশুদ্ধচিত্ত এবং শব্দটির ভাল অর্থে গোঁড়া।'

পুলিশ-প্রভাবিত বুর্জোয়া মানস স্বভাবতই মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে দেখে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সংস্থারূপে, এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাকি থেকে থেকে বিভিন্ন দেশে অভ্যুত্থান ঘটাবার আদেশ পাঠায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমিতি সভ্যজগতের বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রমিকদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানেই, যে কোনো আকারে এবং যে কোনো অবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেয়, সেখানেই আমাদের সমিতির সদস্যগণ তার পুরোভাগে এসে দাঁড়াবে, এটা তো স্বাভাবিক। যে মাটিতে সমিতিটি বেড়ে চলেছে সে মাটিটাই হল আধুনিক সমাজ। কোনো হত্যালীলাই একে নির্মূল করতে পারবে না। একে নির্মূল করতে হলে সরকারসমূহকে উৎপাটিত করতে হবে শ্রমশক্তির উপর পুঁজির স্বেচ্ছাচারকে, যে স্বেচ্ছাচার হল তাদের পরগাছাসুলভ অস্তিত্বেরই শর্ত।

* মনে হয় রোবিনে। — সম্পাঃ

কমিউন-সমেত শ্রমিক শ্রেণীর প্যারিস চিরদিন এক নতুন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নন্দিত হবে। শ্রমিক শ্রেণীর বিশাল হৃদয়ে তার শহীদেরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস তাদের জল্লাদদের ইতিমধ্যেই সেই শাস্তিমঞ্চে দণ্ডিত করেছে, যেখান থেকে তাদের পুরোহিতদের যাবতীয় প্রার্থনাতেও তাদের নিষ্কৃতি মিলবে না।

২৫৬, হাই হলবোর্ন, লণ্ডন,
ওয়েস্টার্ন সেণ্ট্রাল, ৩০ মে, ১৮৭১

পরিশিষ্ট

১

'দলবদ্ধ বন্দীদের থামানো হল উরিখ এভেন্যুতে। রাস্তার মুখোমুখি ফুটপাথে, সারিতে চার-পাঁচজন করে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। জেনারেল মার্কুইস দ্য গালিফে এবং তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে সারির বাম দিক থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। ধীর পদক্ষেপে বন্দীদের দিকে তাকাতে তাকাতে জেনারেল এক এক জায়গায় থেমে, কারও বা কাঁধে চাপড় দিলেন, কাউকে বা পিছনের সারি থেকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিনা বাক্যব্যয়ে নির্বাচিত তেমন লোককে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হল; দেখতে দেখতে সেখানে এইভাবে গড়ে উঠল ছোট একটি বিশেষ দল... স্পষ্টতই এখানে ভুলের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ঘোড়ায় চড়া একজন অফিসার জেনারেল গালিফেকে কোনো বিশেষ অপরাধে অপরাধী বলে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোককে দেখিয়ে দিল। স্ত্রীলোকটি দল ছেড়ে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাতদুটি তুলে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে নিজের নির্দোষের কথা জানাল। জেনারেল একটু অপেক্ষা করলেন, তার থামার জন্য, তারপর অত্যন্ত উদাসভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন: 'ম্যাডাম, প্যারিসের সব কটি থিয়েটারই আমার দেখা, কষ্ট করবেন না, আপনার প্রহসন অভিনয়ে লাভ নেই'... পাশের লোকের চেয়ে সেদিন উল্লেখযোগ্যভাবে লম্বা, নোংরা, পরিচ্ছন্ন, বয়োবৃদ্ধ বা কুশ্রী হওয়াটা কিছু শুভ ছিল না। বিশেষ একটা লোকের ব্যাপারে খুবই মনে হল—ভবযন্ত্রণা থেকে তার তাড়াতাড়ি মুক্তি লাভের কারণ তার ভাঙা নাক... শতাধিক লোককে এভাবে বাছাই করা হলে, তাদের গুলি করার দল ঠিক হল, তারপর এদের পিছনে ফেলে বাকিদের আবার যাত্রা শুরু হল। কয়েকমিনিট পরে পিছনে গুলির শব্দ শোনা যায় এবং চলতে থাকে পনেরো মিনিটেরও বেশি। ঢালাওভাবে যে হতভাগ্যেরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তাদেরই প্রাণদণ্ড হচ্ছিল।' (*Daily News* [৯১] পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা, ৮ জুন।)

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পানোৎসবগুলিতে দেহের উৎকট অনাবরণের জন্য, কুখ্যাতা স্ত্রীর 'রক্ষিত পুরুষ' এই গালিফে যুদ্ধের সময় ফরাসি 'এন্সাইন পিস্টল' নামে পরিচিত হন।

'*Temps* (৯২) একটি সাবধানী পত্রিকা, চাঞ্চল্যপ্রিয়তা তার অভ্যাস নয়, গুলি খেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায় নি এবং জীবন নির্বাণের পূর্বেই কবরস্থ লোকের বিষয়ে এক বীভৎস কাহিনী দিয়েছে। সাঁ জাক লা বুশিয়েরের চারপাশে স্কোয়ারে বহু লোককে কবর দেওয়া হয়, এদের অনেকে আবার ভাল করে মাটি চাপাও পড়ে নি। দিনের বেলা রাস্তার কোলাহলে কিছু কানে আসে নি; কিন্তু রাত্রির নীরবতায় দূরাগত গোঙানির শব্দে নিকটবর্তী বাড়ির লোকেরা জেগে ওঠে আর সকালে দেখা গেল মাটির মধ্য থেকে একখানি মুষ্টিবদ্ধহাত উপরের দিকে উত্তোলিত হয়ে রয়েছে। এর ফলে কবর থেকে মৃতদেহগুলি খুঁড়ে বের করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল... অনেক আহত লোককে যে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। একটা ঘটনা আমি নিজেই বলতে পারি। গত মাসের ২৪ তারিখ ব্রুনেল ও তার প্রণয়িনীকে প্লাস ভাঁদোমে এক বাড়ির প্রাঙ্গণে গুলি করা হয়; ২৭ বিকাল পর্যন্ত দেহদুটি সেখানেই পড়ে ছিল। কবর দেওয়ার লোকেরা যখন মৃতদেহগুলি সরিয়ে নিতে এল, দেখা গেল মেয়েটি তখনও বেঁচে আছে। তারা তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। গায়ে চার চারটি গুলি লাগলেও মহিলাটি এখন বিপন্মুক্ত।' (*Evening Standard* [৯৩] পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা, ৮ জুন।)

২

১৩ জুন লন্ডন *Times* পত্রিকায় নিম্নলিখিত চিঠিখানি (৯৪) প্রকাশিত হয়:

Times পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

১৮৭১ সালের ৬ জুন শ্রীযুক্ত জুল ফাভ্র সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের কাছে প্রেরিত একটি বিবৃতিতে তাদের আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে কঠোর হস্তে দমন ক'রে তাকে নিশ্চিহ্ন করে। সামান্য কয়টি মন্তব্যই এই দলিলটির প্রকৃতি নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি।

আমাদের নিয়মাবলির একেবারে মুখবন্ধেই উল্লিখিত আছে যে আন্তর্জাতিকটি '১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লন্ডনের লঙ্গ-একরে অবস্থিত

সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত একটি প্রকাশ্য জনসভায় প্রতিষ্ঠিত হয়'। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জুল ফাভর্ এই প্রতিষ্ঠা তারিখটিকে পিছিয়ে দিয়েছেন ১৮৬২ সালের পেছনে।

আমাদের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি 'তাদের' (অর্থাৎ আন্তর্জাতিকের) '১৮৬৯-এর ২৫ মার্চ তারিখের পত্র থেকে' উদ্ধৃতি দেবার কথা বলেন। কিন্তু তারপর তিনি উদ্ধৃত করলেন কী? আন্তর্জাতিক নয়, অন্য একটি সংগঠনের পত্র। তিনি যখন বয়সে তরুণ আইনজীবী মাত্র, তখনই কাবে কর্তৃক আনীত মানহানির দায়ে অভিযুক্ত প্যারিস *National* পত্রিকার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি একই ধরনের প্যাঁচের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন কাবে লিখিত পুস্তিকা থেকে অংশবিশেষ পাঠ করার ভান করে তিনি আসলে নিজের প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যই পড়ে যাচ্ছিলেন। আদালতের অধিবেশনকালে তাঁর এই চালাকি ফাঁস হয়ে যায়, এবং কাবে অনুকম্পা না দেখালে শাস্তি হিসাবে প্যারিসের উকিল মহল থেকে জুল ফাভ্রকে বহিষ্কারই করে দেওয়া হত। আন্তর্জাতিকের দলিল বলে যত দলিল থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার একটিও আন্তর্জাতিকের নয়। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক — তিনি বলেছেন:

'১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে গঠিত সাধারণ পরিষদ বলেছে, অ্যালায়েন্স নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করেছে।'

এই ধরনের কোন দলিলই সাধারণ পরিষদ কখনো প্রকাশ করে নি। বরং, ঠিক বিপরীত, সাধারণ পরিষদ প্রকাশ করেছে একটা দলিল* যাতে করে জুল ফাভ্রের উদ্ধৃত 'অ্যালায়েন্সের' -- অর্থাৎ জেনেভাস্থ L'Alliance de la Démocratie Socialiste-এর** নিয়মাবলিকেই খণ্ডন করা হয়।

খানিকটা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও লিখিত এরকম একটা ভান করলেও বিবৃতির আদ্যন্ত জুল ফাভ্র আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের আমলের অভিশংসকদের পুলিশী মিথ্যাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন, যে অভিযোগ সেই সাম্রাজ্যের আদালতের সামনেও শোচনীয়ভাবে টেকে নি।

---

* ক. মার্কস, 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্স' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্স। — সম্পাঃ

একথা সকলেই জানে যে বিগত যুদ্ধের উপর (গত জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসের) দুই অভিভাষণেই* আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ প্রুশীয়দের ফ্রান্স বিজয়ের পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করেছিল। এর পরে জুল ফাভ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত রাইতলিংজার সাধারণ পরিষদের কয়েকজন সদস্যের কাছে আবেদন করেন, অবশ্য বৃথাই করেন, যাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সমর্থনে বিসমার্কের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়, প্রজাতন্ত্রের কথা যেন উল্লেখ করা না হয়, তাঁদের তখন বিশেষ করে এই অনুরোধও করা হয়েছিল। জুল ফাভ্রের প্রত্যাশিত লণ্ডন আগমন প্রসঙ্গে যে মিছিলের আয়োজন হয়, — সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও — সেটা হয়েছিল সাধারণ পরিষদের মতের বিরুদ্ধে; সাধারণ পরিষদ তার ৯ সেপ্টেম্বরের অভিভাষণে জুল ফাভর্ ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে প্যারিস শ্রমিকদের আগে থাকতেই পরিষ্কারভাবে সাবধান করে দেয়।

এখন আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ যদি তার দিক থেকে পরলোকগত শ্রীযুক্ত মিলিয়ের কর্তৃক প্যারিসে প্রকাশিত দলিলগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে জুল ফাভ্র সম্বন্ধে একটি বিবৃতি ইউরোপের প্রতিটি মন্ত্রিসভার কাছে পাঠায়, তাহলে জুল ফাভ্র মহাশয় কী বলবেন?

ইতি... আপনার একান্ত বিনীত সেবক

জন্ হেল্স্

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির

সাধারণ পরিষদের সম্পাদক

২৫৬, হাই হলবোর্ন, লণ্ডন,
ওয়েস্টার্ন সেণ্ট্রাল, ১২ জুন

'আন্তর্জাতিক সমিতি ও তার লক্ষ্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ধর্মধ্বজী গোয়েন্দা লণ্ডনের *Spectator* (৯৫) পত্রিকা (২৪ জুন) অনুরূপ নানা কারসাজির সঙ্গে সঙ্গে জুল ফাভ্রের চেয়েও অধিকতর বিস্তারিতভাবে

---

* বর্তমান খণ্ডের ২৩-২৮ ও ২৯-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অ্যালায়েন্সের উপরে উল্লিখিত দলিলটি আন্তর্জাতিকেরই কাজ বলে চালিয়েছেন, তাও আবার *Times* পত্রিকায় অভিযোগ-খন্ডন পত্র প্রকাশ হবার এগারো দিন পরে। আমরা এতে আশ্চর্য হই নি। মহান ফ্রিডরিখ বলতেন সকল জেসুইটের মধ্যে প্রটেস্টাণ্ট জেসুইটই হল সবচেয়ে খারাপ।

১৮৭১ সালে এপ্রিল-মে মাসে মার্কস কর্তৃক লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

১৮৭১ সালের জুনে লণ্ডনে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে এবং ১৮৭১-১৮৭২ সাল ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত

ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস

আন্তর্জাতিকে তথাকথিত ভাঙন (৯৬)

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের গোপনীয় সার্কুলার

আন্তর্জাতিকের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সম্পর্কে কোনোরূপ মন্তব্য থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা প্রয়োজন বলে সাধারণ পরিষদ এযাবৎ গণ্য করে এসেছে এবং সমিতির কিছু সভ্যের পক্ষ থেকে তার ওপর দু'বছরের বেশি দিন ধরে যে খোলাখুলি আক্রমণ চলেছে তার প্রকাশ্য জবাব দেয় নি।

কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং উদয়ের মুহূর্ত থেকেই তার প্রতি শত্রুতাপরায়ণ কোনো এক সমাজের* মধ্যে তালগোল পাকাতে কৃতসংকল্প কিছু চক্রীর প্রয়াসের মধ্যে যতদিন ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন নীরবতা আরও বজায় রাখা সম্ভব হলেও এখন ঐ সমাজ কর্তৃক চাগিয়ে তোলা কেলেঙ্কারিগুলোয় যখন ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া তার নির্ভরস্থল খুঁজে পাচ্ছে এমন মুহূর্তে যখন আন্তর্জাতিক যে সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে যা তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ভুগতে হয় নি, তখন সাধারণ পরিষদ এই সমস্ত চক্রান্তের ঐতিহাসিক সমীক্ষা দিতে বাধ্য।

১

প্যারিস কমিউন পতনের পর সাধারণ পরিষদ প্রথম যে পদক্ষেপ নেয়, তা হল ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ বিষয়ে অভিভাষণ** প্রকাশ, তাতে কমিউনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিষদ তার একাত্মতা প্রকাশ করে ঠিক সেই

---

* সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডের ৩৯-১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

মুহূর্তে যখন বুর্জোয়া, সংবাদপত্র আর ইউরোপীয় সরকারদের কাছে এইসব ক্রিয়াকলাপ পরাজিত প্যারিসবাসীদের বিরুদ্ধে অতি জঘন্য কুৎসার বন্যা বওয়াবার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর একাংশও বোঝে নি যে পরাজয় হল তাদেরই নিজস্ব সাধনার। পরিষদের কাছে তার একটা প্রমাণ তার দুই সভ্য, নাগরিক অজার ও লেক্রাফটের বহির্গমন, যাঁরা অভিভাষণের সঙ্গে কোনোরূপ একাত্মতা প্রদর্শন পুরোপুরি বর্জন করেন। বলা যেতে পারে, বিশ্বের সমস্ত সভ্য দেশে এই অভিভাষণের প্রকাশে প্যারিসের ঘটনাবলি নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য সূচিত হয়।

অন্যদিকে, বুর্জোয়া সংবাদপত্রে, বিশেষ করে বিস্তীর্ণ ব্রিটিশ সংবাদপত্রে আন্তর্জাতিক পেয়ে যায় প্রচারের অতি শক্তিশালী মাধ্যম, যারা এই অভিভাষণের দ্বারা বাধ্য হয় বিতর্কে নামতে আর তার জবাব দেয় সাধারণ পরিষদ।

কমিউনের বহু দেশান্তরী লণ্ডনে এসে পড়ায় সাধারণ পরিষদকে ত্রাণ কমিটিতে পরিণত হতে এবং কিঞ্চিদধিক আট মাস যাবৎ এই কাজটি করে যেতে হয়, যা মোটেই তার সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। বলাই বাহুল্য যে পরাস্ত ও বিতাড়িত কমিউনাররা বুর্জোয়ার কাছ থেকে সাহায্যের ভরসা করতে পারত না। আর শ্রমিক শ্রেণীর কথা ধরলে, সাহায্যের দাবিটা আসে অতি গুরুভার মুহূর্তে। সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়মে ইতিমধ্যেই এসে পড়েছিল দেশান্তরীদের বড় বড় দল, তাদের হয় পোষকতা করতে হত, নয় সাহায্য করতে হত লণ্ডনে পেঁছিবার জন্য। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও স্পেনে যে টাকা তোলা হয় তা পাঠানো হয় সুইজারল্যাণ্ডে। ইংলণ্ডে নয়-ঘণ্টা শ্রমদিনের জন্য ঘোর সংগ্রাম, যার নির্ধারক মুহূর্ত হয়ে দাঁড়ায় নিউ কাস্‌ল্‌-এর (৯৭) ঘটনাবলি, তাতে ফুরিয়ে যায় যেমন শ্রমিকদের ব্যক্তিগত চাঁদা, তেমনি ট্রেড ইউনিয়নগুলির তহবিল. প্রসঙ্গত, নিয়মাবলি অনুসারে এরা টাকা খরচ করতে পারত কেবল ট্রেড-ইউনিয়ন সংগ্রামের লক্ষ্যে। তাহলেও অক্লান্ত ক্রিয়াকলাপ ও পত্রালাপের কল্যাণে পরিষদ সামান্য টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় এবং তা সে বিলি করে সপ্তাহে সপ্তাহে। পরিষদের আহ্বানে আমেরিকান শ্রমিকেরা সাড়া দেয় আরও ব্যাপকভাবে। বুর্জোয়ার ভীতত্রস্ত

কল্পনা আন্তর্জাতিকের ভাণ্ডারে অমন দরাজ হাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালতে দেখেছে তা উশ্বুল করতে পারলে হত!

১৮৭১ সালের মে মাসের পর যুদ্ধের ফলে প্রস্থিত ফরাসি প্রতিনিধিদের স্থলে কমিউনের একদল দেশান্তরীকে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধিগৃহীতদের মধ্যে ছিলেন যেমন আন্তর্জাতিকের বহুদিনের সভ্য, তেমনি নিজেদের বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের জন্য খ্যাত কতিপয় ব্যক্তি, যাঁদের নির্বাচন হল প্যারিস কমিউনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এইসব ঝামেলার সঙ্গে সঙ্গে আহূত সম্মেলনের (৯৮) জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ চালাবার কথা পরিষদের।

আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে বোনাপার্টপন্থী সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে বাসেল কংগ্রেসের (৯৯) নির্দেশে যে কথা ছিল সেভাবে প্যারিসে কংগ্রেস ডাকা সম্ভব হত না। নিয়মাবলির ৪ ধারায় প্রদত্ত অধিকার ব্যবহার করে সাধারণ পরিষদ ১৮৭০ সালের ১২ জুলাইয়ের সার্কুলারে মেইনৎস কংগ্রেস ডাকার কথা ঘোষণা করে। একই সময়ে বিভিন্ন ফেডারেশনের নিকট পত্রে* পরিষদ সাধারণ পরিষদের অধিষ্ঠান ইংলণ্ড থেকে অন্য কোনো দেশে স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয় এবং এই প্রশ্নে প্রতিনিধিদের অবশ্যপালনীয় ম্যাণ্ডেট অর্পণের অনুরোধ করে; পরিষদকে লণ্ডনে রাখার পক্ষে ফেডারেশন একবাক্যে মত দেয়। দিন কয়েক বাদে যে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ বেধে ওঠে, তাতে কংগ্রেস ডাকা আদপেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন আমাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত ফেডারেশনগুলি ঘটনার গতি অনুসারে নিয়মিত কংগ্রেস ডাকার তারিখ ধার্য করার পূর্ণাধিকার দেয় আমাদের।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্ভব হওয়া মাত্র সাধারণ পরিষদ ১৮৬৫ সালের সম্মেলন (১০০) এবং প্রতিটি কংগ্রেসে সাংগঠনিক প্রশ্নে যে রুদ্ধদ্বার অধিবেশন হয় তার নজির মেনে রুদ্ধদ্বার সম্মেলন আহ্বান করে। ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া যখন উদ্‌যাপন করছে তার তাণ্ডব; যখন জুল ফাভ্‌র সমস্ত সরকার, এমন কি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকেও ফৌজদারী অপরাধী হিসাবে দেশান্তরীদের সমর্পণ দাবি করছেন; যখন দ্যুফোর জমিদারি পরিষদে

* ক. মার্কস, 'সমস্ত শাখার নিকট গোপনীয় বিজ্ঞপ্তি'। — সম্পাঃ

আন্তর্জাতিককে আইনবহির্ভূত (১০১) বলে ঘোষণা করার আইন প্রস্তাব করছেন, যে আইনের ভণ্ড নকল পরে মাল্ব আনছেন বেলজিয়ানদের জন্য; যখন সুইজারল্যান্ডে কমিউনের একজন দেশান্তরীকে সমর্পণের দাবি প্রসঙ্গে ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্তের পূর্বেই তাকে নিবর্তনমূলক গ্রেপ্তার করা হয়; যখন আন্তর্জাতিক সভ্যদের নিগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় বেইস্ট আর বিসমার্কের মধ্যে জোটের সুস্পষ্ট ভিত্তি, তদুপরি আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে চুক্তির যে ধারাটি উদ্যত তাতে তাড়াতাড়ি করে যোগ দেন ভিক্তর-ইমানুয়েলও; যখন ভার্সাই জল্লাদদের হুকুম পুরোপুরি শিরোধার্য করে স্পেন সরকার মাদ্রিদে অবস্থিত ফেডারেল পরিষদকে বাধ্য করে পোর্তুগালে (১০২) আশ্রয় খুঁজতে; পরিশেষে, যখন আন্তর্জাতিকের প্রথম কর্তব্য দাঁড়িয়েছিল নিজের সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারগুলি যে দ্বন্দ্বাহ্বান জানিয়েছে তা গ্রহণ করা — এরূপ মুহূর্তে প্রকাশ্য কংগ্রেস ডাকা অসম্ভব, এর পরিণাম হত কেবল ইউরোপীয় ভূখণ্ডের প্রতিনিধিদের সরকারগুলির হাতে তুলে দেওয়া।

সাধারণ পরিষদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগরক্ষাকারী সমস্ত শাখাকে যথাসময়ে আমন্ত্রণ জানানো হয় সম্মেলনে। প্রকাশ্য কংগ্রেসের কথা না থাকলেও গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয় এ সম্মেলন। বলাই বাহুল্য, ফ্রান্স যে অবস্থায় ছিল তাতে প্রতিনিধি নির্বাচন তার পক্ষে অসম্ভব হয়। ইতালিতে একমাত্র সংগঠিত শাখা তখন নেপল্‌স্ শাখা; প্রতিনিধি নির্বাচনের মুহূর্তে সশস্ত্র শক্তিতে তাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে আন্তর্জাতিকের সর্বাধিক সক্রিয় সদস্যরা কারারুদ্ধ। জার্মানিতে সর্বাধিক খ্যাত তার কয়েকজন সদস্য রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে নিগৃহীত, বাকিরা কারাগারে, পার্টির আর্থিক সঙ্গতি পুরোপুরি যায় তাদের পরিবারবর্গের সাহায্যে। প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট টাকা আমেরিকানরা ব্যয় করে দেশান্তরীদের ভরণপোষণে এবং তাদের দেশে আন্তর্জাতিকের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিশদ রিপোর্ট পাঠায় সম্মেলনের নামে। তবে সমস্ত ফেডারেশনই প্রকাশ্য কংগ্রেসের বদলে রুদ্ধদ্বার সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনে ১৮৭১ সালের ১৭ থেকে ২৩

সেপ্টেম্বর। সমাপ্তিতে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ ও একইসঙ্গে সাংগঠনিক অনুবিধান (regulations — অনু.) প্রণয়ন করে পুনর্বিবেচিত ও সংশোধিত সাধারণ নিয়মাবলি* সহ তিনটি ভাষায় তা প্রকাশ, সদস্য কার্ডের পরিবর্তে টিকিট প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত পালন, ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিকের পুনর্গঠন (১০৩) এবং শেষত এই সমস্ত কর্তব্য পালনের সঙ্গতি খুঁজে বার করার ভার সম্মেলন দেয় সাধারণ পরিষদকে।

সম্মেলনের বিবরণাদি প্রকাশিত হওয়ামাত্র প্যারিস থেকে মস্কো আর লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তটিকে** এতটা রাজদ্রোহাত্মক — *Times* তার বিরুদ্ধে 'সুচিন্তিত স্পর্ধার' অভিযোগ আনে — বলে মনে করে যে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিককে অবিলম্বে আইন-বহির্ভূত করা হোক। অন্যদিকে, উটকো সংকীর্ণতাবাদী শাখাগুলির (১০৪) সমালোচক এই সিদ্ধান্ত থেকে আন্তর্জাতিক পুলিশ পায় যেন বা সাধারণ পরিষদ ও সম্মেলনের অপমানকর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের অভিভাবকত্বে শ্রমিকদের অবাধ স্বায়ত্তাধিকার রক্ষা নিয়ে সোরগোল তোলার বহুপ্রতীক্ষিত অজুহাত। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণী এতই 'প্রপীড়িত' বোধ করেছিল যে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এমন কি ভারত থেকেও আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির আবেদন ও নতুন নতুন শাখা গঠনের বিজ্ঞপ্তি পায় পরিষদ।

২

বুর্জোয়া সংবাদপত্রের কুৎসামূলক অভিযোগ এবং আন্তর্জাতিক পুলিশের নালিশ আমাদের সমিতির মধ্যেও সহানুভূতিসূচক সাড়া পায়। বাহ্যত সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আসলে সমগ্র সমিতির বিরুদ্ধেই ঘোঁট পাকানো হতে থাকে তার ভিতর থেকে। এইসব ঘোঁটের পেছনে অবশ্য-

* এই সংস্করণের ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** ১৮৭১ সালের লণ্ডন সম্মেলনে গৃহীত 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম' বিষয়ক সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

অবশ্যই থাকত রুশী মিখাইল বাকুনিনের শাবক **'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স'**। সাইবেরিয়া থেকে ফিরে বাকুনিন হের্ৎসেনের 'কলোকোল' (ঘণ্টা) পত্রিকায় তাঁর বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে প্রচার করতে থাকেন নিখিল-স্লাভ মতবাদ ও জাতি যুদ্ধ (১০৫)। পরে, সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় তিনি নির্বাচিত হন আন্তর্জাতিকের বিপরীতে গঠিত শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের পরিচালক কমিটিতে (১০৬)। এই বুর্জোয়া সমিতির হাল ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় বাকুনিনের পরামর্শে তার সভাপতি শ্রীযুক্ত ফগ্‌ট্‌ ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রাসেল্‌সে আহূত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসকে (১০৭) লীগের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করে, দু'য়ের একটা: হয় আন্তর্জাতিকের মতো একই লক্ষ্য অনুসরণ করছে লীগ, তাহলে তার অস্তিত্বের কোনো অর্থ হয় না, নতুবা তার লক্ষ্য অন্যবিধ, সেক্ষেত্রে জোট অসম্ভব। কয়েকদিন পরে বার্নে অনুষ্ঠিত লীগ কংগ্রেসে সম্পূর্ণ হল বাকুনিনের অভিবেদন। সেখানে তিনি পেশ করেন তাড়াহুড়োয় জুড়ে-তোলা এক কর্মসূচি, যার বৈজ্ঞানিক মূল্য তার এই একটা কথাতেই বোঝা যায়: **'শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা'** (১০৮)। নগণ্য সংখ্যাল্পের সমর্থনে তিনি লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন আন্তর্জাতিকে ঢোকার জন্য, উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলির স্থলে নিজের আপতিক, লীগ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কর্মসূচি এবং সাধারণ পরিষদের স্থলে নিজের ব্যক্তিগত একনায়কত্ব চালু করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি গঠন করেন তাঁর বিশেষ একটা হাতিয়ার — **সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স**, যা হওয়ার কথা আন্তর্জাতিকের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক।

এই সমিতি গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন তিনি পেয়েছিলেন ইতালিতে থাকার সময় তিনি যাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন তাদের এবং রুশ দেশান্তরীদের অনতিবৃহৎ গ্রুপটির মধ্যে; তারা সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে তাঁর দূত ও আন্তর্জাতিকের সভ্য-সংগ্রাহকের কাজ করে দেয়। কিন্তু বেলজিয়ান ও প্যারিস ফেডারেল পরিষদের পক্ষ থেকে অ্যালায়েন্সকে স্বীকার করতে বারম্বার আপত্তির পরেই বাকুনিন তাঁর নতুন সমিতির নিয়মাবলি অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের দ্বারস্থ হন, যা

আর কিছুই নয়, 'অবোধ্য' বার্ন কর্মসূচির হুবহু পুনরুদ্ধার মাত্র। ১৮৬৮ সালের ২২ ডিসেম্বরের সার্কুলারে পরিষদ এই জবাব দেয়:

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স সমীপে — সাধারণ পরিষদ

কয়েক মাস আগে কিছু নাগরিক **সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স** নামে নতুন একটি আন্তর্জাতিক সংঘের **কেন্দ্রীয় উদ্যোক্তা কমিটি** গঠন করেছেন জেনেভায়, এ সমিতি **'সাম্যের** মহান নীতি ইত্যাদির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্নাদির বিচারকে নিজেদের **বিশেষ ব্রত'** বলে ঘোষণা করেছে।

এই উদ্যোক্তা কমিটি কর্তৃক মুদ্রিত কর্মসূচি ও নিয়মাবলি শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদকে জানানো হয় কেবল ১৮৬৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এইসব দলিল অনুসারে পূর্বোক্ত অ্যালায়েন্স 'পুরোপুরি মিলিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিকে', আবার সেইসঙ্গে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এ সমিতির বাইরে। উদ্যোক্তাদের নিয়মাবলি অনুসারে জেনেভা (১০৯), লসেন (১১০) ও ব্রাসেল্‌সে সুসঙ্গতরূপে নির্বাচিত **আন্তর্জাতিকের** সাধারণ পরিষদ ছাড়াও আত্মনির্বাচিত আরও একটা সাধারণ পরিষদ থাকবে জেনেভায়। **আন্তর্জাতিকের** স্থানীয় গ্রুপগুলির পাশাপাশি থাকবে **অ্যালায়েন্সের** স্থানীয় গ্রুপ, **আন্তর্জাতিকের** জাতীয় ব্যুরোর বাইরে সক্রিয় তাদের নিজেদের জাতীয় ব্যুরো মারফত তারা **'আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যালায়েন্সের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর নিকট আবেদন জানাবে';** এতে করে **আন্তর্জাতিকে** অন্তর্ভুক্তির অধিকার **অ্যালায়েন্স** স্বহস্তে নিচ্ছে। শেষত, **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ কংগ্রেসের** একটা দ্বিত্ব দেখা দিচ্ছে — **অ্যালায়েন্সের সাধারণ কংগ্রেস,** কেননা উদ্যোক্তাদের অনুবিধান অনুযায়ী, শ্রমিকদের বার্ষিক কংগ্রেসের সময় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিরা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখা হিসাবে **'পৃথক স্থানে নিজেদের প্রকাশ্য অধিবেশন চালাবে'।**

এই কথা মনে রেখে যে,

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ভিতরে ও বাইরে ক্রিয়াশীল দ্বিতীয় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের অস্তিত্ব প্রথমটিকে বিসংগঠনের একটি নিশ্চিত উপায় হবে;

যে কোনো স্থানে যে কোনো একদল লোক জেনেভার উদ্যোক্তা গ্রুপটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা এবং ন্যূনাধিক ন্যায্য অজুহাতে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ভেতর ভিন্ন রকমের উদ্দেশ্যানুসারী অন্য আন্তর্জাতিক সঙ্ঘকে ঢোকাবার অধিকার পাবে;

এইভাবে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি বরং পরিণত হবে যে কোনো জাতি ও যে কোনো পার্টির চক্রীদের হাতের পুতুলে;

তাছাড়া, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি অনুসারে তার পঙ্‌ক্তিভুক্ত হতে পারে কেবল স্থানীয় ও জাতীয় শাখা (নিয়মাবলির ১ ও ৬ ধারা দ্রষ্টব্য);

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখাগুলির পক্ষে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলি ও সাংগঠনিক অনুবিধানের বিরোধী কোনো নিয়মাবলি ও সাংগঠনিক অনুবিধানাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ (সাংগঠনিক অনুবিধানের ১২ ধারা দ্রষ্টব্য);

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি ও সাংগঠনিক অনুবিধান পুনর্বিবেচিত হতে পারে কেবল সাধারণ কংগ্রেসে, যদি উপস্থিত প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ তার পক্ষে থাকে (সাংগঠনিক অনুবিধানের ১৩ ধারা দ্রষ্টব্য);

ব্রাসেল্‌সে সাধারণ কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত **শান্তি লীগের** বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তে এ প্রশ্নের আগেই মীমাংসা হয়ে গেছে;

এইসব সিদ্ধান্তে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে **শান্তি লীগের** অস্তিত্ব মোটেই সঙ্গতিসিদ্ধ নয়, কেননা তার সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুসারে তার লক্ষ্য ও নীতি শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সঙ্গে অভিন্ন;

অ্যালায়েন্সের উদ্যোক্তা গ্রুপের কিছু সভ্য ব্রাসেল্‌স্ কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে এইসব সিদ্ধান্তে ভোট দিয়েছেন।

তাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদ ১৮৬৮ সালের ২২ ডিসেম্বরের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে:

১) শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করার যেসব ধারা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সের নিয়মাবলিতে আছে তা নাকচ ও অবলবৎ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

২) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সকে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখা হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না।

অধিবেশনের সভাপতি — **জ. অজের**
সাধারণ সচিব — **আর. শ**

লণ্ডন, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৬৮

কয়েক মাস পরে অ্যালায়েন্স ফের সাধারণ পরিষদকে জিজ্ঞাসা করে, অ্যালায়েন্সের **নীতিগুলি** তা মানবে কি, **হ্যাঁ কিংবা না।** সদর্থক উত্তর পেলে অ্যালায়েন্স আন্তর্জাতিকের শাখায় মিলে যেতে প্রস্তুত বলে জানায়। জবাবে তা পায় ১৮৬৯ সালের ৯ মার্চ তারিখের এই সার্কুলার:

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সের কেন্দ্রীয় ব্যুরো সমীপে —
সাধারণ পরিষদ

নিয়মাবলির ১ ধারা অনুসারে একই লক্ষ্য, যথা: **শ্রমিক শ্রেণীর পারস্পরিক আরক্ষা, বিকাশ ও পরিপূর্ণ মুক্তির** প্রয়াসী সমস্ত শ্রমিক সংঘ সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রতি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনী যেহেতু বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় থাকে, তাই বাস্তব আন্দোলনের প্রতিফলনস্বরূপ তাদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য।

কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত কর্মের মিল, বিভিন্ন জাতীয় শাখার মুদ্রণ মুখপত্র হেতু সহজসাধ্য ধ্যান-ধারণা বিনিময় এবং সাধারণ কংগ্রেসে সরাসরি আলোচনায় ক্রমশ একটা সাধারণ তাত্ত্বিক কর্মসূচিতে উপনীত হওয়া উচিত।

তাই **অ্যালায়েন্সের কর্মসূচির সমালোচনী বিচারের কাজ** সাধারণ পরিষদের এক্তিয়ারে পড়ে না। এ কর্মসূচি প্রলেতারীয় আন্দোলনের মোটামুটি অভিব্যক্তি, নাকি নয়, তা দেখা আমাদের কাজ নয়। আমাদের শুধু এইটে জানা জরুরি, আমাদের **সমিতির সাধারণ প্রবণতা,** অর্থাৎ **শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ মুক্তির** বিরোধী কোনোকিছু তাতে আছে কি না। আপনাদের কর্মসূচিতে একটা বাক্য আছে যা এই দাবির সঙ্গে মেলে না। ২ নং ধারায় বলা হয়েছে:

'তা' (অ্যালায়েন্স) 'সর্বাগ্রে **শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার জন্য** চেষ্টিত।'

আক্ষরিক অর্থে ধরলে, **শ্রেণীগুলির সমতা** দাঁড়ায় **পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্যে,** যা প্রচার ক'রে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীরা জ্বালিয়ে মারছে। **শ্রেণীগুলির সমতা** একটা বাজে কথা, তা বাস্তবায়িত হবার নয়, ও জিনিসটা **নয়,** বরং উল্টে, **শ্রেণীর বিলোপ,** এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের সত্যকার রহস্য, যা **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির** মহান লক্ষ্য।

তবে **শ্রেণীগুলির সমতা** কথাটিকে যদি তার বিষয়ানুষঙ্গে দেখি, তাহলে সেটা নিতান্ত লেখনীস্খলন বলেই মনে হয়। যে বাক্য এত বিপজ্জনক ভুল বোঝাবুঝির উপলক্ষ হতে পারে, সেটা আপনাদের কর্মসূচি থেকে ছেঁটে ফেলতে আপনারা যে গররাজী হবেন না তাতে সাধারণ পরিষদের সন্দেহ নেই। যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সমিতির সাধারণ প্রবণতার বিরোধী হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেগুলি ব্যতিরেকে নিজেদের তাত্ত্বিক কর্মসূচি অবাধে নিরূপণের অধিকার আমাদের সমিতি তার নীতি অনুসারে সমস্ত শাখাকেই দেয়।

সুতরাং, অ্যালায়েন্সের শাখাকে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখায় **পরিণত করায়** কোনো বাধা নেই।

যদি **অ্যালায়েন্সকে ভেঙে দেওয়া ও তার শাখাগুলির আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির কথা** ধরা হয়, তাহলে আমাদের অনুবিধান অনুযায়ী **নতুন শাখার অধিষ্ঠান ও সদস্যসংখ্যা পরিষদকে জানানো** আবশ্যক।

১৮৬৯ সালের ৯ মার্চে
সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

অ্যালায়েন্স এই শর্ত মেনে নেওয়ায় বাকুনিন কর্মসূচিতে স্বাক্ষরদাতা কিছু লোক দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ পরিষদ তাকে আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করে এই কথা ভেবে যে জেনেভার রোমক ফেডারেল কমিটি তাকে স্বীকার করবে, কিন্তু বিপরীত পক্ষে শেষোক্তরা সর্বদাই তার সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখতে চায় নি। বাসেল কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব — এই আশু লক্ষ্য অ্যালায়েন্স সিদ্ধ করে। যে অসাধু উপায় তার ভক্তেরা অনুসরণ করে, এই ঘটনা ছাড়া আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে যা কখনো অনুসৃত হয় নি, তাসত্ত্বেও কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের অধিষ্ঠান জেনেভায় স্থানান্তরিত করবে এবং অবিলম্বে উত্তরাধিকার প্রথা দূর করার সাঁ সিমোঁ-মার্কা ছাইভস্মকে সরকারীভাবে অনুমোদন জানাবে — এ ব্যবস্থাটাকে বাকুনিন পেশ করেছিলেন সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক যাত্রাবিন্দু হিসাবে — বাকুনিন ঠকে যান তাঁর এই ভরসায়। শুধু সাধারণ পরিষদ নয়, আন্তর্জাতিকের যেসমস্ত শাখা এই সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীর কর্মসূচি বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্র পরিপূর্ণ বর্জনের নীতি গ্রহণে অস্বীকৃত হয়, তাদের বিরুদ্ধেও অ্যালায়েন্সের প্রকাশ্য ও অবিরাম যুদ্ধের সংকেত হয়ে দাঁড়ায় এটা।

বাসেল কংগ্রেসের আগেই, নেচায়েভ যখন জেনেভায় আসেন, বাকুনিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষার্থীদের মধ্যে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। নানাবিধ 'বিপ্লবী কমিটির' নামের আড়ালে নিজের আসল সত্তা গোপন রেখে তিনি যতরকম প্রতারণা আর কালিঅস্ত্রো কালের কুহেলী মারফৎ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হন। এ সমিতির প্রচারের প্রধান পদ্ধতি ছিল ওপরে রুশ ভাষায় 'গুপ্ত বিপ্লবী কমিটি' ছাপ দেওয়া হলুদ খামে জেনেভা থেকে চিঠি পাঠিয়ে একেবারেই নিরপরাধ লোকেদের রুশ পুলিশের সন্দেহভাজন করে তুলত। নেচায়েভ মামলার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে **আন্তর্জাতিকের** নামকে জঘন্য অপব্যবহারের সাক্ষ্য আছে।*

এই সময় অ্যালায়েন্স সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে শুরু করে প্রকাশ্য বিতর্ক, প্রথমে লোকল থেকে প্রকাশিত *Progrès* (১১২) এবং পরে জেনেভা

---

* শীঘ্রই নেচায়েভ মামলা (১১১) থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশিত হবে। পাঠকেরা তা থেকে বিদ্ঘুটে, এবং সেইসঙ্গে জঘন্য সব নিয়মাদির নমুনা পাবেন, বাকুনিনের বন্ধুরা যার দায়িত্ব চাপিয়েছেন **আন্তর্জাতিকের** ঘাড়ে।

থেকে, রোমক ফেডারেশনের সরকারী মুখপত্র *Égalité* (১১৩) পত্রিকায়, যাতে বাকুনিনের পেছু পেছু ঢুকে পড়েছিল অ্যালায়েন্সের কিছু সদস্য। সাধারণ পরিষদ বাকুনিনের ব্যক্তিগত মুখপত্র *Progrès*-এর আক্রমণকে উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু *Égalité*-এর আক্রমণ রোমক ফেডারেল কমিটির সম্মতি বিনা সম্ভব নয় ধরে নিয়ে তা তুচ্ছ করা সাধারণ পরিষদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৭০ সালের ১ জানুয়ারির সার্কুলারে* বলা হয়:

'১৮৬৯ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে *Égalité* পত্রিকায় আমরা পড়েছি:

'কোনো সন্দেহ নেই যে সাধারণ পরিষদ অতি জরুরী ব্যাপারগুলিকে তুচ্ছ করছে। অনুবিধানের প্রথম ধারায় উল্লিখিত দায়িত্বগুলি আমরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: সাধারণ পরিষদ কংগ্রেসের নির্দেশ ইত্যাদি পালন করতে বাধ্য। সাধারণ পরিষদকে আমরা এমন প্রশ্ন যথেষ্ট করতে পারি যার উত্তরগুলি রীতিমতো বিস্তৃত একটা দলিল হয়ে উঠবে। এটা আমরা পরে করব... আপাতত, ইত্যাদি।'

নিয়মাবলি অথবা অনুবিধানে এমন ধারার কথা সাধারণ পরিষদ জানে না যাতে *Égalité*-এর সঙ্গে পত্র বিনিময় করতে বা বিতর্কে নামতে কিংবা পত্রিকার 'প্রশ্নের উত্তর' দিতে সে বাধ্য হয়। সাধারণ পরিষদের কাছে রোমক সুইস শাখার প্রতিনিধি হল কেবল জেনেভায় অবস্থিত ফেডারেল কমিটি। রোমক ফেডারেল কমিটি যদি একমাত্র বৈধ পথে, অর্থাৎ নিজ সেক্রেটারি মারফৎ আমাদের কাছে চাহিদা বা অভিযোগ জানায়, তাহলে সাধারণ পরিষদ সর্বদাই তার জবাব দিতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু *Égalité* ও *Progrès*-এর সম্পাদকদের নিকট নিজের কাজ ছেড়ে দেবার কোনো অধিকার রোমক ফেডারেল কমিটির নেই, তার যেটা কাজ, সেটা এই পত্রিকাদ্বয় জবরদখল করবে, তা হতে দিতে সে পারে না। মোটের ওপর বললে, সাংগঠনিক প্রশ্নে জাতীয় ও স্থানীয় কমিটিগুলির সঙ্গে সাধারণ পরিষদের পত্রালাপ প্রকাশে অনিবার্যই সমিতির সাধারণ স্বার্থেরই প্রভূত ক্ষতি হবে। আসলে, আন্তর্জাতিকের অন্য পত্রিকাগুলি যদি *Progrès* ও *Égalité*-কে

---

* ক. মার্কস, 'রোমক সুইস ফেডারেল পরিষদ সমীপে — সাধারণ পরিষদ' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অনুকরণ করতে থাকে, তাহলে সাধারণ পরিষদ এই বিকল্পের সম্মুখীন হবে: হয় চুপ করে থেকে সমিতির চোখে নিজেকে হেয় করা, নয় প্রকাশ্যে জবাব দিয়ে নিজের দায়িত্ব খেলাপ করা। *Progrès*-এর সঙ্গে একত্রে *Égalité* প্যারিসের *Travail* (১১৪) পত্রিকাকে সাধারণ পরিষদের ওপর নিজের পক্ষ থেকেও আক্রমণ চালাবার প্রস্তাব দেয়। এটা সমাজকল্যাণ লীগ (১১৫) নয় কেন? ইতিমধ্যে এই সার্কুলারের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই রোমক ফেডারেল কমিটি *Égalité*-এর সম্পাদকমণ্ডলী থেকে অ্যালায়েন্সের পক্ষপাতীদের দূর করেছে।

১৮৬৮ সালের ২২ ডিসেম্বর এবং ১৮৬৯ সালের ৯ মার্চ তারিখের সার্কুলারের মতো ১৮৭০ সালের ১ জানুয়ারির সার্কুলারকেও অনুমোদন করে আন্তর্জাতিকের সমস্ত শাখা।

বলাই বাহুল্য, অ্যালায়েন্স যেসব শর্ত গ্রহণ করেছিল তার একটাও পালিত হয় নি। তার ভুয়া শাখাগুলি সাধারণ পরিষদের কাছে গোপনই রয়ে গেছে। নিজের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে বাকুনিন ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন স্পেন ও ইতালির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গ্রুপ এবং নেপল্‌সের শাখাকে যা তাঁর প্রভাবে আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে গেছে। অন্যান্য ইতালীয় শহরে তিনি ছোটো ছোটো গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন যা গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের নিয়ে নয়, উকিল, সাংবাদিক এবং যতরকমের বুর্জোয়া মতবাগীশদের নিয়ে। বার্সেলোনায় তাঁর প্রভাব সমর্থন করে তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব। ফ্রান্সের দক্ষিণে কয়েকটি শহরে অ্যালায়েন্স স্বাতন্ত্র্যবাদী শাখা গড়ার চেষ্টা করে লিয়োঁর আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ-র পরিচালনায়। এঁদের সম্পর্কে আরও কথা বলা যাবে পরে। সংক্ষেপে বললে, আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে আরেকটা আন্তর্জাতিক সমিতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

নির্ধারক আঘাত — রোমক সুইস শাখার নেতৃত্ব দখলের প্রয়াস — অ্যালায়েন্স হানবে বলে স্থির করে শো-দে-ফোন-এর কংগ্রেসে, যার উদ্বোধন হয় ১৮৭০ সালের ৪ এপ্রিল।

সংগ্রাম শুরু হয় অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে অংশ নেবার অধিকার নিয়ে প্রশ্নে, এ অধিকারে আপত্তি করে জেনেভা ফেডারেশন এবং শো-দে-ফোন শাখার প্রতিনিধিরা।

নিজেদের হিসাব অনুসারেই অ্যালায়েন্সের পক্ষপাতীরা যদিও ছিল ফেডারেশনের সভ্যসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র, তাহলেও বাসেল কলকৌশলের পুনরাবৃত্তি করে তারা এক কি দুই ভোটের একটা অলীক সংখ্যাধিক্যের ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের নিজেদের মুখপত্রের (১৮৭০ সালের ৭ মে তারিখের *Solidarité* (১১৬) দ্রষ্টব্য) কথায় এই সংখ্যাধিক্যে ছিল কেবল **পনেরোটি** শাখার প্রতিনিধিত্ব যেখানে এক জেনেভাতেই শাখার সংখ্যা তিরিশ! ভোটাভুটির ফলে রোমক কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং তারা পৃথকভাবে অধিবেশন চালাতে থাকে। অ্যালায়েন্স অনুগামীরা নিজেদেরকে গোটা ফেডারেশনের বৈধ প্রতিনিধি বলে গণ্য করে রোমক ফেডারেল কমিটির অধিষ্ঠান স্থানান্তরিত করে শো-দে-ফোন-এ এবং নেওশাতেলে নাগরিক গিলোমের সম্পাদনায় স্থাপন করে তাদের সরকারী মুখপত্র *Solidarité* । এই নবীন সাহিত্যিকটির বিশেষ কাজ হয়েছিল জেনেভার 'ফাব্রিক'-এর শ্রমিক (১১৭), এইসব জঘন্য 'বুর্জোয়াদের' নিন্দা রটনা, রোমক ফেডারেশনের মুখপত্র *Egalité* -র সঙ্গে লড়াই চালানো এবং রাজনীতি থেকে একেবারে বিরত থাকার প্রচার। এই বিষয়ে যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলির লেখক ছিলেন মার্সেইয়ে বাস্তেলিকা এবং লিয়োঁতে অ্যালায়েন্সের দুই মহাস্তম্ভ — আলবের রিশার এবং গাস্পার ব্লাঁ।

ফিরে এসে জেনেভার প্রতিনিধিরা তাঁদের শাখার সাধারণ সভা ডাকেন। বাকুনিন এবং তাঁর বন্ধুদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সভা শো-দে-ফোন কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের কার্যাবলি অনুমোদন করে। এর কিছু কাল পরে বাকুনিন এবং তাঁর সর্বাধিক সক্রিয় চেলারা রোমক ফেডারেশনের পঙক্তি থেকে বহিষ্কৃত হন।

রোমক কংগ্রেস সমাপ্ত হতে না হতে শো-দে-ফোনের নতুন কমিটি সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি পাঠায় সেক্রেটারি হিসাবে ফ. রবের এবং সভাপতি হিসাবে আঁরি শেভালে-র স্বাক্ষরে, দু'মাস পরে যাঁর বিরুদ্ধে কমিটির মুখপত্র ৯ জুলাইয়ের *Solidarité* **চৌর্যের** অভিযোগ আনে। উভয় পক্ষ থেকে দাখিল করা দলিলাদি পর্যালোচনা করে সাধারণ পরিষদ ১৮৭০ সালের ২৮ জুন জেনেভাস্থ ফেডারেল কমিটির পূর্বতন কর্মাধিকার বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং শো-দে-ফোন স্থিত

নতুন ফেডারেল কমিটিকে অন্য কোনো একটা স্থানীয় নাম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। শো-দে-ফোনের কমিটি যা আশা করেছিল এই সিদ্ধান্তে তা ব্যর্থ হওয়ায় কমিটি সাধারণ পরিষদের **কর্তৃত্বপরায়ণতা** নিয়ে সোরগোল তোলে এবং এই কথা ভুলে যায় যে হস্তক্ষেপ দাবি করেছিল তারাই প্রথম। জোর করে রোমক ফেডারেল কমিটি আখ্যা ধারণের জন্য তাদের একরোখা প্রয়াসে কমিটি সুইস ফেডারেশনকে যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে টেনে আনে তাতে সাধারণ পরিষদ ঐ কমিটির সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়।

এর কিছু আগে লুই বোনাপার্ট সেদানের নিকট সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেন। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার বিরুদ্ধে সব দিক থেকে ধ্বনিত হয় আন্তর্জাতিকের সদস্যদের প্রতিবাদ। ৯ সেপ্টেম্বরের অভিভাষণে* সাধারণ পরিষদ প্রাশিয়ার দিগ্বিজয়ী পরিকল্পনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে জানায় প্রাশিয়ার বিজয় প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক এবং জার্মান শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে দেয় যে বিজয়ের প্রথম বলি হবে তারাই। ইংলণ্ডে **জনসভা** ডাকে সাধারণ পরিষদ, তাতে প্রত্যাঘাত হানা হয় ব্রিটিশ রাজদরবারের প্রাশিয়া-অনুরাগী প্রবণতার বিরুদ্ধে। জার্মানিতে শ্রমিকরা — আন্তর্জাতিকের সদস্যরা প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দান ও 'ফ্রান্সের জন্য সম্মানীয় শান্তির' দাবিতে শোভাযাত্রা করে...

ওদিকে, উত্তেজনাপ্রবণ গিলোমের (নেওশাতেল-এর) জঙ্গী স্বভাব তাঁকে একটা **বেনামা** ইশতাহার রচনার চিত্তচমৎকারী ভাবনায় প্রণোদিত করে, এটি তিনি সরকারী মুখপত্র *Solidarité*-তে প্রকাশ করেন ক্রোড়পত্র হিসাবে এবং তারই দেওয়া শিরনামে (১১৮); ইশতাহারে প্রুশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সুইস স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের দাবি করা হয়; আর স্বয়ং গিলোমকে নিঃসন্দেহেই যুদ্ধ করতে বাধা দেয় তাঁর পরিহারপন্থী প্রত্যয়।

লিয়োঁতে অভ্যুত্থান দেখা দিল (১১৯)। বাকুনিন ছুটে গেলেন সেখানে, আলবের রিশার, গাস্পার ব্লাঁ ও বাস্তেলিকার সমর্থনে ২৮ সেপ্টেম্বর টাউন হলে প্রবেশ করলেন, কিন্তু চারিপাশে আরক্ষার ব্যবস্থা থেকে **বিরত রইলেন**

---

* এই খণ্ডের ২৯-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এই গণ্য করে যে ওটা হবে একটা রাজনৈতিক ক্রিয়া। জনকয়েক জাতীয় রক্ষী দ্বারা তিনি সেখান থেকে লজ্জাকররূপে বিতাড়িত হন ঠিক সেই মুহূর্তে যখন বিষম প্রসবযন্ত্রণার পর অবশেষে প্রকাশিত হয় তাঁর **রাষ্ট্র বিলোপের** ডিক্রি।

ফরাসি সদস্যরা অনুপস্থিত থাকায় সাধারণ পরিষদ ১৮৭০ সালের অক্টোবরে নাগরিক পল রবিনকে অধিগ্রহণ করে। ইনি ব্রেস্ত থেকে দেশান্তরী, অ্যালায়েন্সের সুবিদিত পক্ষপাতীদের একজন, তদুপরি *Égalité* পত্রিকায় সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে আক্রমণের লেখক। এই সময় থেকে রবিন পরিষদে অবিরাম শো-দে-ফোনের কমিটির আধাসরকারী মুখপাত্রের কাজ করে এসেছেন। ১৮৭১ সালের ১৪ মার্চ তিনি সুইস সংঘর্ষ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিকের রুদ্ধদ্বার সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব দেন। প্যারিসে বৃহৎ ঘটনাবলি পরিপক্ক হয়ে উঠছে এটা পূর্বানুমান করে সাধারণ পরিষদ তা সরাসরি অগ্রাহ্য করে। কয়েক বারই রবিন এই প্রশ্ন তুলেছেন, এমন কি সংঘর্ষ নিয়ে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন পরিষদকে। ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে আহূত সম্মেলনে যেসব প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার কথা, তার মধ্যে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদ নেয় ২৫ জুলাই।

অ্যালায়েন্সের কার্যকলাপ সম্মেলনে আলোচিত হোক, মোটেই এমন বাসনা না থাকায় ১০ আগস্ট অ্যালায়েন্স ঘোষণা করে যে ওই ৬ তারিখ থেকে তা নিজেকে ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু ১৫ সেপ্টেম্বর ফের তা পুনরাবির্ভূত হয়ে পরিষদের কাছে আবেদন করে যে **নিরীশ্বরবাদী-সমাজতন্ত্রীদের শাখা** নামে তাকে গ্রহণ করা হোক। সাংগঠনিক প্রশ্নে বাসেল কংগ্রেসের ৫ম সিদ্ধান্ত অনুসারে জেনেভার যে ফেডারেল কমিটি দুই বছর যাবৎ সংকীর্ণতাবাদী শাখাগুলির সঙ্গে সংগ্রামের বোঝা বইছে, তাদের মতামত না নিয়ে এ শাখা অধিভুক্তির কোনো অধিকার নেই পরিষদের। তদুপরি ব্রিটিশ খ্রীষ্টীয় শ্রমিক সমিতির (Young men's Christian Association*) নিকট পরিষদ আগেই ঘোষণা করেছে যে আন্তর্জাতিক ধর্মতাত্ত্বিক শাখা স্বীকার করে না।

* খ্রীষ্টীয় যুব সমিতি। — সম্পাঃ

৬ আগস্ট, অ্যালায়েন্স ভেঙে দেবার দিন শো-দে-ফোন স্থিত ফেডারেল কমিটি পরিষদের সঙ্গে সরকারী সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ জানায় নতুন করে এবং ঘোষণা করে যে ২৮ জুনের সিদ্ধান্ত তারা আগের মতোই উপেক্ষা করে যাবে এবং জেনেভার সঙ্গে সম্পর্কে নিজেদের তারা রোমক ফেডারেল কমিটি বলেই গণ্য করবে আর 'এ প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে সাধারণ কংগ্রেসে'। ৪ সেপ্টেম্বর ওই একই কমিটি সম্মেলনের ক্ষমতাধিকারে আপত্তি জানিয়ে প্রতিবাদ পাঠায় যদিও এ সম্মেলন ডাকার প্রশ্ন তারাই তুলেছিল প্রথম। সম্মেলন তার দিক থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারত, প্যারিস অবরোধ শুরু হবার আগে সুইস প্রশ্নের (১২০) মীমাংসার জন্য শো-দে-ফোন স্থিত কমিটি যার কাছে আবেদন জানিয়েছিল, কী ক্ষমতাধিকার আছে সেই প্যারিস ফেডারেল পরিষদের? কিন্তু সাধারণ পরিষদের ১৮৭০ সালের ২৮ জুন তারিখের সিদ্ধান্ত অনুমোদনেই সম্মেলন সীমাবদ্ধ থাকে (হেতু প্রদর্শনের জন্য জেনেভার ১৮৭১ সালের ২১ অক্টোবর তারিখের *Égalité* দ্রষ্টব্য)।

৩

সুইজারল্যান্ডে আশ্রয়প্রাপ্ত কিছু ফরাসি দেশান্তরীর উপস্থিতিতে অ্যালায়েন্স চাঙ্গা হয়ে ওঠে কিছুটা।

আন্তর্জাতিকের জেনেভাস্থ সভ্যরা দেশান্তরীদের জন্য তাদের যথাসাধ্য করেছে। প্রথম দিন থেকেই তারা তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে এবং ভার্সাই সরকার যা দাবি করছিল সেভাবে দেশান্তরীদের সমর্পণে সুইস রাজক্ষমতার সম্মতিতে বাধা দেয় ব্যাপক আন্দোলন চালিয়ে। আর পলাতকদের সীমান্ত অতিক্রমে সাহায্য করার জন্য যারা ফ্রান্সে যাত্রা করেছিল, তাদের প্রচণ্ড বিপদ মাথায় করতে হয়। জেনেভার শ্রমিকেরা কী অবাকই না হয় যখন তারা জানে যে ব. মালোঁর* মতো কিছু কিছু পাণ্ডা তৎক্ষণাৎ

* ব. মালোঁর যে বন্ধুরা আজ তিন মাস যাবৎ তাঁকে আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর বইটিকে (১২১) **কমিউন সম্পর্কে একমাত্র অবজেকটিভ রচনা** বলে ছক বাঁধা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছেন, তাঁরা জানেন কি ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের প্রাক্কালে বাতিনোল মেয়রের এই সাহায্যকারীটি কী অবস্থান নিয়েছিলেন? কমিউন হতে পারে এমন সম্ভাবনা

অ্যালায়েন্সের মহাশয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তার ভূতপূর্ব সেক্রেটারি ন. জুকোভস্কির সাহায্যে রোমক ফেডারেশনের বাইরে জেনেভায় নতুন একটি 'প্রচার ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক কর্মের শাখা' স্থাপনের চেষ্টা চালায় (১২২)। তাদের নিয়মাবলির প্রথম ধারায় শাখা ঘোষণা করে যে তা

'সমিতির নিয়মাবলি ও কংগ্রেসগুলিতে যা স্বীকৃত, স্বায়ত্তাধিকার ও ফেডারেশন নীতির যুক্তিযুক্ত পরিণামস্বরূপ উদ্যোগ ও **ক্রিয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিজেদের হাতে রেখে** শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলি গ্রহণ করছে।'

অন্য কথায়, অ্যালায়েন্সের কাজ চালিয়ে যাবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তা হাতে রাখছে।

১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর মালোঁ সাধারণ পরিষদে যে চিঠি পাঠান তাতে নতুন শাখাটিকে আন্তর্জাতিকে গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয় তৃতীয় বার। বাসেল কংগ্রেসের ৫ম সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিষদ জেনেভাস্থ ফেডারেল কমিটির মতামত জানতে চায়। 'চক্রান্ত ও অনৈক্যের' এই নতুন 'উৎসভূমিকে' পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতিদানের তীব্র প্রতিবাদ করে কমিটি। ব. মালোঁ এবং অ্যালায়েন্সের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি ন. জুকোভস্কির অভিপ্রায়কে গোটা ফেডারেশনের ওপর চাপিয়ে দিতে অনিচ্ছুক হয়ে পরিষদ সত্যই যথেষ্ট পরিমাণে 'কর্তৃত্বপরায়ণ' হয়ে পড়েছিল।

Solidarité পত্রিকা তার অস্তিত্ব বিলোপ করায় অ্যালায়েন্সের নতুন অনুরাগীরা প্রতিষ্ঠা করেন *Révolution Sociale* (১২৩), তার সর্বোচ্চ

তখনো দেখতে না পেয়ে এবং জাতীয় সভায় কী করে নির্বাচিত হওয়া যায় এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে আন্তর্জাতিকের সদস্য হিসাবে তিনি চারটি নির্বাচনী কমিটির তালিকাভুক্ত হবার জন্য ঘোঁট পাকান। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিস ফেডারেল পরিষদের অস্তিত্ব নির্লজ্জভাবে অগ্রাহ্য করেন এবং বাতিনোলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাখার দ্বারা প্রস্তুত তালিকা দেন কমিটিগুলিকে এবং তা গোটা সমিতি থেকে প্রেরিত বলে চালান। পরে, ১৯ মার্চ ইনি সরকারী দলিলে সদ্য অনুষ্ঠিত মহান বিপ্লবের নেতাদের নিন্দা রটান। এখন মজ্জায় মজ্জায় নৈরাজ্যবাদী এই ব্যক্তিটি ছাপাচ্ছেন অথবা ছাপাতে দিচ্ছেন যা এক বছর আগে তিনি বলেছিলেন চার কমিটিকে: 'আন্তর্জাতিক — সে তো আমি!' যুগপৎ ১৪শ লুই আর চকোলেট কারবারী পেরোঁকে প্যারোডি করার কায়দা দেখিয়েছেন। শেষোক্ত জন কি বলেন নি যে **কেবল** তাঁর চকোলেটই... খাদ্য!

পরিচালনায় থাকেন শ্রীমতী অন্দ্রে লেও, যিনি তার কিছু আগে শান্তি লীগের লসেন কংগ্রেসে ঘোষণা করেছিলেন:

'রাউল রিগো আর ফেররে হলেন কমিউনের দুই দুরাত্মা যাঁরা এর আগে' (জামিনদের মৃত্যুদণ্ডের আগে) 'নিরন্তর দাবি করেছেন — অবিশ্যি অসাফল্যের সঙ্গে — রক্তাক্ত ব্যবস্থা।'

প্রথম দিন থেকেই পত্রিকাটি *Figaro, Gaulois, Paris-Journal* (১২৪) ও অন্যান্য নোংরা পত্রের সঙ্গে একই মানে দাঁড়াবার জন্য তাড়াহুড়ো চালায়, সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে তাদের জঘন্য আক্রমণ পুনর্মুদ্রিত করে। খাস আন্তর্জাতিকেই জাতিবিদ্বেষের আগুন জ্বালাবার উপযুক্ত মুহূর্ত বলে তারা এটাকে গণ্য করল। পত্রিকার বক্তব্য অনুসারে সাধারণ পরিষদ হল একটা জার্মান কমিটি, যাকে চালাচ্ছে বিসমার্কী ধাঁচের এক ব্যক্তি।*

সাধারণ পরিষদের কিছু সভ্য নিজেদের **'সর্বাগ্রে গল'** বলে বড়াই করতে পারে না, এই কথাটা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে *Révolution Sociale* ইউরোপীয় পুলিশ কর্তৃক চালু করা দ্বিতীয় ধ্বনিটি লুফে নিয়ে পরিষদের **কর্তৃত্বপরায়ণতা** ঘোষণা করা ছাড়া উত্তম কিছু পায় নি।

এই ছেলেমানুষী ছাইপাঁশ প্রমাণিত করা হচ্ছে কী ধরনের তথ্য দিয়ে? সাধারণ পরিষদ অ্যালায়েন্সকে তার স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে দিয়েছে এবং জেনেভাস্থ ফেডারেল কমিটির সম্মতি নিয়ে তাকে পুনর্জীবিত হতে দেয় নি। তদুপরি তা শো-দে-ফোনের কমিটিকে এমন নাম গ্রহণ করতে বলেছে যাতে রোমক সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিকের অত্যধিকাংশ সদস্যদের সঙ্গে শান্তিতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

এইসব 'কর্তৃত্বপরায়ণ' কাজকর্ম ছাড়াও বাসেল কংগ্রেস সাধারণ পরিষদকে যথেষ্ট ব্যাপক যেসব অধিকার দিয়েছে তা ১৮৬৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭১ সালের অক্টোবর অবধি পরিষদ কিভাবে ব্যবহার করেছে?

---

* এ পরিষদের জাতীয় সংবিন্যাস এই: ২০ জন ইংরেজ, ১৫ জন ফরাসি, ৭ জন জার্মান (তাঁদের ভেতরে ৫ জন আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা), ২ জন সুইস, ২ জন হাঙ্গেরীয়, ১ জন পোলিশ, ১ জন বেলজিয়ান, ১ জন আইরিশ, ১ জন ডাচ এবং ১ জন ইতালিয়ান।

১) ১৮৭০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের 'দৃষ্টবাদী (পজিটিভিস্ট — অনু.) প্রলেতারীয় সমাজ' অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানায় সাধারণ পরিষদের কাছে। পরিষদ জবাব দেয় যে সমাজের বিশেষ নিয়মাবলিতে নিবদ্ধ দৃষ্টবাদী নীতিগুলি, অংশত যা পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কিত, তা সাধারণ নিয়মাবলির মুখবন্ধ অংশের সুস্পষ্ট বিরোধী, সুতরাং এই নীতিগুলি বর্জন করে 'দৃষ্টবাদী' হিসাবে নয়, 'প্রলেতারীয়' হিসাবে আন্তর্জাতিকে যোগ দেওয়া আবশ্যক, সেক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ নীতিগুলির সঙ্গে নিজেদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অবাধে মিলিয়ে নেবার অধিকার তাদের থাকবে। এই সিদ্ধান্তের সঠিকতা মেনে নিয়ে শাখাটি আন্তর্জাতিকে যোগ দেয়।

২) লিয়োঁতে ১৮৬৫ সালের শাখার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে সদ্যগঠিত শাখার যাতে সৎ শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছিলেন অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ। অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য, সুইজারল্যান্ডে গঠন করা একটি সালিশ আদালতের সিদ্ধান্ত মানা হয় না। ১৮৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন শাখাটি সাধারণ পরিষদের কাছে যে বাসেল কংগ্রেসের ৭ম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সংঘর্ষের মীমাংসা দাবি করে শুধু তাই নয়। একটি তৈরি সিদ্ধান্তও পাঠিয়ে দেয় যাতে ১৮৬৫ সালের শাখাটির সভ্যদের ধিক্কার দিয়ে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব থাকে। সাধারণ পরিষদকে এই সিদ্ধান্তে সই দিয়ে **পাল্টা ডাকে** ফেরত পাঠাতে বলা হয়। পরিষদ অশ্রুতপূর্ব নিদর্শনের এই কাজটি নিন্দা করে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পেশ করতে বলে। একই রকম দাবির জবাবে ১৮৬৫ সালের শাখা জানায় যে আলবের রিশারের বিরুদ্ধে অভিযোগের যেসব দলিল সালিশ আদালতে পেশ করা হয়েছিল তা বাকুনিনের দখলে আছে এবং তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করছেন; এই কারণে সাধারণ পরিষদের ইচ্ছা তাঁরা পুরোপুরি মেটাতে পারছেন না। এই প্রশ্নে পরিষদ ৮ মার্চ যে সিদ্ধান্ত নেয় তাতে কোনো পক্ষই কোনোরূপে আপত্তি জানায় নি।

৩) লণ্ডনস্থ ফরাসি শাখা তার পঙক্তিতে যেসব লোকজন নেয় তারা সন্দেহভাজনেরও এক কাঠি বাড়া, ক্রমশ এটি পরিণত হয় একধরনের শেয়ার কোম্পানিতে, যাতে নিরঙ্কুশ কর্তাত্বি করেন শ্রীযুক্ত ফেলিক্স পিয়া। এটিকে তিনি ব্যবহার করেন ল. বোনাপার্ট ইত্যাদিকে হত্যার দাবিতে আমাদের

খেলো করার মতো বিক্ষোভাদি সংগঠিত করা ও আন্তর্জাতিকের নামে ফ্রান্সে নিজের বিদ্ঘুটে ইশতাহার প্রচারের জন্য। শ্রীযুক্ত পিয়া আন্তর্জাতিকের সভ্য নন এবং তাঁর আচরণ ও ধৃষ্টতার জন্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বহন করতে পারে না এই মর্মে সমিতির সংস্থাদির নিকট বিবৃতিতে সাধারণ পরিষদ সীমাবদ্ধ থাকে। তখন ফরাসি শাখা ঘোষণা করে যে তা সাধারণ পরিষদ বা কংগ্রেস, কাউকেও স্বীকার করে না; লন্ডনে দেয়ালে দেয়ালে তারা পোস্টার আঁটে যে তারা ছাড়া গোটা আন্তর্জাতিক বিপ্লববিরোধী। তারা ষড়যন্ত্রে যোগ দিচ্ছে, যে ষড়যন্ত্র আসলে পুলিশের সাজানো, কিন্তু পিয়াপন্থীদের ইশতাহার যাতে একটা সত্যের আভাষ জুগিয়েছিল, এই অজুহাতে গণভোটের (১২৫) প্রাক্কালে আন্তর্জাতিকের ফরাসি সভ্যদের গ্রেপ্তারের ফলে সাধারণ পরিষদ *Marseillaise* ও *Réveil* পত্রিকায় তাদের ১৮৭০ সালের ১০ মে তারিখের সিদ্ধান্ত প্রকাশে বাধ্য হয়, তাতে ঘোষণা করা হয় যে তথাকথিত ফরাসি শাখাটি আজ দু'বছরের বেশি দিন যাবৎ আর আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নয়, আর তার কান্ডগুলি পুলিশের দালালদের কাজ। এই পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হয় ঐ পত্রিকাদুটিতেই প্যারিস ফেডারেল পরিষদের বিবৃতি এবং মামলা চলাকালে আন্তর্জাতিকের প্যারিস সভ্যদের বিবৃতিতে; দুটি বিবৃতিতেই উল্লেখ করা হয়েছে পরিষদের সিদ্ধান্তের। যুদ্ধের শুরুতে ফরাসি শাখাটি ভেঙে যায়, কিন্তু সুইজারল্যান্ডে অ্যালায়েন্সের মতোই তা নতুন সহযোগী ও নতুন নাম নিয়ে ফের উদিত হয় লন্ডনে।

সম্মেলনের শেষ দিনগুলোয় লন্ডনে কমিউনের দেশান্তরীদের নিয়ে গঠিত হয় কোন এক ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা, তাতে সভ্য ছিল প্রায় ৩৫ জন। সাধারণ পরিষদের প্রথম 'কর্তৃত্বপরায়ণ' কাজ হয়েছিল ফরাসি পুলিশের চর বলে প্রকাশ্যে এ শাখার সেক্রেটারি গুস্তাভ দ্যুরাঁর স্বরূপ মোচন। আমাদের হাতে যেসব দলিল আছে তা থেকে দেখা যাবে যে পুলিশের অভিসন্ধি ছিল প্রথমে সম্মেলনে দ্যুরাঁর উপস্থিতি হাসিল করা, পরে তাঁকে সাধারণ পরিষদে পাঠানো। 'নিজেদের শাখার পক্ষ থেকে ছাড়া সাধারণ পরিষদে কোনো পদ গ্রহণ না করার' জন্য নতুন শাখার নিয়মাবলিতে

সভ্যদের প্রতি নির্দেশ থাকায় নাগরিক তেইস ও বাস্তেলিকা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যান।

১৭ অক্টোবর শাখাটি বাধ্যতামূলক ম্যান্ডেট দিয়ে তার দুই সভ্যকে পরিষদের নিকট পাঠায়; তাঁদের একজন আর কেউ নন, গোলন্দাজ কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীযুক্ত শোতার। ১৮৭১ সালের শাখার নিয়মাবলি বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদ তাঁদের নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।* এই নিয়মাবলি থেকে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় তার কয়েকটি পয়েন্ট স্মরণ করিয়ে দিলেই হবে।

২ ধারায় বলা হয়েছে:

'শাখার সদস্য হিসাবে গৃহীত হতে হলে নিজের জীবনধারণের উপায়াদির প্রমাণ, নৈতিকতার গ্যারাণ্টি ইত্যাদি দাখিল করতে হবে।'

১৮৭১ সালের ১৭ অক্টোবরের সিদ্ধান্তে পরিষদ **'নিজের জীবনধারণের উপায়াদির প্রমাণ দাখিলের'** কথাটা বাদ দেবার প্রস্তাব করে।

পরিষদ ঘোষণা করে, 'সন্দেহজনক ক্ষেত্রে 'নৈতিকতার গ্যারাণ্টির' মতো বিষয়ে শাখা জীবনধারণের উপায় নিয়ে প্রত্যয়পত্রের ব্যবস্থা করতে পারে, যদিও অন্য একসারি ক্ষেত্রে, যেমন কথাটা যখন হয় দেশান্তরী, ধর্মঘটী শ্রমিক ইত্যাদিকে নিয়ে,— তখন জীবনধারণের উপায়ের অভাব পুরোপুরি নৈতিকতার গ্যারাণ্টি হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শর্ত হিসাবে প্রার্থীদের কাছে জীবনধারণের উপায়ের প্রমাণ দাবি করা হবে সাধারণ নিয়মাবলির বাক্য ও মর্মের বিরোধী এক বুর্জোয়া অভিনবত্ব।' শাখা জবাব দেয়:

'সাধারণ নিয়মাবলি শাখার সভ্যদের নৈতিকতার জন্য দায়িত্ব চাপিয়েছে শাখার ওপর, সুতরাং **যা তা প্রয়োজনীয় বলে মনে করে** তেমন গ্যারাণ্টি দাবি করার অধিকারও মেনে নিচ্ছে।'

---

* কিছু কাল পরে এই শোতার যাঁকে সাধারণ পরিষদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছিল তিনি তিয়েরের পুলিশী গুপ্তচর বলে নিজ শাখা থেকে বিতাড়িত হন। যেসব লোক তাঁকে সাধারণ পরিষদে তাঁদের যোগ্যতম প্রতিনিধি বলে গণ্য করেছিলেন তাঁরাই তাঁর মুখোশ খুলে ফেলেন।

এতে সাধারণ পরিষদ আপত্তি জানায় ৭ নভেম্বর:

'এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে teetotalers (মাদক বর্জন সমিতির সভ্যরা) প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের শাখা তাদের স্থানীয় নিয়মাবলিতে এই ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে: 'শাখার সদস্য হিসাবে গৃহীত হতে হলে সর্বপ্রকার মদিরাজাতীয় পানীয়ে বিরত থাকার শপথ নিতে হবে।' এককথায়, শাখাগুলি তাদের স্থানীয় নিয়মাবলিতে অতি বিদ্ঘুটে ও অতি রকমারি শর্ত দিয়ে আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তি সংকুচিত করবে এই অজুহাতে যে এই উপায়েই তারা নিজেদের সভ্যদের নৈতিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে... ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা যোগ করেছে: 'ধর্মঘটীদের জীবনধারণের উপায়াদির উৎস হল ধর্মঘট তহবিল।' এতে সর্বাগ্রে এই আপত্তি করা যায় যে ধর্মঘট তহবিল প্রায়ই হয়ে থাকে অলীক... তদুপরি সরকারী ব্রিটিশ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ ব্রিটিশ শ্রমিক... হয় ধর্মঘট ও বেকারির দরুন, নয় অপ্রতুল বেতন ও পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং আরও অন্য বহু কারণে বাধ্য হয় ক্রমাগত বন্ধকী দোকান ও **দেনার** আশ্রয় নিতে। এটা জীবনধারণের এমন একটা উপায়, নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনে অনুমোদনীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া যার প্রমাণ দাবি করা চলে না। তাই দু'য়ের একটা: হয় জীবনধারণের উপায়ের প্রমাণ পেতে গিয়ে শাখা কেবল নৈতিকতার গ্যারাণ্টি চাইছে, কিন্তু সে লক্ষ্য তো সাধিত হচ্ছে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবেই... নয় শাখা তার নিয়মাবলির ২ ধারায় নৈতিকতার গ্যারাণ্টি **ছাড়াও** অন্তর্ভুক্তির শর্ত হিসাবে জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে প্রমাণ দাখিলের কথা বলেছে ইচ্ছাপূর্বক... সেক্ষেত্রে পরিষদ জোর দিয়ে বলছে যে এটা সাধারণ নিয়মাবলির বিরোধী একটা বুর্জোয়া অভিনবত্ব।'*

তাদের নিয়মাবলির ১১ ধারায় বলা হয়েছে:

'এক বা কতিপয় প্রতিনিধি পাঠানো হবে সাধারণ পরিষদে।'

পরিষদ এই ধারাটিকে নাকচ করার দাবি করে, 'কেননা শাখার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার আন্তর্জাতিকের সাধারণ

---

* ক. মার্কস। '১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের খসড়া সিদ্ধান্ত।' — সম্পাঃ

নিয়মাবলি স্বীকার করে না।’ তা আরও যোগ করে: ‘সাধারণ পরিষদে সদস্য নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি সাধারণ নিয়মাবলি স্বীকার করে: হয় তাদের নির্বাচন করে কংগ্রেস, নয় সাধারণ পরিষদ তাদের অধিগ্রহণ করে...’

অবশ্য লণ্ডনে বিদ্যমান বিভিন্ন শাখাকে একসময় সাধারণ পরিষদে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সাধারণ নিয়মাবলি যাতে লঙ্ঘিত না হয়, তার জন্য পরিষদ সর্বদা নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করেছে: প্রতিটি শাখা থেকে প্রতিনিধিদের প্রাথমিক সংখ্যা ধার্য করে, তাদের ওপর ন্যস্ত সাধারণ পরিচালনার ভার তারা পূরণ করতে সক্ষম কিনা, তার ওপর নির্ভর করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা বা না করার অধিকার পরিষদ নিজের হাতে রাখে। এই প্রতিনিধিরা সাধারণ পরিষদের সদস্য হত নিজ নিজ শাখা তাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে ব'লে নয়, সাধারণ নিয়মাবলি নতুন সভ্য অধিগ্রহণের যে অধিকার দিয়েছে সাধারণ পরিষদকে তারই বলে। শেষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত লণ্ডন পরিষদ আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদ এবং ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় পরিষদ, উভয়ভাবেই কাজ করত, কেননা নিজে যে সভ্যদের তা সরাসরি অধিগ্রহণ করেছে তাদের ছাড়াও প্রথমে সংশ্লিষ্ট শাখা যে সদস্যের প্রার্থিত্ব পেশ করেছে তাদেরও গ্রহণ করা সমুচিত হবে বলে গণ্য করেছিল। সাধারণ পরিষদের নির্বাচনের বিধিকে প্যারিস ফেডারেল পরিষদের নির্বাচনের সঙ্গে এক করে দেখলে বিষম ভুল হবে, এটি এমন কি জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় পরিষদও নয়, যেমন ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাসেল্স্ বা মাদ্রিদ ফেডারেল পরিষদ। প্যারিস ফেডারেল পরিষদ গঠিত হয় স্রেফ প্যারিস শাখার প্রতিনিধিদের নিয়ে... সাধারণ পরিষদের নির্বাচন বিধি সাধারণ নিয়মাবলি দ্বারা নির্ধারিত, তার সদস্যদের জন্য সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধান ছাড়া অন্য কোনো বাধ্যতামূলক ম্যাণ্ডেট নেই... যদি পূর্বোক্ত ধারাটিতে মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহলে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে ১১ ধারাটির অর্থ হচ্ছে সাধারণ পরিষদের সংবিন্যাস পুরোপুরি বদলানো এবং সাধারণ নিয়মাবলির ৩ ধারা অগ্রাহ্য করে তাকে লণ্ডন শাখাগুলির প্রতিনিধিদের সমাবেশে পরিণত করা, যেখানে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রভাবের জায়গায় আসবে স্থানীয় গ্রুপগুলির প্রভাব। শেষত, সাধারণ পরিষদ, যার প্রথম কর্তব্য হল

কংগ্রেসগুলির নির্দেশ পালন করা (জেনেভা কংগ্রেসে গৃহীত সাংগঠনিক অনুবিধানের ১ ধারা দ্রষ্টব্য), তা ঘোষণা করে যে 'সাধারণ পরিষদের সংবিন্যাস সম্পর্কিত সাধারণ নিয়মাবলির ধারাগুলির আমূল পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা যে মত প্রকাশ করেছে তার সঙ্গে পরিষদে আলোচ্য প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই।'

তবে পরিষদ ঘোষণা করে যে লণ্ডনস্থ অন্যান্য শাখার প্রতিনিধিদের বেলায় যা সেই শর্তে পরিষদ দুজন প্রতিনিধি পরিষদে গ্রহণ করবে।

এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৮৭১ সালের শাখা ১৪ ডিসেম্বর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, তাতে শাখার সমস্ত সদস্য সই দেয়, নতুন সেক্রেটারিও, যিনি অচিরেই দেশান্তরীদের মধ্য থেকে বিতাড়িত হন নচ্ছার প্রতিপন্ন হয়ে। এই বিবৃতিতে বিধান প্রণয়িনী অধিকার আত্মসাৎ করতে অস্বীকৃত সাধারণ পরিষদকে 'সামাজিক ধ্যানধারণার ঘোরতম বিকৃতিতে' দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

এই দলিল সংরচনে যে সাধুতা প্রকাশ পেয়েছে তার কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি।

যুদ্ধের সময় জার্মান শ্রমিকদের আচরণকে অনুমোদন করে লণ্ডন সম্মেলন (১২৬)। খুবই পরিষ্কার যে সুইস প্রতিনিধি* কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং বেলজিয়ান প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই সিদ্ধান্তে শুধু আন্তর্জাতিকের জার্মান সদস্যদের কথাই ধরা হয়েছে, যারা যুদ্ধের সময় শোভিনিজম-বিরোধী আচরণের মূল্য দেয় কারাদণ্ডে এবং এখনো পর্যন্ত জেলেই আছে। শুধু তাই নয়, যত রকম অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা নিবারণার্থে ফ্রান্সের জন্য সাধারণ পরিষদের সেক্রেটারি** *Qui Vive!* (১২৭), *Constitution, Radical, Emancipation, Europe*-এ প্রকাশিত চিঠিতে তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তের সত্যকার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তাসত্ত্বেও এক সপ্তাহ পরে ১৮৭১ সালের ২০ নভেম্বর ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার পনেরো জন সভ্য *Qui Vive!*-এ জার্মান শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ অপমানকর 'প্রতিবাদ' ছাপান এবং সাধারণ পরিষদে যে 'নিখিল-জার্মান

* ন. উতিন। — সম্পাঃ

** অ. সেরাইয়ে। — সম্পাঃ

ভাবধারার' প্রাধান্য রয়েছে, সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে তার তর্কাতীত সাক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাটিকে জার্মানির সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক, উদারনৈতিক ও পুলিশী সংবাদপত্র সাগ্রহে লুফে নেয় জার্মান শ্রমিকদের কাছে তাদের আন্তর্জাতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার নিষ্ফলতা প্রমাণের জন্য। শেষ পর্যন্ত ১৮৭১ সালের গোটা শাখা তাদের ১৪ ডিসেম্বরের বিবৃতিতে ২০ নভেম্বরের প্রতিবাদ অন্তর্ভুক্ত করে তা সমগ্রভাবে সমর্থন করে।

'কর্তৃত্বপরায়ণতার অবনত সমতল বেয়ে সাধারণ পরিষদ নেমে যাচ্ছে'— এই কথা প্রমাণের জন্য বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে '**নিজেরাই সংশোধন করে** সাধারণ নিয়মাবলির **সরকারী** সংস্করণ প্রকাশ করেছে **সাধারণ পরিষদ।**'

নিয়মাবলির নতুন সংস্করণে দৃষ্টিপাত করলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে প্রতিটি ধারা সম্পর্কে পরিশিষ্টে তাদের উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তার প্রামাণিকতা নিষ্পন্ন হয়! আর '**সরকারী** সংস্করণ' কথাটা যদি ধরি, তাহলে আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসই স্থির করেছিল যে 'সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানের **সরকারী ও বাধ্যতামূলক** পাঠ প্রকাশ করবে সাধারণ পরিষদ' ('জেনেভায় ১৮৬৬ সালের ৩ থেকে ৮ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির কার্যকরী কংগ্রেস, পৃঃ ২৭, টীকা' দ্রষ্টব্য)।

বলাই বাহুল্য যে ১৮৭১ সালের শাখাটি জেনেভা ও নেওশাতেলের বিভেদপন্থীদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রাখছিল। শাখার জনৈক শালে' সাধারণ পরিষদের সঙ্গে সংগ্রামে যে উদ্যম দেখিয়েছেন তা কদাচ দেখান নি কমিউনের রক্ষায়, ব. মালোঁ তাঁকে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেন, যদিও তার কিছু আগেই তিনি পরিষদের একজন সদস্যের কাছে চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখাটি তাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে না করতেই গৃহযুদ্ধ বেধে গেল তাদের পঙ্‌ক্তিতে। সর্বপ্রথম তাদের দল থেকে বেরিয়ে যান তেইস, আঁরিয়াল ও কামেলিনা। এর পর শাখা ভেঙে যায় কতকগুলি ছোটো ছোটো গ্রুপে, তার একটায় নেতৃত্ব করেন শ্রীযুক্ত পিয়ের বেজিনিয়ে, ভার্লেন এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য যাঁকে বিতাড়িত করা হয় সাধারণ পরিষদ থেকে

এবং পরে ১৮৬৮ সালের ব্রাসেল্‌স্‌ কংগ্রেসে নির্বাচিত বেলজিয়ান কমিশন যাঁকে বিতাড়িত করে আন্তর্জাতিক থেকে। আরেকটি গ্রুপ গঠন করেন এ. লাঁদেক, যিনি পুলিশ প্রিফেক্ট পিয়েত্রির ৪ সেপ্টেম্বর অপ্রত্যাশিত পলায়নের কল্যাণে মুক্তি পান তাঁর দায়িত্ব থেকে, যথা —

'যা সাধ্যতার সঙ্গে পালনীয়, যথা ফ্রান্সে রাজনীতি ও আন্তর্জাতিকের কাজকর্মে আর লিপ্ত না থাকা' ('প্যারিসে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির তৃতীয় মামলা', ১৮৭০, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য)।

অন্যদিকে, লণ্ডনস্থ ফরাসি দেশান্তরীদের মূল অংশটা যে শাখা গঠন করে তা সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পুরোপুরি সম্মতি সহকারে কাজ চালায়।

৪

অ্যালায়েন্সের মহাশয়েরা নেওশাতেলের ফেডারেল কমিটির পেছনে লুকিয়ে আরও ব্যাপক আকারে আন্তর্জাতিককে বিসংগঠিত করার নতুন প্রচেষ্টার ইচ্ছা নিয়ে ১৮৭১ সালের ১২ নভেম্বর সনভিলে নিজেদের শাখাগুলির একটি কংগ্রেস ডাকে। — 'জেনেভার গুণ্ডাদের ক্ষেত্রে' তাদের সঠিকতা স্বীকার করতে সাধারণ পরিষদ রাজী না হলে সেই জুলাই মাসেই গিলোম তাঁর বন্ধুবর রবিনের নিকট পত্রে অনুরূপ অভিযানের হুমকি দিয়েছিলেন সাধারণ পরিষদকে।

সনভিলের কংগ্রেস হয় ষোলো জন প্রতিনিধি নিয়ে, তারা নয়টি শাখার প্রতিনিধিত্ব দাবি করে, জেনেভাস্থ 'প্রচার ও বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক কর্মের' নতুন শাখাটি তার অন্যতম।

রোমক ফেডারেশন তুলে দেওয়া হল এই ঘোষণা করে এক নৈরাজ্যবাদী ডিক্রি দিয়ে এই ষোলো জন শুরু করে। সমস্ত শাখা থেকে তাড়াতাড়ি অ্যালায়েন্সপন্থীদের বিতাড়িত করে ফেডারেশন তাদের **স্বায়ত্তাধিকার ফিরিয়ে** দেয়। তবে পরিষদ মানতে বাধ্য যে ইউর ফেডারেশন বলে লণ্ডন কংগ্রেস তাদের যে নামকরণ করেছিল সেটা গ্রহণ করে তারা সুবুদ্ধির ঝলক দেয়।

এর পর ষোলো জনের কংগ্রেস শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির

সমস্ত ফেডারেশনের নিকট সম্মেলন ও সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে সার্কুলার পাঠিয়ে 'আন্তর্জাতিকের পুনঃসংগঠনে' নামে।

সার্কুলারের রচয়িতারা সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে এই অভিযোগ আনে যে ১৮৭১ সালে তারা কংগ্রেসের বদলে সম্মেলন ডেকেছে। আগে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাবে যে এই অভিযোগ সরাসরি সমগ্র আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধেই, যা সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলন ডাকার পক্ষে ছিল এবং প্রসঙ্গত তাতে নাগরিক রবিন ও বাস্তেলিকা মারফৎ অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিত্ব ছিল উপযুক্ত রকমেই।

প্রতিটি কংগ্রেসেই সাধারণ পরিষদের নিজস্ব প্রতিনিধি থেকেছে; যেমন বাসেল কংগ্রেসে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ছয়। অথচ ষোলো জন জোর দিয়ে বলছেন যে

> 'নির্ধারক ভোটের অধিকার সহ সাধারণ পরিষদের ছয়জন প্রতিনিধি থাকার দৌলতে সম্মেলনের অধিকাংশকে আগেই হাত-সাফাই করে রাখা হয়েছিল।'

আসলে সাধারণ পরিষদের যে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তার ভেতর ফরাসি দেশান্তরীরা ছিলেন প্যারিস কমিউনের প্রতিনিধি, আর ব্রিটিশ ও সুইস সদস্যরা অধিবেশনে অংশ নিতে পেরেছিলেন কেবল বিরল ক্ষেত্রেই, সেটা প্রটোকোল থেকে দেখা যাবে, যা পেশ করা হবে পরবর্তী কংগ্রেসে। পরিষদের একজন প্রতিনিধি ম্যান্ডেট পেয়েছিলেন জাতীয় ফেডারেশনের কাছ থেকে। সম্মেলন সমীপে পত্র থেকে দেখা যাবে যে পরিষদের অন্য সদস্যকে ম্যান্ডেট পাঠানো হয় নি কারণ পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।* বাকি থাকছে কেবল একজন প্রতিনিধি। অতএব কেবল এক বেলজিয়মের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল পরিষদের প্রতিনিধির অনুপাতে ৬:১।

গ্যুস্তাভ দ্যুরাঁকে সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি, তাঁর মারফৎ আন্তর্জাতিক পুলিশ তিক্ত নালিশ করেছে যে 'গোপন' সম্মেলন আহ্বান হল সাধারণ নিয়মাবলির লঙ্ঘন। এ পুলিশ আমাদের সাধারণ অনুবিধানের সঙ্গে

---

* কথা হচ্ছে মার্কসকে নিয়ে। — সম্পাঃ

যথেষ্ট পরিচিত নয় এবং জানে না যে সংগঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় **অবশ্য-অবশ্যই রুদ্ধদ্বার।**

তাসত্ত্বেও তার নালিশ সহানুভূতিসূচক সাড়া পেয়েছে সনভিলের ষোলো জনের কাছে, যাঁরা চিৎকার জুড়েছেন:

'এবং সমাপ্তিতে সম্মেলন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভবিষ্যৎ কংগ্রেস অথবা **তার স্থান যা নেবে সে সম্মেলনের** স্থান ও কাল ধার্য করবে সাধারণ পরিষদ নিজে; এইভাবে সাধারণ কংগ্রেস, আন্তর্জাতিকের মহান প্রকাশ্য অধিবেশনগুলির বিলুপ্তির বিপদের সম্মুখীন হয়েছি আমরা।'

ষোলো জন বুঝতে চান নি যে এই সিদ্ধান্ত মারফৎ সমস্ত দমননীতি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সমস্ত সরকারের সামনে কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের সাধারণ সভা চালাবার অটল সংকল্পই কেবল সমর্থন করেছে।

১৮৭১ সালের ২ ডিসেম্বর জেনেভা শাখার যে সাধারণ সভায় নাগরিক মালোঁ ও লেফ্রাঁসের অনাদর ঘটে, সেখানে তাঁরা সনভিলে গৃহীত ষোলো জনের সিদ্ধান্তকে অনুমোদনের প্রস্তাব আনেন এবং সাধারণ পরিষদকে নিন্দা ও সম্মেলনকে অস্বীকার করার কথা বলেন। — সম্মেলন স্থির করেছিল যে 'সম্মেলনের যে সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিতব্য নয় তা **বিভিন্ন দেশের ফেডারেল পরিষদগুলিকে** জানানো **হবে সাধারণ পরিষদের** করেসপণ্ডিং সেক্রেটারিদের **মারফৎ।'**

সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ এই সিদ্ধান্তের ওপর ব. মালোঁ ও তাঁর বন্ধুরা জালিয়াতি করেছেন এইভাবে:

'সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির **একাংশ** জানানো **হবে কেবল** ফেডারেল পরিষদ ও করেসপণ্ডিং সেক্রেটারিদের।'

তাছাড়া আন্তর্জাতিক যেসব দেশে নিষিদ্ধ সেখানে তার পুনর্গঠনই যেসকল সিদ্ধান্তের একমাত্র লক্ষ্য **'তা প্রকাশ করে'** পুলিশের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁরা সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে **'অকপটতার নীতি লঙ্ঘনের'** অভিযোগ এনেছেন।

পরে নাগরিক মালোঁ ও লেফ্রাঁসে নালিশ করেছেন যে,

'শাখা ও ফেডারেশনগ্র্লির যেসব ম্বদ্রিত ম্বখপত্রে সমিতি অবলম্বিত নীতি, অথবা শাখা ও ফেডারেশনগ্র্লির পারস্পরিক স্বার্থ কিংবা শেষত, সমগ্রভাবে সমিতির স্বার্থ নিয়ে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাদের স্বর্প মোচন ও অস্বীকার করার অধিকার সাধারণ পরিষদকে দিয়ে... সম্মেলন চিন্তা ও তা প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে (২১ অক্টোবরের *Égalité* দ্রষ্টব্য)।'

২১ অক্টোবরের *Égalité* পত্রিকায় কী প্রকাশিত হয়েছে? সম্মেলনের সেই সিদ্ধান্ত যাতে 'সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে *Progrès* ও *Solidarité* -র দৃষ্টান্ত অন্বসরণে যেসব পত্রিকা নিজেদের আন্তর্জাতিকের ম্বখপত্র বলে অভিহিত করে তাদের পাতায় একান্তস্বর্পে যা স্থানীয় ও ফেডারেল কমিটি এবং সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অথবা সাংগঠনিক প্রশ্নে ফেডারেল কিংবা সাধারণ কংগ্রেসের র্দ্ধদ্বার অধিবেশনে বিচার্য তা ব্র্জোয়া জনসমাজের সমক্ষে আলোচনা করবে, ভবিষ্যতেও তাদের স্বর্প মোচন ও অস্বীকার করতে সাধারণ পরিষদ বাধ্য।'

মালোঁর অম্ল-মধ্বর বিলাপের যথার্থ ম্ল্যায়ন করতে হলে মনে রাখা দরকার যে এই সিদ্ধান্তটিতে নিজেদের আন্তর্জাতিকের দায়িত্বশীল কমিটির স্থলাভিষিক্ত করতে এবং ব্র্জোয়া জগতে ছন্নছাড়া সাংবাদিকতা যে ভূমিকা নেয় আন্তর্জাতিকের ভেতর সে ভূমিকা পালন করতে সতৃষ্ণ কিছ্ব সাংবাদিকের প্রয়াস বরাবরের মতো খতম করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এই ধরনের প্রয়াসের দর্নই রোমক ফেডারেশনের সরকারী ম্বখপত্র *Égalité* জেনেভার ফেডারেল কমিটির চোখের সামনেই **অ্যালায়েন্সের** সভ্যদের দ্বারা সম্পাদিত হতে থাকে ফেডারেশনের প্রতি একেবারে শত্র্তাম্লক প্রেরণায়।

তবে লন্ডন সম্মেলন ছাড়াই সাংবাদিকদের অনাচারের 'স্বর্প মোচন ও অস্বীকার করতে' পারত সাধারণ পরিষদ, কেননা বাসেল কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছে (দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত) যে:

'সমিতির ওপর আক্রমণ আছে এমন সমস্ত প্রকাশন শাখাগ্র্লিকে পাঠাতে হবে সাধারণ পরিষদের নিকট।'

১৮৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর রোমক ফেডারেল কমিটি তার বিবৃতিতে (২৪ ডিসেম্বর তারিখে *Égalité*) বলেছে: 'স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমিতির ওপর আক্রমণাত্মক প্রকাশনগ্র্লি সাধারণ পরিষদ তার মহাফেজখানায় জমা রাখার জন্য নয়, তার জবাব দেবার

জন্য এবং প্রয়োজন হলে কুৎসা ও বিদ্বেষপরায়ণ আক্রমণের সর্বনাশা ক্রিয়া বিলুপ্ত করার জন্য এই ধারাটি গৃহীত হয়েছে। এটাও স্পষ্টই বোঝা যায় সাধারণভাবে এই ধারাটি সমস্ত প্রকাশন সম্পর্কেই প্রযোজ্য আর আমরা যদি বুর্জোয়া পত্রিকার আক্রমণে নিরুত্তর না থাকতে চাই, তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিত্ব মারফৎ, সাধারণ পরিষদ মারফৎ যেসব প্রকাশন আমাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ঢেকে রাখে সমিতির নামের আড়ালে তাদের অস্বীকার করতে আমরা আরও বেশি বাধ্য।'

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করা যাক যে পুঁজিবাদী সংবাদপত্রের মহাসুর *Times,* লিয়োঁ থেকে প্রকাশিত উদারনৈতিক বুর্জোয়ার পত্রিকা *Progrès,* অতিপ্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র *Journal de Genève* (১২৮) নাগরিক মালোঁ আর লেফ্রাঁসের একই তিরস্কারে ও প্রায় একই ভাষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে সম্মেলনের ওপর।

প্রথমে সম্মেলন আহবানের বিরোধিতা, পরে তার সংবিন্যাস এবং যেন বা গোপন চরিত্রের বিরোধিতা করে ষোলো জনের সার্কুলার তারপর তার সিদ্ধান্তগুলিকেই আক্রমণ করেছে।

'আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করা বা না করা এবং সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিকের শাখাকে বাতিল করার অধিকার সাধারণ পরিষদকে দিয়ে'

বাসেল কংগ্রেস তার অধিকার পরিত্যাগ করেছে সর্বাগ্রে এই কথা বলে সার্কুলার পরে সম্মেলনের ওপর এই অপরাধ চাপিয়েছে:

'এই সম্মেলন... এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে... যার প্রবণতা হল আন্তর্জাতিককে, স্বায়ত্তাধিকার সম্পন্ন শাখাগুলির স্বাধীন ফেডারেশনকে পরিণত করা নিয়ন্ত্রিত শাখাগুলির এক সোপানতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ সংগঠনে, এ শাখাগুলিকে পুরোপুরি সাধারণ পরিষদের অধীনস্থ করা, যা নিজের অভিমত অনুসারে শাখাগুলিকে গ্রহণ করতে না তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিতে পারে!!'

পরে সার্কুলার বাসেল কংগ্রেসের প্রসঙ্গে ফিরেছে যা নাকি 'সাধারণ পরিষদের কর্মাধিকারকে বিকৃত করেছে।'

ষোলো জনের সার্কুলারের এই সমস্ত স্ববিরোধ পর্যবসিত হয়েছে নিম্নোক্তিতে: ১৮৭১ সালের সম্মেলন ১৮৬৯ সালের বাসেল কংগ্রেস সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী এবং সাধারণ পরিষদের অপরাধ এই যে কংগ্রেসগুলির

নির্দেশ পালনের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে যে নিয়মাবলিতে তা সে মেনে চলেছে।

আসলে সম্মেলনের ওপর এইসব আক্রমণের সত্যকার কারণটির চরিত্র আরও গোপন। সম্মেলন সর্বাগ্রে তার সিদ্ধান্ত দ্বারা সুইজারল্যাণ্ডে **অ্যালায়েন্সের** ভদ্রমহোদয়দের চক্রান্তে বাধা দিয়েছে। তাছাড়া ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ডের একাংশ ও বেলজিয়মে অ্যালায়েন্সের পাণ্ডারা **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির কর্মসূচি এবং সাত তাড়াতাড়ি জুড়ে তোলা বাকুনিনের কর্মসূচির** মধ্যে একটা পরিষ্কার তালগোল পাকিয়ে তুলেছে ও অসাধারণ একরোখামিতে তা আঁকড়ে আছে।

প্রলেতারিয়েতের রাজনীতি এবং গোষ্ঠী শাখাগুলি নিয়ে সম্মেলন তার দুই সিদ্ধান্তে ইচ্ছাকৃত এই বিভ্রান্তির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাকুনিনের কর্মসূচিতে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার যে প্রচার আছে, প্রথম সিদ্ধান্ত তার অবসান ঘটায় এবং সাধারণ নিয়মাবলি, লসেন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য নজিরের ভিত্তিতে রচিত তার মুখবন্ধে পুরোপুরি প্রতিপন্ন করা হয়।*

---

* **শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্রিয়া সম্পর্কে** সম্মেলনের সিদ্ধান্তটি এই:

'এই কথা মনে রেখে

যে প্রাথমিক নিয়মাবলির ভূমিকায় বলা হয়েছে: 'শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি হল সেই মহৎ লক্ষ্য **উপায় হিসাবে** সর্ববিধ রাজনৈতিক আন্দোলনকে যার অধীনস্থ হতে হবে';

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা ইশতাহারে (১৮৬৪) ঘোষিত হয়েছে: 'ভূমির রাঘব বোয়াল ও পুঁজির রাঘব বোয়ালেরা সর্বদা তাদের রাজনৈতিক বিশেষাধিকার ব্যবহার করবে নিজেদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া রক্ষা ও চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য। শ্রমের মুক্তির ব্যাপারে তারা সাহায্য তো করবেই না, বরং তার পথে যতরকমের প্রতিবন্ধক স্থাপন করবে... সুতরাং, রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর মহান কর্তব্য';

লসেন কংগ্রেসে (১৮৬৭) গৃহীত হয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত: 'শ্রমিকদের সামাজিক মুক্তি তাদের রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত';

গণভোটের (১৮৭০) প্রাক্কালে আন্তর্জাতিকের ফরাসি সভ্যদের ভুয়া চক্রান্ত উপলক্ষে সাধারণ পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে: 'আমাদের নিয়মাবলির মূলার্থ অনুসারে

এবার গোষ্ঠীবাদী গ্রুপগুলির প্রসঙ্গে আসা যাক:

বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের চরিত্র গোষ্ঠীভিত্তিক। যে পর্বে প্রলেতারিয়েত তখনো শ্রেণী হিসাবে সংগ্রামের মতো যথেষ্ট বিকশিত নয়, তখন এটার একটা যুক্তিযুক্ততা থাকে। এক-একজন মনীষী সামাজিক বিরোধগুলির সমালোচনা করে তাদের কল্পলোকাশ্রিত সমাধানের প্রস্তাব দেন, আর ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের কাজ হয় শুধু তা গ্রহণ, প্রচার ও সাধন করা। এই ধরনের পথিকৃৎরা যেসকল গোষ্ঠী গড়েন, সেগুলি তাদের প্রকৃতিবশতই হয় বিরতিবাদী গোছের: সর্ববিধ বাস্তব ক্রিয়াকর্ম, রাজনীতি, ধর্মঘট, সঙ্ঘ—এককথায় সর্ববিধ যৌথ আন্দোলনের কাছে পরকীয়। ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণ তাদের প্রচারে

ইংলন্ডে, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ও আমেরিকায় আমাদের শাখাগুলির বিশেষ কর্তব্য শুধু তর্কাতীত রূপে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সাংগঠনিক কেন্দ্র হওয়াই নয়, আমাদের অন্তিম লক্ষ্য — শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সহায়ক সর্ববিধ রাজনৈতিক আন্দোলনকেও সংশ্লিষ্ট দেশটিতে সমর্থন করা';

প্রাথমিক নিয়মাবলির বিকৃত অনুবাদে এমন মিথ্যা ব্যাখ্যার অজুহাত জুটেছে যাতে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপে ক্ষতি হয়েছে;

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মুক্তির সর্ববিধ প্রয়াস নিষ্ঠুরতায় দমনকারী এবং রূঢ় বলপ্রয়োগে শ্রেণী পার্থক্য ও তৎ-জাত সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রভুত্ব রক্ষায় প্রয়াসী উদ্দাম প্রতিক্রিয়ার সম্মুখে।

এই কথা মনে রেখে যে,

সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির সম্মিলিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী সক্রিয় হতে পারে কেবল সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির সৃষ্ট সমস্ত পুরানো পার্টিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী একটা বিশেষ রাজনৈতিক পার্টি রূপে সংগঠিত হয়ে;

রাজনৈতিক পার্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগঠন সামাজিক বিপ্লবের বিজয় এবং তার অন্তিম লক্ষ্য — শ্রেণী বিলোপের জন্য আবশ্যক;

অর্থনৈতিক সংগ্রামের ফলে শ্রমিক শ্রেণী ইতিমধ্যেই যে সম্মিলিত শক্তি অর্জন করেছে সেটা বৃহৎ ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে হাতল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত —

সম্মেলন আন্তর্জাতিকের সভ্যদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে,

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে তার অর্থনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অচ্ছেদ্য রূপে পরস্পর সম্পর্কিত।'

সর্বদাই থাকে নির্বিকার, এমন কি বিমুখ। প্যারিস ও লিয়োঁর শ্রমিকেরা সাঁ-সিমোঁপন্থী, ফুরিয়েপন্থী, ইকারিয়াপন্থীদের (১২৯) জানতে চায় নি, ঠিক যেমন ব্রিটিশ চার্টিস্ট ও ট্রেড-ইউনিয়নিস্টরা স্বীকার করতে চায় নি ওয়েনপন্থীদের। উদ্ভবকালে গোষ্ঠী আন্দোলনের হাতল হিসাবে কাজ করলেও যেই আন্দোলন তাদের ছাড়িয়ে যায় অমনি গোষ্ঠী তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়; তখন তারা হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল। এর সাক্ষ্য ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের গোষ্ঠীগুলি এবং ইদানীং জার্মানিতে লাসালপন্থীরা যারা কয়েক বছর ধরে প্রলেতারিয়েতের সংগঠনে বাধা সৃষ্টি করে এবং শেষ হয় পুলিশের হাতে নিতান্ত একটা হাতিয়ার হয়ে। সাধারণভাবে এ হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের শৈশব, যেমন জ্যোতিষ ও আলকেমি ছিল বিজ্ঞানের শৈশব। আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠার আগে প্রলেতারিয়েতকে এই পর্যায়টা পেছনে ফেলে আসতে হয়।

কল্পচারী ও প্রতিযোগী গোষ্ঠীবাদী সংগঠনগুলির বিপরীতে আন্তর্জাতিক হল সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সত্যকার ও সংগ্রামী সংগঠন, যারা পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রে সংগঠিত তাদের শ্রেণী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। সেইজন্য আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলিতে কেবল 'শ্রমিক সঙ্ঘের' কথা বলা হয়েছে, যারা একই লক্ষ্য অনুসরণ ও একই কর্মসূচি স্বীকার করে, সে কর্মসূচি শুধু এইটুকুতে সীমাবদ্ধ যে তা প্রলেতারীয় আন্দোলনের মূল ধারা নির্ণয় করে, যেক্ষেত্রে তার তাত্ত্বিক সংরচন চলে ব্যবহারিক সংগ্রামের প্রয়োজনের প্রভাবে এবং শাখা, তাদের সংস্থা ও তাদের কংগ্রেসে মতবিনিময় মারফৎ, যেখানে পার্থক্য না করে সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়ের সবকিছু মততারতম্য গণ্য হয়ে থাকে।

প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে যেমন স্বল্পকালের জন্য পূর্বতন ভুলের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তা পরে দ্রুত নিশ্চিহ্ন হবার জন্য, তেমনি আন্তর্জাতিকের গর্ভে দেখা দেয় গোষ্ঠীবাদী গ্রুপ, যদিও ক্ষীণ প্রকটিত রূপে।

গোষ্ঠীর পুনরুজ্জীবন একটা বড় অগ্রপদক্ষেপ মনে করে অ্যালায়েন্স নিজেই একটা অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়েছে। কেননা উদ্ভবকালে এগুলিতে প্রগতির উপাদান থাকলেও 'কোরানবিহীন মহম্মদের (১৩০)' গাঁটছড়া বাঁধা অ্যালায়েন্সের কর্মসূচি হল কেবল বহুকাল

সমাধিস্থ ধ্যানধারণার এলোমেলো স্তূপ, যা এমন সব গালভরা কথার আড়াল নিয়েছে যা কেবল বুর্জোয়া হাবাগবাদের ভয় পাওয়াতে পারে অথবা বোনাপার্টী বা অন্যান্য অভিশংসকদের কাছে আন্তর্জাতিক সভ্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের কাজ করে দিতে সক্ষম।*

যে সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত মততারতম্যের প্রতিনিধিত্ব ছিল, তা গোষ্ঠীবাদী শাখাগুলির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছে এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসে যে সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিকের সত্যকার চরিত্রে পুনরায় জোর দিয়ে তার বিকাশের নতুন পর্যায় সূচিত করবে। এই যে সিদ্ধান্ত অ্যালায়েন্সের পক্ষপাতীদের ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে, তাতে তাঁরা দেখেছেন কেবল আন্তর্জাতিকের ওপর সাধারণ পরিষদের বিজয়, তাঁদের সার্কুলারে যা বলা হয়েছে, এ বিজয়ের কল্যাণে তাদের জনকয়েক সদস্যের 'বিশেষ কর্মসূচির প্রভুত্ব', 'তাদের ব্যক্তিগত মতবাদ', 'গোঁড়া মতবাদ', 'সরকারী তত্ত্বের' প্রভুত্ব নিশ্চিত হচ্ছে, 'একমাত্র সেই তত্ত্বেরই অধিকার থাকছে সমিতিতে নাগরিকত্বের'। তবে এটা ঐসব সদস্যদের দোষ নয়, এটা হল এই ঘটনার 'অধঃপাতী পরিণতি' যে তাঁরা সাধারণ পরিষদে আছেন, কেননা

'নিজেদের মতো লোকেদের ওপর ক্ষমতাধারী মানুষ'! 'নৈতিকতায় নিষ্ঠাবান থাকবে, এটা একেবারেই অসম্ভব। সাধারণ পরিষদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কূটচক্রের উৎসভূমি'।

ষোলো জনের মতে, আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলি শুধু এই একটা কারণেই ভর্ৎসিত হবার যোগ্য যে নতুন সদস্য অধিগ্রহণের অধিকার তা দিয়েছে সাধারণ পরিষদকে। তাঁরা বলছেন, এই ক্ষমতায় ভূষিত হয়ে

'পরিষদ ভবিষ্যতে এমন একদল লোককে অধিগ্রহণ করতে পারে যাদের পক্ষে পরিষদের অধিকাংশ এবং তার প্রবণতাকে বদলে দেওয়া সম্ভব'।

---

* আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পুলিশের যে বিবরণ হালে মুদ্রিত হয়েছে, তথা বিদেশী শক্তিদের নিকট জুল ফাভ্রের সার্কুলার এবং দ্যুফোর প্রকল্প সম্পর্কে জমিদার পরিষদের প্রতিনিধি সাকাজের রিপোর্ট গিজগিজ করছে অ্যালায়েন্সের সাড়ম্বর ইশতাহারগুলি থেকে (১৩১) উদ্ধৃতি। এই গোষ্ঠীবাদীদের সমস্ত ভাবধারা, তাদের সমগ্র র‍্যাডিকেলপন্থা যা বড় বড় বুলিতে নিহিত, তা প্রতিক্রিয়ার অভিসন্ধিকেই হাসিল করে দেয় সবচেয়ে ভালোভাবে।

দেখা যাচ্ছে তাঁরা মনে করছেন যে শুধু **নৈতিক চেহারা** হারাবার পক্ষে নয়, কাণ্ডজ্ঞান হারাবার পক্ষেও সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়াই যথেষ্ট। নইলে একথা কি ধরে নেওয়া সম্ভব যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা স্বেচ্ছাধীন অধিগ্রহণ মারফৎ নিজেরাই নিজেদের পরিণত করবে সংখ্যালঘিষ্ঠে?

তবে বোঝা যাচ্ছে যে ষোলো জনেরা নিজেরাই এ ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত নন, কেননা পরে তাঁরা অনুযোগ করেছেন যে, সাধারণ পরিষদ

'পর পর পাঁচ বছর ধরে **ক্রমাগত পুনর্নির্বাচিত একই লোকদের নিয়ে** গঠিত।'

কিন্তু এর পরেই ঘোষণা করছেন:

'**তাঁদের বেশির ভাগ** আমাদের বৈধ পদাধিকারী নন, কেননা **কংগ্রেস থেকে তাঁরা নির্বাচিত হন নি।**'

আসলে সাধারণ পরিষদের ব্যক্তিবিন্যাসের ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে, যদিও প্রতিষ্ঠাতাদের কয়েক জন তাতে থেকে গেছেন, যেমন থেকেছেন বেলজিয়ান, রোমক ও অন্যান্য ফেডারেল পরিষদে।

নিজের অধিকার খাটাবার জন্য সাধারণ পরিষদকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পালন করতে হবে। প্রথমত, তার ওপর ন্যস্ত বহুবিধ কর্ম সম্পাদনের জন্য তাতে থাকা চাই যথেষ্টসংখ্যক সদস্য; তাছাড়া 'আন্তর্জাতিক সমিতিতে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন জাতির শ্রমিক' তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত; এবং শেষত তার ভেতর প্রাধান্য থাকা উচিত শ্রমজীবী লোকজনের। কিন্তু কাজ পাওয়ার সম্ভাবনার ওপর শ্রমিককে নির্ভর করতে হলে সাধারণ পরিষদের ব্যক্তিবিন্যাস যদি ক্রমাগত বদলাতে থাকে, তাহলে অধিগ্রহণের অধিকার ছাড়া এইসব আবশ্যিক শর্তগুলি মেলানো সাধারণ পরিষদের পক্ষে কী করে সম্ভব? তাহলেও পরিষদ মনে করে যে এই অধিকারের আরও যথাযথ নির্ধারণ প্রয়োজন; এই আকাঙ্ক্ষাই পরিষদ ব্যক্ত করেছে শেষ সম্মেলনে।

একের পর এক কংগ্রেসে, যেখানে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম, তাতে আদি পরিষদের পুনর্নির্বাচন এইটে দেখিয়েছে বলে মনে হয় যে সাধারণ পরিষদ তার সম্ভাবনার পরিসীমায় নিজের কর্তব্য পালন করেছে। পক্ষান্তরে, ষোলো জন এতে দেখেছেন কেবল 'কংগ্রেসগুলির অন্ধ আস্থার' সাক্ষ্য, যে আস্থা বাসেলে পৌঁছিয়েছে

'সাধারণ পরিষদের অনুকূলে একধরনের স্বেচ্ছাধীন আত্মবিসর্জনে'।

তাঁদের মতে পরিষদের 'স্বাভাবিক ভূমিকা' পর্যবসিত হওয়া উচিত 'সাধারণ পত্রালাপ ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর' ভূমিকায়। এই ব্যাখ্যাটা তাঁরা জোরদার করেছেন নিয়মাবলির বিকৃত অনুবাদের কয়েকটি ধারা দিয়ে।

সমস্ত বুর্জোয়া সঙ্ঘের নিয়মাবলির বিপরীতে আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলিতে সাংগঠনিক কাঠামোর প্রশ্ন ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে সামান্য। সাংগঠনিক কাঠামোর বিকাশ তা ছেড়ে দিয়েছে বাস্তব ঘটনাবলির কাছে, আর তার সূত্রায়ণ—ভবিষ্যৎ কংগ্রেসগুলির কাছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের শাখাগুলিকে যেহেতু একটা সত্যকার আন্তর্জাতিক চরিত্র দিতে পারে কেবল কর্মের ঐক্য ও মিলন, তাই নিয়মাবলি সংগঠনের অন্যান্য ধাপের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছে সাধারণ পরিষদে।

প্রাথমিক নিয়মাবলির ৫ ধারায় (১৩২) আছে:

'সাধারণ পরিষদ হল বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় গ্রুপের **আন্তর্জাতিক সংস্থা।**'

তারপর সাধারণ পরিষদ কিভাবে কাজ করবে তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এইসব দৃষ্টান্তের মধ্যে সাধারণ পরিষদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে

'দৃষ্টান্তস্বরূপ, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে, যখন অবিলম্ব ব্যবহারিক পদক্ষেপ প্রয়োজন হয়, তখন সমিতির অন্তর্গত সঙ্ঘগুলি যাতে যুগপৎ ও একযোগে কাজ করে,'

তা ঘটাতে হবে।

ধারায় পরে বলা হয়েছে:

'উপযুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় বা স্থানীয় সমিতিতে প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্যোগ নেবে সাধারণ পরিষদ।'

তাছাড়া, কংগ্রেসগুলির প্রস্তুতি ও আহবানে পরিষদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে নিয়মাবলিতে, এবং কংগ্রেসের পর্যালোচনায় নির্দিষ্ট যেসব প্রশ্ন তা পেশ করতে বাধ্য তা সংরচনের ভারও দেওয়া হয়েছে তার ওপর। প্রাথমিক নিয়মাবলিতে সমগ্রভাবে সমিতির কর্মের ঐক্যে গ্রুপগুলির

স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ এতই কম বিরোধিতা ঘটায় যে ৬ ধারায় বলা হয়েছে:

'যেহেতু প্রতি দেশে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত হতে পারে কেবল একতা ও সংগঠনের শক্তিতে, এবং অন্যদিকে, সাধারণ পরিষদের ক্রিয়াকলাপ হবে আরও ফলপ্রদ... তাই আন্তর্জাতিক সভ্যদের, প্রত্যেকের উচিত স্ব-স্ব দেশে বিচ্ছিন্ন সব শ্রমিক সঙ্ঘকে জাতীয় সংগঠনে, উপস্থাপিত কেন্দ্রীয় সংস্থায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা।'

জেনেভা কংগ্রেসে সাংগঠনিক প্রশ্নে প্রথম সিদ্ধান্তে (ধারা ১) ঘোষণা করা হয়েছে:

> 'সাধারণ পরিষদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে কংগ্রেসগুলির নির্দেশ পালন করা।'

সাধারণ পরিষদ একেবারে প্রথম থেকেই যে অবস্থান নেয় এ সিদ্ধান্তে তা বৈধকৃত হয়, যথা: সমিতির **কর্মনির্বাহক সংস্থার** অবস্থান। অন্য কোনো 'স্বেচ্ছায় স্বীকৃত কর্তৃত্ব' না থাকায় নৈতিক 'কর্তৃত্ব' বিনা সিদ্ধান্ত পালন হত কঠিন। সেই সঙ্গে জেনেভা কংগ্রেস 'নিয়মাবলির সরকারী ও অবশ্যমান্য পাঠ' প্রকাশের ভার দেয় সাধারণ পরিষদকে।

ওই একই কংগ্রেস নির্দেশ দেয় (সাংগঠনিক প্রশ্নে জেনেভা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, ধারা ১৪):

> 'স্থানীয় পরিস্থিতি ও স্বদেশের আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিজের স্থানীয় নিয়মাবলি ও অনুবিধান রচনার অধিকার আছে প্রতিটি শাখার। কিন্তু সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানের বিরোধী কিছু তাতে থাকা চলবে না।'

প্রথমেই উল্লেখ করি, নীতিসমূহের বিশেষ বিবৃতি বা আন্তর্জাতিকের সমস্ত গ্রুপগুলির পক্ষে অনুসরণীয় সাধারণ লক্ষ্য ছাড়াও কোনো কোনো শাখা যে বিশেষ কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে, তার প্রতি সামান্যতম কোনো ইঙ্গিত এখানে নেই। কথাটা কেবল 'স্থানীয় পরিস্থিতি ও স্বদেশের আইনের ক্ষেত্রে' সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানকে খাপ খাইয়ে নেবার যে অধিকার আছে শাখাগুলির, তাই নিয়ে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ নিয়মাবলির সঙ্গে স্থানীয় নিয়মাবলির সামঞ্জস্য থাকছে কিনা, সেটা স্থির করবে কে? স্বতঃই পরিষ্কার যে এই কাজটা যে 'কর্তৃত্বের' ওপর ন্যস্ত হচ্ছে তা না থাকলে সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ত অকার্যকরী।

সেক্ষেত্রে পুলিশী অথবা শত্রুতাপরায়ণ শাখার উদ্ভব সম্ভব হত তাই নয়, সমিতিতে শ্রেণীচ্যুত গোষ্ঠীবাদী ও বুর্জোয়া মানবহিতৈষীদের অনুপ্রবেশে সমিতির চরিত্রই বিকৃত হতে পারত আর এইসব লোকেরা কংগ্রেসগুলিতে তাদের সংখ্যা দিয়ে শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখত।

নতুন শাখাগুলির নিয়মাবলি সাধারণ নিয়মাবলির সঙ্গে মিলছে কি মিলছে না, তদনুসারে তাদের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার স্ব-স্ব দেশে জাতীয় ও স্থানীয় ফেডারেশনগুলি হাতে নিয়েছে একেবারে গোড়ার থেকেই। সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে অনুরূপ কাজ চালাবার যে কথা আছে সাধারণ নিয়মাবলির ৬ ধারায়, তাতে **স্থানীয় স্বাধীন সংঘগুলিকে,** অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দেশের ফেডারেল সমিতিগুলির বাইরে গঠিত সংঘগুলিকে সাধারণ পরিষদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। **অ্যালায়েন্স** এ অধিকার উপেক্ষা করে নি, চেষ্টা করেছে নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে যাতে তারা বাসেল কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়।

নিয়মাবলির ৬ ধারায় বিধান-প্রণয়নী ধরনের বাধার কথাও আছে যাতে কিছু কিছু দেশে জাতীয় ফেডারেশন গঠন ব্যাহত হচ্ছে, যার ফলে সেখানে ফেডারেল পরিষদের কাজ চালাতে সাধারণ পরিষদ বাধ্য হয়েছে ('লসেন কংগ্রেসের প্রোটোকল ইত্যাদি, ১৮৬৭', ১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য [১৩৩])।

কমিউনের পতনের পর থেকে বিধান-প্রণয়নী ধরনের এইসব বাধা বিভিন্ন দেশে ক্রমেই বেড়ে উঠছে এবং সমিতির পঙ্‌ক্তিতে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটতে না দেবার লক্ষ্যে চালিত সাধারণ পরিষদের ক্রিয়াকলাপকে করে তুলছে আরও আবশ্যক। যেমন, সম্প্রতি ফ্রান্সস্থ কিছু কিছু কমিটি পুলিশী চরের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য সাধারণ পরিষদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে এবং অন্য একটি বৃহৎ দেশে* আন্তর্জাতিকের সভ্যরা দাবি করে যেন সাধারণ পরিষদ তাদের প্রত্যক্ষ ভারপ্রাপ্তদের দ্বারা অথবা তাদের নিজেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাখাগুলিকেই কেবল স্বীকার করে। তারা তাদের অনুরোধের পক্ষে হেতু প্রদর্শন করেছে যে এই উপায়ে প্ররোচকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া আবশ্যক, তাড়াহুড়ো করে নিজেদের

---

* অস্ট্রিয়া। — সম্পাঃ

র‍্যাডিকাল মতবাদের দিক থেকে অদৃষ্টপূর্ব সব শাখা গঠনে তাদের অত্যুৎসাহ প্রকাশ পাচ্ছে ভারি সোরগোল তুলে। অন্যদিকে, যেই নিজেদের ভেতর সংঘর্ষ বাধছে, অমনি তথাকথিত কর্তৃত্ববিরোধী শাখাগুলি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে আবেদন জানাচ্ছে পরিষদে, এমন কি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দাবি করছে, যা ঘটেছিল লিয়োঁ সংঘর্ষের সময়। অতি সম্প্রতি, সম্মেলনের পরেই, তুরিনের শ্রমিক ফেডারেশন নিজেদের আন্তর্জাতিকের শাখা বলে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে ভাঙন ঘটার পর সংখ্যাল্পেরা স্থাপন করে প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতি (১৩৪)। এই সমিতি আন্তর্জাতিকে যোগ দেয় এবং শুরু করে ইউর-পন্থীদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিয়ে। তাদের *Proletario* পত্রিকায় কর্তৃত্বপরায়ণতার বিরুদ্ধে রোষপূর্ণ বাক্য গিজগিজ করে। সমিতির সদস্য চাঁদা পাঠিয়ে তার সেক্রেটারি* সাধারণ পরিষদকে সতর্ক করে দেন যে পুরানো ফেডারেশনও খুবই সম্ভব চাঁদা পাঠাবে। পরে তিনি লিখছেন:

'*Proletario*-তে আপনারা নিশ্চয় পড়েছেন যে প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতি... ঘোষণা করেছে যে... বুর্জোয়ারা যারা শ্রমিকদের মুখোশ পরে **শ্রমিক ফেডারেশন** গঠন করছে তাদের সঙ্গে সর্ববিধ একাত্মতা সমিতি বর্জন করছে,'

এবং সাধারণ পরিষদকে তিনি অনুরোধ করছেন

'এই সিদ্ধান্ত যেন সমস্ত শাখাকে জানানো হয় এবং দশ সান্তিম চাঁদা পাঠানো হলে পরিষদ যেন তা গ্রহণ না করে।'**

আন্তর্জাতিকের সমস্ত সংগঠনের মতো সাধারণ পরিষদ প্রচার চালাতে বাধ্য। এই কর্তব্যটা সে পালন করে তার অভিভাষণগুলির সাহায্যে এবং তার ভারপ্রাপ্তদের মারফৎ, যাঁরা উত্তর আমেরিকায়, জার্মানিতে, ফ্রান্সের বহু শহরে আন্তর্জাতিকের প্রথম সংগঠনগুলির ভিত্তি পাতেন।

---

* ক. তের্ৎসাগি। — সম্পাঃ

** সে সময় প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি এই রকমই **মনে হয়েছিল,** যার প্রতিনিধি ছিলেন বাকুনিনের বন্ধু, সমিতির সেক্রেটারি-করেসপণ্ডেণ্ট। বস্তুত এ শাখার প্রচেষ্টা ছিল একেবারেই অন্যবিধ। তহবিল তছরূপ এবং তুরিন পুলিশ-কর্তার সঙ্গে দোস্তি সম্পর্কের জন্য এই দু'গুণো বিশ্বাসঘাতক প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করে এই সমিতি যে ব্যাখ্যা পেশ করে তাতে তাদের আর সাধারণ পরিষদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়।

সাধারণ পরিষদের আরেকটা কর্তব্য হল ধর্মঘটীদের পেছনে গোটা আন্তর্জাতিকের সমর্থন নিশ্চিত করে তাদের সাহায্য করা (বিভিন্ন কংগ্রেসে সাধারণ পরিষদের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে দেখা যাবে ধর্মঘট সংগ্রামে তার হস্তক্ষেপের তাৎপর্য কতটা। ব্রিটিশ ঢালাইকরদের প্রতিরোধ সমিতি এমনিতেই একটা আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন, অন্যান্য দেশে তার শাখা আছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাসত্ত্বেও আমেরিকান ঢালাইকরেরা ধর্মঘটের সময় তাদের দেশে ব্রিটিশ ঢালাইকরদের আমদানি ঠেকাবার জন্য সাধারণ পরিষদের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করা আবশ্যক জ্ঞান করে।

আন্তর্জাতিকের বিকাশে সাধারণ পরিষদের ওপর, যেমন ফেডারেল পরিষদগুলির ওপরেও সালিশের কাজ বর্তায়।

ব্রাসেল্স্ কংগ্রেস নির্দেশ দেয়:

'প্রতি তিন মাস অন্তর সাধারণ পরিষদে **সাংগঠনিক কাজ** এবং তাদের এক্তিয়ারভুক্ত শাখাগুলির **আর্থিক অবস্থা** সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে ফেডারেল পরিষদগুলি বাধ্য' (সাংগঠনিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত ৩)।

শেষত, ষোলো জনের পিত্তি-জ্বালানো ক্রোধের প্রকোপ ঘটায় যে বাসেল কংগ্রেস, তা শুধু সেইসব সম্পর্ককেই সূত্রবদ্ধ করেছে যা সমিতির বিকাশপথে সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে দানা বেঁধেছিল। তা যদি সাধারণ পরিষদের অধিকারের সীমানা মাত্রাতিরিক্ত প্রসারিত করে থাকে, তাহলে বাকুনিন, শ্ভিৎসগেবেল, ফ. রবের, গিলোম এবং অ্যালায়েন্সের অন্যান্য যে প্রতিনিধি এর জন্য এত চেষ্টা করেছেন তাঁরা ছাড়া আর কে দোষী? লন্ডনস্থ সাধারণ পরিষদের প্রতি 'অন্ধ আস্থার' অভিযোগ তাঁরা আনবেন নাকি নিজেদের বিরুদ্ধেই?

বাসেল কংগ্রেসের দুটি সিদ্ধান্ত:

'৪। আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক এমন প্রতিটি নবগঠিত শাখা বা সমিতি তাদের সংযুক্তির কথা অবিলম্বে সাধারণ পরিষদকে জানাতে বাধ্য' এবং

'৫। পরবর্তী কংগ্রেসে সিদ্ধান্তের জন্য নালিশ করার অধিকার নতুন সমিতি বা গ্রুপগুলির জন্য রেখে তাদের গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আছে সাধারণ পরিষদের।'

আর ফেডারেল সমিতির বাইরে গঠিত স্থানীয় স্বাধীন সঙ্ঘগুলির কথা যদি ধরি তাহলে এই ধারায় আন্তর্জাতিকের উদ্ভবের মুহূর্ত থেকে প্রচলিত আচরণই সমর্থিত হচ্ছে, যা বজায় রাখা সমিতির কাছে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। তবে কেউ কেউ বড় বেশি এগিয়ে যায়; এই আচরণটিকে সাধারণীকৃত করে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত নবগঠিত শাখা বা সমিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এই ধারাগুলি সত্যই ফেডারেশনের আভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে সাধারণ পরিষদকে, কিন্তু সাধারণ পরিষদ কখনো তা এই অর্থে নেয় নি। এই দৃঢ়োক্তি করছে সাধারণ পরিষদ যে ষোলো জনেরা একটা ঘটনারও উল্লেখ করতে পারবেন না যেখানে বিদ্যমান গ্রুপ বা ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে প্রস্তুত নতুন শাখাগুলির ব্যাপারে তা হস্তক্ষেপ করেছে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি নবগঠিত শাখা আর পরবর্তী সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই স্বীকৃত শাখা নিয়ে:

'৬। পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিকের শাখাকে বাতিল করারও অধিকার আছে সাধারণ পরিষদের।'

'৭। একই জাতীয় গ্রুপের অন্তর্গত সমিতি বা শাখাগুলির মধ্যে অথবা বিভিন্ন জাতীয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে তা সমাধানের অধিকার আছে সাধারণ পরিষদের; পরবর্তী কংগ্রেসে যেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা, সেখানে অভিযোগ আনার অধিকার পক্ষগুলির বজায় থাকবে।'

এই দুই ধারা চূড়ান্ত ক্ষেত্রে আবশ্যক, কিন্তু সাধারণ পরিষদ অদ্যাবধি তা কখনো প্রয়োগ করে নি। পূর্বকথিত ঐতিহাসিক সমীক্ষা এই সাক্ষ্য দেয় যে সাধারণ পরিষদ একবারও শাখাকে সাময়িকভাবে বাতিল করার আশ্রয় নেয় নি আর সংঘাতের ক্ষেত্রে তা কাজ করেছে কেবল দু'পক্ষ থেকে স্বীকৃত সালিশ হিসাবে।

শেষত, খোদ সংগ্রামের চাহিদাতেই সাধারণ পরিষদের ওপর যে কাজ ন্যস্ত হয়েছে, আমরা এখন তার কাছে এসেছি। অ্যালায়েন্স পক্ষপাতীদের খেদজনক লাগলেও এটা প্রশ্নাতীত একটা ঘটনা: শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির জন্য সমস্ত সংগ্রামীর শীর্ষস্থানে সাধারণ পরিষদ গেছে ঠিক এইজন্য যে প্রলেতারীয় আন্দোলনের সমস্ত শত্রুদের পক্ষ থেকে তার ওপর নিদারুণ আক্রমণ চলছে।

৫

আন্তর্জাতিক এখন যা, তার মুণ্ডপাত করে ষোলো জন আমাদের সেকশনের কী তার হওয়া উচিত।

সর্বাগ্রে সাধারণ পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে হতে হবে নেহাৎ একটা করেসপন্ডিং ও পরিসংখ্যান ব্যুরো। সাংগঠনিক কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তার পরিণামে অনিবার্যই পর্যবসিত হবে ইতিপূর্বেই সমিতির মুখপত্রগুলিতে প্রকাশিত সংবাদের পুনরুল্লেখে। এইভাবে করেসপন্ডিং ব্যুরোও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর পরিসংখ্যানের কথা যদি ধরি তাহলে মজবুত সংগঠন এবং বিশেষ করে প্রাথমিক নিয়মাবলিতে যা বিশেষ করে বলা হয়েছে—সাধারণ পরিচালনা ছাড়া ও-কাজটা করা যায় না। কিন্তু এসব থেকে যেহেতু 'কর্তৃত্বপরায়ণতার' কড়া গন্ধ ছাড়ে, তাই ব্যুরো সম্ভবত থাকত, কিন্তু কোনো পরিসংখ্যানই থাকত না। এককথায়, সাধারণ পরিষদ অন্তর্ধান করছে। ওই একই যুক্তিতে বিলুপ্ত হচ্ছে ফেডারেল পরিষদ, স্থানীয় কমিটি এবং অন্যান্য 'কর্তৃত্বপরায়ণ' কেন্দ্র। থাকছে কেবল স্বায়ত্তাধিকারী শাখা।

অবাধে ফেডারেশনভুক্ত এবং সর্ববিধ ক্ষমতা, 'এমন কি শ্রমিকদের নির্বাচিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা থেকেও' সানন্দে মুক্ত এই 'স্বায়ত্তাধিকারী শাখাগুলির' কাজ কী হবে?

এখানে ষোলো জনের কংগ্রেসে ইউর ফেডারেল কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট দিয়ে সার্কুলারের পরিপূরণ করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

> 'শ্রমিক শ্রেণীকে মানবজাতির নতুন স্বার্থগুলির সাঁচ্চা প্রতিনিধিতে পরিণত করার জন্য' দরকার 'যে ভাবধারার জয়লাভ করা উচিত তার দ্বারা' তার সংগঠন 'পরিচালিত হওয়া। সমাজজীবনের ঘটনাবলির সঙ্গতিনিষ্ঠ পর্যালোচনার মাধ্যমে এই ভাবধারাকে আমাদের যুগের চাহিদা থেকে, মানবজাতির গূঢ় প্রয়াস থেকে নিষ্কাশিত করা এবং তৎপর সে ভাবধারা আমাদের শ্রমিক সংগঠনে প্রবর্তিত করতে সচেষ্ট হওয়া—এই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য ইত্যাদি।' শেষত, 'আমাদের শ্রমিক অধিবাসীদের মধ্যে' গড়া চাই 'সাঁচ্চা সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক **স্কুল**।'

এইভাবে স্বায়ত্তাধিকারী শ্রমিক শাখাগুলি অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে **স্কুলে** আর তাতে গুরু হবেন অ্যালায়েন্সের মহোদয়েরা। 'সুসঙ্গত পর্যালোচনা' যা আদৌ কোনো রকম চিহ্ন রেখে যাবে না, তার মাধ্যমে এঁরা

ভাবধারা নিষ্কাশিত করবেন। 'অতঃপর' তা **'প্রবর্তিত করবেন** আমাদের শ্রমিক সংগঠনে'। এ'দের কাছে শ্রমিক শ্রেণী হল একটা কাঁচামাল, তালগোল, আকার লাভের জন্য তাঁদের পবিত্র আত্মায় হাওয়ার ঝাপটা মারতে হবে।

এসবই কেবল অ্যালায়েন্সের পুরানো কর্মসূচির ধুয়া, যা শুরু হয়েছে এই কথায়:

'শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের সমাজতান্ত্রিক সংখ্যালঘুরা এই লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নতুন অ্যালায়েন্স' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছে... এবং 'রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্ন পর্যালোচনার **বিশেষ ব্রত** নিয়েছে...'

এইরূপ **ভাবধারা 'নিষ্কাশিত হচ্ছে'** তা থেকে!

'এই ধরনের উদ্যোগ থেকে... ইউরোপ ও আমেরিকার সাঁচ্চা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা সাধারণ ভাষা খুঁজে পাওয়া ও **নিজেদের ভাবধারা** প্রতিষ্ঠার **উপায়** পাবে।'*

এইভাবে তাঁদেরই নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসারে একটি বুর্জোয়া সমিতির সংখ্যালঘুরা বাসেল কংগ্রেসের সামান্য আগে আন্তর্জাতিকে ঢুকে পড়ে শ্রমিক জনগণের সামনে গুহ্য বিদ্যার পুরোহিত হয়ে ওঠার **উপায় হিসাবে** আন্তর্জাতিককে ব্যবহার করার লক্ষ্য নিয়ে আর সে বিদ্যা চারটি বাক্যে বিধৃত যার তুঙ্গ বিন্দু হল 'শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা'।

এই 'তাত্ত্বিক ব্রত' ছাড়াও আন্তর্জাতিকের নিকট প্রস্তাবিত নতুন সংগঠনের নিজস্ব একটা ব্যবহারিক দিকও আছে।

'ষোলো জনের সার্কুলার বলছে: 'আন্তর্জাতিক নিজের জন্য যে সংগঠন ধার্য করবে, সমাজের ভবিষ্যৎকে হতে হবে তার সর্বাত্মক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

* যে সময় প্রকাশ্য কংগ্রেস ডাকা হত বিশ্বাসঘাতকতা বা মূর্খতার চূড়ান্ত, তখন রুদ্ধদ্বার সম্মেলন ডাকায় অ্যালায়েন্সের যে মহোদয়েরা সাধারণ পরিষদকে তিরস্কারে ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তাঁরা, কোলাহল ও প্রকাশ্যতার এই নিঃসন্দেহ পক্ষপাতীরা আমাদের নিয়মাবলি অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে খাঁটি একটি গোপন সমিতি গড়েন যা খোদ আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধেই চালিত এবং যার লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিকের অসন্দিগ্ধ শাখাগুলিকে সর্বোচ্চ পুরোহিত বাকুনিনের নেতৃত্বাধীন করা।

পরবর্তী কংগ্রেসে এই গোপন সংগঠন এবং কিছু কিছু দেশে, যেমন স্পেনে তার প্রেরণাদাতার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তদন্ত দাবি করতে সাধারণ পরিষদ কৃতসংকল্প।

সেই কারণে আমাদের দেখতে হবে যাতে এ সংগঠন যথাসম্ভব আমাদের আদর্শের কাছাকাছি আসে।'

'সমতা ও মুক্তির ভিত্তিতে সমাজ কি কর্তৃত্বপরায়ণ সংগঠন থেকে আসা সম্ভব? সেটা অসম্ভব। ভবিষ্যৎ মানবসমাজের ভ্রূণস্বরূপ আন্তর্জাতিককে এখনই হতে হবে আমাদের মুক্তি ও ফেডারেশন নীতির বিশ্বস্ত প্রতিফলন।'

অন্যকথায়, মধ্যযুগীয় মঠগুলি যেমন ছিল স্বর্গজীবনের ছবি, আন্তর্জাতিককেও তেমনি হতে হবে নব জেরুসালেমের আদিরূপ, যার 'ভ্রূণ' গর্ভে বহন করছে অ্যালায়েন্স। বলাই বাহুল্য যে প্যারিস কমিউনারদের পরাজয় ঘটত না যদি কমিউন হল 'ভবিষ্যৎ মানবসমাজের ভ্রূণ' এই কথা বুঝে তারা ছুড়ে ফেলে দিত সর্ববিধ শৃঙ্খলা ও সর্ববিধ অস্ত্র — যখন যুদ্ধ আর হবে না কেবল তখনই যে জিনিসগুলি লোপ পাওয়ার কথা!

কিন্তু আন্তর্জাতিক যখন তার অস্তিত্বের জন্য লড়ছে, তখন তাকে বিসংগঠিত ও খন্ডবিখন্ড করার এই প্রকল্পটিতে তাঁদের 'সুসঙ্গত পর্যালোচনা' যে দিয়েছেন ষোলো জন নয়, তা দেখাবার জন্য বাকুনিন সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে তাঁর নোটের আসল পাঠ প্রকাশ করেছেন *(Almanach du Peuple pour 1872,* জেনেভা দ্রষ্টব্য)।

৬

এবার ষোলো জনের কংগ্রেসে ইউর কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে সেটি পড়ুন।

তাদের সরকারী মুখপত্র *Révolution Sociale* (১৬ নভেম্বর) বলেছে: 'তা পাঠ করলে আত্মত্যাগ ও ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে ইউর ফেডারেশনের অনুগামীদের কাছ থেকে কী আশা করা যায় তার একটা **যথাযথ ধারণা** মিলবে।'

'এইসব সাঙ্ঘাতিক ঘটনাবলির'—ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ এবং ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ—ওপর 'আন্তর্জাতিকের শাখাগুলির অবস্থায়... কিছুটা পরিমাণ **মনোবলহানিকর**' প্রভাবপাতের দায় চাপিয়ে রিপোর্ট শুরু হয়েছে।

একথা যদি সত্য হয় যে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ উভয় ফৌজে বিপুল পরিমাণ শ্রমিককে সমবেত করে শাখাগুলির **বিসংগঠনে** সহায়তা করেছে,

তাহলে এটাও কম সত্য নয় যে সাম্রাজ্যের পতন এবং বিসমার্ক কর্তৃক দিগ্বিজয়ী যুদ্ধের প্রকাশ্য ঘোষণায় জার্মানি ও ব্রিটেনে প্রুশীয়দের পক্ষ নেওয়া বুর্জোয়া এবং এযাবৎকালের চেয়ে প্রবলভাবে আন্তর্জাতিক মনোভাব ব্যক্তকারী প্রলেতারিয়েতের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম জেগে ওঠে। শুধু এই একটা কারণেই এই দুই দেশে আন্তর্জাতিকের প্রভাব বেড়ে ওঠার কথা! এই একই ঘটনাবলিতে আমেরিকায় বহুসংখ্যক দেশান্তরী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়; তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী অংশটা শোভিনিস্ট অংশটা থেকে রীতিমতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অন্যদিকে, প্যারিস কমিউন ঘোষণায় আন্তর্জাতিকের ব্যাপ্তি লাভে এবং সমস্ত জাতির শাখাগুলি কর্তৃক তার নীতিগুলির সতেজ রক্ষায় অভূতপূর্ব প্রেরণা জোগায়: শুধু ইউর শাখা এর ব্যতিক্রম, তাদের রিপোর্টে পরে বলা হয়েছে: 'বিরাট সংগ্রামের সূত্রপাত চিন্তার খোরাক জোগায়... একদল তাদের অক্ষমতা চাপা দেবার জন্য সরে যায়... যে অবস্থা গড়ে ওঠে' (তাদের নিজেদের পঙ্‌ক্তিতেই) 'তা অনেকের কাছেই হয়ে দাঁড়ায় ভেঙে পড়ার লক্ষণ', কিন্তু 'ঠিক বিপরীতেই... এ **অবস্থা আন্তর্জাতিককে পুরোপুরি পুনর্গঠনে সক্ষম**'... তাদের আকৃতিতে ও সাদৃশ্যে। অতি অনুকূল এই পরিস্থিতির গভীর বিচার করলে এই সামান্য বাসনাটি বোধগম্য হয়ে উঠবে।

তুলে দেওয়া অ্যালায়েন্সের কথা যদি না ধরি, যা পরে মালোঁ শাখার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে ২০ শাখার পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট দিতে হত। তাদের সাতটি স্রেফ তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়; রিপোর্টে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

'খাপ-বানিয়েদের শাখা তথা বিয়েনে খোদাইকার ও নক্সাকার শাখা তাদের প্রতি আমাদের একটি পত্রেরও জবাব দেয় নি।'

'নেওশাতেলের বৃত্তি শাখাগুলি — সূত্রধর, খাপ-বানিয়ে, খোদাইকার, নক্সাকাররা — একবারও ফেডারেল কমিটিকে কোনো উত্তর দেয় নি।'

'ভাল-দে-রুজ শাখা থেকে কোনো খবর আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি।'

'ফেডারেল কমিটির পত্রের কোনো জবাব দেয় নি লোক্‌ল্‌-এর খোদাইকার ও নক্সাকারদের শাখা।'

একেই বলে নিজেদের ফেডারেল কমিটির স্বায়ত্তাধিকারী শাখাগুলির **স্বাধীন** যোগাযোগ।

অন্য আরেকটি **শাখা, যথা**

'কুর্তেলারি জেলার **খোদাইকার ও নক্সাকারদের** শাখা তিন বছরের **একগুঁয়েমি** ও একরোখামির পর... বর্তমান মুহূর্তে... সংগঠিত **হচ্ছে প্রতিরোধ সমিতিতে'** — **আন্তর্জাতিকের বাইরে,** আর তাতে ষোলো জনের কংগ্রেসে তাদের দুজন প্রতিনিধি পাঠাতে কোনোই বাধা হয় নি।

তারপর বলা হয়েছে **চারটি** একেবারে **মৃত শাখার কথা:**

'বিয়েনে কেন্দ্রীয় শাখাটি বর্তমানে **ভেঙে গেছে;** তবে তার বিশ্বস্ত সভ্যদের একজন আমাদের সম্প্রতি লিখেছেন যে বিয়েনে আন্তর্জাতিকের পুনরুজ্জীবনের **সব আশা** এখনও যায় নি।'

'সাঁ-ব্লেজ-এর শাখাটি **ভেঙে গেছে।'**

'কাতেবা-র **শাখাটি** তার চমৎকার অস্তিত্বের **পর** এই **নির্ভীক'(!)** 'শাখা ভেঙে দেওয়ার জন্য এই এলাকার কর্তারা'(!) 'যে ঘোঁট পাকিয়েছিল তাতে করে **পিছু হটতে** বাধ্য **হয়।'**

'শেষত, করজেমন শাখাটিও কর্তাদের পক্ষ থেকে চক্রান্তের **বলি হয়।'**

তারপর **যায় কুর্তেলারি জেলার কেন্দ্রীয় শাখা, যা**

'একটা বিচক্ষণ ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়: **সাময়িকভাবে** নিজেদের ক্রিয়াকলাপ **বন্ধ করে'**

তাতে ষোলো জনের কংগ্রেসে দুজন প্রতিনিধি পাঠাতে তাদের বাধা হয় নি।

তারপর আসছে **চারটি** শাখার কথা, যাদের অস্তিত্ব **সমস্যাকীর্ণের** চেয়েও বেশি।

'গ্রাঁজ শাখা পরিণত হয়েছে শ্রমিক **সমাজতন্ত্রীদের ছোটো একটি কোষকেন্দ্রে...** তাদের স্থানীয় ক্রিয়াকলাপ **সভ্যাল্পতার** জন্য **পঙ্গু।'**

'নেওশাতেলের কেন্দ্রীয় শাখা ঘটনাবলির দরুন **ভয়ানক মুশকিলের মধ্য দিয়ে গেছে,** তার বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো সভ্যের আত্মত্যাগ ও সক্রিয়তা না থাকলে **তার ধ্বংস ঠেকানো যেত না।'**

'লোক্‌ল্‌-এর কেন্দ্রীয় শাখা কয়েক মাস ধরে **জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে** থাকার পর **শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়।** অতি সম্প্রতি তা আবার সংগঠিত হয়েছে' —

স্পষ্টতই ষোলো জনের কংগ্রেসে দুজন প্রতিনিধি পাঠাবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে।

'**শো-দে-ফোনে সমাজতান্ত্রিক প্রচারের শাখা** আছে **সংকটজনক পরিস্থিতিতে...** তার অবস্থা ভালো তো হয়ই নি, **বরং খারাপ হয়েছে।**'

তারপর আসছে দুটি শাখা — **সাঁ-ইমিয়ে ও সনভিলের জ্ঞানপ্রচারণী চক্র,** যাদের শুধু উড়ো-উড়ো উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র, তাদের অবস্থা সম্পর্কে একটা কথাও বলা হয় নি।

বাকি থাকছে আদর্শ একটি শাখা, **কেন্দ্রীয়** শাখা বলে তার নামকরণ বিচার করলে নিজেই তা কেবল অন্যান্য অন্তর্হিত শাখার টুকরো মাত্র।

'সন্দেহ নেই, **মুতিয়ে**-র কেন্দ্রীয় শাখা দুর্দশা ভুগেছে অন্যান্যদের চেয়ে কম... তার কমিটি ফেডারেল কমিটির সঙ্গে নিয়ত সংযোগ রাখছে... **শাখাটি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি...**'

তার কারণ দেখানো হয়েছে:

'লৌকিক রীতিনীতি বজায় রাখা... শ্রমিক অধিবাসীদের **চমৎকার আনুকূল্য** হেতু মুতিয়ে শাখার ক্রিয়াকলাপ চলছে বিশেষ **অনুকূল** পরিস্থিতিতে; আমরা চাই, এই এলাকার শ্রমিক শ্রেণী যেন সর্ববিধ রাজনৈতিক লোকজন থেকে আরও বেশি স্বাধীন থাকে।'

এইভাবে এই রিপোর্ট থেকে সত্যই

'আত্মত্যাগ ও **ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির** দিক দিয়ে ইউর ফেডারেশনের অনুগামীদের কাছে কী আশা করা যায় তার **যথাযথ ধারণা মিলছে।**'

তাঁরা এই কথা যোগ করে রিপোর্টের পরিপূরণ করতে পারতেন যে তাঁদের কমিটির প্রথম অধিষ্ঠান শো-দে-ফোনের শ্রমিকেরা তাঁদের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখতে সর্বদা অস্বীকার করেছে। অতি সম্প্রতি, ১৮৭২ সালের ১৮ জানুয়ারির সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ষোলো জনের সার্কুলারের জবাব দেয় লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, তথা ১৮৭১ সালের মে মাসে রোমক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তও তা অনুমোদন করে। এই শেষের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে:

'আন্তর্জাতিক থেকে চিরকালের জন্য বাকুনিন, গিলোম ও তাঁদের অনুগামীদের বিতাড়িত করা হোক।'

আর একটা কথাও কি যোগ করার দরকার হবে সনভিলের এই

তথাকথিত কংগ্রেসের তাৎপর্য সম্পর্কে যা তার অংশীদের কথাতেই, 'আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে যুদ্ধ, প্রকাশ্য যুদ্ধ আহ্বান করেছে?'

অবশ্যই এই লোকেরা, নিজেরা যত তুচ্ছ ততই বেশি যাদের চিৎকার, তারা তর্কাতীত সাফল্য লাভ করেছে। সমগ্র উদারনৈতিক ও পুলিশী সংবাদপত্র খোলাখুলি তাদের পক্ষ নিয়েছে, সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে তাদের কুৎসা, আন্তর্জাতিকের ওপর তাদের দন্তহীন আক্রমণ সমস্ত দেশেই ভুয়া সংস্কারকদের পোষকতা লাভ করেছে। ইংলন্ডে তাদের সমর্থন করেছে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রবাদীরা, যাদের চক্রান্ত চূর্ণ হয় সাধারণ পরিষদে। ইতালিতে সমর্থন করেছে স্বাধীনচিত্ত গোঁড়ারা, যারা সম্প্রতি স্তেফানানির পতাকাতলে স্থাপন করেছে 'যুক্তিবাদীদের সার্বিক সমাজ', অবশ্য-অবশ্যই যার অধিষ্ঠান থাকবে রোমে, 'কর্তৃত্বপরায়ণ' ও 'সোপানতান্ত্রিক' সংগঠন, গঠন করা হয় নাস্তিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্য মঠ, তার নিয়মাবলি অনুসারে দশ হাজার ফ্রাংক দান করলেই তার অধিবেশন কক্ষে স্থাপিত হবে সে বুর্জোয়ার আবক্ষ মর্মর মূর্তি (১৩৫)। শেষত, জার্মানিতে তারা সমর্থন পেয়েছে বিসমার্কপন্থী সমাজতন্ত্রীদের, যারা প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যের শাদা কামিজ-ওয়ালাদের (১৩৬) ভূমিকা পালন করছে, তাদের প্রকাশিত *Neuer Social-Demokrat* (১৩৭) নামে পুলিশী পত্রিকাটির কথা নয় নাই বলা গেল।

সনভিলের ধর্মসভাটি অবিলম্বে কংগ্রেস ডাকার দাবি করার জন্য আন্তর্জাতিকের সমস্ত শাখার কাছে করুণ আবেদন জানায়, যাতে, নাগরিক মালোঁ আর লেফ্রাঁসের ভাষায়, 'লন্ডন পরিষদ কর্তৃক নিয়মিত অধিকার জবরদখল বন্ধ হয়', আর আসলে যাতে আন্তর্জাতিকের জায়গায় অ্যালায়েন্স এসে জুড়ে বসতে পারে। এই আবেদন এতই সুখোদ্রেককারী সাড়া পায় যে তৎক্ষণাৎ শেষ বেলজিয়ান কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে কারচুপি করা নিয়ে ব্যস্ত হতে হয় তাদের। নিজেদের সরকারী মুখপত্রে (১৮৭২ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখের *Révolution Sociale*) তারা ঘোষণা করল:

'অবশেষে, যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ব্রাসেল্সে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর একবাক্যে জরুরী সাধারণ কংগ্রেস আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের কংগ্রেসে বেলজিয়ান শাখাগুলি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা সনভিল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যায়।'

নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন যে বেলজিয়ান কংগ্রেস সোজাসুজি তার বিপরীত সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আসন্ন বেলজিয়ান কংগ্রেস, যা জুনের আগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, তাকে তা আন্তর্জাতিকের **নিয়মিত কংগ্রেসে** পর্যালোচনার জন্য নতুন সাধারণ নিয়মাবলির খসড়া রচনার ভার দিয়েছে।

আন্তর্জাতিকের বিপুলসংখ্যাধিক সদস্যের সম্মতিতে সাধারণ পরিষদ বার্ষিক কংগ্রেস ডাকবে কেবল ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে।

৭

সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পরে **অ্যালায়েন্সের** অতি প্রভাবশালী ও অত্যুৎসাহী সদস্য আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ ফরাসি দেশান্তরীদের মধ্যে সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত এমন সাহায্যকারী রিক্রুট করার ভার নিয়ে লন্ডনে আসেন, যা তাঁদের মতে তিয়েরের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়, নিজেদেরও পকেট খালি থাকবে না তাতে। আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, তন্মধ্যে ব্রাসেল্‌স্ ফেডারেল পরিষদকেও সাধারণ পরিষদ এঁদের বোনাপার্টী অভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

১৮৭২ সালের জানুয়ারিতে **'সাম্রাজ্য ও নতুন ফ্রান্স। ফরাসিদের বিবেকের কাছে জনগণ ও যুবজনের আহ্বান'** নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে তাঁরা মুখোশটা ছুঁড়ে ফেলেন। এটি আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ-র রচনা। ব্রাসেল্‌স্, ১৮৭২।

অ্যালায়েন্সের বুজরুকদের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে তাঁরা ঘোষণা করেছেন:

'আমরা, ফরাসি প্রলেতারিয়েতের মহাবাহিনীর সংগঠক... আমরা, ফ্রান্সে আন্তর্জাতিকের প্রভাবশালী নেতা*, আমরা সৌভাগ্যবশত গুলি খেয়ে মরি নি, আমরা

---

* ১৮৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের *Égalité* (জেনেভা থেকে প্রকাশিত) পত্রিকায় 'লাঞ্ছনা মঞ্চে' শিরোনামায় আমরা পড়ি: 'ফ্রান্সের দক্ষিণে কমিউন আন্দোলনের পরাজয়ের ইতিহাস লেখার সময় এখনো আসে নি, কিন্তু এখনই আমরা, ৩০ এপ্রিলের লিয়োঁ অভ্যুত্থানের শোকাবহ পরাজয়ের যারা সাক্ষী তাদের অধিকাংশেরা ঘোষণা করতে পারি যে এ অভ্যুত্থানের পরাজয় ঘটাবার অন্যতম একটা কারণ হল গ. ব্লাঁ-র

এসেছি এখানে ওদের (**আত্মম্ভরী পার্লামেণ্টারিয়ান, ভোজনপুষ্ট প্রজাতন্ত্রী, সবধরনের ভুয়া গণতন্ত্রী**) চোখের সামনে সেই পতাকা তুলতে, যার তলে আমরা লড়ছি, এবং প্রত্যাশিত কুৎসা, হুমকি ও সর্ববিধ আক্রমণ তুচ্ছ করে ডাক দিচ্ছি যন্ত্রণাজর্জর ইউরোপকে। এ ডাক উঠছে আমাদের চেতনার গভীর থেকে, অচিরেই তাতে সাড়া দেবে সমস্ত ফরাসির হৃদয়: **'সম্রাট জিন্দাবাদ!'**'

'কলঙ্কমণ্ডিত থুৎকারনিক্ষিপ্ত তৃতীয় নেপোলিয়নের জন্য প্রয়োজন চিত্তচমৎকারী পুনঃপ্রতিষ্ঠা,' —

এবং তৃতীয় আক্রমণের গোপন তহবিল থেকে অর্থপ্রাপ্ত শ্রী শ্রী আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ তাঁর মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার পেয়েছেন।

তবে ওঁরা স্বীকার করছেন যে

'আমাদের ভাবধারা বিকাশের স্বাভাবিক গতিই আমাদের সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী করে তুলেছে।'

এ স্বীকৃতিতে **অ্যালায়েন্সের সমধর্মীদের** কর্ণকুহরে মধু বর্ষিত হওয়া উচিত। *Solidarité*-এর সেরা দিনগুলোর মতো আ. রিশার এবং গ. ব্লাঁ 'রাজনীতি থেকে বিরত থাকার' নিজেদের পুরানো বুলি ঝাড়ছেন, তবে 'বিকাশের স্বাভাবিক গতির' তথ্যাদিতে তা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রে, যখন রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বায়ুসেবন থেকে বন্দী যেমন বিরত থাকে, তেমনি রাজনীতিতে কোনোরকম অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে শ্রমিকেরা।

কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও চৌর্য, যিনি সর্বত্র ঢুকে পড়ে আড়ালে থাকা আ. রিশারের নির্দেশ পালন করছিলেন।

নিজেদের আগে থেকেই সুচিন্তিত কলকৌশল দ্বারা এই পাষণ্ডেরা অভ্যুত্থানী কমিটিগুলির প্রস্তুতি কর্মে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, ইচ্ছে করেই তাঁদের অপদস্থ করেছেন।

শুধু তাই নয়, লিয়োঁতে তাঁরা আন্তর্জাতিককে এতটা হেয় করেছেন যে প্যারিস বিপ্লবের সময় লিয়োঁর শ্রমিকেরা আন্তর্জাতিকের প্রতি প্রবল অবিশ্বাস পোষণ করেছিল। এই থেকেই দেখা দিয়েছে সংগঠনশীলতার পরিপূর্ণ অনস্তিত্ব, এই থেকেই অভ্যুত্থানের পরাজয়, যে পরাজয় নিজেদের শক্তিতে ছেড়ে দেওয়া কমিউনের পরাজয়কে অনিবার্য করে তুলেছিল। এই রক্তাক্ত শিক্ষার পরই শুধু প্রচার মারফৎ আমরা লিয়োঁর শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি।

আলবের রিশার ছিলেন বাকুনিন ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের আদরের দুলাল ও অবতার।'

তাঁরা ঘোষণা করেছেন: 'বিপ্লবীদের কাল ফুরিয়েছে... কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে জার্মানি ও ইংলণ্ডে, সর্বাগ্রে জার্মানিতে। প্রসঙ্গত, ঠিক সেখানেই তা বহুদিন থেকে গুরুত্বসহকারে সংরচিত হয়ে আসছে পরে গোটা আন্তর্জাতিকে বিস্তৃতি লাভের জন্য এবং সমিতিতে **জার্মান প্রভাবের** এই উদ্বেগজনক সাফল্য তার বিকাশ রোধ করায়, অথবা সঠিকভাবে বললে ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণের যে শাখাগুলি কোনো একজন জার্মানের কাছ থেকেও কোনো একটা ধ্বনিও পায় নি, সেখানে তাকে একটা নতুন দিকে প্রবাহিত করায় কম সহায়তা করে নি।'

এখানে আমরা বড় বেশি শুনছি না কি খোদ মহা হেয়ারোফাণ্টের* গলা, যিনি অ্যালায়েন্স উদয়ের সময় থেকে রুশী হিসাবে **লাতিন জাতিগুলির** প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ মিশন গ্রহণ করেছিলেন? নাকি এটা *Révolution Sociale* (২ নভেম্বর, ১৮৭১)-এর 'সাঁচ্চা মিশনারিদের' কণ্ঠস্বর, যা

'আন্তর্জাতিকের ওপর জার্মান ও বিসমার্কী মানসিকতা চাপিয়ে দিতে চেষ্টিত পশ্চাদ্গামী আন্দোলনের'

কথা বলেছে?

তবে সৌভাগ্যবশত আন্তর্জাতিকের সত্যকার ঐতিহ্য রক্ষা পেল — শ্রী শ্রী আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ-কে গুলি করে মারা হয় নি! সুতরাং, তাঁদের ব্যক্তিগত 'কাজ' দাঁড়াল ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণে আন্তর্জাতিককে 'নতুন দিকে প্রবাহিত করা' — বোনাপার্টী শাখা গঠনের চেষ্টা মারফৎ আর শুধু এই কারণেই সেগুলি 'স্বায়ত্তাধিকারী'।

প্রলেতারিয়েতকে রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত করার যে প্রস্তাব লণ্ডন সম্মেলন দিয়েছিল, সেকথা ধরলে, **'সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর আমরা'** — রিশার ও ব্লাঁ —

'শুধু সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বাদির নয়, তা বাস্তবায়নের যে প্রচেষ্টা প্রকাশ পাচ্ছে জনগণের বিপ্লবী সংগঠনে তারও দ্রুত অবসান ঘটাব।' এককথায়, 'যা আন্তর্জাতিকের প্রধান শক্তি... বিশেষত **লাতিন জাতিগুলির** দেশে' 'শাখাগুলির স্বায়ত্তাধিকারের' মহান 'নীতি ব্যবহার করে'... (*Révolution Sociale*, ৪ জানুয়ারি) —

এই ভদ্রলোকেরা আন্তর্জাতিকের ভেতর নৈরাজ্যের বাজি ধরছেন।

নৈরাজ্য — এই হল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ থেকে একটিমাত্র বুলি ধার

* ম. বাকুনিন। — সম্পাঃ

নেওয়া তাঁদের গুরু বাকুনিনের জঙ্গী ঘোড়া। সমস্ত সমাজতন্ত্রী নৈরাজ্য বলতে বোঝে এই: প্রলেতারীয় আন্দোলনের লক্ষ্য—শ্রেণীর বিলোপ—সিদ্ধ হবার পর যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নগণ্য শোষক সংখ্যাল্পদের নিগড়ে উৎপাদকদের নিয়ে গঠিত সমাজের বিপুল অধিকাংশকে ধরে রাখার জন্য বিদ্যমান তা অন্তর্ধান করবে এবং শাসনের কাজ পরিণত হবে সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজে। অ্যালায়েন্স প্রশ্নটাকে রাখে উল্টো করে। শোষকদের হাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রচন্ড পুঞ্জীভবন চূর্ণ করার মোক্ষম উপায় হিসাবে তা প্রলেতারিয়েতের পঙ্‌ক্তিতে নৈরাজ্য ঘোষণা করে। এই অজুহাতে আন্তর্জাতিককে যখন পুরানো দুনিয়া দলন করতে চেষ্টিত তখন সে দাবি করে যে আন্তর্জাতিক তার সংগঠনের স্থলাভিষিক্ত করুক নৈরাজ্যকে। তিয়েরের প্রজাতন্ত্রের সম্রাট-বেশ আড়াল করে তাকে চিরস্থায়ী করার জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশের আর বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না।*

লণ্ডন, ৫ মার্চ ১৮৭২
৩৩, রাটবন-প্লেস

১৮৭২ সালের জানুয়ারির
মাঝামাঝি থেকে ৫ মার্চের মধ্যে
ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

ফরাসি ভাষায় লিখিত

১৮৭২ সালের জেনেভায়
পুস্তিকাকারে মুদ্রিত

---

* দুফোর আইন সম্পর্কে রিপোর্টে জমিদার পরিষদের প্রতিনিধি সাকাজ সর্বাগ্রে আক্রমণ করেছেন আন্তর্জাতিকের 'সংগঠনকে'। এ সংগঠন তাঁর চক্ষুশূল। 'এই ভয়ংকর সমিতির অগ্রমুখী আন্দোলন' প্রতিপন্ন করে তিনি বলে যান: 'এই সমিতি... তার পূর্ববর্তী গোষ্ঠীগুলির গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ... নাকচ করে। তার সংগঠন গঠিত ও পরিবর্তিত হয়েছে সকলের চোখের সামনে। এই সংগঠনের পরাক্রমের দৌলতে... ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে তার ক্রিয়াকলাপ ও প্রভাবের ক্ষেত্র। তা অনুপ্রবেশ করছে গোটা দেশে।' পরে সাকাজ সংগঠনের একটা 'সংক্ষিপ্ত বিবরণ' দিয়ে পরিশেষে বলেছেন: 'নিজেদের বিজ্ঞ ঐক্যে এই হল... এই বিস্তৃত সংগঠনটির পরিকল্পনা। তার শক্তি নিহিত খোদ তার পরিকল্পনায়ই, সাধারণ ক্রিয়াকলাপে সংযুক্ত তার অনুগামী জনগণের মধ্যে এবং শেষত তাদের আন্দোলনে প্রণোদিত করে যে দুর্দম প্রেরণা, তাতেও তার শক্তি নিহিত।'

হানোভারস্থ ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১২ এপ্রিল, ১৮৭১

...আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের'* শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি, আগের মতো আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটিকে এক হাত থেকে আর এক হাতে তুলে দেওয়া ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা হবে না, হবে ঐ যন্ত্রটিকে **চূর্ণ করা** এবং এই হচ্ছে মহাদেশে প্রত্যেক সত্যকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত। আর প্যারিসে আমাদের বীর কমরেডরা ঠিক এরই চেষ্টা করছেন। এই প্যারিসবাসীদের কী স্থিতিস্থাপকতা, কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, কী আত্মত্যাগের ক্ষমতা! বহিঃশত্রুর চেয়েও বরং আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সংঘটিত ছয়মাসব্যাপী অনাহার ও ধ্বংসের পর প্রুশীয় সঙ্গিনের তলায় তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, যেন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কখনও যুদ্ধই হয় নি এবং শত্রু যেন প্যারিসের প্রবেশদ্বারে আর বসে নেই! ইতিহাসে অনুরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আর নেই! যদি তাঁরা পরাজিত হন, তবে দোষ শুধু তাঁদের 'উদার স্বভাবের'। প্রথমে ভিনয় এবং পরে প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশটা প্যারিস থেকে পালাবার পরই তাঁদের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ভার্সাইয়ে আসা। বিবেকের দ্বিধার জন্যই তাঁরা সুযোগ হারালেন। তাঁরা **গৃহযুদ্ধ শুরু করতে** চান নি, যেন প্যারিসকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে বিকট গর্ভস্রাব তিয়েরের আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেন নি! দ্বিতীয় ভুল: কমিউনকে পথ করে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটাও সেই ভুয়া

---

* বর্তমান সংস্করণের ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। সম্পাঃ

আশঙ্কায় পর্যবসিত 'সাধুতা' থেকে! সে যাই হোক না কেন, পুরানো সমাজের নেকড়ে, শুয়োর ও কুত্তাগুলো যদি প্যারিসের এই বর্তমান অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করে দেয়ও, তবুও প্যারিসের জুন অভ্যুত্থানের পর এই অভ্যুত্থানই হল আমাদের পার্টির সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তি। স্বর্গাভিযানী এই প্যারিসবাসীদের তুলনা করা যাক সেই জার্মান-প্রুশীয় পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের দাসদের সঙ্গে, যে সাম্রাজ্যের মান্ধাতার আমলের ছদ্মবেশনৃত্য ভরে উঠেছে ফৌজী ব্যারাক, গির্জা, যুঙ্কারতন্ত্র এবং সর্বোপরি কূপমণ্ডূকতার দুর্গন্ধে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। লুই বোনাপার্টের কোষাগার থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্যপ্রাপ্তদের যে তথ্য **সরকারীভাবে প্রকাশিত হয়েছে** তাতে লেখা আছে ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে **ফগ্‌ট** ৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক পেয়েছেন! পরে ব্যবহারের জন্য তথ্যটা আমি লিব্‌ক্লেখ্‌টকে জানিয়েছি।

তুমি আমাকে হাকস্টহাউজেন (১৩৮) পাঠাতে পারো, কারণ সম্প্রতি আমি শুধু জার্মানি থেকে নয়, এমন কি পিটার্সবুর্গ থেকেও অক্ষত অবস্থায় নানাধরনের পুস্তিকাদি পাচ্ছি।

যেসব সংবাদপত্র পাঠিয়েছ তজ্জন্য ধন্যবাদ (অনুগ্রহ করে আরও পাঠাবে, কারণ জার্মানি, রাইখ্‌স্টাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে চাই)।

জার্মান ভাষায় লিখিত

হানোভারস্থ ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

[লন্ডন], ১৭ এপ্রিল, ১৮৭১

তোমার চিঠি পেয়েছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমার হাতভর্তি কাজ। তাই, মাত্র দুয়েক কথা লিখব। তুমি কেমন করে ১৮৪৯-এর ১৩ জুনের (১৩৯) পেটি-বুর্জোয়া মিছিল ইত্যাদির সঙ্গে প্যারিসের বর্তমান সংগ্রামের তুলনা করতে পারলে তা মোটেই বোধগম্য নয়।

শুধু অব্যর্থ অনুকূল সুযোগের শর্তেই যদি সংগ্রাম চালানো হয়, তাহলে তো দুনিয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করা সত্যই খুব সোজা হয়ে যেত। ওদিকে আবার 'আপতিকতার' যদি কোনো ভূমিকা না থাকত তাহলে ইতিহাস অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় প্রকৃতির হয়ে উঠত। এই আপতিকতা স্বভাবতই সাধারণ বিকাশধারারই অঙ্গ এবং অন্যান্য আপতিক ঘটনা দিয়ে তাদের পরিপূরণ হয়ে যায়। কিন্তু বিকাশধারার ত্বরান্বয়ণ অথবা বিলম্বন খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে এই ধরনের 'আপতিকতার' উপর। যাঁরা গোড়াতেই আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের চরিত্রও এই 'আপতিকতার' অন্তর্ভুক্ত।

এবারের স্পষ্টতই প্রতিকূল 'আপতিকতাটা' কিন্তু কোনোক্রমেই ফরাসি সমাজের সাধারণ অবস্থার মধ্যে নয়, ফ্রান্সে প্রুশীয়দের উপস্থিতি এবং প্যারিসের ঠিক সম্মুখেই তাদের অবস্থানের মধ্যে। প্যারিসবাসীরা একথা ভালভাবেই জানত। ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া ইতরগুলিও সেকথা ভালভাবেই জানত। ঠিক সেইজন্যই তারা প্যারিসবাসীদের সম্মুখে হয় লড়াই অথবা বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ এই গত্যন্তরই খোলা রেখেছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর যে হতাশা আসত তা যে কোনো সংখ্যক 'নেতার' মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হত। প্যারিস কমিউনের কল্যাণে পুঁজিপতি শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এর প্রত্যক্ষ পরিণাম যাই হোক না কেন, বিশ্ব ঐতিহাসিক গুরুত্বের একটা নতুন যাত্রা-বিন্দু তো লাভ করা গেল।

জার্মান ভাষায় লিখিত

টীকা

টীকা

(১) 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'—বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এতে শ্রেণী-সংগ্রাম, রাষ্ট্র, বিপ্লব এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিয়ে মার্কসীয় মতবাদের মূলকথাগুলি আরও বিকশিত হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় সমিতির সমস্ত সভ্যের কাছে প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ হিসাবে এটি লেখা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কমিউনারদের বীরোচিত সংগ্রামের মর্মার্থ ও তাৎপর্যের উপলব্ধিতে সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র করা, এ সংগ্রামের বিশ্ব-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সমগ্র প্রলেতারিয়েতের আয়ত্তে এনে দেওয়া।

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে (এ সংস্করণে ৪ খণ্ড দ্রষ্টব্য) মার্কস বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করার যে কথা বলেছিলেন, তা এই রচনায় সমর্থিত ও আরও বিকশিত হয়েছে। মার্কস এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে স্রেফ দখল করেই স্বীয় উদ্দেশ্যে চালু করতে পারে না' (এই খণ্ডের ৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এ যন্ত্রকে চূর্ণ করে তার স্থলাভিষিক্ত করতে হবে প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্রকে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্রীয় রূপ হিসাবে নতুন ধরনের, প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসের এই সিদ্ধান্ত বিপ্লবী তত্ত্বে তাঁর নতুন অবদানের প্রধান কথা।

মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' রচনাটি বহুল প্রচার লাভ করে। ১৮৭১-১৮৭২ সালে এটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের নানা দেশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৭

(২) এঙ্গেলস এই ভূমিকাটি লেখেন প্যারিস কমিউনের বিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৯১ সালে তৃতীয় জার্মান জয়ন্তী সংস্করণের জন্য। প্যারিস কমিউনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং মার্কস কর্তৃক 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে তার সাধারণীকরণের গুরুত্ব উল্লেখ করে এঙ্গেলস তাঁর ভূমিকায় প্যারিস কমিউন নিয়ে, বিশেষত তাতে অন্তর্ভুক্ত ব্লাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে কিছু পরিপূরক মন্তব্য করেন। এই সংস্করণে এঙ্গেলস ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির

সাধারণ পরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিভাষণও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, বিভিন্ন ভাষায় পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও তা সাধারণত 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'-এর সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। পৃঃ ৭

(৩) নেপোলিয়নীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ১৮১৩-১৮১৪ সালের জার্মান জনগণের জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৭

(৪) ১৯ শতকের বিশের দশকে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের বিরোধী আন্দোলনের অংশীদের বলা হত **লোক-খেপানো বক্তা**। এ'রো জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরোধিতা করতেন এবং দাবি করতেন জার্মানির ঐক্য। সরকারের পক্ষ থেকে 'লোক-খেপানো বক্তাদের' বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমননীতি চালানো হয়। পৃঃ ৮

(৫) **সমাজতন্ত্রী বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে জারি হয় ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। এ আইনে নিষিদ্ধ হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকদের গণসংগঠন, শ্রমিক পত্র-পত্রিকা, বাজেয়াপ্ত করা হয় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে চলে দমননীতি। ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে আইন তুলে নেওয়া হয় ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর। পৃঃ ৮

(৬) ১৮৩০ সালের জুলাইয়ে ফ্রান্সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৯

(৭) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনে প্যারিস শ্রমিকদের বীরত্বমণ্ডিত অভ্যুত্থান, অসাধারণ নিষ্ঠুরতায় ফরাসি বুর্জোয়ারা তা দমন করে। ইতিহাসে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে এইটেই প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ১০

(৮) খ্রীঃ পূঃ ৪৪ থেকে ২৭ সাল অবধি গৃহযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, যা সমাপ্ত হয় রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়। পৃঃ ১০

(৯) লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সপন্থী ও বোনাপার্টপন্থীদের কথা বলা হচ্ছে।

লেজিটিমিস্ট — ফ্রান্সে ১৭৯২ সালে উৎখাত বুরবঁ রাজবংশের পক্ষপাতীদের পার্টি, বৃহৎ অভিজাত ভূস্বামী ও উচ্চ যাজকদের স্বার্থ দেখত তারা। পার্টি আকারে গঠিত হয় ১৮৩০ সালে, এই রাজবংশের দ্বিতীয়বার পতনের পর। ১৮৭১ সালে লেজিটিমিস্টরা প্যারিস কমিউনের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল অভিযানে যোগ দেয়।

অর্লিয়ান্সপন্থী — বুরবঁ বংশের ছোটো তরফ, অর্লিয়ান্সের ডিউকের পক্ষপাতীরা, ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে এ'রা ক্ষমতায় আসেন এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে উৎখাত হন, অর্থজীবী অভিজাত সম্প্রদায় এবং বৃহৎ বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্ব করতেন এ'রা। পৃঃ ১০

(১০) **১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রীয় কুদেতা এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বোনাপার্টী আমল সূত্রপাতের কথা বলা হচ্ছে।** পৃঃ ১০

(১১) প্রথম প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় ১৭৯২ সালে, আঠারো শতকের মহান ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়, ১৭৯৯ সালে তার স্থান নেয় কনসুলেট এবং পরে ১ম নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রথম সাম্রাজ্য (১৮০৪-১৮১৪)। এই সময় বহু যুদ্ধ চালায় ফ্রান্স, তার ফলে অনেক বিস্তৃত হয় রাষ্ট্রের সীমান্ত। পৃঃ ১১

(১২) **১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ**—জার্মানিতে নেতৃভূমিকার জন্য প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বহু বছরের সংগ্রামের সমাপ্তি হয় এই যুদ্ধে, প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে জার্মানির ঐক্যসাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এটি। যুদ্ধ শেষ হয় অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে এবং জার্মান রাষ্ট্রে তার প্রভাব লুপ্ত হয়। পৃঃ ১১

(১৩) ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সেদানের কাছে ১৮৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর ফরাসি ফৌজ পরাভূত ও সম্রাটসহ বন্দী হয়। ১৮৭০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৭১ সালের ১৯ মার্চ অবধি তৃতীয় নেপোলিয়ন ও সেনাপতিমণ্ডলী থাকে প্রুশীয় রাজাদের ভিল্‌হেলম্‌স্‌হোয়ে কেল্লায়। সেদান বিপর্যয়ে ত্বরান্বিত হয় দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং পরিণামে ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে ঘোষিত হয় প্রজাতন্ত্র। তথাকথিত 'জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার' নামে গঠিত হয় নতুন সরকার। পৃঃ ১১

(১৪) ১৮৭১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে ভার্সাইয়ে একপক্ষে তিয়ের ও জ. ফাভ্‌র এবং অন্যপক্ষে বিসমার্ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রাথমিক শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এ চুক্তির শর্ত অনুসারে ফ্রান্স অ্যালসেস এবং লরেনের পূর্বাংশ জার্মানিকে ছেড়ে দেয় এবং ক্ষতিপূরণ দেয় ৫০০ কোটি পরিমাণ ফ্রাঙ্ক। চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মেইন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্টে, ১৮৭১ সালের ১০ মে।

পৃঃ ১৩

(১৫) **সম্ভাবনাবাদীরা** (possibilists) —ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্রুস, মালোঁ প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন একটি সুবিধাবাদী ধারা, যা ১৮৮২ সালে ফ্রান্সের শ্রমিক পার্টিতে ভাঙন ঘটায়। এ ধারার নেতারা ঘোষণা করেন একটি সংস্কারবাদী নীতি: চেষ্টা করতে হবে শুধু 'সম্ভবপর' (possible)- এর জন্য, এই থেকেই পসিবিলিস্ট নামকরণ।

পৃঃ ১৯

(১৬) সাধারণ পরিষদ থেকে ভার পেয়ে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ শুরু হবার পরই মার্কস যে **প্রথম অভিভাষণ** লেখেন তাতে এবং ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে লিখিত **দ্বিতীয় অভিভাষণে** প্রতিফলিত হয়েছে সামরিকতা ও যুদ্ধের প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব, রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি রূপায়ণের জন্য

মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রাম। শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থপর লক্ষ্যে বাধানো রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের সামাজিক কারণগুলি সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করে মার্কস দেখিয়েছেন যে, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলন দমন করাও রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের উদ্দেশ্য। বিশেষ করে তিনি জোর দিয়েছেন জার্মান ও ফরাসি শ্রমিকদের স্বার্থের ঐক্যে এবং উভয় দেশের শাসক শ্রেণীগুলির রাজ্যগ্রাসী রাজনীতির বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রামের জন্য তাদের ডাক দিয়েছেন। পৃঃ ২৩

(১৭) **প্লেবিসাইট** (সার্বিক গণভোট) তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৭০ সালের মে মাসে ঘোষণা করেন বাহ্যত সাম্রাজ্যের প্রতি জনগণের মনোভাব নির্ধারণের জন্য। ভোটের জন্য উপস্থাপিত প্রশ্নাদি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে সর্ববিধ গণতান্ত্রিক সংস্কারের বিরোধিতা না করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের নীতিতে অনুমোদন প্রকাশ করা যেত না। ফ্রান্সে প্রথম আন্তর্জাতিকের শাখাগুলি এই বাগাড়ম্বরী চালের মুখোশ খুলে দেয় এবং ভোটদানে বিরত থাকার আহ্বান জানায় নিজেদের সদস্যদের কাছে। প্লেবিসাইটের প্রাক্কালে তৃতীয় নেপোলিয়নকে হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্যারিস ফেডারেশনের সদস্যরা গ্রেপ্তার হন। সরকার এই অভিযোগকে কাজে লাগায় ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে আন্তর্জাতিকের সদস্যদের বিরুদ্ধে দমন ও উসকানির এক ব্যাপক অভিযান চালাবার জন্য। ১৮৭০ সালের ২২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত প্যারিস ফেডারেশনের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে মামলা চলে, তাতে এ অভিযোগের মিথ্যা চরিত্র পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায়। তাহলেও আন্তর্জাতিকের বেশ কিছু সদস্যের কারাদণ্ড হয়, কেবল এইজন্য যে তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির লোক। ফ্রান্সে আন্তর্জাতিকের নিগ্রহে শ্রমিকদের ব্যাপক প্রতিবাদ জেগে ওঠে। পৃঃ ২৩

(১৮) ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৭০ সালের ১৯ জুলাই। পৃঃ ২৪

(১৯) *Le Réveil* (জাগরণ)—ফরাসি পত্রিকা, বামপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র; প্যারিসে শ. দেলেক্ল্যুজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালের জুলাই থেকে ১৮৭১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। আন্তর্জাতিকের দলিলাদি এবং শ্রমিক আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশিত হত পত্রিকাটিতে। পৃঃ ২৪

(২০) *La Marseillaise* (মার্সেলিজ)—বামপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র, ফরাসি দৈনিক পত্রিকা; ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর অবধি প্যারিসে প্রকাশিত। আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপ ও শ্রমিক আন্দোলনের খবর প্রকাশ করত পত্রিকাটি। পৃঃ ২৫

(২১) **১০ ডিসেম্বরের সংঘ** — গুপ্ত বোনাপার্টী দলের কথা বলা হচ্ছে; এটি গঠিত হয় প্রধানত শ্রেণীচ্যুত লোকজন, রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী, সামরিক মহল ইত্যাদির লোকেদের নিয়ে; এ সংঘের সদস্যরা ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফরাসি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

হিসাবে লুই বোনাপার্টের নির্বাচনে সহায়তা করে (এই থেকেই সঙ্ঘের নামকরণ)। পৃঃ ২৫

(২২) **সাদোভার যুদ্ধ** হয় ১৮৬৬ সালের ৩ জুলাই, চেকিয়ায়, ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের নির্ধারক লড়াই এটি, যাতে অস্ট্রিয়ার ওপর জয়লাভ করে প্রাশিয়া। পৃঃ ২৬

(২৩) ১৮০৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত জার্মানি ছিল ১০ শতকে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত জার্মান জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; তার লক্ষ্য ছিল সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বীকারকারী সামন্ত রাজ্য ও স্বাধীন নগরগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। পৃঃ ৩১

(২৪) ১৬ শতকের গোড়ায় টিউটোনিক অর্ডারের অধিকারভুক্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ও রেচ পস্‌পলিতার সামন্ত অধীনতায় অবস্থিত প্রুশীয় ডিউক জমিদারির সঙ্গে (পূর্ব প্রাশিয়া) ১৬১৮ সালে যুক্ত হয় ব্রান্ডেনবুর্গের ইলেক্টরেট। এটি প্রুশীয় ডিউক সম্পত্তি হিসাবে ১৬৫৭ সাল অবধি ছিল পোল্যাণ্ডের সামন্ত রাজ্য, তখন সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধে পোল্যাণ্ডের মুশকিলের সুযোগ নিয়ে তা প্রুশীয় সম্পত্তির ওপর তার সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। পৃঃ ৩১

(২৫) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রথম ফ্রান্সবিরোধী কোয়ালিশনের অংশী প্রাশিয়া ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ১৭৯৫ সালের ৫ এপ্রিল যে আলাদা চুক্তি করে, সেই বাসেল শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩২

(২৬) **তিলজিত সন্ধি**—চতুর্থ ফ্রান্সবিরোধী কোয়ালিশনের অংশী, যুদ্ধে পরাজিত রাশিয়া ও প্রাশিয়া ১৮০৭ সালের ৭-৯ জুলাইয়ে এই চুক্তি করে নেপোলিয়নী ফ্রান্সের সঙ্গে। চুক্তির শর্ত ছিল প্রাশিয়ার পক্ষে গুরুভার, নিজের ভূখণ্ডের বড় একটা অংশ থেকে তা বঞ্চিত হয়। পৃঃ ৩৩

(২৭) উত্তর ও মধ্য জার্মানির ১৯টি রাজ্য ও ৩টি স্বাধীন শহরকে নিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান সংযুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৭ সালে গঠিত হয় বিসমার্কের প্রস্তাবানুসারে। এই লীগ গঠন প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে জার্মানির ঐক্যবিধানের একটা পর্যায়। জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ায় ১৮৭১ সালের জানুয়ারিতে লীগের অস্তিত্ব লোপ পায়। পৃঃ ৩৪

(২৮) নেপোলিয়নীয় প্রভুত্ব ভেঙে পড়ার পর জার্মানিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিজয়ের কথা বলছেন মার্কস; জার্মানিতে বজায় থাকে সামন্ততান্ত্রিক খণ্ডবিখণ্ডতা, জার্মান রাষ্ট্রগুলিতে জোরালো হয় সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা, অক্ষুণ্ণ রাখা হয় অভিজাতদের সমস্ত বিশেষ সুবিধা, বেড়ে ওঠে কৃষকদের আধা-ভূমিদাসসুলভ শোষণ। পৃঃ ৩৫

(২৯) তৃতীয় নেপোলিয়নের অধিষ্ঠান—প্যারিসের তুইলেরিস প্রাসাদের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৬

(৩০) ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতিদানের জন্য ব্রিটিশ শ্রমিকদের আন্দোলনের কথা বলছেন মার্কস। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে লন্ডন এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে অনুষ্ঠিত সভা ও শোভাযাত্রায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিলম্বে ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতিদানের দাবি তোলা হয়। এই আন্দোলনে প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ সরাসরি অংশ নেয়। পৃঃ ৩৭

(৩১) ১৭৯২ সালে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে যে সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জোট, তা গঠনে ইংলন্ডের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রীয় কুদেতায় ফ্রান্সের বোনাপার্টী আমলকে ইউরোপে প্রথম যে স্বীকৃতি দেয় ইংলন্ডের শাসক চক্রতন্ত্র তার ইঙ্গিত করেছেন মার্কস। পৃঃ ৩৭

(৩২) আমেরিকায় শিল্পপ্রধান উত্তর এবং আবাদ চালানো দাসমালিক দক্ষিণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-১৮৬৫) ব্রিটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র দক্ষিণের পক্ষ নেয়। পৃঃ ৩৭

(৩৩) *Journal Officiel de la République Francaise* (ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সরকারি সংবাদপত্র) ছিল প্যারিস কমিউনের সরকারি মুখপত্র, প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালের ২০ মার্চ থেকে ২৪ মে অবধি; ১৮৭০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে প্রকাশিত ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সরকারি মুখপত্রের নামটা অপরিবর্তিত থেকে যায় (প্যারিস কমিউনের সময় এই নামেই প্রকাশিত হত ভার্সাই থেকে তিয়েরের সরকারের পত্রিকা)। ৩০ মার্চ থেকে এটি প্রকাশিত হতে থাকে *Journal Officiel de la Commune de Paris* (প্যারিস কমিউনের সরকারি সংবাদপত্র) নামে। সিমোঁর পত্র প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায়। পৃঃ ৪০

(৩৪) ১৮৭১ সালের ২৮ জানুয়ারি বিসমার্ক এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের প্রতিনিধি ফাভ্র 'যুদ্ধবিরতি এবং প্যারিসের আত্মসমর্পণের চুক্তিতে' স্বাক্ষর করেন। এই কলংকজনক আত্মসমর্পণ ছিল ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। স্বাক্ষরকালে প্রুশীয়দের অপমানকর শর্তে রাজী হন ফাভ্র, যথা: দু'সপ্তাহের মধ্যে ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক যুদ্ধক্ষতিপূরণ পরিশোধ, অধিকাংশ প্যারিস দুর্গগুলির সম্প্রদান, প্যারিস ফৌজের কামান ও গোলাবারুদ সমর্পণ। পৃঃ ৪১

(৩৫) Capitulards (আত্মসমর্পণকারীরা)—১৮৭০-১৮৭১ সালের অবরোধের সময় প্যারিস সমর্পণের পক্ষপাতীদের এই নামে নিন্দিত করা হত। পরে ফরাসি ভাষায় এতে সাধারণভাবেই আত্মসমর্পণকারী বোঝায়। পৃঃ ৪১

(৩৬) *L'Etendard* (নিশান)—বোনাপার্টপন্থী ফরাসি সংবাদপত্র, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৮ সাল অবধি। পত্রিকাটির অর্থসংস্থানের জন্য জুয়াচুরির ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পৃঃ ৪২

(৩৭) ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ ফরাসি শেয়ার ব্যাঙ্ক Société Générale du Crédit Mobilier-এর কথা বলা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সিকিউরিটির দাম নিয়ে দাঁওবাজি। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সরকারি মহলের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৮৬৭ সালে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং ১৮৭১ সালে উঠে যায়। পৃঃ ৪২

(৩৮) *L'Electeur libre* (স্বাধীন নির্বাচক)—ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭১ সাল অবধি; ১৮৭০-১৮৭১ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে জড়িত। পৃঃ ৪২

(৩৯) বেরির ডিউকের সৎকারকালে লেজিটিমিস্টরা যে মিছিল করে তার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা ১৮৩১ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি সাঁ-জের্মাঁ ল'অক্সেরোয়া গির্জা এবং আর্চবিশপ কেলেঁ-র প্রাসাদ ধ্বংস করে। ধ্বংসকালে তিয়ের উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় রক্ষীদের তিনি বোঝান জনতার কাজে বাধা না দিতে।

১৮৩২ সালে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তিয়েরের আদেশে ফরাসি সিংহাসনের লেজিটিমিস্ট দাবিদার কাউন্ট শাম্বরের মা, ডাচেস দ্য বেরিকে গ্রেপ্তার করে অপমানকর ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় তাঁর গোপন বিবাহ প্রকাশ করে দেওয়া এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে। পৃঃ ৪৩

(৪০) ১৮৩৪ সালের ১৩-১৪ এপ্রিল তারিখে জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থান দমনে তিয়েরের (তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) কুকীর্তির কথা বলছেন মার্কস। এই দমনের সঙ্গে সঙ্গে চলে সামরিক মহলের পাশবিকতা যারা ত্রাঁস্‌নেনে রাস্তার একটি বাড়ির সমস্ত অধিবাসীদের কচুকাটা করে।

সেপ্টেম্বরের আইন—মুদ্রণের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়াশীল আইন ফরাসি সরকার জারি করে ১৮৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে। এতে সম্পত্তি এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধিতার জন্য কারাদণ্ড ও মোটারকমের জরিমানার ব্যবস্থা হয়। পৃঃ ৪৪

(৪১) ১৮৪১ সালের জানুয়ারিতে তিয়ের প্যারিসের চারিপাশে সামরিক গড় নির্মাণের এক প্রকল্প পেশ করেন প্রতিনিধি সভায়। বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক মহলগুলিতে এই প্রকল্পকে ধরা হয় গণ-আন্দোলন দমনের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা বলে। তিয়েরের প্রকল্পে শ্রমিক পল্লীগুলির কাছাকাছি বিশেষ শক্তিশালী দুর্গাদি স্থাপনের কথা ছিল। পৃঃ ৪৪

(৪২) ১৮৪৯ সালের এপ্রিলে অস্ট্রিয়া আর নেপল্‌স রাজ্যের সঙ্গে মিলে ফ্রান্স রোম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ অভিযান করে তাকে দমন করে পোপের ইহজাগতিক

ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য। বীরোচিত প্রতিরোধ সত্ত্বেও রোম প্রজাতন্ত্রের পতন হয় এবং ফরাসি সৈন্যরা রোম দখল করে। পৃঃ ৪৫

(৪৩) ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৫

(৪৪) **শৃংখলা পার্টি**—১৮৪৮ সালে উদ্ভূত বৃহৎ রক্ষণশীল বুর্জোয়াদের এই পার্টিটি ছিল ফ্রান্সের দুটি রাজতন্ত্রী উপদল—লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সপন্থীদের (৯ টীকা দ্রষ্টব্য) কোয়ালিশন; ১৮৪৯ সাল থেকে শুরু করে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা অবধি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের বিধান সভায় তা প্রাধান্য করেছে। পৃঃ ৪৫

(৪৫) ১৮৪০ সালের ১৫ জুলাই ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক লণ্ডনে মিশরের শাসক মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করার একটি চুক্তি করে। মহম্মদ আলিকে সমর্থন করছিল ফ্রান্স। ফ্রান্স এবং জোটবদ্ধ ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধের বিপদ দেখা দেয়। তবে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ যুদ্ধ করার সাহস না পেয়ে মহম্মদ আলিকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেন। পৃঃ ৪৬

(৪৬) বিপ্লবী প্যারিসকে দমনার্থে ভার্সাই ফৌজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিয়ের বিসমার্ককে অনুরোধ করেন যেন ফরাসি যুদ্ধবন্দী, বিশেষ করে সেদান ও মেৎসে আত্মসমর্পণকারী ফৌজ থেকে লোক নিয়ে তাঁর সৈন্যদল বৃদ্ধি করতে দেওয়া হয়। পৃঃ ৪৬

(৪৭) ১৮৭১ সালে বোর্দোতে ফ্রান্সের জাতীয় সভা বসে। পৃঃ ৪৭

(৪৮) 'অতুলনীয় পরিষদ' chambre introuvable—১৮১৫-১৮১৬ সালে (রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার গোড়ায়) চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়ে ফ্রান্সের প্রতিনিধি পরিষদ। পৃঃ ৪৯

(৪৯) **'জমিদার পরিষদ', 'গ্রাম্য সভা'**—প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী—গ্রাম্য এলাকা থেকে নির্বাচিত মফস্বলী জমিদার, রাজপুরুষ, কুসীদজীবী, কারবারীদের নিয়ে ফ্রান্সের ১৮৭১ সালের যে জাতীয় সভা বসে বোর্দোতে, তার এই বিদ্রূপাত্মক উপনাম জুটেছিল। এ সভার ৬৩০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪৩০ জনই ছিল রাজতন্ত্রী। পৃঃ ৪৯

(৫০) ১৮৭০ সালের ১৩ আগস্ট থেকে ১২ নভেম্বরের মধ্যে যেসব আর্থিক দায় গৃহীত হয়েছিল তার 'পরিশোধ মুলতবি রাখার আইন' জাতীয় পরিষদে পাশ হয় ১৮৭১ সালের ১০ মার্চ। ১২ নভেম্বরের পরে গৃহীত দায়ের ক্ষেত্রে এ মুলতবি প্রযোজ্য ছিল না। এ আইনে শ্রমিক ও অল্পবিত্ত মানুষেরা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ছোটো ছোটো বহু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে পড়ে। পৃঃ ৫০

(৫১) Décembriseur— ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর বোনাপার্টের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অংশী এবং সেই ঢঙে কাজ চালাবার পক্ষপাতী। পৃঃ ৫০

(৫২) সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে তিয়েরের সরকার যে আভ্যন্তরীণ ঋণ চালু করে, তা থেকে 'কমিশন' হিসাবে ৩০ কোটি ফ্রাঙ্ক পাবার কথা ছিল তিয়েরের এবং তাঁর সরকারের অন্যান্য সদস্যদের। ১৮৭১ সালের ২০ জুন প্যারিস কমিউন দমনের পর এই ঋণ আইন পাশ হয়। পৃঃ ৫০

(৫৩) **কায়েন**—ফরাসি গায়ানার (দক্ষিণ আমেরিকা) শহর, রাজনৈতিক বন্দীদের কয়েদখাটুনি ও নির্বাসনের জায়গা। পৃঃ ৫২

(৫৪) *Le National* (জাতীয় পত্রিকা)—১৮৩০ থেকে ১৮৫১ সাল অবধি প্যারিস থেকে প্রকাশিত ফরাসি দৈনিক পত্রিকা; নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র। পৃঃ ৫৪

(৫৫) ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিসের শ্রমিক অভ্যুত্থানের নির্মম দমনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৫৪

(৫৬) জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার প্রুশীয়দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একথা জানতে পেরে **১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবর** প্যারিসের শ্রমিক ও জাতীয় রক্ষীদের বিপ্লবী অংশ অভ্যুত্থিত হয় এবং টাউন হল দখল করে ব্লাঙ্কির নেতৃত্বে বৈপ্লবিক ক্ষমতার মুখপাত্র 'সামাজিক ত্রাণ কমিটি' গঠন করে। শ্রমিকদের চাপে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার পদত্যাগ করা এবং ১ নভেম্বর কমিউনে নির্বাচনের দিন ধার্য করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্যারিসের বৈপ্লবিক শক্তির যথেষ্ট সংগঠনশীলতা না থাকায় এবং অভ্যুত্থানের পরিচালক ব্লাঙ্কিপন্থী এবং পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জ্যাকোবিনদের মধ্যে মতান্তরের সুযোগ নিয়ে সরকার জাতীয় রক্ষিবাহিনীর যে ব্যাটালিয়নগুলি তাদের পক্ষে থেকে গিয়েছিল তাদের সাহায্যে টাউন হল অধিকার ও নিজেদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। পৃঃ ৫৪

(৫৭) **ব্রেতোঁ**—ব্রেতোঁর সচল রক্ষিবাহিনী, প্যারিসের বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য ত্রশু্য এদের কাজে লাগায়।

কর্সিকানরা—দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে এরা ছিল সশস্ত্র পুলিশের বড় একটা অংশ। পৃঃ ৫৫

(৫৮) **১৮৭১ সালের ২২ জানুয়ারি** ব্লাঙ্কিপন্থীদের উদ্যোগে প্যারিসের শ্রমিক ও জাতীয় রক্ষীরা বৈপ্লবিক শোভাযাত্রা করে সরকারের উচ্ছেদ ও কমিউন প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের আদেশে টাউন হল রক্ষায় নিযুক্ত ব্রেতোঁর সচল বাহিনী শোভাযাত্রীদের ওপর গুলি চালায়। সন্ত্রাসের সাহায্যে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করে সরকার প্যারিস সমর্পণের জন্য তৈরি হতে থাকে। পৃঃ ৫৫

(৫৯) *Sommations* (ছত্রভঙ্গ হবার হুঁশিয়ারি)—কতকগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইন

অনুসারে জনতাকে ছত্রভঙ্গ হবার জন্য তিনবার সতর্ক করে দেবার পর সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দাঙ্গা আইন (Riot act) ইংলণ্ডে জারি হয় **১৭১৫ সালে,** তাতে **১২** জন লোকের বেশি সর্ববিধ 'দাঙ্গাবাজ জমায়েত' নিষিদ্ধ হয়। আইন লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা বিশেষ সতর্কবাণী পড়ে শোনাতে বাধ্য থাকতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ না হলে শক্তি প্রয়োগ করা চলত। পৃঃ ৫৬

(৬০) প্যালেস্টাইনের প্রাচীন শহর জেরিকোর দেওয়াল, বাইবেলের কিংবদন্তি অনুসারে, ভেঙে পড়ে ইহুদিদের পবিত্র শিঙার আওয়াজে। রূপকার্থে — দ্রুত ধ্বসে পড়া দুর্গ। পৃঃ ৫৬

(৬১) ৩১ অক্টোবরের ঘটনাবলির সময় (৫৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) জনৈক অভ্যুত্থানী জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সভ্যদের গুলি করে মারার যে আহ্বান জানায় ফ্লুরাঁস তাতে বাধা দেন। পৃঃ ৫৮

(৬২) জামীনদের সম্পর্কে মার্কস যে ডিক্রিটির কথা বলছেন তা কমিউন গ্রহণ করে ১৮৭১ সালের ৫ এপ্রিল (মার্কস তারিখ দিয়েছেন ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশ অনুসারে)। এতে করে ভার্সাই-এর সঙ্গে যোগাযোগে অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি তাদের অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে জামীন বলে ঘোষিত হয়। ভার্সাই যে কমিউনারদের গুলি করে মারছিল এই ব্যবস্থা নিয়ে তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করে কমিউন। পৃঃ ৫৯

(৬৩) ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৫৯

(৬৪) *The Times* (কাল) — রক্ষণশীল ধারার বৃহৎ দৈনিক পত্র; লণ্ডনে প্রকাশিত হচ্ছে ১৭৮৫ সাল থেকে। পৃঃ ৬০

(৬৫) Investiture — পদাধিকারী নিয়োগের ব্যবস্থা, যাতে সোপানতন্ত্রের নিচু ধাপের লোক থাকে উঁচু ধাপের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে। পৃঃ ৬৬

(৬৬) **জিরন্দপন্থী** — আঠারো শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টি (নামকরণ হয় জিরন্দ ডিপার্টমেণ্ট থেকে)। এরা ডিপার্টমেণ্টগুলির স্বায়ত্তাধিকার ও ফেডারেশন দাবি করত। পৃঃ ৬৭

(৬৭) *Kladderadatsch* — ১৮৪৮ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত সচিত্র ব্যঙ্গ সাপ্তাহিক। পৃঃ ৬৮

(৬৮) *Punch, or the London Charivari* (পাঞ্চ, অথবা লণ্ডন হট্টগোল) — বুর্জোয়া-উদারনৈতিক ধারার সাপ্তাহিক কৌতুক পত্রিকা, ১৮৪১ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে। পৃঃ ৬৮

(৬৯) তিন বছরের জন্য সমস্ত ঋণপরিশোধ মুলতবি এবং তার সুদ প্রদান নাকচ করে প্যারিস কমিউন ১৮৭১ সালের ১৬ এপ্রিল যে ডিক্রি জারি করে, তার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৭১

(৭০) অধমর্ণদের ঋণপরিশোধ মুলতবি রাখা নিয়ে যে 'প্রীতিমূলক সম্মতির' বিল সংবিধান সভা ১৮৪৮ সালের ২২ আগস্ট অগ্রাহ্য করে, তার কথা বলছেন মার্কস। এর ফলে ছোটো বুর্জোয়াদের বড় একটা অংশ একেবারে ধ্বংস পায় এবং বৃহৎ বুর্জোয়া ঋণদাতাদের খপ্পরে পড়ে। পৃঃ ৭১

(৭১) Frères ignorantins (অজ্ঞাচারী ভ্রাতৃদল)—১৬৮০ সালে রেইমসে গঠিত একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপনাম, এর সভ্যরা দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করার ব্রত নেয়; শিক্ষার্থীরা এদের বিদ্যালয়ে প্রধানত পেত ধর্মশিক্ষা, অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ হত যৎকিঞ্চিৎ। পৃঃ ৭১

(৭২) **ডিপার্টমেণ্টগুলির প্রজাতান্ত্রিক সংঘ**—ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের যেসব লোক প্যারিসে বাসা পেতেছিল তাদের পেটি-বুর্জোয়া স্তরের প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সংগঠন; এরা ভার্সাই সরকার ও রাজতন্ত্রী জাতীয় সভার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সমস্ত ডিপার্টমেণ্টগুলিতে প্যারিস কমিউনকে সমর্থনের জন্য আহ্বান জানায়। পৃঃ ৭১

(৭৩) ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় যাদের ভবনাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সেই দেশান্তরীরা ফিরলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য ১৮২৫ সালের ২৭ এপ্রিল যে আইন পাশ হয়, মার্কস তার কথা বলছেন। পৃঃ ৭১

(৭৪) **ভাঁদোম স্তম্ভ** প্যারিসে স্থাপিত হয় ১৮০৬-১৮১০ সালে শত্রুর কামান থেকে গলানো ব্রোঞ্জ দিয়ে, নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের বিজয়ের প্রতীক হিসাবে, তার শিরোভূষণ ছিল প্রথম নেপোলিয়নের মূর্তি। ১৮৭১ সালের ১৬ মে প্যারিস কমিউনের নির্দেশে ভাঁদোম স্তম্ভ ভেঙে ফেলা হয়। পৃঃ ৭৪

(৭৫) পিক্‌পুসে মঠ তল্লাসির ফলে সেখানে সন্ন্যাসিনীদের বহু বছর ধরে সেলে বন্দী রাখার ঘটনা ধরা পড়ে, নির্যাতনের যন্ত্রাদিও পাওয়া যায়। সাঁ লরাঁ গির্জায় পাওয়া যায় হত্যার সাক্ষ্যস্বরূপ গোপন কবরখানা। কমিউন এই তথ্যগুলি প্রকাশ করে দেয় *Mot d'Ordre* (সংকেতবাক্য) পত্রিকায়, ১৮৭১ সালের ৫ মে। পৃঃ ৭৬

(৭৬) ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়েতে (১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) ফরাসি যুদ্ধবন্দীদের প্রধান কাজ ছিল নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সিগারেট পাকানো। পৃঃ ৭৬

(৭৭) **অ্যাবসেণ্টি** (absent শব্দ থেকে—অনুপস্থিত)—বড় বড় ভূস্বামী, সাধারণত এরা নিজেদের মহালে বাস করত না, তা চালাত নায়েব-গোমস্তা দিয়ে, অথবা দাঁওবাজ

মধ্যস্বত্বভোগীদের ইজারা দিত, তারা আবার গোলামী শর্তে তা খাজনায় দিত ছোটো ছোটো প্রজার কাছে। পৃঃ ৭৭

(৭৮) ১৭৮৯ সালের ৯ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় সভা নিজেদের সংবিধান সভা বলে ঘোষণা করে এবং প্রথমদিককার স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী রূপান্তর চালু করে। পৃঃ ৭৮

(৭৯) Francs-fileurs (আক্ষরিক অর্থে 'স্বাধীন পলাতক')—অবরোধের সময় প্যারিস থেকে পলাতক বুর্জোয়াদের বিদ্রূপাত্মক উপনাম। প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামী পার্টিজান fracs-tireurs শব্দটার ধ্বনির মিল থাকায় ব্যঙ্গ প্রকটিত হয়েছে ভালো। পৃঃ ৭৯

(৮০) **কবলেন্‌ট্‌স**—জার্মানির শহর, আঠারো শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় অভিজাত-রাজতন্ত্রী দেশান্তরীদের কেন্দ্র, বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের আয়োজন হয় এখান থেকে। ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল, ১৬শ লুই-য়ের প্রাক্তন মন্ত্রী দ্য কালোনের নেতৃত্বে দেশান্তরী সরকার স্থান নেয় কবলেন্‌ট্‌সে। পৃঃ ৭৯

(৮১) ব্রিতানিতে রিক্রুট করা রাজত.ি ে মনোভাবাপন্ন ভার্সাই ফৌজকে কমিউনাররা শুয়ান আখ্যা দিয়েছিল আঠারো শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমে প্রতিবিপ্লবী হাঙ্গামার অংশীদের তুলনা টেনে। পৃঃ ৮০

(৮২) প্যারিসে প্রলেতারীয় বিপ্লব, যাতে পরিণামে গঠিত হয় প্যারিস কমিউন, তার প্রভাবে লিয়োঁ এবং মার্সেইয়ে কমিউন ঘোষণার লক্ষ্যে বিপ্লবী অভিযান দেখা দেয়। তবে জন-অভ্যুত্থানকে নৃশংসভাবে দমন করে সরকারী সৈন্যবাহিনী। পৃঃ ৮১

(৮৩) জাতীয় সভায় দ্যুফোর সামরিক আদালতের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যে আইন পাশ করান তাতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিচার শেষ ও দণ্ড কার্যকরী করার কথা ছিল। পৃঃ ৮২

(৮৪) ১৮৬০ সালের ২৩ জানুয়ারি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এ চুক্তিতে ফ্রান্স নিষেধাত্মক শুল্ক নীতি প্রত্যাহার করে করের প্রবর্তন করে। এর পরিণামে ব্রিটেন থেকে মাল আমদানির ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে, ফরাসি শিল্পপতিরা এতে ক্ষুব্ধ হয়। পৃঃ ৮৪

(৮৫) খ্রীঃ পূঃ ১ শতকে দাসমালিক রোম প্রজাতন্ত্রে সংকটের নানা পর্যায়ে প্রাচীন রোমে যে সন্ত্রাস ও রক্তপাতী দমনের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তার কথা বলা হচ্ছে। **সুলার একনায়কত্ব**—(খ্রীঃ পূঃ ৮২-৭৯ বর্ষ)। **প্রথম ও দ্বিতীয় রোমক শাসকত্রয়** (খ্রীঃ পূঃ ৬০-৫৩ এবং ৪৩-৩৬ বর্ষ)—রোমক সেনাপতিদের একনায়কত্ব,

প্রথম ক্ষেত্রে — পম্পেই, সিজার ও ক্রাস, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — অক্টাভিয়ান, আণ্টনি ও লেপিড। পৃঃ ৮৭

(৮৬) *Journal de Paris* (প্যারিস সংবাদপত্র) — ১৮৬৭ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত রাজতন্ত্রী-অর্লিয়ান্সপন্থী ধারার সাপ্তাহিক পত্রিকা। পৃঃ ৮৭

(৮৭) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় ১৮১৪ সালের আগস্টে ব্রিটিশ সৈন্য ওয়াশিংটন দখল করে কাপিটোল (কংগ্রেস ভবন), শ্বেত ভবন এবং রাজধানীর অন্যান্য সামাজিক ভবন পুড়িয়ে দেয়।

১৮৬০ সালের অক্টোবরে চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসি সৈন্যদল চীনা স্থাপত্য ও শিল্পের অতি সমৃদ্ধ সংগ্রহ, পিকিঙের সন্নিকটস্থ গ্রীষ্ম প্রাসাদ লুট করে এবং পরে পুড়িয়ে দেয়। পৃঃ ৮৯

(৮৮) **প্রিটোরীয়** — প্রাচীন রোমে সেনাপতি বা সম্রাটের বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যক্তিগত রক্ষিবাহিনী নাম। প্রিটোরীয়রা প্রায়ই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে যোগ দিত এবং সিংহাসনে নিজেদের হাতের লোককে বসাত। প্রিটোরীয় কথাটা পরে ভাড়াটে সৈনিকবৃত্তি এবং সামরিক মহলের অত্যাচার অনাচারের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ৯১

(৮৯) প্রুশীয় প্রতিনিধি পরিষদকে মার্কস 'chambre introuvable' ('অতুলনীয় পরিষদ') বলেছেন ফরাসি পরিষদের সঙ্গে (৪৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য) তুলনা করে। ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচিত এই সভা গঠিত হয় বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাতদের 'ভদ্র কক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষ নিয়ে যার দুই ধাপী নির্বাচনে অনুমতি পেত কেবল তথাকথিত 'স্বাধীন প্রুশীয়রা'। দ্বিতীয় কক্ষে নির্বাচিত বিসমার্ক ছিলেন তার চরম দক্ষিণপন্থী যুঙ্কার জোটের অন্যতম নেতা। পৃঃ ৯২

(৯০) ১৮৭১ সালের ২৮ মে হয় হুইট সান্ডি (খ্রীষ্টীয় পার্বণ)। পৃঃ ৯৩

(৯১) *The Daily News* (দৈনিক সংবাদ) — ব্রিটিশ উদারনৈতিক পত্রিকা, শিল্পপতি বুর্জোয়াদের মুখপত্র, উক্ত নামে লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সাল থেকে ১৯৩০ সাল অবধি। পৃঃ ৯৬

(৯২) *Le Temps* (কাল) — রক্ষণশীল ধারার ফরাসি দৈনিক পত্রিকা, বৃহৎ বুর্জোয়ার মুখপত্র; প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল অবধি। পৃঃ ৯৭

(৯৩) *The Evening Standard* (সান্ধ্য পতাকা) — ব্রিটিশ রক্ষণশীল পত্রিকা *Standard*-এর সান্ধ্য সংস্করণ; লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৫৭-১৯০৫ সাল অবধি, পরে স্বাধীন মুখপত্র। পৃঃ ৯৭

(৯৪) উক্ত পত্রটি ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলসের লেখা। পৃঃ ৯৭

(৯৫) *The Spectator* (দর্শক) — উদারনৈতিক ধারার ইংরেজি সাপ্তাহিক, লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮২৮ সাল থেকে। পৃঃ ৯৯

(৯৬) **'আন্তর্জাতিকে তথাকথিত ভাঙন'** — শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির (প্রথম আন্তর্জাতিক) সাধারণ পরিষদের অপ্রকাশ্য সার্কুলার। ১৮৭২ সালের ৫ মার্চ সাধারণ পরিষদে মার্কস এর মূল প্রতিপাদ্যগুলি পেশ করেছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এতে গণ শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীবাদের একটি অভিব্যক্তি রূপে বাকুনিনবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন, যার বৈশিষ্ট্য হল তাত্ত্বিক পশ্চাৎপদতা ও গণ বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা, মতান্ধতা ও 'বৈপ্লবিক' হঠকারিতা। সমগ্রভাবে তাঁরা গোষ্ঠীবাদের সামাজিক মূল খুলে দেখান, যা শ্রমিক শ্রেণীর ওপর পেটি-বুর্জোয়া স্তরের প্রভাবের মধ্যে নিহিত। মার্কস ও এঙ্গেলস এই কথায় জোর দেন যে, গোষ্ঠীগুলির বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণীর থাকা চাই নিজস্ব গণ বৈপ্লবিক সংগঠন। এরূপ সংগঠন হল আন্তর্জাতিক, যা সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সাচ্চা ও সংগ্রামী সংগঠন। সাধারণ পরিষদকে নেহাৎ একটা করেসপণ্ডিং ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে পরিণত করা হোক, বাকুনিনপন্থীদের এ দাবি কার্যকৃত হলে ভাবাদর্শের দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ নিজেদের সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ার কাজ প্রলেতারিয়েতকে ছেড়ে দিতে হত। সাধারণ পরিষদের কাজের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রাম ছিল মূলত প্রলেতারীয় পার্টির সাংগঠনিক নীতির জন্য সংগ্রাম। সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে সার্কুলারটি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালের মে মাসের শেষাশেষি। পৃঃ ১০১

(৯৭) গত শতকের ৫০-এর দশকের শেষ থেকে ব্রিটিশ শ্রমিকদের একটা মৌলিক দাবি ছিল নয়-ঘণ্টা শ্রমদিন প্রবর্তন। ১৮৭১ সালের মে মাসে নিউ কাস্‌লের নির্মাণ শ্রমিক ও যন্ত্রনির্মাণ শ্রমিকদের একটা বড় ধর্মঘট শুরু হয়। তার পরিচালনায় ছিল নয়-ঘণ্টা শ্রমদিনের জন্য সংগ্রামের লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন বহির্ভূত শ্রমিকদের তা প্রথম সংগ্রামে টেনে আনে। বাইরে থেকে ইংলণ্ডে ধর্মঘটভঙ্গকারীদের যে আমদানি শুরু হয়েছিল তাতে বাধা দেবার জন্য লীগের সভাপতি বার্নেট আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের কাছে আবেদন করেন। সাধারণ পরিষদের উদ্যোগী সমর্থনে ধর্মঘটভঙ্গকারীদের আমদানি বানচাল হয়ে যায়। ১৮৭১ সালের অক্টোবরে নিউ কাস্‌লের ধর্মঘট জয়লাভ করে: তাদের জন্য চালু হয় ৫৪-ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ। পৃঃ ১০২

(৯৮) ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের রুদ্ধদ্বার সম্মেলন ডাকার যে প্রস্তাব এঙ্গেলস আনেন, সাধারণ পরিষদে তা গৃহীত হয় ১৮৭১ সালের ২৫ জুলাই। এই সময় থেকে সম্মেলনের সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্য বিপুল কাজ চালান মার্কস ও এঙ্গেলস। কাজের সূচি ও খসড়া সিদ্ধান্ত রচনা করেন তাঁরা, সাধারণ পরিষদে আলোচিত হয়ে তা পেশ করা হয় লণ্ডন সম্মেলনে। পৃঃ ১০৩

(৯৯) **প্রথম আন্তর্জাতিকের বাসেল কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালের ৬-১১ সেপ্টেম্বর। তাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ করা, আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি এবং সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী কংগ্রেস বসার কথা ছিল প্যারিসে ১৮৭০ সালে।

পৃঃ ১০৩

(১০০) ১৮৬৫ সালের ২৫-২৯ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১০৩

(১০১) কমিউনের দেশান্তরীদের যাতে ইউরোপীয় সরকারেরা সাধারণ ফৌজদারী অপরাধী হিসাবে গ্রেপ্তার করে সম্প্রদান করে, বিদেশস্থ ফরাসি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিকট প্রেরিত জ. ফাভ্রের ১৮৭১ সালের ২০ মে তারিখের সার্কুলারে তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়।

ফরাসি জাতীয় সভার বিশেষ কমিশন কর্তৃক আইনের খসড়া দ্যুফোর পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয় ১৮৭২ সালের ১৪ মার্চ। আইন অনুসারে কেউ আন্তর্জাতিকে থাকলে সে কারাবাসে দণ্ডনীয়। পৃঃ ১০৪

(১০২) ১৮৭১ সালের গ্রীষ্মে বিসমার্ক এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির চ্যান্সেলার বেইস্ট শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে একত্র সংগ্রামের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৮৭১ সালের ১৭ জুন বিসমার্ক বেইস্টের কাছে স্মারকপত্র পাঠিয়ে জানান আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে জার্মানিতে ও ফ্রান্সে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ১৮৭১ সালের আগস্টে হাশটেইনে জার্মান ও অস্ট্রীয় সম্রাটদের সাক্ষাৎকালে এবং ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে জাল্ৎস্বুর্গে আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একত্র সংগ্রামের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন পেশ করা হয় বিশেষ আলোচনার জন্য।

আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযানে যোগ দেয় ইতালীয় সরকার, ফলে ১৮৭১ সালের আগস্টে ছত্রভঙ্গ করা হয় নেপ্ল্সের শাখাকে এবং সমিতির ত. কুনো প্রভৃতি সভ্যের বিরুদ্ধে দমননীতি চলে। ১৮৭১ সালের বসন্তে ও গ্রীষ্মে স্পেনের সরকার শ্রমিক সংগঠনাদি ও আন্তর্জাতিকের শাখার বিরুদ্ধে দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে; এর ফলে স্প্যানিশ ফেডারেল পরিষদের সদস্য মোরা, মোরাগো ও লোরেনৎসো লিস্বনে চলে যেতে বাধ্য হন। পৃঃ ১০৪

(১০৩) মার্কসের প্রস্তাব অনুসারে লণ্ডন সম্মেলন ব্রিটেনের জন্য ফেডারেল পরিষদ গঠনের ভার দেয় সাধারণ পরিষদকে, কেননা ১৮৭১ সালের শরতের আগে অবধি এরূপ পরিষদের কাজ চালিয়ে আসছিল সাধারণ পরিষদ। ১৮৭১ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিকের ব্রিটিশ শাখাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ। কিন্তু প্রথম থেকেই তার পরিচালনায় চলে যায় হেল্সের নেতৃত্বে একদল সংস্কারবাদী, তারা সাধারণ পরিষদ এবং আয়ারল্যাণ্ডের প্রশ্নে প্রলেতারীয়

অ.ন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। এই সংগ্রামে হেল্‌স্‌ প্রমুখেরা সুইজারল্যান্ডের নৈরাজ্যবাদী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী লোকজন ইত্যাদির সঙ্গে জোট বাঁধে। হেগ কংগ্রেসের পর ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদের সংস্কারবাদী অংশটা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করে এবং বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে মিলে সাধারণ পরিষদ ও মার্কসের বিরুদ্ধে কুৎসা অভিযান চালায়। তাদের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ পরিষদের অপরাংশ, যারা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে মার্কস ও এঙ্গেলসকে।

১৮৭২ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায় ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ বিভক্ত হয়ে যায়; যে অংশটি হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তারা ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ রূপে সংগঠিত হয় ও সাধারণ পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে, তার অধিষ্ঠান স্থানান্তরিত হয় নিউ ইয়র্কে। আন্তর্জাতিকের ব্রিটিশ ফেডারেশনকে স্বপক্ষে টানার জন্য সংস্কারবাদীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ কার্যত টিকে থাকে ১৮৭৪ সাল অবধি। সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের সাময়িক বিজয় পরিষদটির উঠে যাওয়ার কারণ। পৃঃ ১০৫

(১০৪) ১৮৭১ সালের দ্বিতীয় লণ্ডন সম্মেলনের 'জাতীয় পরিষদগুলির নামকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে' সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিকে গোষ্ঠীবাদী গ্রুপগুলির প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। পৃঃ ১০৫

(১০৫) ১৮৬২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'কলোকোল' পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত 'রুশী, পোলীয় এবং সকল স্লাভ বন্ধুদের নিকট' বাকুনিনের ঘোষণার কথা বলা হচ্ছে।

'কলোকোল' (ঘণ্টা) — ১৮৫৭-১৮৬৭ সালে রুশ ভাষায় এবং ১৮৬৮-১৮৬৯ সালে রুশ পরিশিষ্ট সহ ফরাসি ভাষায় আ. ই. গের্ৎসেন ও ন. প. অগারিওভ কর্তৃক প্রকাশিত রুশ বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পত্রিকা; ১৮৬৫ সাল অবধি প্রকাশস্থল ছিল লণ্ডন, পরে জেনেভা। পৃঃ ১০৬

(১০৬) **'শান্তি ও স্বাধীনতা লীগ'** — একদল পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী ও উদারনৈতিকদের দ্বারা ১৮৬৭ সালে সুইজারল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া-শান্তিসর্বস্ববাদী সংগঠন। পৃঃ ১০৬

(১০৭) প্রথম আন্তর্জাতিকের **ব্রাসেল্‌স্‌ কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৮ সালের ৬-১৩ সেপ্টেম্বর। তাতে রেলপথ, ভূগর্ভ, খনি, বন এবং কর্ষিত জমি সামাজিক মালিকানায় তুলে দেবার আবশ্যকতা বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮-ঘণ্টা শ্রমদিন, যন্ত্রের প্রয়োগ এবং শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের ১৮৬৮ সালের বার্ন কংগ্রেসের প্রতি মনোভাব সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কংগ্রেসে। পৃঃ ১০৬

(১০৮) ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে বার্নে শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের কংগ্রেসে এক গোলমেলে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ('শ্রেণীগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা', রাষ্ট্রের বিলোপ ও উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি) পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য বাকুনিনের প্রচেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। অধিকাংশ ভোটে তাঁর খসড়া অগ্রাহ্য হলে বাকুনিন শান্তি লীগ থেকে বেরিয়ে যান ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স স্থাপন করেন। পৃঃ ১০৬

(১০৯) প্রথম আন্তর্জাতিকের **জেনেভা কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বর। এটি শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রথম কংগ্রেস, তাতে ছিল ৬০ জন প্রতিনিধি। সাধারণ পরিষদের সরকারি রিপোর্ট হিসাবে পঠিত হয় মার্কস কর্তৃক রচিত 'বিভিন্ন প্রশ্নে প্রতিনিধিদের নিকট সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্দেশ' (এই সংস্করণের ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এর বেশির ভাগ পয়েণ্ট কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত রূপে সমর্থিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি ও অনুবিধানও অনুমোদন করে জেনেভা কংগ্রেস। পৃঃ ১০৭

(১১০) প্রথম আন্তর্জাতিকের **লসেন কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালের ২-৮ সেপ্টেম্বর। এতে সাধারণ পরিষদের রিপোর্ট তথা স্থানীয় রিপোর্ট পেশ করা হয় যাতে প্রকাশ পায় যে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিকের সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে। সাধারণ পরিষদকে অগ্রাহ্য করে প্রুধোঁপন্থীরা কংগ্রেসে চাপিয়ে দেয় তাদের আলোচ্যসূচি: দ্বিতীয় বার করে আলোচিত হল সমবায়, নারী শ্রম, শিক্ষার প্রশ্ন, একসারি ব্যক্তিগত প্রশ্নও বাদ গেল না, যাতে সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবিত সত্যকার জরুরী প্রশ্নগুলির আলোচনা থেকে কংগ্রেসের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। নিজেদের কয়েকটি সিদ্ধান্তও প্রুধোঁপন্থীরা পাশ করিয়ে নিতে পারে। তবে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব তারা হাত করতে পারে নি। কংগ্রেস তার আগের সংবিন্যাসেই সাধারণ পরিষদকে পুনর্নির্বাচিত করে এবং তার অধিষ্ঠানস্থল লণ্ডনেই রেখে দেয়। পৃঃ ১০৭

(১১১) **নেচায়েভ মামলা** — গুপ্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী যুবকদের বিরুদ্ধে মামলা চলে পিটার্সবুর্গে ১৮৭১ সালের জুলাই-আগস্টে। ১৮৬৯ সালেই নেচায়েভ বাকুনিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, রাশিয়ার বেশ কিছু শহরে 'জন হিংসা' নামক ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের জন্য কাজকর্ম চালায়। এ সংগঠনে প্রচার করা হত 'পরম ধ্বংসের' নৈরাজ্যবাদী ধ্যানধারণা। জার শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা ও তার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন উচ্চ শিক্ষার্থী যুবক ও অনভিজাত বুদ্ধিজীবীরা নেচায়েভের সংগঠনে যোগ দেয়। বাকুনিনের কাছ থেকে 'ইউরোপীয় বিপ্লবী লীগের' প্রতিনিধিত্বের ম্যাণ্ডেট পেয়ে নেচায়েভ নিজেকে আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি বলে চালাবার চেষ্টা করে এবং তার গড়া সংগঠনের সদস্যদের

বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। ১৮৭১ সালে নেচায়েভ সংগঠন বিধ্বস্ত হয় এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নেচায়েভ যেসব হঠকারী পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল তা মামলায় প্রকাশ পায়।

লণ্ডন সম্মেলন নেচায়েভ মামলার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট রচনার ভার দেয় উতিনকে। রিপোর্টের বদলে উতিন ১৮৭২ সালের আগস্টের শেষে আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসে পেশ করার জন্য সমিতির বিরুদ্ধে বাকুনিন ও নেচায়েভের শত্রুতামূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটি গোপনীয় বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠান মার্কসের কাছে। পৃঃ ১১১

(১১২) *Progrès* (প্রগতি) — বাকুনিনপন্থী পত্রিকা, গিলোমের সম্পাদনায় ফরাসি ভাষায় লোক্‌ল্‌ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭০ সালের এপ্রিল অবধি। পৃঃ ১১১

(১১৩) *L'Égalité* (সাম্য) — সুইস সাপ্তাহিক; আন্তর্জাতিকের রোমক ফেডারেশনের মুখপত্র, জেনেভা থেকে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর অবধি। কিছু সময়ের জন্য বাকুনিনের প্রভাবে পতিত। ১৮৭০ সালের জানুয়ারিতে সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাকুনিনপন্থীদের বার করে দিতে সমর্থ হয় রোমক ফেডারেল পরিষদ, তারপর থেকে পত্রিকা সাধারণ পরিষদের লাইনের অনুগামী। পৃঃ ১১২

(১১৪) *Le Travail* (শ্রম) — ফরাসি সাপ্তাহিক, আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখার মুখপত্র। প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের ৩ অক্টোবর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পৃঃ ১১৩

(১১৫) **সমাজকল্যাণ লীগ** — ফ্রান্সে ১৪৬৪ সালে গঠিত সামন্ত আমিরদের সংঘ, রাজা ১১শ লুই একক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে ফ্রান্সকে ঐক্যবদ্ধ করার যে নীতি অনুসরণ করছিলেন তার বিরোধী। ফ্রান্সের 'সাধারণ কল্যাণের' ধ্বনিতে লীগের অংশীরা সংগ্রাম চালাত। পৃঃ ১১৩

(১১৬) *La Solidarité* (একাত্মতা) — নেওশাতেল (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৮৭০) ও জেনেভা (মার্চ-মে, ১৮৭১) থেকে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত বাকুনিনপন্থী সাপ্তাহিক। পৃঃ ১১৪

(১১৭) **'ফাব্রিক'** ('La Fabrique') বলা হত সে সময় জেনেভা ও তার আশেপাশে ঘড়ি ও অলংকারাদির উৎপাদনকে, তা চলত যেমন হস্তশিল্প কর্মশালা ধরনের ছোটো বড় কারখানায়, তেমনি কুটির শিল্পে। পৃঃ ১১৪

(১১৮) বাকুনিনপন্থী জ. গিলোম ও গ. ব্রাঁ রচিত এবং *Solidarité* পত্রিকার ২২ নং

সংখ্যার ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত ১৮৭০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের 'আন্তর্জাতিকের শাখাগুলির প্রতি' অভিভাষণের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১১৫

(১১৯) সেদানে পরাজয়ের সংবাদে লিয়োঁর অভ্যুত্থান শুরু হয় ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। ১৫ সেপ্টেম্বর লিয়োঁতে এসে বাকুনিন আন্দোলনের নেতৃত্ব হস্তগত করে নিজের নৈরাজ্যবাদী কর্মসূচি চালাবার চেষ্টা করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর নৈরাজ্যবাদীরা কুদেতার প্রয়াস পায়। কর্মের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং শ্রমিকদের সঙ্গে বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদীদের কোনো সংযোগ না থাকায় এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

পৃঃ ১১৫

(১২০) বাকুনিনপন্থী রবিন ১৮৭০ সালের এপ্রিলে প্যারিস ফেডারেল পরিষদের কাছে প্রস্তাব দেন যে শো-দে-ফোনের কংগ্রেসে নৈরাজ্যবাদীরা যে ফেডারেল কমিটি গঠন করেছে তাকে রোমক ফেডারেল কমিটি বলে স্বীকার করা হোক। সুইজারল্যান্ডে যে ভাঙন ঘটল তার অর্থ কী, সাধারণ পরিষদ তা প্যারিস ফেডারেল পরিষদের কাছে ব্যাখ্যা করার পর ফেডারেল পরিষদ স্থির করে, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার তাদের নেই, ওটা সাধারণ পরিষদের বিচারাধীন। পৃঃ ১১৭

(১২১) B. Malon. 'La troisième défaite du prolétariat français'. Neuchâtel, 1871 (ব. মালোঁ, 'ফরাসি প্রলেতারিয়েতের তৃতীয় পরাজয়', নেওশাতেল, ১৮৭১)। পৃঃ ১১৭

(১২২) 'প্রচার ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক কর্মের শাখা' গঠিত হয় ১৮৭১ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে, আগস্টে ভেঙে দেওয়া 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্স'-এর জেনেভা শাখার পরিবর্তে। এ শাখার জুকোভস্কি, পেরোঁ প্রভৃতি প্রাক্তন সদস্যরা ছাড়াও তার সংগঠনটিতে অংশ নেন কিছু ফরাসি দেশান্তরী, যেমন জ. গেদ ও ব. মালোঁ।

পৃঃ ১১৮

(১২৩) *La Révolution Sociale* (সমাজবিপ্লব) — অক্টোবর, ১৮৭১ সাল থেকে জানুয়ারি, ১৮৭২ পর্যন্ত ফরাসি ভাষায় জেনেভা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, ১৮৭১ সালের নভেম্বর থেকে নৈরাজ্যবাদী ইউর ফেডারেশনের সরকারি মুখপত্র। পৃঃ ১১৮

(১২৪) *Le Figaro* (ফিগারো) — প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসি পত্রিকা, প্যারিসে প্রকাশিত হচ্ছে ১৮৫৪ সাল থেকে; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সরকারের সঙ্গে জড়িত ছিল।

Le Gaulois (গল) — রক্ষণশীল-রাজতন্ত্রী ধারার দৈনিক সংবাদপত্র, বৃহৎ বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণীর মুখপত্র, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ থেকে ১৯২৯ সাল অবধি।

Paris-Journal (প্যারিস পত্রিকা) — প্রলিশের সঙ্গে জড়িত প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক সংবাদপত্র, প্যারিসে আঁরি দ্য পেন এটি প্রকাশ করেন ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৪ সাল অবধি। আন্তর্জাতিক ও প্যারিস কমিউন সম্পর্কে নোংরা কুৎসা ছড়ায়।

পৃঃ ১১৯

(১২৫) ১৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২১

(১২৬) 'সম্মেলনের বিশেষ সিদ্ধান্ত' — দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে, তাতে উল্লেখ করা হয় জার্মান শ্রমিকেরা তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করেছে।

পৃঃ ১২৫

(১২৭) *Qui Vive!* (কে যায়!) — দৈনিক পত্রিকা, ১৮৭১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায়; ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার মুখপত্র। পৃঃ ১২৫

(১২৮) *Journal de Genève national, politique et littéraire* (জেনেভার জাতীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পত্রিকা) — রক্ষণশীল সংবাদপত্র, প্রকাশিত হচ্ছে ১৮২৬ সাল থেকে। পৃঃ ১৩১

(১২৯) ইকারিয়া-পন্থী — 'ইকারিয়া ভ্রমণ' গ্রন্থের লেখক ফরাসি ইউটোপীয় কাবে-র অনুগামী। পৃঃ ১৩৪

(১৩০) ম. আ. বাকুনিনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩৪

(১৩১) ফ্রান্সের সমস্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ১৮৭১ সালের ৬ জুনের সার্কুলার, যাতে আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রাম চালাবার জন্য সমস্ত সরকারের কাছে আবেদন করেন জুল ফাভ্র এবং দ্যুফোরের খসড়া আইন পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিশনের পক্ষ থেকে ১৮৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাকাজের রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩৫

(১৩২) এখানে এবং পরে জেনেভা কংগ্রেসে গৃহীত এবং লন্ডনে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলি থেকে মার্কস উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

পৃঃ ১৩৭

(১৩৩) এখানে একটু লেখনী-প্রমাদ আছে। সাধারণ নিয়মাবলির ৬ ধারা গৃহীত হয়েছিল ১৮৬৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে। দ্রষ্টব্য: 'Congrès ouvrier de l'Association Internationale des Travailleurs tenu à Genève du 3 au 8 septembre 1866'. Genève, 1866, pp. 13-14

(শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির কার্যকরী কংগ্রেস, জেনেভায় অনুষ্ঠিত, ৩-৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬। জেনেভা, ১৮৬৬, পৃঃ ১৩-১৪)। পৃঃ ১৩৯

(১৩৪) **শ্রমিক ফেডারেশন** তুরিনে গঠিত হয় ১৮৭১ সালে, মাৎসিনিপন্থীদের প্রভাব ছিল তাতে। ১৮৭২ সালের জানুয়ারিতে ফেডারেশন থেকে প্রলেতারীয় অংশটা বেরিয়ে এসে গঠন করে **প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতি,** পরে তা আন্তর্জাতিকের শাখা হিসাবে গৃহীত হয়। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমিতির নেতৃত্বে ছিল পুলিশের গুপ্তচর তেৎসাগি।

Il Proletario (প্রলেতারি) — ১৮৭২-১৮৭৪ সালে তুরিন থেকে প্রকাশিত ইতালীয় পত্রিকা, সাধারণ পরিষদ এবং লণ্ডন সম্মেলনের বিরুদ্ধে বাকুনিনপন্থীদের সমর্থন করে। পৃঃ ১৪০

(১৩৫) ১৮৭১ সালের নভেম্বরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী স্তেফানিনি 'যুক্তিবাদীদের সার্বিক সমাজ' গঠনের প্রকল্প পেশ করেন। এর কর্মসূচি ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পেটি-বুর্জোয়া ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার খিচুড়ি (সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষিজীবী কলোনি স্থাপন ইত্যাদি)। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক থেকে শ্রমিকদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে ইতালিতে তার প্রভাব বিস্তারে বাধা দেওয়া। সেইসঙ্গে স্তেফানিনি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্সের সঙ্গে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক স্তেফানিনির আসল উদ্দেশ্য এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের স্বরূপ উন্মোচন এবং ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলনের কতিপয় নেতার পক্ষ থেকে স্তেফানিনি প্রকল্পের বিরোধিতার ফলে ইতালির শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়ার প্রভাবাধীন করার জন্য তাঁর চেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। পৃঃ ১৪৯

(১৩৬) **'শাদা কামিজ'** বা **'শাদা ফতুয়া'** বলা হত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংগঠিত গুণ্ডাদলকে। শ্রেণীচ্যুত লোকেদের নিয়ে গঠিত এই দলগুলি নিজেদের শ্রমিক বলে চালিয়ে প্ররোচনামূলক শোভাযাত্রাদির আয়োজন করত এবং তাতে করে সত্যকার শ্রমিক সংগঠনগুলি দমনের অজুহাত জোগাত। পৃঃ ১৪৯

(১৩৭) *Neuer Social-Demokrat* (নতুন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) — বার্লিনে ১৮৭১-১৮৭৬ সালে প্রকাশিত জার্মান পত্রিকা, লাসালপন্থী সাধারণ জার্মান শ্রমিক লীগের মুখপত্র; আন্তর্জাতিকের মার্কসীয় নেতৃত্ব ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়; বাকুনিনপন্থী ও অন্যান্য প্রলেতারীয় বিরোধী ধারাকে সমর্থন করে। পৃঃ ১৪৯

(১৩৮) ১৮৪২ সালে বার্লিনে প্রকাশিত আ. হাকস্টহাউজেন-এর 'Ueber

den Ursprung und die Grundlagen der Verfassung in den ehmals slavischen Ländern Deutschlands im allgemeinen und des Herzogthums Pomern im besondern' (ভূতপূর্ব স্লাভ ভূমিতে, বিশেষ করে পমেরানিয়া ডাচিতে সমাজকাঠামোর উদ্ভব ও ভিত্তি' বইটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৫৫

(১৩৯) ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন প্যারিসে পেটি-বুর্জোয়া পার্টি 'পর্বত' ইতালিতে বিপ্লব দমনের জন্য ফরাসি সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে সৈন্যবাহিনী। 'পর্বতের' বহু নেতা ধৃত ও নির্বাসিত হন, অথবা বাধ্য হন দেশ ছেড়ে চলে যেতে। পৃঃ ১৫৫

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

কার্লোস, ডন — স্পেন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের (১৫৪৫-১৫৬৮) পুত্রের আদর্শায়িত মূর্তি; পিতার প্রতি বিরুদ্ধতার জন্য নিগ্রহ ও মৃত্যু বরণ করেন।—৪৬

খ্রীষ্ট (যিশু খ্রীষ্ট)—খ্রীষ্টান ধর্মের তথাকথিত প্রবর্তক।—৮০

জোব—বাইবেলের চরিত্র, বহুদুঃখভোগী দরিদ্র, বিনয় ও নিরীহতার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক পুরস্কৃত।—৪৭

ডামোক্লিস — প্রাচীন গ্রীক কিংবদন্তি অনুসারে ডামোক্লিস সিরাকুজের অত্যাচারী প্রভু ডায়োনিসিয়াসের (খ্রীঃ পূঃ ৪ শতক) অনুচর। 'ডামোক্লিসের খড়্গ' কথাটা ব্যবহৃত হয় অনুক্ষণ উদ্যত মহাবিপদের অর্থে। কিংবদন্তি অনুসারে ডায়োনিসিয়াসের কাছে নিমন্ত্রণে এসে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ডামোক্লিসকে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা নিশ্চিত করার উদ্দেশে তিনি তাঁকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে মাথার ওপর ঘোড়ার একটি লোমের সঙ্গে বেঁধে ক্ষুরধার খড়্গ ঝুলিয়ে রাখেন।—৮

পিস্টল — শেক্সপিয়রের 'চতুর্থ হেনরি', 'পঞ্চম হেনরি' এবং 'ফুর্তিবাজ পরচর্চী' নাটকের চরিত্র, ধড়িবাজ, বুজরুক, কাপুরুষের প্রতীক।—৯৭

পুর্সোনিয়াক—মলিয়েরের 'পুর্সোনিয়াক বাবু' প্রহসনের প্রধান চরিত্র, ভোঁতা, অজ্ঞ, গ্রাম্য অভিজাতের প্রতীক।—৪৯

ফলস্টাফ — শেক্সপিয়রের 'ফুর্তিবাজ পরচর্চী' ও 'চতুর্থ হেনরি' নাটকের চরিত্র, কাপুরুষ, ভাঁড় ও মাতাল। —৪২

মহম্মদ — ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বলে কথিত।—১৩৪

মেগেরা — প্রাচীন গ্রীক অতিকথায় প্রতিহিংসার দেবী, ক্রোধ ও হিংসার প্রতিমূর্তি তিনজনের একজন। রূপকার্থে, কুটিল, দজ্জাল নারী। —৮৮

যিসুস নাভিন (যেগোশুয়া বেন নুন) — কিংবদন্তি অনুসারে বাইবেলের চরিত্র, পবিত্র শিঙার ধ্বনি আর নিজের যোদ্ধাদের জিগির দিয়ে জেরিকো শহরের দেওয়াল চূর্ণ করে।—৫৬

শাইলক — শেক্সপিয়রের 'ভেনিসীয় বণিক' মিলনান্ত নাটকের চরিত্র; নৃশংস কুসীদজীবী, হুণ্ডির শর্ত অনুসারে ঋণ শোধে অক্ষম অধমর্ণের দেহ থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার দাবিদার।—৪৯

হারাকিউলিস — দৈহিক পরাক্রম ও বীরকীর্তির জন্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক অতিকথার জনপ্রিয় নায়ক।—৩৭

হেকাটা — প্রাচীন গ্রীক অতিকথায় ত্রিমুণ্ডা, ত্রিদেহী জ্যোৎস্নার দেবী, মৃতের পাতাল রাজ্যের পিশাচ ও অপচ্ছায়ার অধিষ্ঠাত্রী, অকল্যাণ ও মায়ার বরদা।—৮৮

নামের সূচি

ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিস্তিয়ানের কন্যা; ১৮৬৩ সালে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌-এর সঙ্গে বিবাহিত, ১৯০১ সালে ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মহিষী।—৫৫

ই

ইওদ (Eudes), **এমিল দেজিরে ফ্রাঁসোয়া** (১৮৪৩-১৮৮৮)—ফরাসি বিপ্লবী, ব্লাঙ্কিপন্থী, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল এবং প্যারিস কমিউনের সদস্য; কমিউন দমিত হবার পর প্রথমে সুইজারল্যান্ডে, পরে ইংলন্ডে যান; ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের পর (১৮৮০ সালের রাজক্ষমা পেয়ে) ব্লাঙ্কিপন্থীদের কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কমিটির অন্যতম সংগঠক।—১৫

উ

উতিন, নিকোলাই ইসাকভিচ (১৮৪৫-১৮৮৩) — রুশ বিপ্লবী, ছাত্র আন্দোলনের অংশী, দেশান্তরী, আন্তর্জাতিকের রুশ শাখার অন্যতম সংগঠক, 'নারোদ্‌নয়ে দিয়েলো' (জন সাধনা)-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য (১৮৬৮-১৮৭০), বাকুনিনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরে যান।—১২৫

এ

এর্ভে (Hervé), **এদুয়ার** (১৮৩৫-১৮৯৯)—ফরাসি প্রাবন্ধিক, *Journal de Paris* পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক, বুর্জোয়া উদারনীতিক, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর অর্লিয়ান্সপক্ষীয়।—৮৭, ৮৮

এস্পার্তেরো (Espartero), **ভালদোমেরো** (১৭৯৩-১৮৭৯)—স্পেনের জেনারেল ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, রাজপ্রতিভূ (১৮৪১-১৮৪৩), সরকারের প্রধান (১৮৫৪-১৮৫৬), প্রগতিপন্থী পার্টির নেতা।—৪৪

ও

ওয়েন (Owen), **রবার্ট** (১৭৭১-১৮৫৮)—মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী।—১৩৪

ওয়েল্‌সের প্রিন্সেস—আলেক্সান্দ্রা দ্রষ্টব্য।

ক

কয়েতলগোঁ (Coëtlogon), **লুই শার্ল এমানুয়েল,** কাউণ্ট (১৮১৪-১৮৮৬) — ফরাসি রাজপুরুষ, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৭১ সালের ২২ মার্চ প্যারিসে প্রতিবিপ্লবী অভিযানের অন্যতম সংগঠক।—৫৬

করবোঁ (Corbon), **ক্লদ আর্নাতিম** (১৮০৮-১৮৯১)—ফরাসি রাজনৈতিক কর্মী, প্রজাতন্ত্রী, সংবিধান সভার প্রতিনিধি (১৮৪৮-১৮৪৯), পরে

প্যারিসের একটি জেলার মেয়র, জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি।—৪০

কাবে (Cabet), **এতিয়েন** (১৭৮৮-১৮৫৬)—ফরাসি প্রাবন্ধিক, শান্তিপূর্ণ ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, 'ইকারিয়া ভ্রমণ' গ্রন্থের লেখক।—৯৮

কাভেনিয়াক (Cavaignac), **লুই এজেন** (১৮০২-১৮৫৭)—ফরাসি জেনারেল ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালের মে মাসে সমরমন্ত্রী, চরম নৃশংসতায় দমন করেন প্যারিস শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থান; কার্যনির্বাহী ক্ষমতার প্রধান (১৮৪৮ সালের জুন-ডিসেম্বর)।—৯১

কামেলিনা (Camélinat), **জেফিরে'** (১৮৪০-১৯৩২)—ফরাসি শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রমুখ কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখার অন্যতম পরিচালক, প্যারিস কমিউনের শরিক, ১৯২০ সাল থেকে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।—১২৬

কালিঅস্ত্রো (Cagliostro), **আলেক্সান্দ্রো** (আসল নাম **জুসেপ্পে বালজামো**) (১৭৪৩-১৭৯৫) — ইতালীয় দুষ্প্রয়াসী।—১১১

কালোন (Calonne), **শার্ল আলেক্সাঁদ্র** (১৭৩৪-১৮০২)—ফরাসি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, আঠারো শতকের শেষে ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় প্রবাসী প্রতিবিপ্লবীদের অন্যতম নেতা।—৭৯

কুগেলমান (Kugelmann), **লুডভিগ** (১৮৩০-১৯০২)—জার্মান চিকিৎসক, ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের শরিক, আন্তর্জাতিকের সভ্য, তার একাধিক কংগ্রেসে প্রতিনিধি; মার্কস পরিবারের সুহৃদ।—১৫৪, ১৫৫

কুজে'-ম'তোবাঁ (Cousin-Montauban), **শার্ল গিয়োম মারি আপলিনের আঁতুয়াঁ, পালিকোর কাউণ্ট** (১৭৯৬-১৮৭৮) — ফরাসি জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৬০ সালে চীনে ইঙ্গ-ফরাসি অভিযানী-বাহিনীর অধিনায়ক, সমরমন্ত্রী ও সরকারের প্রধান (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৭০)।—৫০

গ

গর্চাকভ, আলেক্সান্দর মিখাইলভিচ, প্রিন্স (১৭৯৮-১৮৮৩)—রুশ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কূটনীতিক, ভিয়েনায় রাষ্ট্রদূত (১৮৫৪-১৮৫৬), বৈদেশিক মন্ত্রী (১৮৫৬-১৮৮২)।—৩৪

গানেস্কো (Ganesco), **গ্রেগোরি** (আনুমানিক ১৮৩০-১৮৭৭) — ফরাসি সাংবাদিক, জন্মসূত্রে রুমানীয়, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে বোনাপার্টপন্থী, পরে তিয়েরে সরকারের পক্ষভুক্ত।—৭৩

গাম্বেত্তা (Gambetta), **লেওঁ** (১৮৩৮-

১৮৮২)—ফরাসি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সদস্য (১৮৭০-১৮৭১)।—৪১

গালিফে (Galliffet), **গাস্তোঁ আলেক্সান্দর অগ্যুস্ত, মার্কুইস** (১৮৩০-১৯০১)—ফরাসি জেনারেল, প্যারিস কমিউনের অন্যতম জল্লাদ।—৫৮, ৫৯, ৯৬, ৯৭

গিও (Giuod), **আডল্ফ সিমোঁ** (জন্ম ১৮০৫)—ফরাসি জেনারেল, ১৮৭০-১৮৭১ সালে প্যারিস অবরোধের সময় গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক।—৪১

গিজো (Guizot), **ফ্রাঁসোয়া পিয়ের গিয়োম** (১৭৮৭-১৮৭৪) — ফরাসি বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও রাজপুরুষ, ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত কার্যত ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির পরিচালক।—৪৫

গিলোম (Guillaume), **জেম্স** (১৮৪৪-১৯১৬) — সুইস শিক্ষক, আন্তর্জাতিকের সভ্য, তার একাধিক কংগ্রেসে অংশ নেন, বাকুনিনপন্থী; বিভেদমূলক কার্যকলাপের জন্য হেগ কংগ্রেসে (১৮৭২) আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত। —১১৪, ১১৫, ১২৭, ১৪১, ১৪৮

গের্ৎসেন, **আলেক্সান্দর ইভানভিচ** (১৮১২-১৮৭০)—মহান রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, বস্তুবাদী দার্শনিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক; ১৮৪৭ সালে বিদেশে চলে যান, সেখানে 'স্বাধীন রুশ ছাপাখানা' স্থাপন করেন, এবং প্রকাশ করেন 'পলিয়ার্নায়া জ্ভেজ্দা' (ধ্রুবতারা) সংকলন ও 'কলোকোল' (ঘণ্টা) পত্রিকা।—১০৬

জ

জাক্মে (Jacquemet) — ফরাসি ধর্মযাজক, ১৮৪৮ সালে প্যারিস আর্চ-বিশপের সাধারণ প্রতিনিধি।—৯২

জুকোভস্কি, নিকোলাই ইভানভিচ (১৮৩৩-১৮৯৫)—রুশ নৈরাজ্যবাদী, দেশান্তরী, গুপ্ত অ্যালায়েন্সের একজন নেতা।—১১৩

জোবের (Jaubert), **ইপ্পলিৎ ফ্রাঁসোয়া,** কাউণ্ট (১৭৯৮-১৮৭৪) — ফরাসি রাজনীতিক, রাজতন্ত্রী, সমাজসেবার মন্ত্রী (১৮৪০), ১৮৭১ সালের জাতীয় সভার প্রতিনিধি।—৪৭, ৯৪

ট

ট্যাসিটাস (পুবলিয়স করনেলিয়স ট্যাসিটাস) (আনুমানিক ৫৫-১২০)—বিখ্যাত রোমক ঐতিহাসিক, 'জার্মানি', 'ইতিহাস', 'আন্নাল' গ্রন্থের লেখক।—৮৭

ত

তমা (Thomas), **ক্লেমাঁ** (১৮০৯-১৮৭১) — ফরাসি রাজনৈতিক

ফ্রাঙ্কল (Frankel), **লেও** (১৮৪৪-১৮৯৬) — হাঙ্গেরীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রমুখ কর্মকর্তা, প্যারিস কমিউনের সদস্য, শ্রম ও বিনিময় কমিশনের অধিকর্তা, আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৭১-১৮৭২), হাঙ্গেরির সাধারণ শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মাকর্স ও এঙ্গেলসের সহকর্মী। —৭৪

ফ্রিডরিখ, দ্বিতীয় ('মহান' বিশেষণভূষিত) (১৭১২-১৭৮৬) — প্রাশিয়ার রাজা (১৭৪০-১৭৮৬)। —১০০

ফ্লুরাঁস (Flourens), **গ্যুস্তাভ** (১৮৩৮-১৮৭১) — ফরাসি বিপ্লবী ও প্রকৃতিপরীক্ষক, ব্লাঙ্কিপন্থী, প্যারিসে ১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবর এবং ১৮৭১ সালের ২২ জানুয়ারি অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা; প্যারিস কমিউনের সদস্য, ১৮৭১ সালের এপ্রিলে ভার্সাইওয়ালাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত। —৫০, ৫৪, ৫৮

ব

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪-১৮৭৬) — রুশ বিপ্লবী ও প্রাবন্ধিক, জার্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশী; নৈরাজ্যবাদের একজন মতপ্রবক্তা; প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসবাদের ঘোর বিরোধী; ১৮৭২ সালের হেগ কংগ্রেসে বিভেদমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত। —১০৬, ১১১, ১১২-১১৫, ১২০, ১৩২, ১৪০, ১৪১, ১৪৪-১৪৫, ১৪৮, ১৫১-১৫৩

বাস্তেলিকা (Bastelica), **আন্দ্রে** (১৮৪৫-১৮৮৪) — ফরাসি ও স্পেনীয় শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, আন্তর্জাতিকের সভ্য, বাকুনিনপন্থী। —১১৪, ১১৫, ১২২, ১২৮

বিসমার্ক (Bismarck), **অট্টো, ফন শেঙ্‌হাউজেন, প্রিন্স** (১৮১৫-১৮৯৮) — প্রাশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং কূটনীতিক, প্রুশীয় য়ুঙ্কারতন্ত্রের প্রতিনিধি; প্রাশিয়ার সভাপতি-মন্ত্রী (১৮৬২-১৮৭১), জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার (১৮৭১-১৮৯০)। —৮, ১১, ২৬, ৩৪, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৬৮, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৯২, ৯৩, ৯৯, ১০৪, ১৪৬

বেইস্ট (Beust), **ফ্রিডরিখ, কাউণ্ট** (১৮০৯-১৮৮৬) — স্যাক্সনি ও অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, প্রতিক্রিয়াশীল, পররাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৬৬-১৮৭১) ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির চ্যান্সেনার (১৮৬৭-১৮৭১)। —১০৪

ভেজিনিয়ে (Vésinier), **পিয়ের** (১৮২৬-১৯০২) — ফরাসি পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, আন্তর্জাতিক ও প্যারিস কমিউনের সদস্য, মার্কস এবং আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের বিরোধিতা করেন। —১২৬

বেরজেরে (Bergeret), **জ্যুল ভিক্তর** (১৮৩৯-১৯০৫) — প্যারিস কমিউনের

একজন কর্মকর্তা, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল, পরে দেশান্তরী। —৫৬

বেরি (Berry), **মারিয়া কারোলিনা ফের্দিনান্দা লুইজা, ডাচেস** (১৭৯৮-১৮৭০) — ফ্রান্সের সিংহাসনে লেজিটিমিস্ট দাবিদার শাম্বর কাউন্টের মাতা; ১৮৩২ সালে লুই ফিলিপকে উচ্ছেদের জন্য ভাঁদেতে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করেন। —৪৩

বেলে (Beslay), **শার্ল** (১৭৯৫-১৮৭৮) — ফরাসি শিল্পোদ্যোক্তা ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিকের সদস্য, প্রুধোঁপন্থী, প্যারিস কমিউনের অর্থ কমিশনের সভ্য, ফরাসি ব্যাংকের প্রতিনিধি, তার জাতীয়করণের বিরুদ্ধে ও তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না-হস্তক্ষেপ নীতি চালান। —৪৭

বোনাপার্ট — নেপোলিয়ন, তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

ব্রুনেল (Brunel), **আঁতুয়াঁ মাগলুয়ার** (জন্ম ১৮৩০) — ফরাসি অফিসার, ব্লাঙ্কিপন্থী, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্যারিস কমিউনের সদস্য, ১৮৭১ সালের মে মাসে ভার্সাই ওয়ালাদের হাতে গুরুতর আহত। —৯৭

ব্লাঁ (Blanc), **গাস্পার** — ফরাসি রাস্তা-মিস্ত্রি, লিওঁতে ১৮৭০ সালের অভ্যুত্থানের শরিক, বাকুনিনপন্থী। —১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১৫০, ১৫১, ১৫২

ব্লাঁশে (Blanchet), **স্তানিস্লা** (আসল উপাধি **পুরিল**) (জন্ম ১৮৩৩) — ফরাসি সন্ন্যাসী, পুলিসের চর, প্যারিস কমিউনে ঢুকে পড়ে, তার স্বরূপ ফাঁস হয়ে যাওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়। —৭৬

ব্লাঙ্কি (Blanqui), **লুই অগ্যুস্ত** (১৮০৫-১৮৮১) — ফরাসি বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট, একসারি গুপ্ত সমিতি ও ষড়যন্ত্রের সংগঠক, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নেন, ফ্রান্সে প্রলেতারীয় আন্দোলনের নেতা, একাধিকবার কারাবাসে দণ্ডিত। —১৬, ৫০, ৫৪, ৯১

ভ

ভল্টেয়ার (Voltaire), **ফ্রাঁসোয়া মারি** (প্রকৃত উপাধি **আরুয়ে**) (১৬৯৪-১৭৭৮) — স্বনামধন্য ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক, ডেইস্ট দার্শনিক, ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক। —৫৮, ৭১

ভায়ান (Vaillant), **এদুয়ার্দ মারি** (১৮৪০-১৯১৫) — ফরাসি সমাজতন্ত্রী, ব্লাঙ্কিপন্থী; প্যারিস কমিউনের সদস্য, প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৭১-১৮৭২); ১৮৮৯ সালে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী শ্রমিক কংগ্রেসের অংশী; ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯০১); প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট অবস্থান নেন। —১৭

ভার্লেন (Varlin), **এজেন** (১৮৩৯-

হ

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

❋

খণ্ড
৮

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том 8

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}046}{016(01)\text{-}81}$ 687-81 0101010000

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

বাস-সংস্থান সমস্যা

১৮৮৭ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা

১৮৭২ সালে লাইপজিগের *Volksstaat* (১) পত্রিকার জন্য লেখা আমার তিনটি প্রবন্ধ এখানে একত্র পুনর্মুদ্রিত হল। ঠিক ঐ সময়ে জোয়ারের মতো ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে অর্থের আমদানি (২) হয়: তখন সরকারী ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হচ্ছিল, নির্মিত হচ্ছিল কেল্লা ও সেনানিবাস, অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক মালমশলার ভাণ্ডার নূতন করে ভরে নেওয়া হচ্ছিল। শুধু চালু মুদ্রার পরিমাণই নয়, লভ্য পুঁজির পরিমাণও হঠাৎ দারুণভাবে বৃদ্ধি পেল, আর এইসব কিছু ঘটতে থাকে এমন এক সময়ে, যখন জার্মানি শুধু 'সংযুক্ত সাম্রাজ্য' হিসেবেই নয়, বৃহৎ শিল্পায়িত দেশ হিসেবেও বিশ্বমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করছিল। এই অজস্র অর্থই দেশের নবীন বৃহদায়তন শিল্পকে জুগিয়েছিল প্রবল প্রেরণা। যুদ্ধোত্তর কালে রঙীন মোহজালপূর্ণ যে স্বল্পকালীন আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছিল, তারও পেছনে প্রধানতম কারণ হল এই অর্থ। আবার এরই ফলে দেখা দিল ১৮৭৩-১৮৭৪ সালে দারুণ ব্যবসা বিপর্যয়, আর তাতে করে দুনিয়ার বাজারে নিজস্ব আসন বজায় রাখতে সক্ষম এমন একটি শিল্পায়িত দেশ হিসেবে জার্মানির পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রাচীন সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি দেশে হস্তশিল্প কারখানা ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে বৃহদায়তন শিল্পে এরূপ উত্তরণের যুগটাই হল সেই দেশে প্রধানত 'বসতবাড়ির অভাবের' যুগ, বিশেষ করে যখন আবার সেই উত্তরণের গতিবেগ এমন অনুকূল পরিস্থিতির দরুন দ্রুততর হয়ে ওঠে। একদিকে গ্রামের মজুরেরা হঠাৎ বিপুল সংখ্যায় যেসব শহরের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে সেই শহরগুলি গড়ে ওঠে শিল্পকেন্দ্র হিসেবে; অন্যদিকে পুরনো শহরগুলির ভবনাদি নতুন বৃহদায়তন শিল্প এবং আনুষঙ্গিক যানবাহনের

পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়ে; পুরনো রাস্তাঘাট চওড়া করা হয়, কেটে বার করা হয় নতুন নতুন রাস্তা, শহরের বুকের উপর দিয়ে চলতে থাকে রেলপথ। যে সময়ে শ্রমিকেরা স্রোতের মতো শহরে প্রবেশ করতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। এই কারণেই দেখা দেয় শ্রমিকদের এবং তাদের কেনাকাটার উপর নির্ভরশীল ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ছোটখাট কারবারীদের গৃহ-সংস্থানের হঠাৎ অভাব। একেবারে গোড়া থেকেই যেসব শহর শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, সেই সকল জায়গায় এই সমস্যা নেই বললেই চলে; যেমন ম্যাঞ্চেস্টার, লিড্স্, ব্র্যাডফোর্ড, বার্মেন-এল্বারফেল্ড। অন্যদিকে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন ও ভিয়েনায় এক সময়ে গৃহাভাব তীব্রাকারে দেখা দিয়েছিল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে সে সমস্যা এখনও থেকে গেছে।

জার্মানিতে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটছিল, তারই লক্ষণস্বরূপ বাসস্থানের এই তীব্র অভাবের কথা তাই সেই সময়ে 'বাস-সংস্থান সমস্যা' সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধের রূপে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে থাকত এবং নানাবিধ সামাজিক হাতুড়ে চিকিৎসাবিধির উদ্ভব ঘটাত। ক্রমানুবর্তিত কয়েকটি এই ধরনের প্রবন্ধ *Volksstaat* পত্রিকাতেও স্থান করে নেয়। বেনামী লেখকটি—পরে ইনি ভ্যুর্টেমবের্গ থেকে ম্যুলবের্গার এম. ডি. রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—এই সমস্যার মাধ্যমে প্রুধোঁর সর্বরোগহর চিকিৎসা-ব্যবস্থার অলৌকিক ফলাফল সম্বন্ধে জার্মান শ্রমিকদের জ্ঞানবৃদ্ধি করবার পক্ষে সুযোগটা অনুকূল বলে বিবেচনা করলেন (৩)। এই ধরনের অদ্ভুত প্রবন্ধ অনুমোদন করতে দেখে সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট আমি বিস্ময় প্রকাশ করায়, তাঁরা এর জবাব দেবার জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন এবং আমি তার জবাবও দিই (প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য: 'প্রুধোঁ কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করেন')। এই প্রথম পর্যায়ের অল্পকাল পরেই আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধটি লিখি—যাতে ডক্টর এমিল জাক্সের গ্রন্থের ভিত্তিতে এই সমস্যা সম্পর্কে জনহিতৈষী বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিচার করা হয় (দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য: 'বুর্জোয়ারা কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে')। বেশ কিছুদিন বিরতির পর ডক্টর ম্যুলবের্গার আমার প্রবন্ধাবলীর একটা জবাব দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন এবং তার ফলে আমিও প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য হলাম (তৃতীয় ভাগ

দ্রষ্টব্য: 'প্রুধোঁ ও বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রোড়পত্র')। এইখানেই বাদানুবাদ এবং এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমার বিশেষ মনোযোগদান, উভয়েরই পরিসমাপ্তি ঘটল। স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে পুনর্মুদ্রিত এই তিন পর্যায়ের প্রবন্ধের উদ্ভবের এই হচ্ছে ইতিহাস। পুস্তিকাটির যে এখন নতুন মুদ্রণের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে, তার জন্য আমি নিঃসন্দেহে জার্মান সরকারের স্নেহপরবশ দৃষ্টিদানের নিকট ঋণী; তাঁরা রচনাটি নিষিদ্ধ করে দিয়ে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী এর বিক্রয় দারুণভাবে বাড়িয়ে দেন। এই সুযোগে আমি তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান নতুন সংস্করণের জন্য আমি এই লেখা সংশোধন করেছি, কয়েকটি সংযোজন ও টীকা ঢুকিয়েছি এবং প্রথম ভাগে যে সামান্য অর্থতত্ত্বগত ভুল ছিল, তা আমার বিরোধীপক্ষ ডক্টর ম্যুলবের্গার দুর্ভাগ্যবশত ধরতে পারেন নি বলে আমি নিজেই সংশোধন করেছি।

গত চৌদ্দ বছরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে কী বিপুল অগ্রগতি ঘটেছে, এই পুস্তিকা সংশোধনের সময় তা আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তখনো এ কথা সত্য ছিল যে 'বিশ বছর যাবৎ রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রমিকদের একমাত্র প্রুধোঁর লেখা ছাড়া' অথবা নিদেনপক্ষে 'নৈরাজ্যবাদের' জন্মদাতা যে বাকুনিন প্রুধোঁকে 'আমাদের সকলের গুরু' (notre maître à nous tous) বলে গণ্য করতেন তাঁর উপস্থাপিত প্রুধোঁবাদের আরও একপেশে ভাষ্য ছাড়া আর কোনো মানসিক খাদ্য ছিল না। ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থীরা শ্রমিকদের মধ্যে সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠী হিসেবে ছিল বটে, কিন্তু একমাত্র তাদেরই ছিল সুনির্দিষ্ট সূত্রবদ্ধ কর্মসূচী এবং তারা কমিউনে থাকাকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। বেলজিয়মে ভালোন শ্রমিকদের মধ্যে প্রুধোঁবাদের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য; আর স্পেন ও ইতালিতে তখন সামান্য দু-চারটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের বাকি প্রায় সবাই নৈরাজ্যবাদী না হলে নিশ্চিতভাবেই হত প্রুধোঁপন্থী। আর আজ? ফ্রান্সে প্রুধোঁ আজ শ্রমিকমহল থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত। তাঁর সমর্থন বজায় আছে শুধু র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে, যারা প্রুধোঁপন্থী হিসেবে নিজেদের 'সমাজতন্ত্রী' বললেও সমাজতন্ত্রী শ্রমিকেরা যাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। বেলজিয়মে ফ্লেমিশরা আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে

ভালোনদের হঠিয়ে দিয়েছে, প্রুধোঁবাদকে স্থানচ্যুত করে আন্দোলনের মানকে অনেক ঊর্ধ্বে তুলেছে। স্পেন ও ইতালিতে অষ্টম দশকের নৈরাজ্যবাদী জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে এবং সেই টানে প্রুধোঁবাদের অবশিষ্টাংশকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ইতালিতে নতুন পার্টি এখনও চেতনার স্বচ্ছতা অর্জন ও সংগঠিত হয়ে ওঠার স্তরে থাকলেও, স্পেনে 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশন' (৪) নামে যে ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অনুগত ছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে এক শক্তিশালী দলে। তাদের পূর্বগামী হট্টগোলকারী নৈরাজ্যবাদীদের তুলনায় এই দল যে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের প্রভাব ধ্বংস করছে তা প্রজাতন্ত্রীদের কাগজপত্র থেকেই বুঝতে পারা যায়। রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রমিকদের মধ্যে প্রুধোঁর বিস্মৃত রচনাবলীর স্থান অধিকার করেছে 'পুঁজি' আর 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার' এবং মার্কসবাদী চিন্তাধারার অন্যান্য গ্রন্থ। একচ্ছত্র রাজনৈতিক ক্ষমতায় উন্নীত হয়ে প্রলেতারিয়েত গোটা সমাজের তরফে উৎপাদনের উপায়সমূহ দখল করবে—মার্কসের এই মূল দাবি বর্তমানে লাতিন দেশগুলিতেও সমগ্র বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দাবিতে পরিণত হয়েছে।

আজ যখন শেষ পর্যন্ত লাতিন দেশগুলিতেও শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রুধোঁবাদ স্থানচ্যুত, সে মতবাদ যখন তার প্রকৃত ভবিতব্য অনুযায়ী বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হিসেবে ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয় ও বেলজিয়ান বুর্জোয়া র‍্যাডিকালদের শুধু কাজে লাগছে, তখন আবার নতুন করে এই প্রসঙ্গের অবতারণা কেন? এই প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণ করে গতায়ু বিরোধীর সঙ্গে নতুন সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ কী?

এর প্রথম কারণ এই যে, আলোচ্য প্রবন্ধগুলি শুধুমাত্র প্রুধোঁ ও তাঁর জার্মান প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিতণ্ডাতেই সীমাবদ্ধ নয়। মার্কস ও আমার মধ্যে একটা শ্রমবিভাগ ছিল; মার্কস যাতে তাঁর মহান বনিয়াদী গ্রন্থ রচনার সময় পান, সেইজন্য আমার উপর দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন সাময়িকীতে, বিশেষ করে বিরোধী মতের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের মতামত পেশ করা। ফলে আমাকে অধিকাংশ সময়েই প্রধানত নানাধরনের মতের বিরোধিতা করে বিতর্কের মারফত আমাদের নিজস্ব মতবাদ পরিবেশন করতে হত। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় ভাগে শুধু যে সমস্যাটি সম্বন্ধে প্রুধোঁবাদী

চিন্তাধারার সমালোচনা করা হয়েছে তাই নয়, আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাও উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রুধোঁ এতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি শুধু নিঃশব্দে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে পারেন না। তত্ত্বগতভাবে খণ্ডিত এবং ব্যবহারিকভাবে পরিত্যক্ত হলেও প্রুধোঁর ঐতিহাসিক আকর্ষণ আজও অক্ষুণ্ণ। আধুনিক সমাজতন্ত্রের পরিচয় যাঁরা কিছুটা খুঁটিয়ে পেতে চান, এই আন্দোলনে 'অতিক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির' সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকাটাও প্রয়োজন। প্রুধোঁ তাঁর সমাজ সংস্কারের কার্যকর প্রস্তাবাবলী পেশ করার কয়েক বছর আগেই মার্কসের 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রুধোঁর বিনিময়-ব্যাংককে ভ্রূণাবস্থায় আবিষ্কার করে তার সমালোচনা ছাড়া মার্কস এই বইটিতে আর বেশি কিছু করতে পারেন নি। এইদিক থেকে তাই আমার বইটি দুর্ভাগ্যবশত যথেষ্ট অসম্পূর্ণভাবে মার্কসের রচনারই পরিপূরক স্বরূপ। মার্কস স্বয়ং এ কাজ করতে পারতেন অনেক ভালো এবং অনেক যুক্তিগ্রাহ্য রূপে।

তাছাড়া শেষত, আজ এই মুহূর্ত অবধিও জার্মানিতে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের দৃঢ় প্রতিনিধিত্ব বর্তমান। একদিকে, রয়েছে ক্যাথিডার সমাজতন্ত্রী (৫) ও নানা ধরনের মানবহিতৈষী যাদের কাছে শ্রমিকদের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষাটা এখনো প্রভাবশালী, তাই এদের বিরুদ্ধে আমার রচনা এখনও সময়োপযোগী। অন্যদিকে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যেই, এমনকি রাইখস্টাগ গোষ্ঠীর মধ্যেও একধরনের পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব আছে। ব্যাপারটা এই রকম: আধুনিক সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদী মতামত এবং উৎপাদনের সমগ্র উপায়গুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করলেও, এই লক্ষ্য কেবল সুদূর ভবিষ্যতেই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব বলে ঘোষণা করা হয়—যে ভবিষ্যৎ কার্যত দৃষ্টির অগোচরে। সুতরাং বর্তমানে লক্ষ্যটা নিতান্ত সামাজিক জোড়াতালির শরণাপন্নই হতে হবে, এমনকি অবস্থা বিশেষে 'মেহনতী শ্রেণীর উন্নয়নের' জন্য অতীব প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টার প্রতিও সহানুভূতি দেখানো সম্ভব। Par excellence*

* বিশিষ্ট। — সম্পাঃ

পেটি-বুর্জোয়া দেশ জার্মানিতে এই প্রবণতার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবশ্যম্ভাবী, বিশেষ করে যখন শিল্পের বিকাশের ফলে সবলে ও ব্যাপকভাবে এই পুরাতন ও বদ্ধমূল পেটি-বুর্জোয়ার মূলোচ্ছেদ ঘটছে। বিশেষ করে গত আট বছর যাবৎ সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন (৬), পুলিশ ও আদালতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের শ্রমিকেরা যে আশ্চর্য সহজবুদ্ধির চমৎকার পরিচয় দিয়েছে, তার ফলে এই প্রবণতা অবশ্য আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারবে না। তবুও এই ঝোঁক যে বিদ্যমান তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ঝোঁকটা পরবর্তীকালে যদি আরও দৃঢ় রূপ ও সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে—এবং তা অনিবার্য, এমনকি কাম্যও বটে—তাহলে তাকে কর্মসূচী সূত্রবদ্ধ করার জন্য পূর্বগামীদের শরণাপন্ন হতে হবে এবং তা করতে গেলে প্রুধোঁকে এড়ানো হবে প্রায় অসম্ভব।

'বাস-সংস্থান সমস্যার' বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া উভয় সমাধানেরই মূলকথা এই যে, শ্রমিক হবে তার নিজ বাসগৃহের মালিক। গত বিশ বছর ধরে জার্মানিতে যে শিল্প বিকাশ হয়েছে, তাতে কিন্তু ব্যাপারটা এক অতি অদ্ভুত আলোকে প্রতিভাত হয়েছে। জার্মানি ছাড়া অন্য কোনো দেশে এত অধিকসংখ্যক মজুরি-শ্রমিককে শুধু বাসগৃহ নয়, এমনকি বাগান বা খামারের মালিক হতে দেখা যায় না। এই শ্রমিকেরা ছাড়াও আরও বহুলোক রয়েছে যারা বাস্তবপক্ষে মোটামুটি সুনিশ্চিত দখলের শর্তে প্রজা হিসেবে বাড়ি, বাগান বা খামারের অধিকারী। জার্মানির নতুন বৃহদায়তন শিল্পের ব্যাপক ভিত্তিই হল শাকসব্জির চাষ বা ক্ষুদে কৃষি-খামারের সঙ্গে সম্মিলিত গ্রামীণ কুটিরশিল্প। পশ্চিমাংশে শ্রমিকেরা সাধারণত নিজ বাসগৃহের মালিক, পূর্বাংশে তারা প্রধানত প্রজা। রাইন অঞ্চলের উত্তরাংশে, ভেস্টফালিয়ায়, সাক্সন এর্ৎসগেবির্গে এবং সাইলেসিয়ায়, যেখানে কলের তাঁতের বিরুদ্ধে হাতের তাঁত এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু সেখানেই নয়, যেখানেই কোনো-না-কোনো ধরনের কুটিরশিল্প গ্রামীণ উপজীবিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, দৃষ্টান্তস্বরূপ থুরিঙ্গিয়ান অরণ্যাঞ্চলে ও রোন এলাকাতে, সেখানেও কুটিরশিল্পের সঙ্গে শাকসব্জির চাষ ও কৃষির সেই সম্মিলন এবং সেইহেতু একটা সুনিশ্চিত বাস-সংস্থান দেখতে পাওয়া যায়। চুরুট তৈরির কাজ যে কত ব্যাপকভাবে গ্রামীণ কুটিরশিল্প হিসেবে চলছিল, সে কথা তামাকের

একচেটিয়া ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনার সময়ই দেখা গিয়েছিল। যখনই ক্ষুদে কৃষকদের মধ্যে দুর্দশা ছড়িয়ে পড়ে, যেমন হয়েছিল কয়েক বছর আগে আইফেল এলাকায় (৭), তখনই বুর্জোয়া সংবাদপত্র এই বলে চেঁচাতে থাকে যে, উপযুক্ত কুটিরশিল্পের প্রবর্তনই হল এর একমাত্র প্রতিষেধক। বস্তুত জার্মানিতে ক্ষুদে জমির কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অভাব-অনটন এবং জার্মান শিল্পের সাধারণ পরিস্থিতি উভয়েই গ্রামীণ কুটিরশিল্পের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। এটা একান্তভাবেই জার্মানির বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে এ ধরনের পরিস্থিতি ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা যায়, যেমন রেশম চাষের এলাকায়। ইংলণ্ডে যেখানে ক্ষুদে কৃষকই নেই, সেখানে গ্রামীণ কুটিরশিল্প কৃষি-মজুরদের স্ত্রীপুত্রের শ্রমের উপর নির্ভরশীল। একমাত্র আয়ার্ল্যাণ্ডেই দেখা যায় যে, জার্মানির মতো খাঁটি কৃষক-পরিবারবর্গ পোশাক তৈরির গ্রামীণ কুটিরশিল্পকে চালু রেখেছে। রাশিয়া ও অন্যান্য যেসব দেশ বিশ্বের শিল্পবাজারের শরিক নয়, স্বভাবতই তাদের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে তুলছি না।

সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে জার্মানির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে পরিস্থিতি আজ বিদ্যমান, তাকে, প্রথম নজরে, যন্ত্রপ্রবর্তনের পূর্বে সাধারণভাবে যে অবস্থা ছিল তার অনুরূপ বলে মনে হবে। কিন্তু শুধু প্রথম নজরেই এ কথা মনে হয়। শাকসব্জির বাগান ও কৃষির সঙ্গে অতীতকালের গ্রামীণ কুটিরশিল্পের এই সম্মিলন, যে-সকল দেশে শিল্পের প্রসার ঘটছিল অন্তত পক্ষে সেইসব দেশে, শ্রমিক শ্রেণীর মোটামুটি সহনযোগ্য, এমনকি কোথাও কোথাও খানিকটা সচ্ছল বৈষয়িক পরিস্থিতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তা ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক অকিঞ্চিৎকরতারও ভিত্তি। হাতে তৈরি সামগ্রী এবং তার উৎপাদন-খরচই বাজারদর নির্ধারণ করত। আর আজকের তুলনায় শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যৎসামান্য থাকায় জোগানের চেয়ে বাজার সাধারণত বেড়ে চলত দ্রুততর তালে। ইংলণ্ডের এবং অংশত ফ্রান্সের ক্ষেত্রে, এ কথা বিগত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি নাগাদ সত্য ছিল, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পে। জার্মানি কিন্তু তখন সবেমাত্র ত্রিশ বছরের যুদ্ধের (৮) ধ্বংসাত্মক ফলাফল কাটিয়ে উঠে চরম প্রতিকূল অবস্থায় একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল, তাই সেখানে অবস্থা ছিল অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। জার্মানিতে সে সময়ে

একটি মাত্র কুটিরশিল্প ছিল, যা দুনিয়ার বাজারের জন্য উৎপন্ন করত—লিনেন বয়ন। সে শিল্প আবার কর এবং সামন্ততান্ত্রিক আদায়ের ভারে এতই ভারাক্রান্ত থাকত যে, কৃষক-তাঁতীদের অবস্থা অন্যান্য কৃষকদের অতি নিচু মানের চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও সে সময় গ্রামের কুটিরশিল্প-শ্রমিকেরা জীবনে খানিকটা নিরাপত্তা ভোগ করত।

যন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর সবকিছুই বদলে গেল। এখন বাজারদর নির্ধারিত হতে লাগল যন্ত্রজাত পণ্যের দ্বারা এবং এই দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরশিল্পের শ্রমিকদের মজুরিও পড়তে থাকল। যাই হোক, শ্রমিককে হয় এই পরিস্থিতি মেনে নিতে হত, নয় তো বের হতে হত অন্য ধরনের কাজকর্মের খোঁজে। কিন্তু প্রলেতারিয়েতে পরিণত না হলে, অর্থাৎ, নিজস্বই হোক বা পত্তনী নেওয়াই হোক, কুটিরখানি এবং বাগান ও ক্ষেতটি না ছাড়লে তা করা যায় না। বিরলতম ক্ষেত্রেই শুধু সে এই পথ গ্রহণ করতে সম্মত হত। জার্মানিতে কলের তাঁতের বিরুদ্ধে হাতের তাঁতের লড়াই যে সর্বত্র এত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং আজও যে তার নিষ্পত্তি হয় নি, তার কারণই পুরনো গ্রামীণ তাঁতীদের শাকসব্জির বাগান ও কৃষি। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এই সত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করে—এবং তা বিশেষ করে ইংলণ্ডে—যে, উৎপাদনের উপায়ের উপর নিজের মালিকানা, অতীতে এক সময়ে যে পরিস্থিতি শ্রমিকদের আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তি হয়েছিল, ঠিক তাই বর্তমানে তাদের বিঘ্ন ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে কলের তাঁতের কাছে তাদের হাতের তাঁত পরাজিত হল, কৃষিক্ষেত্রে বৃহদায়তন খামার দ্বারা এদের ক্ষুদে চাষ হল বিতাড়িত। কিন্তু উৎপাদনের এই উভয় ক্ষেত্রেই বহু ব্যক্তির যৌথ শ্রম এবং যন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামাজিক প্রথায় পরিণত হলেও তখনও শ্রমিক তাদের কুটিরটি, বাগানটি, খামারটি ও হাতের তাঁতটি মারফৎ মান্ধাতার আমলের ব্যক্তিগত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কায়িক শ্রমের সঙ্গে শৃঙ্খলিত থাকছিল। চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতার তুলনায় বাড়ি-বাগানের মালিকানা তখন অনেক কম সুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। ধীরগতিতে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবেই অনাহারের সম্মুখীন এই ধরনের গ্রামীণ তাঁতীদের সঙ্গে কোনো কারখানা-মজুরই স্থান পরিবর্তনে রাজী হত না।

বিশ্ববাজারে জার্মানি অনেক বিলম্বে প্রবেশ করেছে। আমাদের বৃহদায়তন শিল্পের শুরু মাত্র পঞ্চম দশকে, তার প্রথম প্রেরণা আসে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব থেকে; ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালের বিপ্লবদুটি (৯) এর পথের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর রাজনৈতিক বাধাগুলি অপসারণ করে দেওয়ার পরই এর পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। কিন্তু দেখা গেল যে, বিশ্ববাজারের অধিকাংশই ইতিমধ্যে দখল হয়ে আছে। ব্যাপক জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর জোগান দিচ্ছে ইংলন্ড, এবং রুচিরম্য বিলাসসামগ্রী আসছে ফ্রান্স থেকে। জার্মানি দরের দিক থেকে ইংলন্ডের সঙ্গে আর উৎকর্ষের ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে এ'টে উঠতে পারে নি। অতি নগণ্য বলে ইংলন্ড এবং খুব বাজে বলে ফ্রান্স যা ধরবে না, সেই ধরনের জিনিসপত্র উৎপাদন করবার যে চিরাচরিত দস্তুর জার্মানিতে এতদিন চলে এসেছে, তাই নিয়ে বিশ্ববাজারে কোনোক্রমে অনুপ্রবেশ করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। প্রথমে ভালো নমুনা এবং পরে খারাপ মাল পাঠিয়ে প্রতারণার যে প্রথাটা জার্মানির প্রিয় সেটা অবশ্য অবিলম্বে বিশ্ববাজারে যথেষ্ট কঠোর সাজা পাওয়াতে মোটামুটিভাবে পরিত্যক্ত হল। পক্ষান্তরে অত্যুৎপাদনজনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সম্ভ্রান্ত ইংরেজরাও জিনিসপত্রের উৎকর্ষহ্রাসের রাস্তা ধরে নামতে বাধ্য হয়; আর এর ফলে সুবিধা হয় জার্মানদেরই, এ ব্যাপারে যাদের জুড়ি নেই। এইভাবে অবশেষে আমরা বৃহদায়তন শিল্পের অধিকারী হলাম এবং বিশ্ববাজারে ভূমিকা গ্রহণ করাটাও সম্ভব হল। কিন্তু আমাদের বৃহদায়তন শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উৎপাদনে নিযুক্ত (লৌহশিল্প এর ব্যতিক্রম, তার উৎপাদন অভ্যন্তরীণ চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি), আর আমরা ব্যাপকভাবে রপ্তানি করি শুধু অসংখ্য ছোটখাট জিনিস, যা আসে প্রধানত গ্রামীণ কুটিরশিল্প থেকে—বৃহদায়তন শিল্প তাকে জোগান দেয় বড়জোর প্রয়োজনীয় অর্ধ-সমাপ্ত মাল মাত্র।

আধুনিক শ্রমিকের পক্ষে বাড়ি এবং জমির মালিকানা যে কী 'আশীর্বাদ', তার গৌরবোজ্জ্বল চিত্র এখানেই দেখা যাবে। জার্মান কুটিরশিল্পে যে কুখ্যাত নিচু হারে মজুরি দেওয়া হয়, আর কোথায়ও, এমনকি সম্ভবত আইরিশ কুটিরশিল্পেও, তা দেখা যায় না। শ্রমিকদের পরিবার নিজস্ব ক্ষুদ্র বাগান বা ক্ষেত থেকে যেটুকু আয় করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে

পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তির দাম থেকে সেটুকু কেটে নিতে সক্ষম হয়। মুনাফা যে মজুরি দিতে চাওয়া হয়, শ্রমিকেরা তাই গ্রহণ করতে বাধ্য, কেননা অন্যথায় তারা কিছুই পাবে না আর শুধু কৃষির উৎপাদন দিয়ে তারা বাঁচতে পারে না; আবার অন্যদিকে এই কৃষি ও জমির মালিকানাই তাদের এক-জায়গায় শৃঙ্খলিত করে রাখে, অন্য কোনো কাজের সন্ধানে তাদের ইতস্তত ঘোরাফেরার পথ রাখে বন্ধ করে। একগাদা ছোটখাট জিনিসে বিশ্ববাজারে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্যের ভিত্তি এখানেই। **মুনাফার সবটাই হল স্বাভাবিক মজুরি থেকে কেটে নেওয়া একটি অংশ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের সবটাই ক্রেতাকে উপঢৌকন দেওয়া যায়।** জার্মানির অধিকাংশ রপ্তানিদ্রব্যের অসাধারণ সুলভ মূল্যের এই হল গূঢ় কারণ।

অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত জার্মান শ্রমিকদেরও মজুরি এবং জীবিকার মান যে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় নিম্নতর, তার জন্য অন্য যে কোনো কারণের চেয়ে এই পরিস্থিতিই অধিকতর পরিমাণে দায়ী। শ্রমশক্তির মূল্যের অনেক নিচে চিরাচরিতভাবে দাবিয়ে রাখা শ্রমের এই বাজারদরের জগদ্দল বোঝা শহুরে শ্রমিকদের, এমনকি, মহানগরীর শ্রমিকদেরও মজুরিকে শ্রমশক্তির মূল্যের নিচে নামিয়ে দেয়; এইরকম ঘটবার আরও একটা বড় কারণ হল এই যে, নিম্ন মজুরির কুটিরশিল্প শহরাঞ্চলেও প্রাচীন হস্তশিল্পের স্থান দখল করেছে এবং এক্ষেত্রেও মজুরির সাধারণ হারকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে।

এইখানেই আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষি ও শিল্পের সম্মিলন, বাড়ি, বাগান ও ক্ষেতের মালিকানা এবং বাসস্থানের নিশ্চয়তা, ইতিহাসের পূর্বতন স্তরে যা শ্রমিকদের আপেক্ষিক সচ্ছলতার ভিত্তি ছিল, তাই আজ বৃহদায়তন শিল্পের আধিপত্যের যুগে শ্রমিকদের পক্ষে শুধু জঘন্যতম বাধা মাত্র নয়, গোটা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেই এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিদারুণ অভিশাপ, মজুরিকে তার স্বাভাবিক মানের অনেক নিচে নামিয়ে রাখার ভিত্তি এবং তা শুধু কোনো বিচ্ছিন্ন জেলায় বা শিল্পে নয়, সমগ্র দেশেই। এই রকম অস্বাভাবিকভাবে মজুরি কেটে যারা বেঁচে থাকে এবং তা থেকে ধনী হয়, সেই বড় বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়ারা যে গ্রামীণ শিল্প ও শ্রমিকদের নিজস্ব বাড়ির মালিকানা সম্বন্ধে উৎসাহী হবে, তারা নতুন কুটিরশিল্প প্রবর্তনকেই

পল্লীজীবনের সকল দুর্দশার একমাত্র প্রতিষেধ হিসেবে গণ্য করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

এ হল সমস্যার একটা দিক; এর বিপরীত দিকও আছে। কুটিরশিল্প জার্মান রপ্তানি-বাণিজ্যের এবং তার ফলে সমগ্র বৃহদায়তন শিল্পেরই ব্যাপক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সেই কুটিরশিল্প জার্মানির ব্যাপক এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রতিদিন আরও প্রসারিত হয়ে চলেছে। যখন থেকে সস্তা কাপড়-চোপড় ও মেশিনজাত জিনিসপত্র ক্ষুদে কৃষকের নিজের ভোগ্য সামগ্রীর গার্হস্থ্য উৎপাদন ধ্বংস করেছে; যখন মার্ক প্রথার (১০) ভাঙন আর সাধারণ মার্ক ও বাধ্যতামূলক ফসল আবর্তনের অবসানের ফলে তার গো-পালন ও তজ্জনিত সার উৎপাদন ধ্বংস হয়েছে, তখন থেকেই ক্ষুদে কৃষকের সর্বনাশ হয়ে পড়েছে অনিবার্য। সুদখোরের শিকারে পরিণত ক্ষুদে কৃষককে আধুনিক কুটিরশিল্পের কোলে টেনে আনে এই সর্বনাশই। আয়ার্ল্যান্ডের জমিদারের ভূমিখাজনার মতোই জার্মানির বন্ধকী সুদখোরদের প্রাপ্য সুদটাও জমির ফলন থেকে পরিশোধ করা যায় না, শোধ করতে হয় কুটিরশিল্পরত কৃষকের মজুরি থেকেই। এদিকে কুটিরশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি কৃষক-এলাকা আধুনিক শিল্প-আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। ইংলন্ডে ও ফ্রান্সে যা ঘটেছিল তার চেয়ে অনেক বিস্তীর্ণতর অঞ্চলে জার্মানির শিল্পবিপ্লব ছড়িয়ে পড়ছে কুটিরশিল্প মারফত গ্রাম এলাকার এই বিপ্লবীকরণের জন্যই; আমাদের শিল্পের স্তর অপেক্ষাকৃত নিচু বলেই এর এলাকাগত প্রসারলাভটা আরও বেশি প্রয়োজন। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বিপরীতে শুধুমাত্র শহর অঞ্চলে সীমিত না থেকে জার্মানির ব্যাপকতম অংশে অমন প্রচন্ডভাবে যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ব্যাখ্যাও রয়েছে এর মধ্যে। তা থেকেও আবার আন্দোলনের প্রশান্ত, নিশ্চিত এবং অদম্য অগ্রগতিরও ব্যাখ্যা মিলছে। এ কথা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে জার্মানিতে অধিকাংশ ক্ষুদ্রতর শহর এবং গ্রামীণ জেলাগুলির বৃহদংশ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সুপ্রস্তুত হয়ে উঠলে একমাত্র তখনই রাজধানী ও অন্যান্য বড় শহরগুলিতে বিজয়ী অভ্যুত্থান সম্ভবপর। স্বাভাবিক ধরনের বিকাশ ধরে নিলে, ১৮৪৮ ও ১৮৭১ সালের প্যারিসীয়দের অনুরূপ শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়লাভের মতো অবস্থায় আমরা কখনই পেঁছিব না (১১); ঠিক

ঐ কারণেই আবার দুই দুই বার প্যারিসে যা ঘটেছে, প্রতিক্রিয়াশীল মফস্বল এলাকার কাছে বিপ্লবী রাজধানীর সেই রকম পরাজয়ও আমাদের ভোগ করতে হবে না। ফ্রান্সে আন্দোলন সর্বদাই রাজধানীতে শুরু হয়েছে; জার্মানিতে শুরু হয়েছে বৃহদায়তন শিল্পের, হস্তশিল্প কারখানার ও কুটিরশিল্পের এলাকাগুলিতে, রাজধানী জয় করা হয়েছে পরে। সুতরাং ভবিষ্যতেও সম্ভবত উদ্যোগ থেকে যাবে ফরাসীদের হাতেই, কিন্তু ফয়সালার লড়াই জেতা সম্ভব কেবল জার্মানিতেই।

প্রসারের ফলে এই যে গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প কারখানা আজ জার্মান উৎপাদনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয়েছে, এবং ক্রমশ বেশি বেশি করে এইভাবে সম্পন্ন করছে জার্মান কৃষকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তা কিন্তু অধিকতর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। মার্কস ('পুঁজি', প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৪-৪৯৫) ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছেন যে, ক্রমবিকাশের কোনো এক বিশেষ স্তরে মেশিন ও ফ্যাক্টরি উৎপাদনের দরুন এ অবস্থার পতনের ক্ষণ ঘনিয়ে আসবে। সেই সময় মনে হয় আগতপ্রায়। কিন্তু জার্মানিতে মেশিন ও ফ্যাক্টরি উৎপাদনের দ্বারা গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প কারখানার ধ্বংসের অর্থ দাঁড়াবে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ উৎপাদকের জীবিকার বিনাশ, জার্মান ক্ষুদ্র কৃষককুলের প্রায় অর্ধাংশের উচ্ছেদ; শুধু কুটিরশিল্পের ফ্যাক্টরি শিল্পে রূপান্তর নয়, কৃষকের খোদ খামারের রূপান্তর বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক কৃষিতে, ছোট ছোট জোতজমির রূপান্তর বৃহদায়তন মহালে,—অর্থাৎ কৃষকের স্বার্থের মূল্যে পুঁজি ও বৃহৎ ভূমিমালিকানার স্বার্থে শিল্প ও কৃষির বিপ্লব। যদি পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার আওতাতেই এই রূপান্তর জার্মানির ভাগ্যে থেকে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহেই হবে এক মোড় পরিবর্তন। ততদিনে যদি অন্য কোনো দেশের শ্রমিক শ্রেণী উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে জার্মানিই প্রথম আঘাত হানবে আর 'গৌরবোজ্জ্বল সৈন্যবাহিনীর' কৃষকসন্তানগণ সে কাজে সহায়তা করবে বীরত্বের সঙ্গেই।

আর সেই সঙ্গে, প্রত্যেক শ্রমিককে তার নিজস্ব কুটিরটির মালিকানা দান করে আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় তাকে তার নির্দিষ্ট পুঁজিপতিটির সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে রাখার বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া এই ইউটোপিয়ার এক

ভিন্নতর তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছে। এর বাস্তব রূপায়ণের বদলে ঘটবে ছোট ছোট গ্রামীণ বাসগৃহ মালিকদের কুটিরশিল্পের শ্রমিকে রূপান্তর; পুরনো বিচ্ছিন্নতার অবসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদে কৃষকের রাজনৈতিক অকিঞ্চিৎকরতার ধ্বংসসাধন, তাদের 'সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের' মধ্যে আকর্ষণ; গ্রামাঞ্চলে শিল্প-বিপ্লবের প্রসারলাভ এবং তার ফলে জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা স্থিতিশীল ও সনাতনপন্থী অংশটার পরিণতি বিপ্লবের লালনাগারে; এবং এই সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মেশিন দ্বারা উচ্ছেদ, যে উচ্ছেদ তাদের জোর করে ঠেলে দেবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে।

বুর্জোয়া সমাজবাদী মানবহিতৈষীগণ যতদিন পুঁজিপতি হিসেবে তাদের সামাজিক কার্যক্রম মারফৎ, সমাজ-বিপ্লবের উপকার ও অগ্রগতির জন্য তাদের আদর্শটাকে উপরোক্ত উল্টো কায়দায় রূপায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে তাদের সে আদর্শ কার্যকর করতে দিতে আমরা স্বতঃই রাজি থাকব।

লণ্ডন, ১০ জানুয়ারি, ১৮৮৭ ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

জুরিখ থেকে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'বাস-সংস্থান সমস্যার' দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

পুস্তকের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত জার্মান থেকে অনুবাদের ভাষান্তর

বাস-সংস্থান সমস্যা

প্রথম ভাগ

প্রুধোঁ কী ভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করেন

Volksstaat পত্রিকার ১০ম ও তার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যাবে। প্রবন্ধগুলি শুধু এই কারণেই প্রণিধানযোগ্য যে, দীর্ঘকালবিস্মৃত পঞ্চম দশকের কিছু সাহিত্যযশঃপ্রার্থী রচনাবলীর কথা বাদ দিলে, এইগুলিই জার্মানিতে প্রুধোঁবাদী চিন্তাধারা আমদানির প্রথম প্রচেষ্টা। এমনকি পঁচিশ বছর আগেই ঠিক এই প্রুধোঁবাদের ধারণাকে চরম আঘাত হেনেছিল* যে জার্মান সমাজতন্ত্র, তার সমগ্র বিকাশের ধারার তুলনায় বর্তমান প্রচেষ্টা এতই বিরাট পশ্চাৎগতিস্বরূপ যে অবিলম্বে এর জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

তথাকথিত যে বাসস্থানাভাবের কথা আজকাল সংবাদপত্রে এত বড় ভূমিকা গ্রহণ করছে, তার স্বরূপ কিন্তু এই নয় যে শ্রমিক শ্রেণী সাধারণত খারাপ, ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করে। এই অভাব বর্তমান সময়ের কোনো একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়; এমনকি, পূর্বেকার সকল শোষিত শ্রেণীর তুলনায় আধুনিক প্রলেতারিয়েতকে যে সকল বিশিষ্ট দুঃখভোগ করতে হয়, এটা তারও অন্যতম নয়। বরং উল্টো, সব যুগে সকল উৎপীড়িত শ্রেণীই অনেকটা সমভাবেই এই দুর্দশা ভোগ করেছে। এই বাসস্থান-সঙ্কট অবসানের **একটিই** উপায় আছে: শাসক শ্রেণীর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ ও উৎপীড়নের সম্পূর্ণ অবসান। আজকের দিনে বাসস্থানের অভাব বলতে বোঝায় বড় বড় শহরের দিকে জনসংখ্যা হঠাৎ ধাওয়া করার ফলে মজুরদের বাসস্থানের শোচনীয় পরিস্থিতির বিশেষ ধরনের অবনতি; দারুণ ভাড়াবৃদ্ধি,

---

* মার্কসের লেখা 'দর্শনের দারিদ্র্য' গ্রন্থে, ব্রাসেল্‌স্‌ ও প্যারিস, ১৮৪৭। (এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রতিটি গৃহে আরও ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থা, কারও কারও পক্ষে আদৌ মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাবার অসম্ভাব্যতা। এবং এই বাসস্থানাভাব নিয়ে যে এত কথা বলা হচ্ছে, তার কারণ এটা আজ আর শুধু শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পেটি-বুর্জোয়াকেও এটা স্পর্শ করেছে।

আমাদের আধুনিক মহানগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী ও পেটি-বুর্জোয়ার একাংশ যে বাসস্থানের অভাবে ভুগছে, তা হল আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত অগণ্য, ছোটখাট গৌণ কুফলের অন্যতম। এটা মোটেই পুঁজিপতির দ্বারা শ্রমিক হিসেবে শ্রমিক শোষণের প্রত্যক্ষ ফল নয়। এই শোষণই হচ্ছে সেই মূল অভিশাপ, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে সমাজ-বিপ্লব যার অবসান আনতে চায়। আর পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিমূল হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে পুঁজিপতির পক্ষে যথার্থ মূল্যে শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে তা থেকে অনেক বেশি মূল্য আদায় করে নেওয়া সম্ভব হয়—শ্রমশক্তির ক্রয় বাবদ যে দাম দেওয়া হয়েছে তা পুনরুৎপাদন করতে যে সময় কাজ করতে হয়, তদপেক্ষা দীর্ঘতর কালের জন্য তাকে খাটিয়ে। এইভাবে যে উদ্বৃত মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, তা পোপ ও কাইজার থেকে শুরু করে নৈশ চৌকিদার ও অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বেতনভুক্ ভৃত্যসহ সমগ্র পুঁজিপতি ও ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হয়। কীভাবে এই ভাগবাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয়, সেটা এই প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচ্য নয়, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত: যারা কাজ করে না, তারা সকলেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে কেবল এই উদ্বৃত্ত মূল্যের উচ্ছিষ্টে, কোনো-না-কোনো ভাবে এ উচ্ছিষ্ট তাদের কাছে এসে পৌঁছয়। (সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব যেখানে বিবৃত করা হয়েছিল, মার্কসের সেই 'পুঁজি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদিত এবং কোনোরূপ পারিশ্রমিক না দিয়ে তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত এই উদ্বৃত্ত মূল্যের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অ-শ্রমিক শ্রেণীগুলির মধ্যে যে ঝগড়াঝাঁটি ও পারস্পরিক প্রতারণা চলে, তা খুবই শিক্ষাপ্রদ। কেনাবেচার মাধ্যমে এই বাঁটোয়ারা যতখানি চলে, তার ভিতর বিক্রেতার দ্বারা ক্রেতাকে ঠকানো হল এর অন্যতম প্রধান পন্থা; খুচরো কেনাবেচার, বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলিতে এই ধরনের প্রবঞ্চনা বিক্রেতার

অস্তিত্ব বজায় রাখবার অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন শ্রমিক যখন কেনা জিনিসের দর বা উৎকর্ষের ব্যাপারে মুদি বা রুটিওয়ালার দ্বারা প্রতারিত হয়, তখন কিন্তু সে ঠিক শ্রমিক হিসেবে প্রতারিত হচ্ছে না। পরন্তু, যখন কোথাও ঠকানোর গড়পড়তা পরিমাণ সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়, সেখানে শেষ পর্যন্ত একটা পাল্টা মজুরিবৃদ্ধি দিয়ে তার মীমাংসা হতে বাধ্য। দোকানদারের কাছে শ্রমিক ক্রেতা হিসেবে, অর্থাৎ অর্থের বা ক্রেডিটের মালিক হিসেবেই হাজির হয়, সুতরাং সে সেখানে মোটেই শ্রমিক হিসেবে অর্থাৎ শ্রমশক্তির বিক্রেতারূপে উপস্থিত হচ্ছে না। এই ধরনের ঠকানি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, অধিকতর ধনশালী সামাজিক শ্রেণীগুলির তুলনায় গোটা দরিদ্র সম্প্রদায় হিসেবে তাকে বেশি করে আঘাত করতে পারে; কিন্তু এটা এমন একটা অভিশাপ নয় যা কেবল তাকেই আঘাত করছে, যা তার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য।

বাস-সংস্থানের অভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। আধুনিক বড় বড় শহরগুলির প্রসারের ফলে, শহরের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত জমির দর কৃত্রিমভাবে এবং প্রায়ই প্রচন্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সকল অঞ্চলে অবস্থিত দালানকোঠা কিন্তু বাড়ানোর পরিবর্তে এই মূল্যকে কমিয়ে দেয়, কেননা সেগুলি আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় না। এদের তখন ভেঙে ফেলে সে জায়গায় বানানো হয় নতুন ঘরবাড়ি। এমন ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত শ্রমিকদের বসতিস্থল নিয়ে, কেননা যতই ঘিঞ্জি হোক না কেন, এদের ভাড়া বিশেষ একটা নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ পরিমাণের বেশি আর বাড়তে পারে না. বাড়লেও অতি ধীর গতিতে বাড়ে। এইসব ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় নির্মিত হয় দোকান, গুদাম ও সামাজিক ভবন। প্যারিসে তার অসমাঁ-র মারফৎ বোনাপার্টপন্থা এর সুযোগ নিয়ে প্রচন্ড প্রতারণা ও ব্যক্তিগত ধনবৃদ্ধি করে নিয়েছিল। কিন্তু অসমাঁ-র আত্মা বিচরণ করেছে বিদেশেও, লন্ডন, ম্যাঞ্চেস্টার ও লিভারপুলে; বার্লিন বা ভিয়েনাতেও সে সমান স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, শ্রমিকেরা শহরের কেন্দ্র থেকে উপান্ত অভিমুখে বিতাড়িত হয়েছে; শ্রমিকদের বাসস্থান এবং সাধারণভাবে ছোট বাসাসমূহই দুষ্প্রাপ্য এবং ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠেছে, অনেক

ক্ষেত্রে তা পাওয়াই হয়ে উঠেছে একেবারে অসম্ভব; কেননা এই পরিস্থিতিতে ব্যয়বহুল বাসভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে দাঁও মারার বেশি সুযোগ পাওয়ার ফলে গৃহনির্মাণ-শিল্প শ্রমিকদের জন্য বাড়ি বানায় শুধু ব্যতিক্রম হিসেবেই।

অতএব, বাসস্থানের এই অভাবটা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীকে তীব্রতরভাবে আঘাত করলেও, দোকানদার কর্তৃক প্রতারণার মতোই এতে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই ভারাক্রান্ত হয় না; আবার শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে এই অভিশাপ এক বিশেষ পর্যায়ে পেঁছিলে এবং খানিকটা স্থায়ী চরিত্র ধারণ করলে তার একটা অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যবিধান হতে বাধ্য।

এই ধরনের যে দুর্দশাভোগে শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গী, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সেই ধরনের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামানো পছন্দ করে, আর প্রুধোঁ এই পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের অন্তর্গত। বাস-সংস্থান সমস্যা যে শ্রমিক শ্রেণীর একান্ত নিজস্ব কোনো সমস্যা নয়, তা আমরা দেখেছি; কিন্তু আমাদের জার্মান প্রুধোঁপন্থী* যে ঠিক এই সমস্যাটিই আঁকড়ে ধরছেন এবং একে সত্যই একান্তভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা বলে ঘোষণা করছেন, তা মোটেই আকস্মিক নয়।

'পুঁজিপতির সঙ্গে মজুরি শ্রমিকের যে সম্পর্ক, বাড়ির মালিকের সঙ্গে ভাড়াটের সম্পর্কটাও ঠিক তাই।'

কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য।

বাস-সংস্থান সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা দুই পক্ষকে মুখোমুখি দেখতে পাই: ভাড়াটে ও জমিদার বা বাড়ির মালিক। প্রথমোক্ত জন শেষোক্তের কাছ থেকে বাসগৃহটি সাময়িকভাবে ব্যবহারের অধিকার কিনতে চায়; ভাড়াটে অর্থ বা ক্রেডিটের মালিক, যদিও হয়তো বা বর্ধিত ভাড়ারূপে চড়া সুদ দিয়ে বাড়ির মালিকের কাছ থেকেই সে ক্রেডিট তাকে কিনে নিতে হয়। এ হল সরল পণ্যবিক্রয়; প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে, শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে লেনদেন এটা নয়। ভাড়াটে যদি শ্রমিকও হয়, তবু এক্ষেত্রে সে **পয়সাওয়ালা লোক** হিসেবেই আবির্ভূত হচ্ছে; বাসস্থান ব্যবহারের খরিদ্দার হিসেবে

* আ. ম্যুলবের্গার। — সম্পাঃ

আত্মপ্রকাশ করতে হলে, তাকে ইতিমধ্যেই তার পণ্য, তার একান্ত নিজস্ব পণ্য, অর্থাৎ তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে টাকা আনতে হয়েছে, অথবা এই নিশ্চয়তাটুকু দিতে পারার মতো তার সামর্থ্য আছে যে অদূর ভবিষ্যতে সে তার শ্রমশক্তি বেচবে। পুঁজিপতির কাছে শ্রমশক্তি বেচার মধ্যে যে বিশিষ্ট ফলাফল দেখা দেয়, তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পুঁজিপতি প্রথমত ক্রীত শ্রমশক্তির নিজ মূল্য এবং অতঃপর উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করায়, সেই উদ্বৃত্ত মূল্য আবার পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা সাপেক্ষে আপাতত তার হাতেই থাকে। সুতরাং এখানে একটা অতিরিক্ত মূল্য উৎপন্ন হচ্ছে, উপস্থিত মূল্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাড়া লেনদেনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। বাড়ির মালিক ভাড়াটের কাছ থেকে ঠকিয়ে যতই আদায় করুক না কেন, সবকিছু সত্ত্বেও এখানে ইতিমধ্যে **বিদ্যমান** ও ইতিপূর্বে **উৎপন্ন** মূল্যেরই হস্তান্তর হচ্ছে, বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটের **মিলিত আয়ত্তে** যে মূল্য ছিল, তার যোগফল অপরিবর্তিতই আছে। তার শ্রমের জন্য পুঁজিপতি কম, বেশি বা সমান যে মূল্যই দিক শ্রমিক সর্বদাই তার শ্রমজাত সামগ্রীর একাংশ থেকে প্রবঞ্চিত হয়। ভাড়াটে প্রবঞ্চিত হয় শুধু তখনই যখন সে বাসস্থানের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশি দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের সম্পর্ককে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে সম্পর্কের সমতুল্য করে দেখাবার চেষ্টা করলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেখানো হয়। পক্ষান্তরে এখানে আমরা দুইটি নাগরিকের মধ্যে অতি সাধারণ পণ্য লেনদেনের দৃষ্টান্ত পাই; সাধারণভাবে কেনাবেচা, এবং বিশেষ করে 'ভূসম্পত্তির' ক্রয়বিক্রয় যা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, এই লেনদেন সেইসব অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ীই চলে। এই লেনদেনের হিসেবে প্রথমত গোটা বাড়িটার বা তার অংশবিশেষের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ধরা হয়; তারপর আসে জমির মূল্য, যা নির্ধারিত হয় বাড়িটির ভালো-মন্দ অবস্থানের ওপর, সর্বশেষে ফয়সালা হয় সেই মুহূর্তে সরবরাহ ও চাহিদার পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে। সরল এই অর্থনৈতিক সম্পর্কটি আমাদের প্রুধোঁপন্থীর মনে প্রতিভাত হয় নিম্নরূপে:

'ভাড়া হিসেবে বাড়িটির প্রকৃত মূল্য পর্যাপ্ত পরিমাণেরও বেশি করে মালিককে অনেক আগেই পরিশোধ করে দেওয়া সত্ত্বেও, একবার তৈরি হয়ে যাবার পর থেকে সে বাড়ি সামাজিক শ্রমের একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের উপর **চিরস্থায়ী আইনগত স্বত্ব** হিসেবে

কাজ করে। এইভাবে, যে বাড়ি, ধরা যাক, নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আয়ের মারফত তার আদি নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশ গুণ, এমনকি তারও বেশি উশুল করে নেয়।'

এখানে আমরা একেবারেই গোটাগুটি প্রুধোঁকে পেয়ে যাচ্ছি। প্রথমত, ভুলে যাওয়া হল যে বাড়িভাড়া থেকে শুধু নির্মাণের ব্যয়ের উপর যে সুদ তোলা হয় তা নয়; তার সঙ্গে সঙ্গে মেরামতী খরচ, গড়পড়তা হারে অনাদায়ী ঋণ, বাকি-পড়া ভাড়া, এবং মাঝে মাঝে ভাড়াটেহীন অবস্থায় পড়ে থাকার খেসারৎও তুলতে হয় এবং শেষত, যে বাড়ি ভঙ্গুর এবং কালক্রমে বাসের অযোগ্য ও মূল্যহীন হয়ে উঠতে বাধ্য তার নির্মাণে লগ্নীকৃত পুঁজিটাও বার্ষিক কিস্তিতে তুলে ফেলা চাই। দ্বিতীয়ত, এ কথাও ভুলে যাওয়া হল যে, যে-জমির উপর বাড়িটি নির্মিত, তার বর্ধিত মূল্যের উপর সুদ দিতে হবে, তাই বাড়িভাড়ার মধ্যে ভূমি-খাজনার একাংশও নিহিত আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রুধোঁপন্থী অবশ্য ঘোষণা করেন যে, যেহেতু জমির এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে জমির মালিকের কোনো অবদান নেই, সেই কারণে সে বৃদ্ধি ন্যায়ত তার নয়, সমগ্র সমাজের প্রাপ্য। এতে করে যে তিনি আসলে ভূসম্পত্তি লোপ করার দাবি করছেন, সেটা কিন্তু তাঁর নজর এড়িয়ে যাচ্ছে; এই বিষয়ে আলোচনা এখানে শুরু করলে আমরা অনেকদূরে চলে যাব। এবং সর্বোপরি, তিনি এটাও লক্ষ্য করছেন না যে, এই লেনদেনের বিষয়বস্তু মালিকের কাছ থেকে বাড়ি কেনা একেবারেই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কেবল ব্যবহারের অধিকারটুকু কেনা। যে বাস্তব প্রকৃত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ঘটনা উদ্ভূত হয়, প্রুধোঁ তা নিয়ে কখনই মাথা ঘামান নি; সুতরাং স্বভাবতই তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন না—পঞ্চাশ বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গৃহনির্মাণের আদি ব্যয়ের দশগুণ কী করে ভাড়া হিসেবে আদায় হয়ে থাকে। এই একান্তই অজটিল প্রশ্নটির অর্থতাত্ত্বিক বিচারের পরিবর্তে এবং অর্থতাত্ত্বিক নিয়মের সঙ্গে বাস্তবিক এর বিরোধ আছে কিনা, থাকলে কী ভাবে আছে, সে কথা নির্ধারণের বদলে প্রুধোঁ অর্থতত্ত্ব থেকে আইনশাস্ত্রে এক সাহসী ঝাঁপ দিলেন: 'একবার তৈরি হয়ে যাবার পর থেকেই বাড়ীটি' একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক পাওনার উপর **'চিরস্থায়ী আইনগত স্বত্ব** হিসেবে কাজ করে।' কী করে এই ঘটনা ঘটে, কী করে বাড়িটি আইনগত স্বত্বে পরিণত হয়, সে

সম্বন্ধে প্রুধোঁ নীরব। অথচ ঠিক এই সমস্যাটিকেই তাঁর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল। এই প্রশ্নটিকে যদি তিনি বিচার করতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে, দুনিয়ায় কোনো আইনী স্বত্ব, তা যতই চিরস্থায়ী হোক না কেন, তা দিয়ে পঞ্চাশ বছরে ভাড়া হিসেবে বাড়ি বানাবার ব্যয়ের দশগুণ উশুল করবার ক্ষমতা পাওয়া যায় না; তা ঘটায় শুধু অর্থনৈতিক অবস্থা (যা আইনগত স্বত্ব হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে থাকতে পারে)। আর সেক্ষেত্রে প্রুধোঁ যেখান থেকে শুরু করেছিলেন আবার সেখানেই তাঁকে ফিরে যেতে হবে।

অর্থনৈতিক বাস্তবতা থেকে আইনী বুলিতে লাফ দিয়ে ত্রাণলাভ—এরই উপর প্রুধোঁর সমগ্র শিক্ষা দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধুবর প্রুধোঁ যখনই কোনো বিষয়ের অর্থনৈতিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ হন,—এবং প্রতিটি গুরুতর সমস্যার ক্ষেত্রেই তাই ঘটে—তখনই তিনি আইনের জগতে আশ্রয় নেন এবং চিরন্তন ন্যায়বিচারের দোহাই পাড়েন।

'পণ্য উৎপাদনের সহগামী আইনগত সম্পর্ক থেকে তাঁর ন্যায়বিচারের আদর্শ, 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' আদর্শ নিয়ে প্রুধোঁ শুরু করেন; লক্ষণীয় এই যে, তাতে করে তিনি সকল সৎ নাগরিকদের প্রবোধ দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে উৎপাদনের রূপ হিসেবে পণ্য উৎপাদন ন্যায়বিচারের মতোই চিরস্থায়ী। অতঃপর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাস্তব পণ্য উৎপাদন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাস্তব আইন ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের চেষ্টা করেন তাঁর এই আদর্শ অনুযায়ী। কোনো রসায়নবিদ যদি পদার্থের গঠন ও ভাঙনের মধ্যে যে সকল আণবিক পরিবর্তন ঘটে থাকে, তার বাস্তব নিয়ম অধ্যয়ন না করে এবং সেই নিয়মের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান না করে, 'স্বভাবধর্ম এবং সংসক্তির', 'চিরন্তন ধারণা' দিয়ে পদার্থের গঠন ও ভাঙনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন বলে দাবি তোলেন, তাহলে সেই রসায়নবিদ সম্পর্কে আমরা কী মনোভাব পোষণ করব? আমরা যদি বলি যে তেজারতি 'চিরন্তন ন্যায়', 'চিরন্তন সুবিচার', 'চিরন্তন পারস্পরিক সম্পর্ক' এবং অন্যান্য 'চিরন্তন সত্যের' বিরোধী, তাহলে তেজারতি যে 'চিরন্তন কৃপা', 'চিরন্তন ধর্মবিশ্বাস' অথবা 'ভগবানের চিরন্তন ইচ্ছার' সঙ্গে সঙ্গতিহীন, ধর্মগুরুদের এই সিদ্ধান্তের চেয়ে আমরা সত্যই বেশি আর কী জানতে পারলাম?' (মার্কস, 'পুঁজি' প্রথম খন্ড পৃঃ ৪৫)।

আমাদের এই প্রুধোঁপন্থীটি* তাঁর প্রভু ও গুরু অপেক্ষা বেশি সুবিধা করে উঠতে পারেন নি:

'জীবদেহে রক্ত-চলাচলের মতোই সমাজ-জীবনে যে হাজারো রকমের বিনিময় প্রয়োজন হয়, বাড়িভাড়ার চুক্তি তাদেরই অন্যতম। স্বভাবতই, এই বিনিময় সর্বক্ষেত্রে যদি **ন্যায়াধিকারের ধারণা** দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকত, অর্থাৎ সর্বত্র যদি তা কঠোরভাবে ন্যায়ের দাবি অনুসারেই পরিচালিত হত, তাহলে এই সমাজের পক্ষে তা শুভ হত। এক কথায়, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে প্রুধোঁর ভাষায় বলতে গেলে, **অর্থনৈতিক ন্যায়াধিকারের** স্তরে উন্নীত হতে হবে। বাস্তবে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, ঠিক তার বিপরীত ঘটনা ঘটছে।'

এ কথা কি বিশ্বাস্য যে, মার্কস ঠিক এই নির্ধারক দৃষ্টিকোণটার ক্ষেত্রেই ঐরূপ সংক্ষিপ্ত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রুধোঁবাদের চরিত্রনিরূপণ করার পাঁচ বছর পরেও জার্মানিতে এমন প্রলাপ ছাপা হচ্ছে? এই হ-য-ব-র-ল'র মানে কী? এর মানে আর কিছুই নয়, শুধু এই যে, বর্তমান সমাজের নিয়ামক অর্থনৈতিক নিয়মগুলির ব্যবহারিক ফলাফল লেখকের ন্যায়বোধের পরিপন্থী এবং তিনি মনে মনে এই সদাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে, এমন কোনো বন্দোবস্ত হোক যাতে এই অবস্থার প্রতিকার হয়। কোলা ব্যাঙের যদি লেজ থাকত, তাহলে সেটা আর কোলা ব্যাং থাকত না! আর পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিও কি একটা 'ন্যায়াধিকারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত' নয়, অর্থাৎ শ্রমিকদের শোষণ করার নিজস্ব অধিকারের ধারণা দ্বারা? লেখক যদি আমাদের বলেন যে সেটা **তাঁর** ন্যায়াধিকারবোধ নয়, তাহলে কি আমরা এক ধাপও এগোতে পারছি?

যা হোক, এখন বাস-সংস্থান সমস্যায় ফেরা যাক। আমাদের প্রুধোঁপন্থী এবার তাঁর 'ন্যায়াধিকার ধারণার' বল্গা ছেড়ে দিয়ে আমাদের সামনে এই আলোড়নকারী ঘোষণা পরিবেশন করছেন:

'এ কথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, বড় শহরে শতকরা ৯০ জন বা ততোধিক জনের নিজের বলতে কোনো যে আস্তানা নেই, আমাদের প্রশংসিত এই শতাব্দীর সমগ্র সংস্কৃতির পক্ষে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বিদ্রূপও আর কিছু নেই। নৈতিক ও পারিবারিক অস্তিত্বের আসল গ্রন্থিবিন্দু, সেই ঘরবাড়ি সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে ভেসে

* আ. ম্যুলবের্গার। — সম্পাঃ

যাচ্ছে... এই দিক থেকে আমরা অসভ্যদের অপেক্ষাও অনেক নিম্নস্তরে আছি। গুহাবাসীদের গুহা আছে, অস্ট্রেলীয়দের আছে তাদের মাটির কুঁড়েঘর, রেড ইন্ডিয়ানদেরও নিজের গৃহকোণ রয়েছে, অথচ আধুনিক প্রলেতারিয়েত কার্যত বায়ুভূত', ইত্যাদি।

এই আর্তনাদের মধ্যে আমরা প্রুধোঁবাদের প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাটা গোটা দেখতে পাই। প্রলেতারিয়েতের, আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণীর, জন্মের জন্য অতীতের শ্রমিককে যা জমির সঙ্গে বেঁধে রাখত, সেই গর্ভনাড়ি ছেদ করাটাই ছিল একান্ত অপরিহার্য। যে তাঁতীর তাঁতের সঙ্গে সঙ্গে থাকত ছোট্ট ঘরবাড়ি, বাগান ও ক্ষেত, সে ছিল সর্বপ্রকার দুর্দশা ও সর্ববিধ রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও শান্ত, তুষ্ট, 'ধর্মভীরু এবং সম্মানাস্পদ'; সে ধনী, ধর্মযাজক, রাজপুরুষ দেখলেই টুপি তুলে সেলাম করত, মনের দিক থেকে সে ছিল সম্পূর্ণত দাসতুল্য। যে শ্রমিক আগে ছিল জমির সঙ্গে শৃঙ্খলিত, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পই তাকে পুরোপুরি সম্পত্তিহীন প্রলেতারিয়েতে পরিণত করেছে, চিরাচরিত সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাকে করেছে **স্বাধীন আইনবহির্ভূত;** এই অর্থনৈতিক বিপ্লবই সেই অবস্থা সৃষ্টি করেছে, একমাত্র যে অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের চূড়ান্ত রূপ, পুঁজিবাদী উৎপাদনের রূপ উচ্ছেদ করা সম্ভব। অথচ প্রুধোঁপন্থীটি সজল চক্ষে এগিয়ে এসে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ছাড়া করা নিয়ে বিলাপ করছেন এমনভাবে, যেন এটা তাদের মানসিক মুক্তিলাভের সর্বপ্রথম শর্ত নয় বরং এক বিরাট পশ্চাদ্‌গতি।

আঠারো শতকের ইংলণ্ডে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ছাড়া করার ঠিক এই প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছিল তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আমি সাতাশ বছর আগে 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটিতে বর্ণনা করেছিলাম। সে কাজে জমি ও কারখানার মালিকরা যে কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছিল, এবং এই বিতাড়নে সর্বাগ্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের উপর অনিবার্যভাবে যে সকল বৈষয়িক ও নৈতিক কুফল বর্তেছিল, তা উচিতমতো আমি সেখানে বর্ণনা করেছি। কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতিতে একান্ত আবশ্যিক এই ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়াটাকে 'অসভ্যদের অপেক্ষাও অনেক নিম্নস্তরে' পশ্চাদ্‌গতি বলে বিচার করার কথা কি আমার মাথায় ঢুকতে পারত? অসম্ভব! ১৭৭২ সালের 'ঘরবাড়ির' মালিক গ্রামীণ তাঁতীর তুলনায় ১৮৭২ সালের ইংরেজ প্রলেতারীয় ঢের বেশি উঁচু স্তরের। গুহার মালিক গুহাবাসী, মাটির কুঁড়েঘরের মালিক অস্ট্রেলীয় বা

গৃহকোণের সেই মালিক রেড ইণ্ডিয়ানরা কি কখনও জুনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান (১২) অথবা প্যারিস কমিউন সংঘটিত করতে পারবে?

ব্যাপকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রবর্তনের পর থেকে শ্রমিকদের বৈষয়িক অবস্থা যে মোটের উপর খারাপ হয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ শুধু বুর্জোয়ারাই করতে পারে। কিন্তু তার জন্য কি আমরা পেছন ফিরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাব মিশরের (পরিমাণেও যৎসামান্য) মাংসের হাঁড়ির দিকে (১৩), দাসত্বপ্রবণ আত্মার জন্মদাতা গ্রামীণ ছোট শিল্পের দিকে, বা 'অসভ্যদের' দিকে? ঠিক তার বিপরীত। আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট, জমির বন্ধনসমেত সর্বপ্রকার উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত, বড় বড় শহরে যূথবদ্ধ প্রলেতারিয়েতই একমাত্র সেই মহান সামাজিক রূপান্তর সাধন করতে পারে, যার ফলে সর্বপ্রকার শ্রেণী-শোষণ ও সকল শ্রেণী-শাসনের অবসান ঘটবে। ঘরবাড়ির মালিক পুরনো সেই গ্রামীণ তাঁতী এই কাজ কখনও সমাধা করতে পারত না, এই কাজ সমাধা করার আকাঙ্ক্ষা দূরে থাক, এমন ধারণা মনে আনাও তাদের কাছে ছিল অসম্ভব।

অপরপক্ষে, গত একশত বৎসরের গোটা শিল্প-বিপ্লব, বাষ্পীয় শক্তি ও বৃহদায়তন ফ্যাক্টরি-উৎপাদনের প্রবর্তন, কায়িক শ্রমের বদলে যা যন্ত্রপাতি নিয়োজিত করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে হাজারগুণ বৃদ্ধি করেছে, প্রুধোঁর কাছে সে সবকিছুই অতীব বিতৃষ্ণার ব্যাপার—যা সত্যি ঘটাই উচিত ছিল না। পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁর কাম্য হল এমন এক জগৎ, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি আশুভোগ্য এবং তৎক্ষণাৎ বাজারে বিনিময়যোগ্য ভিন্ন ভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ সামগ্রী উৎপাদন করে। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য কোনো সামগ্রীর মারফত তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য ফেরৎ পাচ্ছে, ততক্ষণ 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' মর্যাদা বজায় থাকছে এবং গড়ে উঠছে যথাসম্ভব সেরা এক দুনিয়া। কিন্তু শিল্পের অগ্রগতি প্রুধোঁর এই যথাসম্ভব সেরা দুনিয়াটাকে অংকুরে বিনষ্ট ও পদদলিত করেছে, শিল্পের বড় বড় শাখায় ব্যক্তিগত শ্রমব্যবস্থা বহুদিন আগেই ধ্বংস করেছে, এবং দিন দিন ক্ষুদ্রতর এমনকি ক্ষুদ্রতম শিল্প-শাখাতেও তার ধ্বংসসাধন করে চলেছে; তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করছে যন্ত্রপাতি এবং নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল যৌথশ্রম; এই নতুন শিল্প-ব্যবস্থায় উৎপন্ন অবিলম্বেই বিনিময়যোগ্য

আশুভোগ্য সামগ্রী হল বহুলোকের হাতে তৈরি হয়ে ওঠা তাদের সকলের যৌথ উৎপাদন। এবং বিশেষ করে এই শিল্প-বিপ্লবই মানুষের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে এমন উচ্চস্তরে তুলেছে যে,—মানব ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম—এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হল যাতে সকলের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হলে সমাজের সকলের প্রচুর ভোগ ও পর্যাপ্ত, সংরক্ষিত ভাণ্ডারের মতো যথেষ্ট উৎপাদন শুধু যে সম্পন্ন হবে তা নয়, প্রত্যেকের জন্যই যথেষ্ট অবকাশেরও ব্যবস্থা হবে, যাতে করে অতীত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সংস্কৃতি, অর্থাৎ বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাববিনিময়ের বিভিন্ন পদ্ধতিরূপের মধ্যে যতটা রক্ষণযোগ্য তা শুধু যে বজায় থাকবে তা-ই নয়, শাসক শ্রেণীর একচেটিয়া সম্পত্তি থেকে তাকে সমগ্র সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা যাবে এবং তার আরও বিকাশসাধন সম্ভব হবে। আর গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল এই যে: মানুষের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এই স্তরে ওঠামাত্র শাসক শ্রেণীর অস্তিত্বের সব অজুহাতই লোপ পাচ্ছে। শ্রেণী-পার্থক্যের সমর্থনে সব সময় শেষ পর্যন্ত যে যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তার মূল হল এই: এমন এক শ্রেণী থাকা প্রয়োজন যাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না, যাতে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কাজকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করার অবকাশ তারা পায়। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের বক্তব্যের একটা বড় ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা ছিল, কিন্তু গত একশ' বছরের শিল্প-বিপ্লব তাকে এক দফায় চিরতরে নির্মূল করেছে। শাসক শ্রেণীর অস্তিত্ব দিনের-পর-দিন শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির পক্ষে ক্রমশ আরও বেশি বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমভাবেই বিজ্ঞান, কলা, এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিভিন্ন প্রকাশের পথেও। আমাদের আধুনিক বুর্জোয়াদের চেয়ে বেশি রসজ্ঞানহীন লোক আর কোনো দিন দেখা যায় নি।

বন্ধুবর প্রুধোঁর কাছে এসব কিছু নয়। তিনি চান শুধু 'চিরন্তন ন্যায়বিচার', আর কিছুই নয়। প্রত্যেকের উৎপন্নের বিনিময়ে প্রত্যেকে তার শ্রমের পুরো ফল পাবে, পাবে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য। কিন্তু আধুনিক শিল্পের যে কোনো উৎপাদের ক্ষেত্রে এই হিসাব খুবই জটিল ব্যাপার। কারণ আধুনিক শিল্প মোট উৎপাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব অংশটাকে

অস্পষ্ট করে রাখে, পুরনো হস্তশিল্পে যেটা স্পষ্টতই হল সুসম্পূর্ণ উৎপন্ন পণ্যটি। তাছাড়া, প্রুধোঁর বর্ণিত সমগ্র ব্যবস্থাটিই দুইজন উৎপাদকের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে একজন অপরের উৎপন্ন জিনিস ভোগের জন্য গ্রহণ করছে। বর্তমান শিল্প এই ধরনের ব্যক্তিগত বিনিময়কে ক্রমশ বিলুপ্ত করে দিচ্ছে। ফলত সমগ্র প্রুধোঁবাদের মধ্য দিয়ে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধারা বয়ে চলেছে: শিল্প-বিপ্লবের প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং স্টীম ইঞ্জিন, কলের তাঁত, ইত্যাদি সহ সমগ্র আধুনিক শিল্পকে বেদীচ্যুত করে পুরোনো সম্ভ্রান্ত কায়িক শ্রমে ফিরে যাবার কখনও প্রকাশ্য কখনও বা প্রচ্ছন্ন কামনা। এর ফলে আমরা যে হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই ভাগ উৎপাদন-শক্তি হারাব, সমগ্র মানবসমাজ যে কদর্যতম সম্ভব শ্রমদাসত্বের দন্ডভোগ করবে, অনাহারই যে হয়ে উঠবে সাধারণ নিয়ম — তাতে কী-ই বা এসে যাবে যদি এমনভাবে বিনিময়-ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারি যে, প্রত্যেকে তার 'শ্রমের পুরো ফল' পাচ্ছে এবং 'চিরন্তন ন্যায়বিচার' কায়েম হচ্ছে? Fiat justitia, pereat mundus!

ন্যায়বিচার করা হোক, তাতে তামাম দুনিয়া রসাতলে যায় যাক!

আর প্রুধোঁবাদী প্রতিবিপ্লব যদি অনুষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব হত, তাহলে অবশ্য দুনিয়া যেত রসাতলেই।

কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের শর্তাধীন সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 'শ্রমের পুরো ফল' কথাটির আদৌ যে অর্থ করা সম্ভব সে অর্থে প্রত্যেককে তা দেবার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করাও সম্ভব। প্রত্যেক শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে 'তার শ্রমের পুরো ফলের' অধিকারী হবে — এ রকম অর্থে নয়, কথাটার তাৎপর্য একমাত্র এই হতে পারে যে শ্রমিক নিয়ে গঠিত সমাজই সমগ্রভাবে মালিক হবে তাদের সকলের শ্রমের সামগ্রিক উৎপাদের। এই মোট উৎপাদের একাংশ সমাজ বণ্টন করবে সদস্যদের ভোগের জন্য ও আরেক অংশ ব্যবহার করবে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও সম্প্রসারণের কাজে; অবশিষ্ট অংশটা থাকবে উৎপাদন ও ভোগের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ভান্ডার হিসেবে।

* * *

উপরে যা বলা হল তা থেকে আমরা আগেই বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রুধোঁপন্থী বাস-সংস্থানের মহা সমস্যার কী করে সমাধান করবেন। একদিকে এই দাবি দেখা গেল যে, আমরা যাতে **অসভ্যদের তুলনায়ও নিচের স্তরে** নেমে না যাই, তার জন্য প্রত্যেক শ্রমিকের বাড়ি ও বাড়ির মালিকানা চাই। অন্যদিকে আশ্বাস পাওয়া গেল যে, ভাড়া হিসেবে বাড়ি তৈরির আদি ব্যয়ের দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ অর্থ আদায় যা বাস্তবিকই ঘটে, তা **আইনগত স্বত্বের** উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইনগত স্বত্ব **'চিরন্তন ন্যায়বিচারের'** পরিপন্থী। সমাধান খুব সহজ: আইনগত স্বত্বটা উচ্ছেদ করা হোক এবং চিরন্তন ন্যায়ের নামে ঘোষণা করে দেওয়া যাক যে, ভাড়ার টাকাটা বাসস্থান নির্মাণের ব্যয় শোধ হিসেবে গণ্য হবে। পূর্বস্থিতিগুলিকে যদি এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয় যে তাদের মধ্যেই আগে থাকতে সিদ্ধান্তটি নিহিত থাকে, তাহলে অবশ্যই থলে থেকে পূর্বনির্ধারিত ফলটি বার করতে, এবং যে অখন্ডনীয় যুক্তি দিয়ে সে ফল পাওয়া গেল তার প্রতি সগর্ব অঙ্গুলি নির্দেশ করতে একজন হাতুড়ের চেয়ে বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বাড়িভাড়ার উচ্ছেদ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এই দাবির মাধ্যমে যে প্রত্যেক ভাড়াটেকে তার বাসস্থানের মালিকে পরিণত করতে হবে। কী করে তা করা যাবে? খুব সহজেই:

'ভাড়াটে বাড়িগুলির দায়মোচন করা হবে... পূর্বতন মালিককে তার বাড়ির মূল্য কড়াক্রান্তি হিসেবে শোধ করে দেওয়া হবে। যেহেতু ভাড়া হল, আগেকার মতোই, পুঁজির কায়েমী স্বত্বের প্রতি ভাড়াটের দেয় সেলামি সেই কারণেই ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন **ঘোষণার দিন থেকে ভাড়াটে যে সুনির্দিষ্ট টাকাটা দিয়ে থাকে, তাকে গণ্য করা হবে তার** মালিকানায় এসে যাওয়া বাসস্থানের বাবদ প্রদেয় বার্ষিক কিস্তি হিসেবে... সমাজ... এইভাবে মুক্ত ও স্বাধীন বাসস্থান-মালিকের সমষ্টিতে পরিণত হবে।'

বাড়ির মালিকেরা যে না খেটেই ভূমি-খাজনা এবং বাড়ির জন্য নিয়োজিত পুঁজির সুদ আদায় করে যায়, তা প্রুধোঁপন্থীর* মতে চিরন্তন ন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ। তিনি ফর্মান দিচ্ছেন, এটা বন্ধ করতে হবে; বাড়ি

* আ. ম্যুলবের্গার। — সম্পাঃ

বাবদ নিয়োজিত পুঁজির জন্য আর **সুদ অর্জন করা যাবে না, ক্রীত ভূসম্পত্তি** বাবদ মালিক ভূমি-খাজনাটাও পাবে না। এদিকে আমরা দেখেছি যে এর ফলে বর্তমান সমাজের যা ভিত্তি, সেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি মোটেই ব্যাহত হচ্ছে না। শ্রমিক শোষণের মেরুদণ্ড হল শ্রমিক কর্তৃক পুঁজিপতির নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রয় এবং পুঁজিপতি কর্তৃক এ লেনদেনের ব্যবহার— শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য পুঁজিপতি যে দাম দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে শ্রমিককে বাধ্য করা। শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যেকার এই লেনদেন থেকেই সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়, যা পরে ভূমি-খাজনা, বাণিজ্যিক মুনাফা, পুঁজির সুদ, কর ইত্যাদি রূপে বিভিন্ন গোত্রের পুঁজিপতি ও তাদের সেবকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এই যখন পরিস্থিতি, তখন আমাদের প্রুধোঁপন্থী এসে ভাবছেন যে শুধু **এক ধরনের** পুঁজিপতিদের,—তাও এমন এক ধরনের যারা সরাসরি শ্রমশক্তি ক্রয় করে না আর তাই উদ্বৃত্ত মূল্যও উৎপাদন করায় না—যদি মুনাফা অর্জন করতে বা সুদ আদায় করতে নিষেধ করা হয়, তাহলেই এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে! অথচ বাড়ির মালিকদের যদি আগামীকালই ভূমি-খাজনা ও সুদ আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলেও শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে অবৈতনিক আদায়ীকৃত শ্রমের মোট পরিমাণ পুরোপুরিই অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাসত্ত্বেও অবশ্য আমাদের প্রুধোঁপন্থী এই ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না:

> 'বিপ্লবী ভাবধারার গর্ভজাত আজ পর্যন্ত যে সকল **সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ এবং সুমহান আদর্শ** দেখা গেছে, ভাড়াটে বাসা-প্রথার অবসান তাদের অন্যতম এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির **প্রাথমিক দাবিগুলির মধ্যে এ দাবির স্থান পাওয়া উচিত।'**

এ একেবারে স্বয়ং গুরুদেব প্রুধোঁর বাজারী হাঁকেরই অনুরূপ। চিরকালই তিনি যত বেশি প্যাঁকপ্যাঁক করেন, ডিম পাড়েন তত ছোট।

প্রত্যেক শ্রমিক, পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াকে যদি বার্ষিক কিস্তি শোধ মারফৎ তার বাসস্থানের প্রথমত আংশিক এবং পরে পূর্ণ মালিকে পরিণত করতে হয়, তাহলে অবস্থাটা কেমন চমৎকার দাঁড়াবে, একবার কল্পনা করুন! ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলে যেসব জায়গায় বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ছোট ছোট বাড়ি আছে এবং যেখানে প্রত্যেক বিবাহিত শ্রমিক

একটা ছোট্ট বাসা নিয়ে থাকে, সেখানে হয়ত এ প্রস্তাবের কিছু একটা অর্থ হয়। কিন্তু প্যারিস ও ইউরোপীয় মহাদেশের অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বড় বড় বাড়ি, যার প্রত্যেকটিতে দশ, বিশ, ত্রিশটি করে পরিবার বাস করে। ধরুন যেদিন ভাড়াটে বাড়িকে দায়মুক্ত ঘোষণা করা হল, সেই বিশ্বমুক্তির ফর্মানের দিনে পিটার বার্লিনের এক ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করছে। এক বছর পর সে হাম্‌বুর্গ-এর দেউড়ি অঞ্চলের কাছাকাছি এক বাড়ির ছয় তলায় তার একটি ছোট্ট ঘর-বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের, ধরা যাক, পনেরো ভাগের এক ভাগের মালিকানা পেল। কিন্তু তার পরেই সে তার কাজটি হারিয়ে হানোভারের পটহফের এক বাড়ির চার তলায় এক ফ্ল্যাটে ঠাঁই পেল, যেখান থেকে বাড়িটির ভিতরকার চত্বরের খুব ভালো দৃশ্য চোখে পড়ে। এখানে পাঁচ মাস থেকে যখন সে এই সম্পত্তির ১/৩৬ ভাগ মালিকানা অর্জন করল, তখন এক ধর্মঘটের ফলে তাকে চলে যেতে হল মিউনিকে। সেখানে সে এগারো মাস থেকে ওবের-অঙ্গারগাস্‌সের পিছনে মাটির নিচের তলায় এক অন্ধকারপ্রায় ঘরের ঠিক ১১/১৮০ ভাগ মালিকানা অর্জন করতে বাধ্য হল। আজকাল শ্রমিকদের ভাগ্যে যা এত বারবার ঘটে থাকে, পরবর্তী সেই রকম আরও বদলির ফলে বেচারীকে আগের জায়গার চেয়ে কম কাম্য নয় এমন একটি সেণ্ট গালেন-স্থিত বাসগৃহের ৭/৩৬০ ভাগ, লিড্‌সে আরেকখানি বাসার ২৩/১৮০ ভাগ, এবং যাতে 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' তরফ থেকে কোনোরূপ অভিযোগ না শোনা যায়, সেই রকম সূক্ষ্ম হিসাব অনুযায়ী সেরেং-এ তৃতীয় একটা ফ্ল্যাটের ৩৪৭/৫৬,২২৩ ভাগ মালিকানার বোঝা বইতে হবে। তাহলে এই ফ্ল্যাটগুলির এই রকম মালিকানার অংশীদার হয়ে আমাদের পিটারের কী লাভ হল? এইসব ভাগের প্রকৃত মূল্য তাকে কে দিচ্ছে? সে বিভিন্ন সময়ে যে সকল ফ্ল্যাটে কিছুদিনের জন্য বাস করেছে, সেই ফ্ল্যাটগুলির বাকি অংশের মালিক বা মালিকদের সে কোথায় খুঁজে পাবে? ধরুন একটা বড় বাড়িতে কুড়িটি ফ্ল্যাট আছে; দায়মোচনের মেয়াদ ও বাড়িভাড়ার অবসান হবার পরে দেখা গেল যে, সারা পৃথিবী জুড়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে, এই রকম হয়তো বা তিনশ' লোক বাড়িটির মালিক; এমন বাড়ি সংক্রান্ত সম্পত্তি-সম্পর্কটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? প্রুধোঁপন্থী জবাব দেবেন যে, ইতিমধ্যে প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত

হয়ে যাবে এবং এই ব্যাঙ্ক যে কোনো সময়ে যে কোনো ব্যক্তিকে তার শ্রমসামগ্রীর পূর্ণ শ্রমমূল্য দেবে এবং সেই কারণেই তার ফ্ল্যাটের শেয়ারের পূর্ণ মূল্যও দিতে পারবে। কিন্তু প্রথমত, এখানে প্রুধোঁর বিনিময় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই, কেননা বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীতে কোথাও তার উল্লেখ পাই না, আর দ্বিতীয়ত, এ যুক্তি এই অদ্ভুত ধরনের ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত যে কেউ যদি কোনো পণ্য বিক্রয় করতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ মূল্য দিতে রাজি এমন ক্রেতা সে সর্বক্ষেত্রে অবধারিতভাবে পাবেই, এবং তৃতীয়ত, প্রুধোঁ উদ্ভাবন করার আগেই Labour Exchange Bazaar (১৪) নামে এই জিনিসটা ইংলণ্ডে একাধিকবার দেউলিয়া হয়ে গেছে।

শ্রমিককে তার বাসস্থানের মালিকানা কিনতে হবে, এই সমগ্র ধারণাটির ভিত্তিই হল প্রুধোঁবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সেই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি যার ওপর আগেই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রুধোঁবাদ অনুসারে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট সমগ্র পরিবেশটাই অস্বাস্থ্যকর দূষিত বস্তু মাত্র, তাই জোর করে, অর্থাৎ গত একশ' বছরের অনুসৃত বিকাশের ধারার বিপরীতে সমাজকে এমন অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, যেখানে সেই পুরনো স্থিতিশীল একক হস্তশিল্পই হল রেওয়াজ, এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ক্ষুদে উদ্যোগ ধ্বংস হয়েছে ও এখনো ধ্বংস হচ্ছে তারই আদর্শায়িত পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া যা আর কিছু নয়। শ্রমিকদের যদি সেই স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়, যদি 'সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের' শুভ অবসান ঘটানো যায়, তাহলে স্বভাবতই শ্রমিকেরা আবার 'ঘরবাড়ির' সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করতে পারবে এবং পূর্বোক্ত দায়মোচনের তত্ত্বকথা আর ততটা আজগবি বলে মনে হবে না। প্রুধোঁ শুধু এইটুকুই ভুলে যান যে, এইসব সম্পন্ন করতে হলে তাঁকে প্রথমত বিশ্ব ইতিহাসের চাকা একশ' বছর পিছনে ঘুরিয়ে দিতে হবে; আর যদি তিনি তা সত্যিই করতে পারতেন, তাহলে আজকের দিনের শ্রমিকদেরও তিনি তাদের প্রপিতামহদের মতন সংকীর্ণচেতা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ দাসোচিত জীবে পরিণত করে তুলতেন।

তবে, বাস-সংস্থান সমস্যার প্রুধোঁবাদী সমাধানের মধ্যে যেটুকু যুক্তিসহ এবং ব্যবহারযোগ্য সারবস্তু আছে, তা ইতিমধ্যেই বাস্তবে প্রযুক্ত হচ্ছে, কিন্তু

তার রূপায়ণ আসছে 'বিপ্লবী ভাবধারার গর্ভ' থেকে নয়, আসছে—স্বয়ং বড় বুর্জোয়াদের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে *Emancipacion* (১৫) নামে মাদ্রিদের চমৎকার স্পেনীয় সংবাদপত্রটির ১৮৭২ সালের ১৬ মার্চের বক্তব্য শোনা যাক:

'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আরও এক পন্থা আছে—প্রুধোঁ প্রস্তাবিত পন্থা; প্রস্তাবটি প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই এর চরম অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রুধোঁ প্রস্তাব করেছিলেন যে, কিস্তিবন্দি ব্যবস্থার ভিত্তিতে ভাড়াটেদের ক্রেতায় পরিণত করা হোক; ভাড়াটেদের দেয় বার্ষিক ভাড়াকে সংশ্লিষ্ট বাসস্থানের দায়মোচনের মূল্যের এক এক কিস্তি হিসেবে গণ্য করা হোক: কিছুকালের মধ্যে এতে সে ভাড়াটে বাড়ির স্বত্বাধিকারী হয়ে পড়বে। প্রুধোঁ কর্তৃক অতীব বিপ্লবী বলে বিবেচিত এই ব্যবস্থাটা সকল দেশে ফাটকাবাজ কোম্পানিগুলি কাজে পরিণত করে চলেছে। তারা এ পন্থায় ভাড়া বাড়িয়ে বাড়ির মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ দাম আদায় করে থাকে। শ্রীযুক্ত দলফুস এবং উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের অপরাপর বড় শিল্পপতিরা প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করেছেন; উদ্দেশ্য শুধু অর্থোপার্জনই নয়, তার সঙ্গে রাজনৈতিক ফন্দিও তাঁদের মাথায় রয়েছে।

শাসক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা সুচতুর নেতারা সর্বদাই ক্ষুদে সম্পত্তির মালিকদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, যাতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং তাঁদের স্বপক্ষে এক বাহিনী তৈরি করা যায়। বর্তমান সময়ে স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রীগণ এখনও বিদ্যমান বড় বড় ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে ঠিক যে ধরনের প্রস্তাব করেন, বিগত শতাব্দীর বুর্জোয়া বিপ্লবসমূহ অভিজাত সম্প্রদায় ও গির্জার বড় বড় ভূসম্পত্তিগুলিকে সেইভাবেই ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ক্ষুদে ভূম্যধিকারী একটি শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল; এরা কালক্রমে পরিণত হয়েছে সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানে এবং শহরের প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পথে একটা স্থায়ী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ঋণের এক-একটা শেয়ারের পরিমাণ হ্রাস করে তৃতীয় নেপোলিয়ন শহরাঞ্চলেও অনুরূপ একটি শ্রেণী সৃষ্টির মতলব করেছিলেন। এখন শ্রীযুক্ত দলফুস ও তাঁর সহকর্মীরাও শ্রমিকদের কাছে বার্ষিক কিস্তিবন্দি ব্যবস্থায় ছোট ছোট বাসগৃহ বিক্রয় করে তাদের বিপ্লবী মনোভাবকে দমন করতে এবং সেই সঙ্গে যে কারখানায় একবার তারা কাজে ঢুকবে, তার সঙ্গে এই সম্পত্তির শৃঙ্খলে তাদের বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করছেন। সুতরাং প্রুধোঁর পরিকল্পনা শ্রমিক শ্রেণীকে কোনোরূপ ত্রাণ করার পরিবর্তে তাদের স্বার্থের সরাসরি বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।'*

---

* বড় বড় বা দ্রুত সম্প্রসারণশীল মার্কিন শহরগুলির আশেপাশেও কেমন করে শ্রমিককে নিজ 'গৃহের' সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে ফেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা

তাহলে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হবে কেমন করে? বর্তমান সমাজে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সমাধান যেভাবে হয় সেইভাবেই, অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধান মারফৎ। এই ধরনের সমাধানের ফলে বার বার নতুন করে একই সমস্যা দেখা দেয়, সুতরাং আসলে এটা কোনো সমাধানই নয়। সামাজিক বিপ্লব কেমন করে এই সমস্যার সমাধান করবে তা যে শুধু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে তাই নয়, তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহুবিধ সুদূরপ্রসারী প্রশ্ন, যার মধ্যে সবচেয়ে মূল প্রশ্ন হল শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান। আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু ভবিষ্যৎ সমাজের ব্যবস্থাপনার জন্য ইউটোপীয় ছক রচনা নয়, তাই এ প্রশ্নের আলোচনা এখানে নিরর্থক। কিন্তু একটা কথা সুনিশ্চিত: ইতিমধ্যেই বড় বড় শহরে যে-সকল ঘরবাড়ি রয়েছে, যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি অনুযায়ী তার সদ্ব্যবহার করলে বাস্তবে 'বাস-সংস্থানের **অভাব**' যা আছে তা এখনই দূর করা যায়। স্বভাবতই, বর্তমান মালিকদের উচ্ছেদ করা হলেই একমাত্র এ কাজ সম্ভবপর, অর্থাৎ যেসব শ্রমিকের ঘর নেই বা যারা তাদের বর্তমান বাড়িতে গাদাগাদি করে বাস করে, তাদের জায়গা করে দিতে হবে মালিকদের বাড়িতে। বর্তমান রাষ্ট্র যে-রকমভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে বা সৈনিক ইত্যাদিদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেয়, তেমনই অনায়াসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর জনস্বার্থে গৃহীত এ ব্যবস্থা প্রলেতারিয়েত কাজে পরিণত করতে পারবে।

সমাধান করা হচ্ছে, তা ১৮৮৬ সালের ২৮ নভেম্বর, ইণ্ডিয়ানাপোলিস থেকে লেখা এলেওনর মার্কস-এভেলিঙ-এর এক চিঠির নিম্নোক্ত অংশে দেখা যাবে: 'কান্সাস-সিটি শহরে, বলা ভালো শহরের উপকণ্ঠে, কাঠ দিয়ে বানানো শ্রীহীন কতকগুলি ছোট ছোট কুটির দেখতে পেলাম। একেকটি কুটিরে গুটি তিনেক ঘর, চারদিকটা এখনও বুনো। কোনোক্রমে কুঁড়েটুকু ধরতে পারে এইটুকুন জমির দাম ৬০০ ডলার, কুঁড়ে তুলবার খরচ আরও ৬০০ ডলার, অর্থাৎ শহর থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ, জনহীন জলাভূমির মধ্যে এই শ্রীহীন ছোট্ট বাড়ির জন্য ৪,৮০০ মার্ক।' এইভাবে এই রকম ঘরটুকু পাবার জন্যও শ্রমিকদের বন্ধকী ঋণের গুরু বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে এবং তার ফলে তারা পরিণত হবে মালিকদের খাঁটি গোলামে। তারা বাড়িটুকুর সঙ্গে বাঁধা পড়বে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারবে না, সুতরাং কাজের শর্ত যাই হোক, তাদের তা মেনে নিতে হবে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

* * *

আমাদের প্রুধোঁপন্থী* কিন্তু বাস-সংস্থান সমস্যায় ইতিপূর্বে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি প্রশ্নটিকে সমতল জমি থেকে উচ্চতর সমাজতন্ত্রের স্তরে তুলবেনই যাতে সেখানেও প্রমাণ করা যায় যে এটি 'সামাজিক সমস্যার' এক অবিচ্ছেদ্য 'ভগ্নাংশ'।

'ধরে নেওয়া যাক যে সত্যিসত্যিই পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনা হল, যা আজ না হোক কাল আনতেই হবে, ধরুন এমন কোনো অন্তর্বর্তী আইন মারফৎ যাতে **সব পুঁজির সুদকে শতকরা এক ভাগে নির্দিষ্ট করা গেল।** মনে রাখবেন, এই হারকেও ক্রমশ হ্রাস করে শূন্যে নামিয়ে আনার ঝোঁক রাখতে হবে, যাতে শেষ পর্যন্ত **পুঁজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের** অতিরিক্ত আর কিছু দেয় না দাঁড়ায়। অন্যান্য সকল উৎপাদ্যের মতো ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই আইনের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত... বাড়ির মালিক নিজেই তখন যেচে বিক্রি করতে রাজি হবে, কেননা অন্যথায় তার বাড়ি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজিত পুঁজি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়ে পড়বে।'

উপরোক্ত অংশটিতে প্রুধোঁবাদী প্রশ্নোত্তরিকার একটি প্রধান বিশ্বাসসূত্র নিহিত আছে এবং তার মধ্যে বিদ্যমান বিভ্রান্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এতে মিলছে।

'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি' কথাটিই একটি আজগবি ধারণা, বিচার-বিবেচনা না করেই প্রুধোঁ বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে এটা ধার নিয়েছেন। সত্য বটে, বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকেরাও এই প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করেন যে শ্রমই সকল সম্পদের উৎস এবং সকল পণ্যমূল্যের মানদণ্ড; সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কিন্তু ব্যাখ্যা করতে হয়, শিল্পগত বা হস্তশিল্পগত ব্যবসায়ে অগ্রিম পুঁজি ঢেলে পুঁজিপতি শেষে শুধু পুঁজিটাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত একটা মুনাফাও পায় কী উপায়ে। ফলে তাঁরা নানাবিধ স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়তে এবং পুঁজিতেও কিছুটা উৎপাদিকা শক্তি আরোপ করতে বাধ্য হন। প্রুধোঁ যে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি বাক্যাংশটি গ্রহণ করেছেন, এই সত্যই সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করে প্রমাণ করে যে, তিনি কত পুরোপুরি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের জালে জড়িয়ে রয়েছেন। আমরা একেবারে গোড়াতেই দেখেছি

* আ. মুলবের্গার। — সম্পাঃ

যে, তথাকথিত 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি' মজুরি-শ্রমিকদের অবৈতনিক শ্রমকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয় (বর্তমান সমাজ-সম্পর্কের আওতায়, যে সম্পর্কের অভাবে তা পুঁজিই হতে পারে না)।

তবে বুর্জোয়া অর্থতাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রুধোঁর একটা তফাৎ আছে এই যে 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে' তিনি অনুমোদন করেন না; বরং এর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন 'চিরন্তন ন্যায়বিচারের' লঙ্ঘন। এই উৎপাদিকা শক্তিই শ্রমিককে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য পেতে বাধা দেয়; সুতরাং এর অবসান ঘটাতে হবে। কিন্তু কী করে? বাধ্যতামূলক আইন করে **সুদের হারকে** কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত নামিয়ে আনতে হবে শূন্যে। আমাদের প্রুধোঁপন্থীর মতে তখন পুঁজির আর উৎপাদিকা শক্তি থাকবে না।

ঋণ দেওয়া মুদ্রা-পুঁজির উপর যে সুদ তা মুনাফার একটা অংশ মাত্র; শিল্পের পুঁজির উপরই হোক, বা বাণিজ্যিক পুঁজির উপরেই হোক, মুনাফা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে অবৈতনিক শ্রমরূপে পুঁজিপতি শ্রেণী যে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে তারই একাংশ। সুদের হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হার যে অর্থনৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় সে নিয়ম দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অবশ্য কোনো নির্দিষ্ট সমাজের বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে যতদূর পর্যন্ত সম্পর্করহিত হওয়া সম্ভবপর ততখানিই। বিভিন্ন পুঁজিপতির মধ্যে এই উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টনব্যাপারে কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, যেসব শিল্পপতি ও বণিক তাদের ব্যবসায়ে অন্য পুঁজিপতির কাছ থেকে ঋণ করা মোটা রকমের পুঁজি নিয়োগ করেছে তাদের মুনাফার হার, অন্যান্য বিষয় সমান থাকলে, ততখানিই বাড়বে যতখানি নামবে সুদের হার। সুতরাং, সুদের হার হ্রাস বা শেষ পর্যন্ত লোপ করলেও কোনোক্রমেই 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনা' যাবে না। এর ফলে শুধু শ্রমিকদের কাছ থেকে দাম না দিয়ে আদায় করা উদ্বৃত্ত মূল্যটার নতুনতর বণ্টন হবে বিভিন্ন পুঁজিপতিদের মধ্যে, তার বেশি কিছু নয়। এর ফলে শিল্পের পুঁজিপতির বিরুদ্ধে শ্রমিকের কোনো সুবিধা হবে না, সুবিধা হবে শুধু লভ্যাংশজীবীর বিরুদ্ধে শিল্পের পুঁজিপতির।

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রুধোঁ যেমন অন্যান্য অর্থনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে, তেমনই সুদের হারের ব্যাপারটাকে সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থা দিয়ে

ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে, এই সামাজিক ব্যবস্থার সাধারণ অভিব্যক্তি যে রাষ্ট্রীয় আইন তা দিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন। রাষ্ট্রীয় আইন ও সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে যে পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে সে সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই; ধরে নেওয়া হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় আইন সম্পূর্ণ মর্জিমাফিক হুকুম মাত্র; যে কোনো মুহূর্তে তাই তা পাল্টে দিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো হুকুমও জারি করা সম্ভব। অতএব — প্রুধোঁর হাতে ক্ষমতা আসা মাত্র — হুকুম জারি করে সুদের হারকে শতকরা এক ভাগে হ্রাস করার মতো সহজ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। অথচ যদি সমাজের অন্য সব পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে, তবে প্রুধোঁবাদী এই হুকুম কাগজেই পর্যবসিত থাকবে। যতই ডিক্রি জারি হোক না কেন, সুদের হার বর্তমানে যে অর্থনৈতিক নিয়মে শাসিত, সেই নিয়মেই তা চলবে। যাদের ক্রেডিট আছে এমন লোকেরা অবস্থানুযায়ী শতকরা দুই, তিন, চার, বা আরও চড়া হারের সুদে ধার নিতে থাকবে আগের মতোই। তফাৎ হবে শুধু এই যে কুসীদজীবীরা ঋণ দেবার সময়ে খুব হুঁশিয়ার হবে, এমন লোক দেখে দেবে, যাদের সঙ্গে মামলার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া পুঁজির 'উৎপাদিকা শক্তি' বিলোপ করার এই মহৎ পরিকল্পনাটিও পাহাড়-পর্বতের মতোই সুপ্রাচীন, সুপ্রাচীন সেইসব **মহাজনী আইনগুলোর** মতোই যার উদ্দেশ্য ছিল সুদের হার সীমিত করা, অথচ যেগুলি ইতিমধ্যে সর্বত্রই নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, কেননা কার্যক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করে ও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, আর সামাজিক উৎপাদনের নিয়মগুলোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে তার নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে। আজ সেই মধ্যযুগীয় ও অকেজো আইনগুলি পুনঃপ্রবর্তন করেই কি 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে আয়ত্তে আনতে' হবে? দেখা যাচ্ছে যে, যতই সূক্ষ্মভাবে প্রুধোঁবাদকে যাচাই করা যায়, ততই বেশি করে তার প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তারপর যখন এই উপায়ে সুদের হারকে নামিয়ে আনা হবে শূন্যে এবং তার ফলে পুঁজির উপর সুদও উঠে যাবে, তখন 'পুঁজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অতিরিক্ত আর কিছু দেয় আর থাকবে না'। এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে সুদের উচ্ছেদ এবং মুনাফা, এমনকি উদ্বৃত্ত মূল্যের উচ্ছেদ একই কথা। কিন্তু **বাস্তবিকই** যদি হুকুম দিয়ে সুদ লোপ করা যেত, তাহলে

তার ফলাফল কী দাঁড়াত? তখন **কুসীদজীবী** শ্রেণীর আর কোন প্রেরণা থাকত না তাদের পংজিকে ঋণ হিসেবে আগাম দেবার। এর পরিবর্তে তারা নিজেদের অ্যাকাউণ্টে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিম্বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে টাকা খাটাত। শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে পংজিপতি শ্রেণী যে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে তার মোট পরিমাণটা থাকত অপরিবর্তিতই; পরিবর্তন হত শুধু তার বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং তাও খুব বেশি কিছু নয়।

আসলে প্রুধোঁপন্থী ভদ্রলোকটি দেখতে পাচ্ছেন না যে, ইতিমধ্যে এখনই বুর্জোয়া সমাজে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে গড়পড়তায় ‘পংজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের’ (বলা উচিত পণ্যবিশেষ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম) অতিরিক্ত আর কিছু দাম দেওয়া হয় না। সর্ববিধ পণ্যের মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ডই হচ্ছে শ্রম এবং বর্তমান সমাজে বাজারের উঠতি-পড়তির কথা বাদ দিলে পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট শ্রমের চেয়ে গড়পড়তা হিসেবে সেই পণ্যের বেশি দাম দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। না, না হে প্রুধোঁপন্থী, মুশকিলটা অন্যত্র। মুশকিলটা রয়েছে এই সত্যে যে (আপনার বিভ্রান্তিকর ভাষায় বলতে গেলে) ‘পংজি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের’ **পুরো দামটি** একেবারে **মেটানো হয় না!** কী করে তা হয় জানতে হলে মার্কসের বইপত্র ঘেঁটে দেখতে পারেন। (‘পংজি’, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-১৬০)।

এখানেই শেষ নয়। যদি **পংজির উপর** সুদ (Kapitalzins) উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে **বাড়িভাড়াও** (Miethzins) লোপ পাবে, কেননা ‘অন্যান্য সকল উৎপাদের মতো ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই নিয়মের আওতা-ভুক্ত’। এটা ঠিক সেই বৃদ্ধ মেজরের বক্তব্যের মতো, যিনি বছরমেয়াদী স্বেচ্ছাসেবক এক রিক্রুটকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন: ‘ওহে, শুনছি, তুমি নাকি একজন ডাক্তার; তা মাঝে মাঝে আমার কোয়ার্টারে এসে হাজিরা দিও—স্ত্রী ও সাত-সাতটা ছেলেপিলে নিয়ে সংসার, সর্বদাই কিছু-না-কিছু একটা লেগে থাকে সেখানে।’

রিক্রুট: ‘মাপ করবেন, মেজর, আমি দর্শনশাস্ত্রের ডক্টর!’

মেজর: ‘আরে, আমার কাছে ও একই কথা। ডাক্তার একটা হলেই হল।’

আমাদের প্রুধোঁপন্থীর ব্যাপারটাও ঐ একই রকমের: বাড়িভাড়া

(Miethzins) বা পুঁজির সুদ (Kapitalzins) তাঁর কাছে সবই এক। সুদ সব সময়ই সুদ; সব ডক্টরই ডাক্তার।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যাকে vulgo* বাড়িভাড়া বলা হয়, সেই ভাড়ার দরটা গঠিত হয় এই ভাবে: ১। একাংশ হল ভূমি-খাজনা; ২। আরেক অংশ হচ্ছে নির্মাতার মুনাফাসহ গৃহনির্মাণ পুঁজির সুদ; ৩। একটা অংশ যায় বাড়িটির মেরামত ও বীমার জন্য; ৪। আর এক অংশ হবে বাড়ির ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতির হার অনুযায়ী মুনাফাসহ বাড়ি নির্মাণের পুঁজির পুনরুদ্ধারের (amortize) উদ্দেশ্যে বার্ষিক কিস্তি।

এখন কথাটা চরম অন্ধের কাছেও নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, 'বাড়ির মালিক নিজেই তখন যেচে বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হবে, কেননা অন্যথায় তার বাড়ি অব্যবহৃত পড়ে থাকবে এবং তার মধ্যে নিয়োজিত পুঁজি সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়ে পড়বে'। ঠিক কথা। ধার-নেওয়া পুঁজির উপর সুদ তুলে দিলে, তারপর কোনো বাড়িওয়ালাই তার বাড়িভাড়া বাবদ এক কপর্দকও আদায় করতে পারবে না, তার সোজা কারণ, বাড়িভাড়াকে বলা যায় বাড়িভাড়ারূপ **সুদ** এবং এই বাড়িভাড়া সুদের একাংশ সত্যিই হল পুঁজির উপর সুদ। ডাক্তার হলেই হল। পুঁজির উপর সাধারণ সুদ সম্পর্কিত মহাজনী আইনকে শুধু পাশ কাটিয়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা যেত, তবুও তেমন আইন কখনও পরোক্ষেও বাড়িভাড়াকে স্পর্শ করে নি। এই কল্পনা প্রুধোঁর জন্যই মজুত ছিল যে, তাঁর নতুন মহাজনী আইন সহজ পুঁজির সুদের ব্যাপারটিকেই শুধু নয়, নির্বিবাদে জটিল বাড়িভাড়ার ব্যবস্থাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে ক্রমশ লোপ করে দেবে। কেনই বা তাহলে এই রকম 'সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল' বাড়িটা লোকে কাঁচা পয়সাখরচ করে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কিনবে, এবং এই পরিস্থিতিতে মেরামতের ব্যয়টা অন্তত বাঁচাবার জন্য বাড়িওয়ালাই বা কেন এই 'সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল' বাড়ির হাত থেকে অব্যাহতির জন্য উল্টো নিজেই পয়সা দিতে চাইবে না—এমন সব প্রশ্ন সম্পর্কে অবশ্য আমাদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে।

---

* সাধারণত। — সম্পাঃ

উচ্চতর সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে (গুরুদেব প্রুধোঁর ভাষায় এটা হল ঊর্ধ্ব-সমাজতন্ত্র [Suprasocialism]) এই বিজয়ী কীর্তির পর এই প্রুধোঁপন্থী আরও উঁচুতে ওড়বার জন্য নিজেকে যোগ্য বিবেচনা করলেন:

'এখন করবার মধ্যে রইল শুধু কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানা যাতে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চতুর্দিক থেকে পরিপূর্ণ আলোকপাত করা যায়।'

সেই সিদ্ধান্তগুলি তাহলে কী কী? পূর্বকার বক্তব্যের সঙ্গে এসব সিদ্ধান্তের ঠিক ততটুকুই সঙ্গতি, সুদ উচ্ছেদের সঙ্গে বসতবাড়ির নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার যতটুকু সঙ্গতি। আমাদের লেখকপ্রবরের সাড়ম্বর গুরুগম্ভীর বাক্যচ্ছটা বাদ দিলে কথাটা যা দাঁড়ায় তা হল এই যে—ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচনের ব্যাপারটার পথ সুগম করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি বাঞ্ছনীয়: ১। বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক সংখ্যাতথ্য; ২। ভালো স্বাস্থ্য-পরিদর্শক কর্মচারীর দল; ৩। নতুন বসতবাড়ি বানাবার ভার নেবার জন্য নির্মাণ-শ্রমিকদের সমবায়সমূহ। ব্যবস্থাগুলি নিঃসন্দেহে ভারি চমৎকার ও ভালো, কিন্তু যতই গলাবাজির ভাষায় এদের সজ্জিত রাখা হোক না কেন, কোনোক্রমেই তাতে প্রুধোঁপন্থী মানসিক বিভ্রান্তির অন্ধকারের উপর 'পরিপূর্ণ আলোকপাত' হচ্ছে না।

যিনি এবম্প্রকার বৃহৎ কীর্তি অর্জন করেছেন, তাঁর নিশ্চয়ই জার্মান শ্রমিকদের কাছে গম্ভীর আহ্বান জানাবার অধিকার আছে:

'এই ধরনের এবং অনুরূপ সমস্যাগুলি সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির মনোযোগের যোগ্য বলেই আমাদের ধারণা... বাস-সংস্থানের এই সমস্যার মতোই **ক্রেডিট, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ, কর-ব্যবস্থা** ইত্যাদি অন্যান্য সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেও তারা যেন পরিষ্কার হয়ে নেয়।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রুধোঁপন্থীটি 'অনুরূপ সমস্যাগুলি' সম্পর্কে প্রবন্ধ-ধারার সম্ভাবনা হাজির করেছেন। এই প্রবন্ধগুলিতেও যদি তিনি বর্তমানের 'এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির' মতো সমান বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেন, তাহলে *Volksstaat* পত্রিকার পুরো বছরের মতো খোরাক জুটে যাবে। আমরা কিন্তু আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারছি যে, ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে ব্যাপারটা তাই দাঁড়াবে: পুঁজির উপর সুদ তুলে দিতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ঋণের সুদও লোপ পাবে,

বিনা সুদেই ঋণ পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। প্রতিটি ব্যাপারে সেই একই যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করা হবে এবং প্রতিক্ষেত্রেই অকাট্য যুক্তি দিয়ে সেই একই বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে পোঁছানো হবে যে, পুঁজির উপর সুদ উচ্ছেদ হলে ধার-করা টাকার উপর আর সুদ দিতে হবে না।

প্রসঙ্গত, প্রুধোঁপন্থী আমাদের ভয় দেখিয়ে চমৎকার সব প্রশ্ন তুলেছেন: **ক্রেডিট!** হপ্তায় হপ্তায় যা প্রাপ্য অথবা বন্ধকী দোকান থেকে মেলে, তাছাড়া শ্রমিকের আর কোন ক্রেডিটের দরকার? এই ক্রেডিট সে সুদ ছাড়া বা সুদ দিয়ে, যেভাবেই পাক না কেন, এমনকি বন্ধকী দোকান থেকে গলাকাটা সুদেই হোক না কেন, তাতে তার কতটা আসে যায়? আর সাধারণভাবে বলতে গেলে এ থেকে যদি কোনো সুবিধাও হয়, অর্থাৎ শ্রমশক্তি উৎপাদনের ব্যয়টা যদি হ্রাস পায়, তাহলে কি শ্রমশক্তির দামও কমতে বাধ্য হবে না? কিন্তু বুর্জোয়া ও বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়ার কাছে ক্রেডিট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে কোনো সময় যদি চাইলেই, এবং বিশেষ করে বিনা সুদে ক্রেডিট পাওয়া যেত, তাহলে বিশেষত পেটি-বুর্জোয়ার পক্ষে তা বড়ই ভালো হত। **রাষ্ট্রীয় ঋণ!** শ্রমিক শ্রেণী জানে যে এই ঋণ তাদের কীর্তি নয়, এবং ক্ষমতা হাতে পেলে এ ঋণ শোধ করার ভার ছেড়ে দেওয়া হবে যারা দেনা করেছিল তাদের উপর। **ব্যক্তিগত ঋণ!**—ক্রেডিট প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। **কর!** ব্যাপারটা সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও শ্রমিকদের আগ্রহ যৎসামান্য। শ্রমিকেরা কর হিসেবে যা দেয়, তা শেষ পর্যন্ত শ্রমশক্তি উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, অতএব শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিকে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে। শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী বলে এই যত প্রশ্নকে আমাদের সামনে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেসব আসলে শুধু বুর্জোয়াদের, আরও বেশি পেটি-বুর্জোয়াদের আগ্রহের বিষয়বস্তু। আর প্রুধোঁ যাই বলুন না কেন, আমাদের অভিমত এই যে, এসব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দায় শ্রমিক শ্রেণীর নয়।

যে বৃহৎ প্রশ্নে সত্যসত্যই শ্রমিকদের স্বার্থ আছে সে সম্বন্ধে এই প্রুধোঁপন্থীর কোনো কথাই বলার নেই, অর্থাৎ পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের মধ্যেকার সম্পর্ক, কী করে পুঁজিপতি তার নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রম দিয়ে নিজের ধনবৃদ্ধি করতে পারে এই প্রশ্ন। এ কথা সত্য যে তাঁর প্রভু ও গুরুদেব এ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন, কিন্তু বিষয়টিকে তিনি বিন্দুমাত্রও

স্বচ্ছ করে তুলতে পারেন নি। এমনকি তাঁর সর্বশেষ রচনাগুলিতেও তিনি তাঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন' থেকে মূলত এগোতে পারেন নি—যে বইটির শূন্যগর্ভতা মার্কস ১৮৪৭ সালেই অত চমকপ্রদভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।*

এটাই যথেষ্ট আক্ষেপের কথা যে, গত পঁচিশ বছর ধরে লাতিন দেশগুলির শ্রমিকদের ভাগ্যে এই 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সমাজতন্ত্রীর' রচনা ভিন্ন সমাজতন্ত্রী মানসিক পুষ্টি প্রায় কিছুই জোটে নি এবং যদি আজকের দিনে জার্মানিকেও প্রুধোঁবাদী তত্ত্ব প্লাবিত করে, তাহলে দ্বিগুণ দুর্ভাগ্যের কথা। অবশ্য এ আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই। জার্মান শ্রমিকদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রুধোঁবাদকে পিছনে ফেলে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গিয়েছে এবং বাস-সংস্থান সমস্যার মতো এই **একটি** সমস্যার দৃষ্টান্ত রাখলেই আর ভবিষ্যতে এদিক থেকে বেগ পেতে হবে না।

দ্বিতীয় ভাগ

বুর্জোয়ারা কীভাবে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে

১

বাস-সংস্থান সমস্যার **প্রুধোঁবাদী** সমাধান আলোচনার অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে পেটি-বুর্জোয়াদের স্বার্থ কত বেশি প্রত্যক্ষভাবে এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। পরোক্ষভাবে হলেও বড় বুর্জোয়াদেরও এ ব্যাপারে খুব আগ্রহ আছে। আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শহরগুলি মাঝে মাঝেই যে মহামারীর আক্রমণে জর্জরিত হয়, তার সবকটারই জন্মস্থান হল সেই তথাকথিত 'দরিদ্র পাড়াগুলি' যেখানে শ্রমিকেরা গাদাগাদি করে

---

* ক. মার্কস, 'দর্শনের দারিদ্র্য। প্রুধোঁ মহাশয়ের 'দারিদ্র্যের দর্শন'-এর উত্তর' দ্রঃ। — সম্পাঃ

বাস করে। কলেরা, টাইফাস, টাইফয়েড জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি সর্বনেশে রোগগুলি শ্রমিক শ্রেণীর এইসব এলাকার সংক্রামক বাতাসে এবং বিষাক্ত জলেই তাদের রোগবীজাণু ছড়ায়। সেখানে এ বীজাণুগুলি প্রায় কখনই সম্পূর্ণ মরে না, সুযোগ পেলেই মহামারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং নিজেদের জন্মস্থান অতিক্রম করে পুঁজিপতিদের অধ্যুষিত শহরের অধিকতর আলো-হাওয়াযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মহামারীর উদ্ভব হওয়ার তৃপ্তিটুকু পুঁজিবাদী শাসনের পক্ষে বিনা শাস্তিতে উপভোগ করা সম্ভব নয়, তার ফলাফল ভোগ করতে হয় পুঁজিপতিদেরও, এবং যেমন মজুরদের মধ্যে তেমনই এদের ভিতরেও যমদূত সমান নির্মমভাবেই অবাধে বিচরণ করে।

এই তথ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতেই বুর্জোয়া মানবহিতৈষীরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে মহানুভবতার প্রতিযোগিতায় উদ্দীপিত হয়ে পড়েছেন। পৌনঃপুনিক মহামারীর উৎস নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ সমিতি সংগঠিত হয়েছে, পুস্তক লিখিত হয়েছে, রচিত হয়েছে প্রস্তাব, আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে আইন। শ্রমিকদের বসবাসের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়েছে এবং চেষ্টা হয়েছে চরমতম দুর্দশার প্রতিবিধান করার। বড় বড় শহরের সংখ্যা ইংলণ্ডে সর্বাধিক, সুতরাং বিপদের আশঙ্কাটাও এখানকার বুর্জোয়াদেরই সবচেয়ে বেশি; তাই এখানেই বিশেষ করে ব্যাপক কার্যকলাপ শুরু হল। শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য নিযুক্ত হল একাধিক সরকারী কমিশন। এইসব কমিশনের রিপোর্ট ইউরোপ-মহাদেশীয় সকল তথ্যসংগ্রহের তুলনায় যথার্থতা, সমগ্রতা এবং নিরপেক্ষতার দিক থেকে অনেক বেশি সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন নতুন, কমবেশি আমূল সব আইনের ভিত্তি জোগায়। দোষত্রুটি থাকলেও, আজ পর্যন্ত মহাদেশে এই ধরনের যা কিছু করা হয়েছে, তার তুলনায় এসব আইন বহুগুণেই শ্রেষ্ঠ। এসত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা বারংবার প্রতিবিধেয় অমঙ্গলের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে, এবং তা দিচ্ছে এমন অনিবার্য আবশ্যিকতায় যে ব্যাধি প্রতিবিধানের কাজ এমনকি ইংলণ্ডে পর্যন্ত প্রায় এক ধাপও এগোয় নি।

জার্মানিতে বরাবরের মতো এ ব্যাপারও সেখানকার বারোমেসে সংক্রমণের উৎসগুলির পক্ষে মারাত্মক স্তরে পৌঁছে তন্দ্রালু বড় বুর্জোয়াদের

ঘুম ভাঙাতে অনেক বেশি সময় নিল। কিন্তু যে ধীরে চলে, সে নিশ্চিত হয়েই চলে। সুতরাং আমাদের দেশেও শেষ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য ও বাস-সংস্থান সমস্যা সংক্রান্ত একটা বুর্জোয়া সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, যা হল তার বিদেশী, বিশেষ করে ইংরেজ পূর্বসূরীদের একটা জোলো নির্যাস, অবশ্য তার মধ্যে গালভারী ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে উচ্চতর মননশীলতার ছাপ দেবার একটা শঠ প্রচেষ্টাও আছে। ১৮৬৯ সালে ভিয়েনা থেকে প্রকাশিত ডক্টর এমিল জাক্স রচিত 'শ্রমিক শ্রেণীর বাস-সংস্থানের অবস্থা ও তার সংস্কার'* এই সাহিত্যের অন্তর্গত।

বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া আলোচনা পদ্ধতির পরিচয় দেবার জন্য এই বইটি আমি বেছে নিয়েছি এই কারণেই যে, এখানে এই বিষয়ক বুর্জোয়া সাহিত্যের যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তসার দেবার চেষ্টা হয়েছে। আর যে সাহিত্য এই লেখকের 'উৎস' হিসেবে কাজ করেছে, তাকে চমকপ্রদই বলতে হয়! এ ব্যাপারে যা কিনা আসল উৎস, সেই ইংরেজ পার্লামেণ্টীয় রিপোর্টের মধ্যে আছে মাত্র তিনটি, তাও সবচেয়ে পুরনো রিপোর্টের নামোল্লেখ করা হয়েছে মাত্র; গোটা বই থেকেই প্রমাণ হয় যে লেখক **তার একটিরও পাতা কখনো উল্টে দেখেন নি।** অপরদিকে ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে রাজ্যের যত মামুলী বুর্জোয়া সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কূপমণ্ডূক, আর ভণ্ড লোকহিতৈষী রচনাসমূহের: দ্যুকপেসিয়ে, রবার্টস্, হোল, হুবার; সমাজবিজ্ঞান (বরঞ্চ বলা উচিত সামাজিক ছাইপাঁশ) সম্বন্ধীয় ইংরেজ কংগ্রেসগুলোর কার্যবিবরণী; প্রাশিয়ার শ্রমজীবী শ্রেণীসমূহের কল্যাণ সমিতির পত্রিকা; প্যারিস বিশ্ব প্রদর্শনী সম্বন্ধে অস্ট্রিয়ার সরকারী রিপোর্ট, ঐ একই বিষয়ে বোনাপার্টীয় সরকারী রিপোর্ট; *Illustrated London News, Ueber Land und Meer,* এবং সর্বোপরি সেই 'স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ', 'তীক্ষ্ন ব্যবহারিক বোধসম্পন্ন' ব্যক্তি, 'প্রত্যয়সাধক হৃদয়গ্রাহী বক্তা' অর্থাৎ—**ইউলিউস ফাউখার!** উৎসের এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে শুধু *Gartenlaube, Kladderadatsch* এবং বন্দুকবাজ কুচকে (১৬)।

---

*E. Sax, 'Die Wohnungszustände der arbeitenden Klassen und ihre Reform', Wien, 1869.—সম্পাঃ

শ্রীযুক্ত জাক্সের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ভুল বোঝবার কোনো অবকাশ যাতে থাকতে না পারে, তার জন্য তিনি ২২ পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেছেন:

'সামাজিক অর্থনীতি বলতে আমরা বোঝাতে চাই সামাজিক প্রশ্ন সম্পর্কে প্রযুক্ত জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্ব, অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, **বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রচলিত 'লৌহদৃঢ়' নিয়মাবলীর ভিত্তিতে, তথাকথিত(!) সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীকে সম্পত্তিসম্পন্ন শ্রেণীর স্তরে উন্নীত করবার** জন্য এই বিজ্ঞানে নির্দেশিত সমুদয় উপায় ও পন্থার সমষ্টি।'

অর্থশাস্ত্র বা 'জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্ব' 'সামাজিক' প্রশ্ন ছাড়া সাধারণত অন্য ব্যাপারেরই কারবার করে কিনা, এই বিভ্রান্তিকর ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। আমরা সরাসরি চলে আসব মূল প্রশ্নটিতে। ডক্টর জাক্স দাবি করছেন যে, বুর্জোয়া অর্থনীতির 'লৌহদৃঢ় নিয়মাবলী', 'বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো', অর্থাৎ অন্য কথায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অপরিবর্তিত হয়ে চালু থাকবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'তথাকথিত সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীকে' 'সম্পত্তিসম্পন্ন শ্রেণীর স্তরে' তুলতে হবে। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এক অনিবার্য প্রাথমিক শর্তই হল এই যে, তথাকথিত নয়, সত্যসত্যই সম্পত্তিবিহীন একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে, থাকবে এমন এক শ্রেণী যার শ্রমশক্তি ছাড়া বিক্রয় করার আর কিছু নেই এবং যাকে সুতরাং বাধ্য হয়ে শিল্প-পুঁজিপতির কাছে নিজের শ্রমশক্তিটাই বিক্রয় করতে হবে। শ্রীযুক্ত জাক্স কর্তৃক উদ্ভাবিত 'সামাজিক অর্থনীতির' এই নতুন বিজ্ঞানের কর্তব্য তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে,—একদিকে সকল কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র ও জীবনধারণের উপকরণের মালিক পুঁজিপতি, আর অন্যদিকে সম্পত্তিবিহীন মজুরি-শ্রমিক, শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের নিজের বলতে আর কিছু নেই—এই দুই শ্রেণীর বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই, সকল মজুরি-শ্রমিককেই তাদের মজুরি-শ্রমিক অবস্থাতেই পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করার উপায় উদ্ভাবন করা। শ্রীযুক্ত জাক্সের বিশ্বাস যে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি দয়া করে আমাদের তাহলে দেখিয়ে দিন কী উপায়ে যারা সেই প্রথম নেপোলিয়নের সময় থেকেই নাকি তাদের কাঁধের থলিতে একটা মার্শালের দণ্ড নিয়ে রেখেছে, সেই ফরাসী বাহিনীর সৈনিকেরা সবাই সাধারণ সৈনিক থেকে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে

এক একজন ফিল্ড-মার্শালে পরিণত হতে পারে। অথবা জার্মান রাষ্ট্রের চার কোটি নাগরিকের প্রত্যেককেই জার্মান সম্রাট বানানো যায় কী করে!

বর্তমান সমাজের সবকিছু অমঙ্গলের ভিত্তিটা বজায় থাকবে, কিন্তু অমঙ্গলগুলি লোপ পাবে, এই কামনাই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের মূলকথা। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহারে' ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীরা 'বুর্জোয়া সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করার জন্যই সামাজিক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার-প্রয়াসী; তারা চায় **'প্রলেতারিয়েত ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী'***। আমরা দেখেছি যে, শ্রীযুক্ত জাক্স-ও সমস্যাটিকে ঠিক এইভাবেই উপস্থিত করেছেন। বাস-সংস্থান প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে তিনি সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর অভিমত হল এই যে

'মেহনতী শ্রেণীগুলির বাসস্থানের উন্নতিসাধন দ্বারা উপরে বর্ণিত বৈষয়িক ও আত্মিক দুর্দশার সফল প্রতিকার সম্ভব এবং এতদ্বারা' — **শুধুমাত্র** বাস-সংস্থান পরিস্থিতির আমূল উন্নতির ভিতর দিয়েই — 'এই সকল শ্রেণীর অধিকাংশকে তাদের প্রায় অমানুষিক জীবন-পরিস্থিতির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে বৈষয়িক ও আত্মিক সচ্ছলতার নির্মল শিখরে তোলা যায়' (১৪ পৃষ্ঠা)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুর্জোয়া উৎপাদন-সম্পর্ক দিয়েই যে প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়, এবং সেই উৎপাদন-সম্পর্কের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই যে প্রলেতারিয়েতের প্রয়োজন, এই সত্য ঢেকে রাখাটাই বুর্জোয়ার স্বার্থ। সুতরাং শ্রীযুক্ত জাক্স বলেছেন যে, (২১ পৃষ্ঠা) মেহনতী শ্রেণীগুলি কথাটিতে সকল 'সম্পত্তিহীন সামাজিক শ্রেণীগুলিকেই' বোঝায়, এবং প্রকৃত শ্রমিক ছাড়াও 'সাধারণভাবে স্বল্প রোজগেরে লোক যথা হস্তশিল্পী, বিধবা, পেন্‌সনভোগী (!), অধস্তন কর্মচারী ইত্যাদি' সকলেই এর মধ্যে পড়ে। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র পেটি-বুর্জোয়া প্রকারভেদের দিকেও হাত বাড়ায়।

তাহলে বাস-সংস্থানের অভাবটা আসছে কোথা থেকে? কী করে এই সমস্যার উদ্ভব হল? খাঁটি বুর্জোয়া হিসেবে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা জানার

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কথা নয় যে, সমস্যাটি বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার অপরিহার্য ফল, যে সমাজে ব্যাপক শ্রমজীবী জনতা একান্তভাবে মজুরির উপর, অর্থাৎ কিনা তাদের প্রাণধারণের এবং বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপকরণটুকুর উপর নির্ভরশীল; যে সমাজে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উন্নতি প্রতিনিয়ত ব্যাপক সংখ্যায় শ্রমিকদের চাকুরি থেকে উৎখাত করছে; যে সমাজে শিল্পোৎপাদনের নিয়মিত পুনঃপুনঃ তীব্র উত্থানপতন একদিকে বেকার শ্রমিকের বিরাট মজুত বাহিনীর অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করছে এবং অন্যদিকে সময় সময় বহুসংখ্যক শ্রমিকদের বেকার করে ফেলে পথে বার করে দিচ্ছে; যে সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মিত হওয়ার গতিবেগ থেকে দ্রুততর গতিতে দলে দলে শ্রমিক বড় বড় শহরে এসে ভিড় করে; যে পরিস্থিতিতে সুতরাং অতি জঘন্য শুয়োরের খোঁয়াড়ের জন্যও ভাড়াটে জুটতে বাধ্য; এবং যে পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত বাড়ির মালিক পুঁজিপতি হিসেবে শুধু যে বাড়িভাড়ার ভিতর দিয়ে তার সম্পত্তি থেকে নির্মমভাবে যথাসম্ভব উসুল করে নেবার অধিকারটুকু পায় তাই নয়, প্রতিযোগিতার চাপে এটা কিছু পরিমাণে তার কর্তব্যও হয়ে দাঁড়ায়—তেমন সমাজে এমন সমস্যা বিদ্যমান না থেকে পারে না। এমন ধরনের সমাজে বাস-সংস্থানের অভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; এটা এই সমাজের একটা অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান; এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপরে এর সমস্ত কুফল সমেত এই সমস্যার অবসান তখনই হতে পারে যখন যে সমাজ-ব্যবস্থা থেকে এর জন্ম সেই সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাটারই আমূল পুনর্গঠন করা হচ্ছে। অবশ্য, এ কথাটা জানার সাহস বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের নেই। তার **সাহস** নেই এই সত্য ব্যাখ্যা করার যে, বর্তমান ব্যবস্থা থেকেই বাসস্থান অভাবের জন্ম। সুতরাং এটা মানুষের দুষ্প্রবৃত্তির ফল, আদি পাপের ফল, এই নীতিবাক্য আউড়ে বাসস্থানের অভাবের কারণ বর্ণনা ছাড়া তার উপায় নেই।

'এবং এই প্রসঙ্গে আমরা এ কথা লক্ষ্য না করে পারি না এবং সুতরাং অস্বীকারও করতে পারি না' (কী দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত!) 'যে, দোষ... খানিকটা যারা বাড়ি চায় **সেই শ্রমিকদের নিজেদেরই**, এবং খানিকটা, অবশ্য অনেক বেশির ভাগটা তাদেরই, যারা এই চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব নেয়, অথবা তাদেরই যারা হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে না, অর্থাৎ কিনা **সম্পত্তিবান উচ্চতর**

সামাজিক শ্রেণীগুলির। শেষোক্ত শ্রেণীগুলি এইজন্য নিন্দার্হ... যে তারা উপযুক্ত পরিমাণে ভালো বাসগৃহ সরবরাহের দায়িত্ব নেয় না।'

ঠিক যেমন প্রুধোঁ অর্থতত্ত্বের আওতা থেকে আমাদের আইনী বুলির রাজ্যে নিয়ে যান, এই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীও তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আমাদের নৈতিকতার মহলে নিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু হতে পারে না। কেউ যদি একদিকে এই কথা ঘোষণা করে যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি, বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের 'লৌহদৃঢ় নিয়মাবলী' অলঙ্ঘনীয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে চায় যে এই সমাজ-ব্যবস্থার অপ্রীতিকর কিন্তু অপরিহার্য ফলাফলগুলির অবসান হোক, তার পক্ষে পুঁজিপতিদের প্রতি নীতি-উপদেশ বর্ষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই, যে নীতিবাক্যের ভাবাকুল প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রয়োজন হলে প্রতিযোগিতার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ উবে যায়। তা দিয়ে ফোটানো হাঁসের বাচ্চার দলকে পুকুরের জলে উল্লাসভরে ভাসতে দেখে পাড়ে উপবিষ্ট মুরগী-মায়ের সাবধান-বাণীর মতোই নীতি-উপদেশ নিষ্ফল। জলে যদিও কঠিন ভুঁই নেই তবু হাঁসের বাচ্চার স্বভাবজাত টান সেই দিকেই; মুনাফা নিষ্করুণ, কিন্তু পুঁজিপতি মাত্রেই তার উপর ছোঁ মারবে। 'টাকা-পয়সার ব্যাপারে হৃদয়বৃত্তির কোনো স্থান নেই'—বলেছিলেন বুড়ো হান্‌জেমান, যিনি শ্রীযুক্ত জাক্স অপেক্ষা এই ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ।

'ভালো বাসগৃহ এতই ব্যয়সাধ্য যে অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষে তা ভোগ করা একান্তই অসম্ভব। বৃহৎ পুঁজি... মেহনতী শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণে লগ্নি করতে কুণ্ঠিত... ফলে এই শ্রেণীগুলি তাদের বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাটকাবাজদের শিকারে পরিণত হয়।'

ফাটকাবাজি জঘন্য ব্যাপার — বৃহৎ পুঁজি স্বভাবতই কখনও ফাটকাবাজি করে না! কিন্তু শ্রমিকদের বাসগৃহ নিয়ে বৃহৎ পুঁজি যে ফাটকাবাজি করছে না তার কারণ তাদের সদিচ্ছার অভাব নয়, এর কারণ তাদের অজ্ঞতা মাত্র:

'বাড়ির মালিকরা মোটেই জানেন না, গৃহসংস্থানের চাহিদার স্বাভাবিক পূরণের... কী বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; সাধারণত এমন দায়িত্বহীনভাবে খারাপ ও ক্ষতিকর বাসগৃহ সরবরাহ করে তাঁরা লোকের কী করছেন, তা তাঁরা জানেন না;

পরিশেষে তাঁরা তাতে করে নিজেদেরই কী ক্ষতিসাধন করছেন, তাও তাঁরা **জানেন** না' (২৭ পৃষ্ঠা)।

তবু পুঁজিপতি শ্রেণীর অজ্ঞতার **সঙ্গে** শ্রমিক শ্রেণীর অজ্ঞতা যোগ না হলে কিন্তু বাসস্থানের অভাবের সৃষ্টি হয় না। শ্রীযুক্ত জাক্স স্বীকার করেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর 'দরিদ্রতম অংশ একেবারে যাতে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকতে না হয়, তার জন্য যেখানেই পাক এবং যেভাবেই পাক রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয় (!) আর এই ব্যাপারে তারা **সম্পূর্ণ**ভাবে অরক্ষিত এবং অসহায়।' এর পরেই তিনি আমাদের বলছেন:

'কারণ **এ কথা সুবিদিত সত্য** যে, তাদের' (শ্রমিকদের) 'অনেকেই **কিছুটা** অসাবধানতাবশত, অথচ প্রধানত অজ্ঞতাবশত, বলতে ইচ্ছা হয় বিশেষ পারদর্শিতা সহ, তাদের দেহকে স্বাভাবিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করে, কারণ যুক্তিসঙ্গত স্বাস্থ্যবিধি এবং বিশেষ করে এই স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে বাস-সংস্থানের অসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের **বিন্দুমাত্র ধারণা পর্যন্ত নেই**' (২৭ পৃষ্ঠা)।

এইখানে অবশ্য বুর্জোয়া গাধার কানটা উঁচিয়ে উঠেছে। পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে 'দোষ' পদার্থটা উবে গিয়ে তা অজ্ঞতায় পর্যবসিত হল, কিন্তু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাটাই তাদের দোষের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আরও শুনুন:

'এইভাবেই দেখা যায়' (অবশ্য অজ্ঞতাবশত) 'যে, তারা ভাড়া বাবদে কিছু বাঁচাতে পারার খাতিরে স্বাস্থ্যবিধির চাহিদাগুলিকে সরাসরি ব্যঙ্গ করে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে এবং অপরিসর বাসগৃহে উঠে যায়... প্রায় এ রকম ঘটে যে, একই ফ্ল্যাট, এমনকি একই ঘর কয়েকটি পরিবার মিলে ভাড়া নেয়—উদ্দেশ্যটা হল শুধু বাড়িভাড়ার জন্য যতটা সম্ভব কম খরচ করা, অথচ অন্যদিকে **মদ্যপান এবং অন্যান্য নানাবিধ অলস প্রমোদে সত্যসত্যই পাতকীর মতো** তাদের আয়কে **উড়িয়ে দেয়** তারা।'

শ্রমিকেরা 'মাদক পানীয় এবং তামাকের খাতে যে অর্থ অপচয় করে' (২৮ পৃষ্ঠা), 'শুঁড়িখানার যে জীবন তার দুঃখজনক ফলাফল সহ পাথরের মতো তাদের পাঁকে আবার টেনে নামায়', তা সত্যিই শ্রীযুক্ত জাক্সের পাকস্থলীতে পাথরের মতন বোঝা হয়ে রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে

মদ্যাসক্তি যে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থার অপরিহার্য ফল; যেমন অপরিহার্য টাইফাস রোগ, অপরাধপ্রবণতা, উকুন-ছারপোকা, আদালতের পেয়াদা এবং অন্যান্য সামাজিক কুফল; এমনই অপরিহার্য যে গড়পড়তা কতজন শ্রমিক মাতলামির শিকার হবে তা পর্যন্ত আগে থাকতে গুণে বলা যায়—এগুলি ফের এমন কথা যা শ্রীযুক্ত জাক্স নিজেকে জানতে দিতে পারেন না। আমার পাঠশালার বৃদ্ধ গুরুমশাই কথাচ্ছলে বলতেন, 'সাধারণ লোক শুঁড়িখানায় যায় আর বাবুরা যান ক্লাবে।' আমি নিজে দুই জায়গাতেই গিয়েছি বলে বলতে পারি যে, কথাটা একেবারে খাঁটি।

উভয়পক্ষের 'অজ্ঞতা' সম্বন্ধে বাগাড়ম্বরটুকু সম্পূর্ণতই শ্রম ও পুঁজির স্বার্থ-সমন্বয় সম্পর্কে পুরনো বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। পুঁজিপতিরা যদি তাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝতে পারত, তাহলে তারা শ্রমিকদের ভালো ভালো বাসগৃহের ব্যবস্থা করত আর সাধারণভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করে দিত; আবার শ্রমিকেরা যদি তাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝত, তাহলে তারা ধর্মঘট করতে যেত না, সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে ভিড়ত না, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না, শিষ্টভাবে তারা তাদের ঊর্ধ্বতন পুঁজিপতিদের অনুসরণ করে চলত। দুঃখের বিষয় উভয়পক্ষই শ্রীযুক্ত জাক্স এবং তাঁর অগণিত পূর্বগামীদের নীতিবাক্যের এলাকা থেকে একেবারেই অন্যত্র তাদের স্বার্থের সন্ধান করে। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সমন্বয়ের বাণী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রচারিত হয়েছে, এবং বুর্জোয়া জনহিতৈষীরা আদর্শ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে এই সমন্বয় প্রমাণ করবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। তবুও পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে ছিলাম আজও আমরা যে ঠিক সেখানেই আছি তা পরে আলোচনা করা যাবে।

লেখক-বন্ধু এবার সমস্যার বাস্তব সমাধানের দিকে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের তাদের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করা সম্বন্ধে প্রুধোঁর প্রস্তাব যে কত কম বিপ্লবী, তা এই থেকেই বোঝা যায় যে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র প্রুধোঁর আগে থেকে তাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। শ্রীযুক্ত জাক্স-ও ঘোষণা করছেন যে, বাসগৃহের মালিকানাস্বত্ব শ্রমিকদের হাতে হস্তান্তরিত করেই মাত্র বাস-সংস্থান সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা যায় (৫৮ এবং ৫৯ পৃষ্ঠা)। শুধু তাই নয়, এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি

কবিসুলভ পুলকে পুলকিত হয়ে তাঁর অনুভূতিকে নিম্নলিখিত ভাবোচ্ছ্বাসে রূপ দিয়েছেন:

'জমির মালিকানা অর্জনের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু জিনিস আছে; বর্তমান যুগের **ক্ষিপ্রস্পন্দিত কারবারী জীবনও** এ আবেগ প্রশমিত করতে পারে নি। জমির মালিকানার মধ্যে যে অর্থনৈতিক সার্থকতা প্রতিফলিত, এটা তার তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা অচেতন উপলব্ধি। এর মধ্যেই ব্যক্তি একটা পাকা প্রতিষ্ঠা পায়; মাটির ভিতরে সে যেন একটা দৃঢ় শিকড় গাড়ে; প্রতিটি উদ্যোগের' (!) 'সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ভিত্তি এর মধ্যেই। জমির মালিকানার সুফল কিন্তু এইসব বৈষয়িক সুখ-সুবিধা অতিক্রম করে আরও অনেকদূর চলে যায়। কেউ যদি ভাগ্যক্রমে একখণ্ড জমি নিজের বলে দাবি করতে পারে, তাহলে সে **অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কল্পনীয় সর্বোচ্চ স্তরে পেঁাছে যায়**; তার এমন একখণ্ড জমি রইল যেখানে সে **সার্বভৌমশক্তি রূপে** রাজত্ব করতে পারে; সে-ই তখন **তার নিজের প্রভু**; সে তখন খানিকটা ক্ষমতার অধিকারী, প্রয়োজনের সময় নির্ভর করবার মতন তার **নিশ্চিত সহায়** রইল; তার আত্মবিশ্বাস আর সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বলও বৃদ্ধি পায়। এইজন্যই বর্তমান সমস্যায় সম্পত্তির গভীর তাৎপর্য... অর্থনৈতিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখে বর্তমানে অসহায়ভাবে উন্মুক্ত, এবং নিয়তই মালিকদের উপর নির্ভরশীল শ্রমিকেরা উপরোক্ত উপায়ে এই দুরূহ অবস্থা থেকে খানিকটা রেহাই পেতে পারে; **সে হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিপতি**; স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাকে যে ক্রেডিটের পথ খুলে দেবে তা দিয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হত, তার হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে। **সম্পত্তিবিহীনদের স্তর থেকে এইভাবে সে সম্পত্তিশালী শ্রেণীর স্তরে উন্নীত হবে'** (৬৩ পৃষ্ঠা)।

মনে হচ্ছে যে শ্রীযুক্ত জাক্স মানুষকে মূলত কৃষক বলে ধরে নিয়েছেন, নতুবা তিনি আমাদের বড় বড় শহরের শ্রমিকদের উপর মিছেমিছি জমির মালিকানার আকাঙ্ক্ষা আরোপ করতেন না, যে আকাঙ্ক্ষা আর কেউ তাদের মধ্যে দেখতে পায় নি। আমাদের বড় বড় শহরের শ্রমিকদের পক্ষে চলাচলের স্বাধীনতাটাই অস্তিত্বের প্রধান শর্ত, জমির মালিকানা তাদের পক্ষে শুধু শৃঙ্খলস্বরূপ। তাদের যদি নিজেদের ঘরবাড়ি করে দাও, আবার নতুন করে জমির সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে ফেল, তাহলে কারখানার মালিকগণ কর্তৃক মজুরি কাটবার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধের শক্তিকে ভেঙে দেওয়া হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো শ্রমিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বাড়ি বিক্রি করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু বড় কোনো ধর্মঘটের অথবা সর্বাত্মক

শিল্পসঙ্কটের সময়ে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিকদেরই বাড়ি বিক্রয়ের প্রয়োজন হবে, ফলে হয় কোনো ক্রেতাই পাওয়া যাবে না নয়ত বাড়ি বেচে দিতে হবে নির্মাণ-ব্যয়ের অনেক কম মূল্যে। আর যদি সকল শ্রমিক ক্রেতা পেয়েও যায়, তাহলেও শ্রীযুক্ত জাক্সের এই চমৎকার বাস-সংস্থান সংস্কারটা গোটাগুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তাঁকে আবার শুরু করতে হবে গোড়া থেকে। কিন্তু কবিরা বাস করেন কল্পলোকে, জাক্স মহাশয়ও তাই। তাঁর কল্পনাতে জমির মালিক 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছে যায়'; তার 'নিশ্চিত সহায়' থাকে; সে '**হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিপতি**, স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাকে যে ক্রেডিটের পথ খুলে দেবে তা দিয়ে বেকার ও কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় যে বিপদের সম্মুখীন তাকে হতে হত, তারই হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করবে', ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত জাক্সের উচিত ফরাসী দেশের ও আমাদের নিজেদের রাইন অঞ্চলের ক্ষুদে কৃষকদের দিকে তাকিয়ে দেখা। তাদের ঘরবাড়ি ও ক্ষেতখামার বন্ধকীর বোঝায় ভারাক্রান্ত; তাদের ফসল কাটা হবার আগেই উত্তমর্ণদের সম্পত্তিতে পরিণত; এই কৃষকেরা তাদের 'এলাকার' উপর সার্বভৌম শক্তিরূপে রাজত্ব করে না, রাজত্ব করে মহাজন, উকিল ও আদালতের পেয়াদারা। এই পরিস্থিতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সর্বোচ্চ-কল্পনীয় স্তরের প্রতীকই বটে, তবে তা — মহাজনদেরই জন্য! আর শ্রমিকেরাও যাতে যত দ্রুত সম্ভব তাদের ছোট ছোট ঘরবাড়িগুলি মহাজনদের সেই সার্বভৌমিকতার অধীনে নিয়ে আসতে পারে, তারই জন্য আমাদের শুভবুদ্ধি প্রণোদিত জাক্স মহাশয় সযত্নে নির্দেশ করছেন সেই **ক্রেডিটের** প্রতি, যাতে করে তারা বেকারি ও কর্মক্ষমতাহীনতার সময় দেশের দরিদ্রভাণ্ডারের উপর বোঝা না হয়ে সহায়তা পেতে পারে **স্থাবর সম্পত্তি** থেকে।

সে যাই হোক, শ্রীযুক্ত জাক্স গোড়াতে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তার সমাধান করে দিয়েছেন নিজেই: শ্রমিক ছোট একটি বাড়ির মালিকানা অর্জন করে '**হয়ে দাঁড়াবে পুঁজিপতি**'।

পুঁজি হচ্ছে অপরের অবৈতনিক শ্রমের উপর কর্তৃত্ব। শ্রমিকের ছোট বাড়িটা তাই তখনই পুঁজিতে পরিণত হতে পারে, যখন সে তা একটি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ভাড়া দিয়ে ভাড়া আদায়ের মারফৎ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির শ্রমফলের

একাংশ নিজে আত্মসাৎ করে। কিন্তু তার বাড়ি পর্ণজিতে পরিণত হবার পথে বাধাটি ঠিক এইখানে যে শ্রমিক স্বয়ং সে বাড়িতে বাস করে, যেমন যে মুহূর্তে দর্জির কাছ থেকে কিনে কোটটি গায়ে চড়াই, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে কোটটি আর পর্ণজি নয়। একহাজার টলার মূল্যের ছোট্ট বাড়িটার মালিক যে শ্রমিক সে অবশ্য সত্যিই আর প্রলেতারীয় নয়, কিন্তু তাই বলে শ্রীযুক্ত জাক্স ছাড়া আর কেউ তাকে পর্ণজিপতি বলবে না।

আমাদের শ্রমিকের মধ্যে এই যে পর্ণজিবাদী অবয়ব, এর কিন্তু আর একটি দিকও আছে। ধরে নেওয়া যাক কোনো একটি শিল্পাঞ্চলে এই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রত্যেকটি শ্রমিকেরই নিজস্ব একটি করে ছোট্ট বাড়ি আছে। সেই ক্ষেত্রে **ঐ এলাকার শ্রমিক শ্রেণী বিনা ভাড়ায় থাকতে পাচ্ছে;** তাদের শ্রমশক্তির মূল্যের মধ্যে তাহলে বাস-সংস্থান ব্যয় আর অন্তর্ভুক্ত হবে না। 'জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্বের লৌহদৃঢ় নিয়মাবলীর ভিত্তিতে' শ্রমশক্তির উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস হলেই, অর্থাৎ কিনা শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য স্থায়ীভাবে হ্রাস পেলেই তা শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাসের সামিল, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তদনুযায়ী তা মজুরিহ্রাসে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। ভাড়ার দরুন গড়পড়তা যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে সেই পরিমাণে গড়পড়তা মজুরিও হ্রাস পাবে, অর্থাৎ কিনা শ্রমিক ঠিক আগের মতো বাড়ির মালিককে ভাড়ার আকারে টাকা না দিলেও, যে কারখানায় সে কাজ করে সেই কারখানার মালিককে সে অবৈতনিক শ্রমের আকারে বাড়িভাড়া তুলে দিতে থাকবে। এইভাবে ছোট্ট বাড়িটিতে নিয়োজিত শ্রমিকের সঞ্চয় একটি বিশেষ অর্থে পর্ণজিতে পরিণত হবে বটে, তবে সেটা শ্রমিকের জন্য নয়, তার নিয়োগকর্তা পর্ণজিপতিটির জন্য পর্ণজি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত জাক্স কাগজে-কলমে পর্যন্ত তাঁর শ্রমিককে পর্ণজিপতিতে পরিণত করতে অক্ষম।

প্রসঙ্গত, যেসব তথাকথিত সমাজ সংস্কারকে সঞ্চয় পরিকল্পনায় বা শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হ্রাসে দাঁড় করানো যায় তাদের সকলের ক্ষেত্রে উপরের মন্তব্য প্রযোজ্য। হয় এইসব সংস্কার করা হবে সাধারণভাবে, আর তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মজুরি হ্রাস হবে; নয়ত তা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন একটা পরীক্ষা হয়ে থাকবে, এবং সেক্ষেত্রে

তাদের বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী-সত্তাটা এই কথাই প্রমাণ করবে যে ব্যাপক আকারে তাকে কার্যে পরিণত করা বর্তমান পঁুজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না। ধরে নেওয়া যাক কোনো একটি অঞ্চলে ক্রেতাদের সর্বাত্মক সমবায় প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকদের জীবনধারণের উপকরণের ব্যয় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস করতে পারা গেল। তাহলে শেষ পর্যন্ত ঐ এলাকায় মজুরিও মোটামুটি শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাবে, অর্থাৎ কিনা যে পরিমাণে জীবনধারণের ঐ সকল উপকরণ শ্রমিকদের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত সেই অনুপাতে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শ্রমিক যদি সাপ্তাহিক মজুরির তিন-চতুর্থাংশ ঐ সকল সামগ্রীর জন্য ব্যয় করে তবে মজুরি শেষ পর্যন্ত শতকরা ৩/৪×২০=১৫ ভাগ কমবে। অর্থাৎ, যখনই এই ধরনের কোনো সাশ্রয়ী সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়, তখনই যতটা পরিমাণে এই সাশ্রয়ের দরুন জীবনধারণের ব্যয় হ্রাস হল সেই পরিমাণে শ্রমিকদের মজুরিও হ্রাস পাবে। প্রত্যেক শ্রমিক যদি সাশ্রয়ের দ্বারা বছরে ৫২ টলার স্বতন্ত্র আয় করতে পারে, তাহলে তার সাপ্তাহিক মজুরি শেষ পর্যন্ত হ্রাস পাবে এক টলার। সুতরাং, সে যতই সঞ্চয় করবে সেই অনুপাতে তার মজুরি কমতে থাকবে। সে তাই সঞ্চয় করছে নিজ স্বার্থে নয়, পঁুজিপতির স্বার্থে। 'তার মনের মধ্যে সবচেয়ে প্রবলভাবে... প্রাথমিক অর্থনৈতিক গুণ, সঞ্চয়প্রবৃত্তি... জাগাবার জন্য' এছাড়া আর কী দরকার? (৬৪ পৃষ্ঠা)।

অধিকন্তু, শ্রীযুক্ত জাক্স-ও একটু পরে আমাদের বলছেন যে, শ্রমিকেরা বাড়ির মালিক হবে ততটা নিজেদের স্বার্থে নয় যতটা পঁুজিপতিদের স্বার্থে:

> 'সে যাই হোক, যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক লোক জমির সঙ্গে বাঁধা থাক' (!)—'এটা শুধু শ্রমিক শ্রেণীর নয়, সমগ্র সমাজেরই সর্বাধিক স্বার্থ' (আমার ইচ্ছে হয় একবার অন্তত স্বয়ং শ্রীযুক্ত জাক্সকে এই অবস্থায় দেখি)... 'শ্রমিকেরা যদি এই পদ্ধতিতে নিজেরাই সম্পত্তিবান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়... তাহলে আমাদের পদতলে ধূমায়মান সামাজিক সমস্যা নামে কথিত আগ্নেয়গিরিতে যা কিছু অগ্নি সংযোগ করে সেইসব গূঢ় শক্তি, প্রলেতারীয় তিক্ততা, বিদ্বেষ, ভাবধারার বিপজ্জনক বিভ্রান্তি...—সমস্ত কিছু প্রভাত-সূর্যের আলোকে অপসৃয়মাণ কুয়াশার মতন বিদূরিত হয়ে যাবে' (৬৫ পৃষ্ঠা)।

অন্যভাবে বলতে গেলে শ্রীযুক্ত জাক্স আশা করছেন যে, বাড়ির মালিকানা অর্জনের ফলে শ্রমিকদের প্রলেতারীয় অবস্থিতির যে পরিবর্তন

ঘটবে তার ফলে তারা প্রলেতারীয় চরিত্রটুকুও হারিয়ে পুনরায় তাদের বাড়ি-মালিক পূর্বপুরুষদের মতো বশংবদ তাঁবেদারে পরিণত হবে। প্রুধোঁপন্থীরা কথাটা যেন হৃদয়ঙ্গম করেন।

শ্রীযুক্ত জাক্সের বিশ্বাস তিনি এইভাবে সামাজিক সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন:

'**দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্যতর ভাগবাঁটোয়ারা**, স্ফিংসের এই যে ধাঁধার সমাধানে অতীতে এত লোক ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, তা কি এখন একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব হিসেবে বোধ হচ্ছে না? তাকে কি আদর্শের কল্পলোক থেকে এইভাবে বাস্তবের রাজ্যে আনা হচ্ছে না? আর এটা যদি কাজে পরিণত হয়, তবে তার অর্থ কি সেই উচ্চতম লক্ষ্যসিদ্ধি নয়, যাকে **চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীরা** পর্যন্ত **তাদের তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত** বলে উপস্থিত করে থাকে?' (৬৬ পৃষ্ঠা)।

আমাদের সত্যই সৌভাগ্য যে আমরা এতদূর অবধি উঠেছি, কেননা এই জয়ধ্বনিই শ্রীযুক্ত জাক্সের পুস্তকের 'চরম সিদ্ধান্ত'। এখন থেকে আমরা আবার 'আদর্শের কল্পলোক' থেকে বাস্তবতার সমতলভূমিতে ধীরে ধীরে অবতরণ করব এবং অবতরণ করার পর দেখতে পাব যে আমাদের অনুপস্থিতিকালে কিছুই পরিবর্তিত হয় নি, একেবারে কিছুই না।

পথপ্রদর্শক আমাদের প্রথম ধাপ অবতরণ করাচ্ছেন এই জানিয়ে যে, শ্রমিকদের বাসগৃহের মধ্যে দুইটি ধরন আছে: কুটির প্রথা, যাতে প্রত্যেকটি শ্রমিক পরিবারের একটি করে ছোট বাড়ি এবং সম্ভব হলে ছোট্ট একটি বাগানও থাকে, যেমন ইংলন্ডে রয়েছে; আর বড় বড় ভাড়াবাড়ির ব্যারাক-প্রথা, যেখানে অসংখ্য শ্রমিক বাস করে, যেমন প্যারিস, ভিয়েনা ইত্যাদিতে আছে। উত্তর জার্মানিতে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা এই দুই প্রথার মাঝামাঝি। জাক্স মহাশয় আমাদের এ কথা বলছেন সত্যি, যে কুটির-প্রথাটাই একমাত্র সঠিক প্রথা, **একমাত্র প্রথা** যার মধ্যে প্রত্যেকটি শ্রমিক তার নিজ গৃহের মালিকানা অর্জন করতে পারে; তাছাড়া তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ব্যারাক-প্রথার ভিতর স্বাস্থ্যরক্ষা, নৈতিক জীবন এবং গার্হস্থ্য শান্তির ব্যাপারে অনেক গুরুতর অসুবিধাও থাকে। কিন্তু হায়, হায়! তিনি বলছেন যে গৃহসংকটের কেন্দ্রস্থলে বড় বড় শহরে জমির চড়া দামের জন্য কুটির-প্রথা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়; অতএব এই সকল জায়গায় যদি বড় বড়

ব্যারাকের পরিবর্তে চার থেকে ছয়টি ফ্ল্যাট যুক্ত বাড়ি নির্মাণ করা যায়, অথবা যদি নানাবিধ সুচতুর নির্মাণ-কৌশল প্রয়োগে ব্যারাক-প্রথার প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলির কিছুটা উপশম করা যায়, তাহলেই খুশি হওয়া উচিত (৭১-৯২ পৃষ্ঠা)।

আমরা ইতিমধ্যেই খানিকটা নেমে এসেছি, নয় কি? শ্রমিকের পুঁজিপতিতে রূপান্তর, সামাজিক সমস্যার সমাধান, প্রত্যেকটি শ্রমিকের জন্য নিজস্ব একখানা বাড়ি—এসবই পেছনে, 'আদর্শের কল্পলোকে', উঁচুতে ফেলে আসা হল। এখন আমাদের করণীয় শুধু গ্রামাঞ্চলে কুটির-প্রথার প্রবর্তন এবং শহরাঞ্চলে শ্রমিক ব্যারাকগুলিকে যতটা সম্ভব সহনযোগ্য করে তোলা।

সুতরাং, বাস-সংস্থান সমস্যার বুর্জোয়া সমাধান তাদের নিজেদের স্বীকৃতিতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ হল **শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্য।** এইখানেই আমরা সমস্যার মূল কেন্দ্রে উপনীত হচ্ছি। আজকের পুঁজিবাদী সমাজ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্যকে যে চরম বিন্দুতে এনে ফেলেছে, তার অবসানের দিকে অগ্রসর হবার উপযোগী সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হলেই বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই বৈপরীত্যের অবসান দূরে থাক, পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিদিন একে তীব্রতর করতে বাধ্য হয়। প্রথম আধুনিক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা, যথা ওয়েন এবং ফুরিয়ে এটা তখনই সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁদের আদর্শ কাঠামোয় শহর ও গ্রামের বৈপরীত্য লোপ পেয়েছিল। সুতরাং, শ্রীযুক্ত জাক্স যে মত প্রচার করছেন, তার বিপরীতটাই ঘটে; বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যারও সমাধান করে, এ কথা সত্য নয়; বরং সামাজিক সমস্যার সমাধান হলে পরেই, অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটাতে পারলেই, শুধু বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। আধুনিক বড় বড় শহর বজায় রাখবার সঙ্গে সঙ্গে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষা আজগবি। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান হলেই কিন্তু আধুনিক মহানগরীর অবসান হবে, আর তা একবার শুরু হলে প্রত্যেক শ্রমিককে শুধু ছোট্ট একটা বাড়ি দেবার প্রশ্ন নয়, একেবারেই পৃথক সব সমস্যা দেখা দেবে।

গোড়াতে প্রত্যেক সমাজ-বিপ্লবকেই অবশ্য তদানীন্তন পরিস্থিতি থেকে শুরু করতে হয়, এবং হাতের কাছে যা উপায় থাকে তা দিয়েই দূর করতে হয় সবচেয়ে জরুরী ব্যাধিগুলিকে। আর আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে বাসস্থান সংকটের সমাধান এখনই হতে পারে, যদি সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির বিলাসভবনের একাংশ থেকে তাদের অধিকারচ্যুত করা যায় এবং বাকি অংশে করা হয় বাধ্যতামূলকভাবে অপরের বসতির ব্যবস্থা।

শ্রীযুক্ত জাক্স যদি এর পর তাঁর আলোচনার জের টেনে আরেকবার বড় বড় শহরকে ছাড়ান দিয়ে শহরের কাছাকাছি শ্রমিক উপনিবেশ নির্মাণ সম্পর্কে বাগাড়ম্বর বক্তৃতা করতে থাকেন; তিনি যদি এ ধরনের শ্রমিক উপনিবেশের সকল মাধুরীর বর্ণনা করতে থাকেন — যেখানে থাকছে সকলের জন্য 'জল সরবরাহ, গ্যাসের আলো, বায়ুপ্রবাহ অথবা জল গরমের ব্যবস্থা, ধোপাখানা, কাপড় শুকোবার ঘর, স্নানাগার ইত্যাদি', প্রতি উপনিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, প্রার্থনাগৃহ' (!), 'পাঠাগার, লাইব্রেরি... সুরা ও বিয়র হল, যথাবিহিত মর্যাদাযুক্ত নাচগানের ঘর'; প্রত্যেকটি বাড়িতে সংযুক্ত বাষ্পশক্তি, যা দিয়ে 'কিছু কিছু পরিমাণে কারখানা থেকে ফের গার্হস্থ্য কর্মশালায় উৎপাদনের কাজ টেনে আনা যেতে পারে' — তাহলেও কিন্তু পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। তিনি যে উপনিবেশের বর্ণনা করলেন তা সমাজতন্ত্রী ওয়েন ও ফুরিয়েরের কাছ থেকে শ্রীযুক্ত হুবারের সরাসরি ধার-করা, কেবল সমাজবাদী প্রত্যেকটি ব্যাপার বাদ দিয়ে তাকে তিনি দিয়েছেন পুরোপুরি একটা বুর্জোয়া চরিত্র। ফলে অবশ্য উপনিবেশটা বাস্তবিকই ইউটোপিয়ায় পরিণত হয়েছে। কোনো পুঁজিপতিরই এই রকম উপনিবেশ স্থাপনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ফ্রান্সের গিজ্-এ ছাড়া দুনিয়ার কোথায়ও বাস্তবে এই ধরনের উপনিবেশের অস্তিত্বও নেই; আর সেটিও নির্মিত হয়েছিল সমাজবাদী পরীক্ষা হিসেবে ফুরিয়েরের এক অনুগামীর দ্বারা, মুনাফার খাতিরে নয়।* তাঁর বুর্জোয়া প্রকল্প-জল্পনার সমর্থনে

---

* এটিও অবশ্য শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর শোষণেরই এক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৬ সালের প্যারিসের *Socialiste* (১৭) পত্রিকাটি দেখুন। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

শ্রীযুক্ত জাক্স পঞ্চম দশকের গোড়াতে ওয়েন কর্তৃক হ্যাম্পশায়ারে প্রতিষ্ঠিত এবং বহুদিন-বিলুপ্ত কমিউনিস্ট উপনিবেশ 'Harmony Hall'-এর (১৮) দৃষ্টান্তও উল্লেখ করতে পারতেন।

যাই হোক, উপনিবেশ গঠনের এইসব বুলি কিন্তু 'আদর্শের কল্পলোকে' মেঘে উড়ে যাবার পঙ্গু প্রচেষ্টার চেয়ে বেশি কিছু নয়, আবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চেষ্টা পরিত্যাগও করতে হয়। আমরা পুনরায় দ্রুতবেগে নিচে নামতে থাকি। এবার সহজতম সমাধান হচ্ছে এই যে,

'নিয়োগকর্তাদের, ফ্যাক্টরি মালিকদের উচিত শ্রমিকদের যথাযোগ্য বাসগৃহ সংগ্রহ করাতে সাহায্য করা, তা তাঁরা নিজেরাই বাড়ি বানিয়ে দিন, অথবা জমি জোগান দিয়ে এবং গৃহনির্মাণের পুঁজি আগাম দিয়ে নিজেদের বাসগৃহ বানাতে শ্রমিকদের সাহায্যই করুন, ইত্যাদি' (১০৬ পৃষ্ঠা)।

এই কথা বলার মানে হল আমরা আবার শহর থেকে বার হয়ে গ্রামে ফিরে গেলাম, কেননা শহরে তার প্রশ্নই ওঠে না। এরপর শ্রীযুক্ত জাক্স প্রমাণ করছেন যে শ্রমিকদের বাসযোগ্য গৃহ সংগ্রহ করতে সাহায্য করাটা মালিকদেরই স্বার্থ, কেননা একদিকে এটা হল লাভজনক পুঁজি বিনিয়োগ, এবং অন্যদিকে এর অবশ্যম্ভাবী

'ফলস্বরূপ শ্রমিকদের উন্নয়নে... তাদের মানসিক ও শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা স্বভাবতই... মালিকদের পক্ষেও কম... সুবিধাজনক হবে না। এতে করে বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মালিকদের অংশগ্রহণের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটা দেওয়া হচ্ছে। এটা দেখা দিচ্ছে **অন্তর্নিহিত সংযোগের** ফলস্বরূপ, শ্রমিকদের শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য মালিকদের প্রযত্নের ফলস্বরূপ যা সাধারণত ঢাকা থাকে মানবহিতৈষী প্রচেষ্টার আবরণে আর যা নিজেই নিজের আর্থিক পুরস্কারস্বরূপ, কারণ তার সুফল হল পরিশ্রমী, দক্ষ, কর্মেচ্ছুক, সন্তুষ্ট এবং **অনুগত** শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি ও পালন' (১০৮ পৃষ্ঠা)।

হুবার 'অন্তর্নিহিত সংযোগ' (১৯) এই বাক্যাংশটি দিয়ে বুর্জোয়া হিতবাদী প্রলাপে যে 'উন্নত তাৎপর্য' আরোপ করার চেষ্টা করেছেন তাতে পরিস্থিতির কোনোই পরিবর্তন হয় না। সে বাক্যাংশ ছাড়াই বড় বড় গ্রামীণ ফ্যাক্টরির মালিকেরা, বিশেষ করে ইংলন্ডে, বহুপূর্বেই বুঝতে পেরেছিল যে, শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ শুধু প্রয়োজনই নয়, শুধু ফ্যাক্টরির

সাজ-সরঞ্জামের অঙ্গই নয়, লাভজনকও বটে। ইংলণ্ডে অনেক গ্রাম গোটাটাই এইভাবে গড়ে উঠেছিল, কয়েকটা পরে শহরেও পরিণত হয়েছে। শ্রমিকেরা কিন্তু এর দরুন মানবহিতৈষী পুঁজিপতিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে এই 'কুটির-প্রথার' বিরুদ্ধে সর্বদাই রীতিমত আপত্তি জানিয়ে এসেছে। ফ্যাক্টরির মালিকদের প্রতিযোগী না থাকাতে ঘরবাড়ির জন্য শ্রমিকেরা শুধু যে একচেটিয়ার প্রাপ্য দাম দিতে বাধ্য হয় তাই নয়, ধর্মঘট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা গৃহচ্যুত হয়ে পড়ে, কেননা ফ্যাক্টরির মালিক তাদের বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেয় যার ফলে প্রতিরোধ হয়ে ওঠে কঠিন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমার 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' পুস্তকে ২২৪ এবং ২২৮ পৃষ্ঠা থেকে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত জাক্স অবশ্য মনে করেন যে, এই সকল 'আপত্তি বলতে গেলে খণ্ডন করারও যোগ্য নয়' (১১১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তিনি কি শ্রমিককে তার ছোট্ট বাড়িটির মালিকে পরিণত করতে চান না? নিশ্চয় চান। কিন্তু যেহেতু 'নিয়োগকর্তার পক্ষে সর্বদাই বাসগৃহ বিলিবণ্টনের অধিকার থাকা দরকার, যাতে বরখাস্ত শ্রমিকের পরিবর্তে যে শ্রমিক আসবে তাকে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়', তাই... 'এই ধরনের ক্ষেত্রে **মালিকানা চুক্তির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য,** এই শর্তটা আরোপ করা' ছাড়া আর কিছু করার নেই* (১১৩ পৃষ্ঠা)।

এবার আমরা হঠাৎ ধপ করে নেমে পড়েছি। প্রথমে বলা হয়েছিল যে

---

* এই ব্যাপারেও ইংরেজ পুঁজিপতিরা শ্রীযুক্ত জাক্সের বাঞ্ছিত কামনা যে অনেক পূর্বেই পূরণ করেছে তাই নয়, তাকে অতিক্রম করে অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছে। ১৮৭২ সালে ১৪ অক্টোবর সোমবার মরপেথ্-এ পার্লামেণ্টীয় নির্বাচনে ভোটদাতাদের তালিকা স্থির করার উদ্দেশ্যে আদালতকে এই তালিকায় নাম তোলবার জন্য ২,০০০ খনি শ্রমিকদের তরফ থেকে এক দরখাস্ত বিচার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রকাশ পেল যে এই শ্রমিকদের অধিকাংশ, যে খনিতে নিযুক্ত সেই খনির নিয়ম অনুযায়ী, যে বাড়িতে তারা বাস করে তার **ইজারাদার বলে** গণ্য হতে পারে **না,** তাদের বসবাস হল বাড়ির মালিকদের **দয়া সাপেক্ষ;** এবং যে কোনো সময় বিনা নোটিসে তাদের উচ্ছেদ করা চলে। (খনি মালিক এবং বাড়ির মালিক অবশ্য স্বভাবতই এক ব্যক্তি।) বিচারক রায় দিলেন যে এরা **ইজারদার নয়, ভৃত্য মাত্র,** এবং সেই **কারণে এরা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার** অধিকারী নয়। *(Daily News,* (২০) ১৫ অক্টোবর, ১৮৭২।) (এঙ্গেলসের টীকা।)

শ্রমিকদের নিজস্ব ছোট্ট বাড়িটির মালিক হওয়া উচিত, পরে আমরা অবগত হলাম যে শহরে তা অসম্ভব এবং শুধু গ্রামাঞ্চলেই সম্ভব হতে পারে, এবং এখন আমাদের বলা হল যে গ্রামাঞ্চলেও এই মালিকানা 'চুক্তির দ্বারা **প্রত্যাহারযোগ্য'** হওয়া উচিত! শ্রীযুক্ত জাক্স কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য এই নতুন ধরনের সম্পত্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিকদের 'চুক্তির দ্বারা প্রত্যাহারযোগ্য' পুঁজিপতিতে এই রূপান্তরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার সমতল ভূমিতে নিরাপদে পেঁৗছে গেছি। এইবার আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য পুঁজিপতি এবং অন্যান্য মানবহিতৈষীরা **বাস্তবে** কী করেছে।

২

আমাদের ডক্টর জাক্সকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে বলতে হয় এই ভদ্রমহোদয়গণ, অর্থাৎ পুঁজিপতিরা, বাসস্থানের অভাবের প্রতিকারে ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে যে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান সম্ভব তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত জাক্স... বোনাপার্টীয় ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন! এ কথা সুবিদিত যে, প্যারিস বিশ্বপ্রদর্শনীর সময়ে লুই বোনাপার্ট এক কমিশন নিয়োগ করেছিলেন বাহ্যত ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য, কিন্তু আসলে সাম্রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির জন্য তাদের অবস্থাকে পরম সুখময় বলে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্যে। বোনাপার্টপন্থার চরমতম দুর্নীতিপরায়ণ সেবকদের নিয়ে গঠিত **এই** কমিশনের রিপোর্টেরই শ্রীযুক্ত জাক্স উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে এই কারণে যে, কমিশনের অনুসন্ধানের ফলাফল 'ভারপ্রাপ্ত কমিশনের **নিজের বিবৃতি** অনুযায়ী সমগ্র ফরাসী দেশের ক্ষেত্রে মোটামুটি সুসম্পূর্ণ'! এবং কী সেই ফলাফল? যে-উননব্বইজন বড় বড় শিল্পপতি বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি তথ্য সরবরাহ করেছেন, তার মধ্যে একত্রিশ জন শ্রমিকদের জন্য **কোনোরূপ** বাসগৃহই নির্মাণ করেন নি। জাক্সের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী যে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে

তাতে বড়জোর ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ লোক থাকে, আর প্রায় কোনোটিতেই পরিবার-পিছু দুই কামরার বেশি জায়গা নেই!

এ কথা সুস্পষ্ট যে স্বীয় শিল্পের পরিস্থিতির দরুন—জলশক্তি, কয়লাখনি, লোহ-আকরিক এবং অন্যান্য খনিজের অবস্থিতি ইত্যাদির কারণে—কোনো একটি গ্রামীণ অঞ্চলে যে-পুঁজিপতিদের বাঁধা থাকতে হয়, তাদের প্রত্যেককেই ঘরবাড়ির অন্য ব্যবস্থা না থাকলে নিজের শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ বানাতে হবে। এর মধ্যে 'অন্তর্নিহিত সংযোগ', 'এই প্রশ্ন এবং তার ব্যাপক তাৎপর্যের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির মুখর সাক্ষ্য', 'আশাপ্রদ সূচনা' (১১৫ পৃষ্ঠা)—এসবের প্রমাণ পেতে হলে আত্মপ্রবঞ্চনার অত্যন্ত সুপটু অভ্যাস প্রয়োজন। তাছাড়া এই ব্যাপারেও বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিদের মধ্যে তাদের জাতীয় চরিত্র অনুযায়ী তফাৎ আছে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের জানাচ্ছেন (১১৭ পৃষ্ঠা):

'**ইংলণ্ডে অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালেই** মালিকদের তরফ থেকে এই ব্যাপারে বর্ধিত ক্রিয়াকলাপ দেখা গেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় দূরবর্তী পাড়াগাঁ সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য... শ্রমিকদের জন্য মালিকেরা যে বাসগৃহ **নির্মাণ করছে** তার প্রধান **প্রেরণা** হল এই যে, অন্যথায় শ্রমিকেরা নিকটবর্তীতম গ্রাম থেকে কারখানা অবধি এতদূর হেঁটে আসতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে তারা যথেষ্ট কাজ করতে পারত না। তবে অবশ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে **গভীরতর উপলব্ধিসম্পন্ন** লোকের সংখ্যা, যারা বাসস্থান **সংস্কারের** সঙ্গে অন্তর্নিহিত সংযোগের মোটামুটি অন্যান্য সব উপাদানগুলিকেও মিলিয়ে নেয়, তাদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে আর বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির প্রতিষ্ঠার গৌরব এই লোকগুলিরই প্রাপ্য... হাইড-এর অ্যাশ্‌টন, টার্টন-এর অ্যাশ্‌ওয়ার্থ, ব্যুরির গ্র্যান্ট, বলিংটনের গ্রেগ, লিড্‌স-এর মার্শাল, বেল্‌পার-এর স্ট্রাট, সল্‌টেয়ার-এর সল্‌ট, কোপলির অ্যাক্‌রয়েড প্রভৃতিদের নাম এই কারণেই গোটা যুক্তরাজ্যে সুপরিচিত।'

ধন্য সরলতা এবং আরো ধন্য অজ্ঞতা! ইংরেজ গ্রামীণ ফ্যাক্টরি-মালিকেরা, নাকি শুধু 'অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালে' শ্রমিকদের বাসগৃহ বানাতে শুরু করেছে! না, প্রিয় বন্ধু জাক্স, ইংরেজ পুঁজিপতিরা শুধু টাকার থলির দিক দিয়ে নয়, মগজের বিচারেও সত্যিই বৃহৎ শিল্পপতি। জার্মানিতে সত্যকারের বৃহদায়তন শিল্প উদ্ভবের অনেক আগেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে, গ্রামীণ জেলাগুলিতে কারখানার উৎপাদন চালাতে হলে শ্রমিকদের

বাসগৃহের জন্য টাকা খরচটা হল নিয়োজিত মোট পুঁজির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অত্যন্ত লাভজনকও বটে। বিসমার্ক ও জার্মান বুর্জোয়াদের মধ্যেকার সংগ্রাম জার্মান শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার এনে দেবার অনেক আগেই, ইংরেজ ফ্যাক্টরি, খনি ও ঢালাই কারখানার মালিকদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, একই সঙ্গে শ্রমিকদের বাড়িওয়ালা হতে পারলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপরে কতখানি চাপ দেওয়া সম্ভব। গ্রেগ, অ্যাশ্‌টন ও অ্যাশ্‌ওয়ার্থের 'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলি' এতই 'সাম্প্রতিক' যে চল্লিশ বছর আগেই বুর্জোয়ারা এগুলিকে আদর্শ বলে অভিনন্দিত করেছিল, যে কথা আমি নিজেই আটাশ বছর আগে লিখেছি। ('ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২২৮-২৩০, টীকা।) মার্শাল এবং অ্যাক্‌রয়েডের (তিনি Akroyd বানান করেন, Ackroyd নয়) উপনিবেশগুলিও প্রায় সমান প্রাচীন; আর স্ট্রাটেরটি আরও বেশি পুরনো, তার শুরু গত শতাব্দীতে। ইংলণ্ডে যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীর বাসগৃহের গড়পড়তা আয়ু চল্লিশ বছর বলে ধরা হয়, তাই শ্রীযুক্ত জাক্স আঙুল গুনেই হিসাব করে দেখতে পারেন এই 'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির' আজ কী ভগ্নদশা। তাছাড়া এই উপনিবেশগুলির অধিকাংশেরই অবস্থিতি আজ আর গ্রামাঞ্চলে নয়। শিল্পের বিপুল প্রসার এদের বেশির ভাগকে চারদিক থেকে ফ্যাক্টরি ও বাড়িঘর দিয়ে এমন করে বেড়াজালে ঘিরে ফেলেছে যে এরা আজ ২০,০০০ বা ৩০,০০০, এমনকি ততোধিক অধিবাসীর দ্বারা অধ্যুষিত নোংরা, ধূম্রমলিন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কিন্তু তাসত্ত্বেও শ্রীযুক্ত জাক্স যার প্রতিনিধি সেই জার্মান বুর্জোয়া বিজ্ঞানের পক্ষে আজ ১৮৪০ সালের ইংরেজ-মহলে প্রচলিত সেই প্রশস্তি-গাথার ভক্তিপ্লুত পুনরাবৃত্তি আটকায় না যা বাস্তবে আজ আর প্রযোজ্য নয়।

আর, দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে কি না বুড়ো অ্যাক্‌রয়েডের! এই গুণী ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই সেরা মানবহিতৈষী ছিলেন। তিনি তাঁর শ্রমিকদের, বিশেষ করে নারী-শ্রমিকদের এতই ভালবাসতেন যে ইয়র্কশায়ারে তাঁর অপেক্ষাকৃত কম মানবহিতৈষী প্রতিযোগীরা তাঁর সম্পর্কে বলে বেড়াত যে তিনি শুধুমাত্র নিজের সন্তানদের দিয়েই কারখানা চালু রাখছেন! এ কথা সত্য যে শ্রীযুক্ত জাক্স এই মর্মে মতপ্রকাশ করেছেন যে, এইসব বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলিতে

'জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে' (১১৮ পৃষ্ঠা)। হ্যাঁ, **বিবাহ বন্ধনের বাইরে** জাত জারজ সন্তানের সংখ্যা কমেছে বটে, কেননা ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলে সুন্দরী মেয়েদের অতি অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়।

ইংলণ্ডে গত ষাট বছর বা ততোধিক কাল ধরে প্রতিটি বড় গ্রামীণ ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠার **সঙ্গে সঙ্গেই** তার কাছাকাছি শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ফ্যাক্টরি-গ্রামের অনেকগুলি পরবর্তীকালে এক-একটা গোটা ফ্যাক্টরি-শহরের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, এবং ফ্যাক্টরি-শহর যতকিছু কুফলের জন্ম দেয় তা সবই জন্মেছে সেখানে। সুতরাং, এইসব উপনিবেশ বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান তো করেই নি, বরং এই সমস্ত অঞ্চলে **সমস্যাটার সৃষ্টিই ঘটিয়েছে** আসলে এরাই **প্রথম**।

অন্যদিকে, বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে যেসব দেশ কোনোক্রমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ইংলণ্ডের বহু পেছনে চলেছে, বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে যাদের বাস্তব পরিচয় কেবল ১৮৪৮ সালের পরেই, সেই ফ্রান্সে এবং বিশেষ করে জার্মানিতে অবস্থাটা সম্পূর্ণ পৃথক। এইসব দেশে শুধুমাত্র সুবৃহৎ ইস্পাত-কারখানাগুলি শ্রমিকদের বাসগৃহ কিছুটা নির্মাণ করেছে, তাও অনেক দ্বিধার পর, যেমন করেছে ক্রেজো-তে শ্নাইদার এবং এসেন-এ ক্রুপের কারখানা। গ্রাম্য শিল্পপতিদের অধিকাংশই গ্রীষ্ম, বর্ষা ও তুষারের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মাইলের পর মাইল হেঁটে প্রতিদিন সকালে কারখানায় আসা এবং সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে যাওয়া চলতে দিচ্ছে। এই রকম ব্যবস্থা বিশেষ করে দেখা গিয়েছে পাহাড়ী এলাকায়, ফরাসী এবং অ্যালসেসিয়ান ভগেজ জেলাগুলিতে, ভুপার, জিগ, আগার, লেন, এবং রাইনল্যাণ্ড-ভেস্টফালিয়ার নদীগুলির উপত্যকায়। এর্ৎসগেবির্গে অঞ্চলেও সম্ভবত পরিস্থিতি কিছুতেই এর চেয়ে ভালো নয়। জার্মান এবং ফরাসী, উভয়ের মধ্যেই একই হীন কঞ্জুসতা দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত জাক্স ভালো করেই জানেন যে, এই অতি আশাপ্রদ সূচনার তথা বর্ধিষ্ণু উপনিবেশগুলির প্রায় কোনো তাৎপর্য নেই। তাই তিনি এখন পুঁজিপতিদের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন যে তারা শ্রমিকদের জন্য

বাসগৃহ বানিয়ে মোটা ভাড়া আদায় করতে পারে। অর্থাৎ, তিনি শ্রমিকদের প্রবঞ্চনা করার নতুন রাস্তা এদের বাতলে দেবার চেষ্টায় আছেন।

প্রথমত তিনি এদের কাছে তুলে ধরেছেন লণ্ডনের আধা-জনহিতৈষী এবং আধা-ফাটকাবাজ কয়েকটি গৃহনির্মাণ সমিতির দৃষ্টান্ত, যারা শতকরা চার থেকে ছয় ভাগ বা তারও বেশি হারে নিট মুনাফা অর্জন করেছে। আমাদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের এটা প্রমাণ করার কোনোই দরকার নেই যে, শ্রমিকদের বাড়ি বানানোর পেছনে নিয়োজিত পুঁজি থেকে ভালো মুনাফা পাওয়া যায়। পুঁজিপতিরা যে শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের জন্য আরও বেশি করে পুঁজি নিয়োগ করে না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকতর ব্যয়সাধ্য বাসগৃহ নির্মাণ করলে মুনাফা জোটে আরও চড়া হারে। ধনিকদের কাছে শ্রীযুক্ত জাক্সের আবেদন তাই ফের নীতি-উপদেশ বিতরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেখা যাচ্ছে, যাদের জাঁকালো সাফল্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জাক্স এত জোরে জয়ঢাক বাজালেন লণ্ডনের সেই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি তাঁর দেওয়া হিসাব মতোই, সব রকমের গৃহনির্মাণী ফাটকা এর মধ্যে ধরে, মোট ২,১৩২টি পরিবার ও ৭০৬টি একক ব্যক্তি অর্থাৎ ১৫,০০০-এরও কম লোকের জন্য গৃহসংস্থান করেছে! যখন কিনা লণ্ডনের একমাত্র ইস্ট্ এণ্ড্-এই দশ লক্ষাধিক শ্রমিক জঘন্যতম বাসস্থানে বাস করছে, তখন এই ধরনের ছেলেমানুষীকে দারুণ সাফল্য হিসেবে জার্মানিতে কতই না গুরুত্ব দিয়ে পেশ করা হচ্ছে! মানবহিতৈষী এইসব প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে বাস্তবে এতই শোচনীয় আর তুচ্ছ যে, শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টীয় রিপোর্টে এসবের উল্লেখটুকু পর্যন্ত করা হয় না।

সমগ্র অধ্যায়টিতেই লণ্ডন সম্পর্কে যে হাস্যকর অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই না। শুধু একটি কথা। শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে সোহো-তে একক ব্যক্তিদের জন্য আবাসগৃহ ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হয়েছে, কেননা নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে 'ব্যাপক সংখ্যায় খদ্দের পাবার কোন আশাই ছিল না'। জাক্স মহাশয়ের ধারণা এই যে লণ্ডনের ওয়েস্ট্ এণ্ড্ অঞ্চলটি গোটাটাই এক বিরাট বিলাস নগরী, সেখানে শোভনতম রাজপথের পেছনেই যে সবচেয়ে নোংরা শ্রমিক-বসতি দেখা যায়, সোহো যার

অন্যতম, তা তিনি জানেন না। সোহো-র যে আদর্শ আবাসগৃহটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার সম্বন্ধে তেইশ বছর আগেই আমি অবহিত ছিলাম। গোড়াতে অনেকেই সেখানে যাতায়াত করত, তবু এটা উঠে যাবার কারণ এই যে, সেখানে কেউ একে বরদাস্ত করতে পারল না, যদিও এটাই ছিল উৎকৃষ্টদের অন্যতম।

কিন্তু অ্যালসেসের অন্তর্গত ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক-নগরীটি নিশ্চয় সাফল্য অর্জন করেছে, নয় কি?

অ্যাশ্‌টন, অ্যাশ্‌ওয়ার্থ, গ্রেগ প্রমুখের একদা-'বর্ধিষ্ণু উপনিবেশ' যেমন ইংরেজ বুর্জোয়াদের দেখাবার মতো বস্তু ছিল, তেমনই ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক-নগরীটি হল ইউরোপ মহাদেশীয় বুর্জোয়াদের সেরা প্রদর্শনী। দুঃখের বিষয় ম্যুল্‌হাউজেনের দৃষ্টান্তটি 'অন্তর্নিহিত' সংযোগের নয়, দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য (২১) এবং অ্যালসেসের পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রকাশ্য মিলনেরই ফল। এটি লুই বোনাপার্টের সমাজবাদী নিরীক্ষাগুলির অন্যতম, এর এক-তৃতীয়াংশ পুঁজি রাষ্ট্রের দ্বারা লগ্নী করা হয়েছিল। চৌদ্দ বছরে (১৮৬৭ পর্যন্ত) এখানে ৮০০টি ছোট বাড়ি তৈরি হয়েছে, তাও আবার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা অনুযায়ী—আর ইংলণ্ডে এমনটা হওয়া অসম্ভব, কেননা তারা এই বিষয়ে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল; তেরো থেকে পনেরো বছর ধরে বর্ধিত হারে ভাড়া আদায় করার পর এই বাড়িগুলিকে শ্রমিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয় তাদের সম্পত্তি হিসেবে। সম্পত্তি অর্জনের পন্থারূপে অ্যালসেসের বোনাপার্টপন্থীদের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেননা আমরা এখনই দেখতে পাব যে ইংলণ্ডের গৃহনির্মাণ-সংক্রান্ত সমবায় সমিতিগুলি এই প্রথা প্রবর্তন করেছিল অনেক আগেই। এই বাড়িগুলি কেনার জন্য যে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়েছে তা আবার ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক চড়া। উদাহরণস্বরূপ, পনেরো বছর ধরে কিস্তিবন্দী হারে মোট ৪,৫০০ ফ্রাঙ্ক শোধ করবার পর শ্রমিক যে-বাড়ির অধিকার পেল, পনেরো বছর আগে তার দাম ছিল মাত্র ৩,৩০০ ফ্রাঙ্ক। যদি কোনো শ্রমিক চলে যেতে চায়, অথবা সে যদি একমাসের কিস্তিও বাকি ফেলে (সেক্ষেত্রে তাকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে), তবে বাড়ির আদি মূল্যের উপরে শতকরা ৬⅔ ভাগ বার্ষিক ভাড়া হিসেবে ধার্য করা হয় (অর্থাৎ ৩,০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের বাড়ির

জন্য মাসিক ১৭ ফ্রাঙ্ক) আর বাকিটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, অবশ্য **সুদ হিসেবে এক কপর্দকও না দিয়ে।** এ কথা স্পষ্ট যে 'রাষ্ট্রীয় সাহায্যের' কথা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেও এই পরিস্থিতিতে গৃহনির্মাণ সমিতিটির তহবিল ভারি হতে পারে। এ কথাও অবশ্য সমপরিমাণে স্পষ্ট যে, এই ব্যবস্থা-অনুযায়ী পাওয়া বাড়ি শহরের পুরনো বহুফ্ল্যাটযুক্ত বাড়িগুলির তুলনায় ভালো, আর কোনো কারণে না হোক শুধুমাত্র শহরের বাইরে আধা-গ্রামীণ অঞ্চলে এগুলি নির্মিত বলেই।

জার্মানির মধ্যে যে কয়েকটি নগণ্য নিরীক্ষা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বলারও প্রয়োজন নেই; শ্রীযুক্ত জাক্স পর্যন্ত ১৫৭ পৃষ্ঠায় তার শোচনীয়তা স্বীকার করেছেন।

তাহলে এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে কী প্রমাণ হল? প্রমাণ হল শুধু এই যে, স্বাস্থ্যবিধির সমস্ত নিয়ম পদদলিত না করলেও শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ পুঁজিপতিদের দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক। কিন্তু এ কথাটা কখনও অস্বীকৃত হয় নি, কথাটা অনেক আগে থাকতেই আমাদের জানা। যাতে একটা বর্তমান চাহিদা মেটে এমন **যে কোনো** পুঁজি-লগ্নিই লাভজনক যদি তা যুক্তিসহ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। প্রশ্নটা কিন্তু এই যে **তাসত্ত্বেও** বাস-সংস্থানের অভাব বজায় থাকে কেন, পুঁজিপতিরা কেন তাসত্ত্বেও শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান জোগায় না। এখানেও আবার পুঁজির প্রতি আবেদন ছাড়া শ্রীযুক্ত জাক্সের আর কিছু বক্তব্য নেই, আর তা-ও প্রশ্নটার জবাব দিতে অপারগ। আসল জবাব অবশ্য আমরা উপরেই দিয়েছি।

পুঁজি যদি বাসস্থানের অভাবের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়, তবুও সে তা সমাধান করতে **চায়** না; কথাটা এতক্ষণে পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আর দুটি মাত্র উপায় রইল: শ্রমিকদের স্বাবলম্বন আর রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

শ্রীযুক্ত জাক্স স্বাবলম্বনের উৎসাহী পূজারী, বাস-সংস্থান সমস্যার ব্যাপারেও এ সম্বন্ধে তিনি অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত করতে সক্ষম। দুঃখের বিষয়, তিনি একেবারে গোড়াতেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, যেসব অঞ্চলে কুটির-প্রথা বিদ্যমান রয়েছে কিংবা তার প্রবর্তন সম্ভবপর, অর্থাৎ

আবার কিনা সেই গ্রামীণ এলাকাতেই শুধু স্বাবলম্বন কিছুটা ফলপ্রসূ হতে পারে। বড় বড় শহরে, এমনকি ইংলণ্ডেও, সে চেষ্টা কার্যকর হতে পারে অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে, অতঃপর শ্রীযুক্ত জাক্স দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছেন,

'এই পন্থায়' (স্বাবলম্বনের পথে) 'সংস্কার সম্পন্ন হতে পারে শুধু **ধীরপথে**, সুতরাং **সর্বদাই** আংশিকভাবে, অর্থাৎ যে অনুপাতে বাসগৃহের গুণাগুণের উপরে প্রভাববিস্তারের মতো করে ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি শক্তিশালী হচ্ছে সেই অনুপাতে।'

অবশ্য এটুকুও সন্দেহের কথা; যাই হোক 'ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি' কিন্তু গ্রন্থকারের লিখনরীতির 'গুণাগুণের' উপর কোনোরূপ সংস্কারক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এইসব সত্ত্বেও নাকি ইংলণ্ডে স্বাবলম্বন এমন অসাধ্যসাধন করেছে যে, 'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যান্য পন্থায় সেখানে যা কিছু করা হয়েছে এই উপায়টা তাকে **অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে'**। শ্রীযুক্ত জাক্স এখানে ইংলণ্ডের 'building societies'-এর কথাই বলছেন। এ সম্পর্কে এত বিশদভাবে তিনি আলোচনা করছেন বিশেষ করে এইজন্য যে,

'এদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাধারণত হয় অ-পর্যাপ্ত অথবা ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। ইংরেজ building societies কোনোক্রমেই... গৃহনির্মাণের জন্য সমিতি বা সমবায় নয়; তাদের বর্ণনা করা যায়... জার্মান ভাষায় 'গৃহ অর্জন সমিতি' ধরনের সংগঠন হিসেবে। সমিতিগুলির উদ্দেশ্য হল সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা সংগ্রহ করে তহবিল সঞ্চয় করা, যাতে তা থেকে তহবিলের পরিমাণ অনুযায়ী বাসগৃহ ক্রয় করার জন্য সদস্যদের ঋণ মঞ্জুর করা যায়... Building society সুতরাং কাজ করে সদস্যদের একাংশের জন্য সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসেবে, আর অপরাংশের পক্ষে ঋণদানের ব্যাঙ্ক হিসেবে। অতএব এই building societies প্রধানত শ্রমিকদের চাহিদা মেটাবার জন্য বন্ধকী ঋণদান প্রতিষ্ঠানস্বরূপ; এরা প্রধানত... শ্রমিকদের সঞ্চয়কে ব্যবহার করে... গৃহ ক্রয় অথবা নির্মাণের জন্য আমানতকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করে। এ কথা অনুমেয় যে, এই ঋণ সংশ্লিষ্ট স্থাবরসম্পত্তিটুকু বন্ধক রেখেই মঞ্জুর করতে হয় এবং এই শর্তে যে অল্পদিনের মধ্যে কিস্তিবন্দী হিসেবে সুদ ও বন্ধকী বাবদ দেয় অর্থের অংশ সহ তা ফেরৎ দিতে হবে... প্রাপ্য সুদ আমানতকারীদের তুলতে দেওয়া হয় না, **তাদের নামে তা চক্রবৃদ্ধি হারে জমা হয়**... যে কোনো সময়ে একমাসের নোটিস দিয়ে সদস্যরা তাদের

দেওয়া টাকা সুদসহ ফেরৎ পাবার দাবি করতে পারে' (১৭০-১৭২ পৃষ্ঠা)। 'ইংলণ্ডে ২,০০০-এরও বেশি এ রকম সমিতি আছে... তাদের সঞ্চিত মোট পুঁজির পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ড। এইভাবে প্রায় ১,০০,০০০ শ্রমিক পরিবার ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব গৃহকোণের অধিকার অর্জন করেছে—এমন সামাজিক সাফল্যের তুলনা মেলা ভার' (১৭৪ পৃষ্ঠা)।

দুর্ভাগ্যবশত এক্ষেত্রেও ঠিক পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক 'কিন্তু' এসে হাজির:

'কিন্তু এই উপায়ে সমস্যাটার একটা নিখুঁত সমাধান **কোনোক্রমেই সম্ভব হয় নি,** আর কোনো কারণে না-হোক অন্তত এই কারণেই যে একমাত্র **বেশি অবস্থাপন্ন** শ্রমিকের পক্ষেই বাড়ির অধিকার অর্জন সম্ভবপর... বিশেষ করে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে বিবেচিত হয় না' (১৭৬ পৃষ্ঠা)।

ইউরোপ মহাদেশে 'এই ধরনের সমিতির... বিকাশের বিশেষ সুযোগ নেই'। এদের পূর্বশর্ত হল কুটির-প্রথার অস্তিত্ব, যা মহাদেশে শুধু গ্রামাঞ্চলেই বিদ্যমান, এবং গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকেরা স্বাবলম্বনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিণত হয়ে ওঠে নি। অন্যদিকে শহরে যেখানে প্রকৃত গৃহনির্মাণ সমবায় গড়ে উঠতে পারত, সেখানে তারা 'নানা ধরনের বৃহৎ ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন' (১৭৯ পৃষ্ঠা)। এরা শুধু কুটিরই নির্মাণ করতে পারে, যেটা বড় বড় শহরে চলবে না। সংক্ষেপে 'বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং বলতে গেলে নিকট ভবিষ্যতেও—এই ধরনের সমবায়ী স্বাবলম্বন আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে' পারবে না। দেখতেই পাচ্ছেন, এই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি এখন অবধি 'তাদের প্রারম্ভিক, অপরিণত স্তরে রয়েছে'। 'কথাটা এমন কি ইংলণ্ড সম্বন্ধেও সত্য' (১৮১ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং পুঁজিপতিরা **চায়** না এবং শ্রমিকেরা **পারে** না। আমরা এইখানেই এই অধ্যায়ের ইতি টানতে পারতাম, যদি শুল্ট্সে-ডেলিচ মার্কা বুর্জোয়ারা আমাদের শ্রমিকদের সামনে সবসময়েই যে আদর্শ তুলে ধরে সেই ইংলণ্ডের building societies সম্পর্কে অল্প একটু খবর দেওয়া একান্ত অপরিহার্য না হত।

এই building societies শ্রমিকদের সমিতিও নয়, শ্রমিকদের নিজস্ব

গৃহসংস্থান করাও তাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। উল্টো, আমরা দেখতে পাব যে এই কাজ তারা ক্বচিৎ ব্যতিক্রম হিসেবে করে থাকে। Building societies-এর চরিত্র মূলত ফাটকাবাজ, যেমন সেই আদি ছোট সমিতিগুলি তেমনই তাদের অনুগামী বড়গুলি পর্যন্ত। যে সরাইখানায় পরে সমিতির সাপ্তাহিক বৈঠক বসে, সাধারণত তারই মালিকের তাগিদে কয়েকজন নিয়মিত খদ্দের ও তাদের বন্ধুবান্ধব, দোকানদার, অফিসকেরানী, ঘুরে-ঘুরে-জিনিসপত্রের অর্ডার সংগ্রহকারী, ওস্তাদ-কারিগর ও অন্যান্য পেটি-বুর্জোয়া এবং কখনো কখনো বা স্বশ্রেণীর অভিজাত-স্তরভুক্ত কোনো মেকানিক বা অন্য কোনো শ্রমিক একত্রিত হয়ে একটা গৃহনির্মাণ সমবায় প্রতিষ্ঠা করে। এর আশু উপলক্ষ সাধারণত এই যে সরাইখানার মালিক কাছাকাছি কোনো জায়গায় অথবা অন্যত্র অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রি-করা একখন্ড জমি আবিষ্কার করেছে। সমিতিগুলির অধিকাংশ সদস্য আবার পেশার দরুন কোনো বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে বাঁধা নয়। এমনকি, অনেক দোকানদার ও কারিগরেরও কর্মস্থানটাই শহরে, সেখানে তাদের বাসস্থান নেই। সকলেই ধোঁয়াভরা নগর-কেন্দ্রের বদলে পারলে উপকণ্ঠে বাস করাটাই পছন্দ করে। বাড়ি বানাবার জমিটা কেনা হয়; যতগুলি সম্ভব কুটিরও তার উপর নির্মিত হয়। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন সদস্যদের ক্রেডিটেই জমি কেনা সম্ভবপর হয় আর অল্পস্বল্প কিছু ঋণ ও সাপ্তাহিক চাঁদা মিলিয়ে বাড়ি বানাবার সাপ্তাহিক খরচটুকু মেটে। যেসব সদস্য নিজস্ব একটি বাড়ি পেতে চায়, এক-একটা কুটির তৈরি সম্পূর্ণ হলে লটারি করে তাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। যথাযোগ্য অতিরিক্ত ভাড়াটা ক্রয়মূল্য শোধের কাজে লাগে। বাকি কুটিরগুলি তারপর হয় ভাড়া দেওয়া হয় নইলে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ভালো ব্যবসা চালাতে পারলে গৃহনির্মাণ সমিতিটির হাতে মোটামুটি ভালোই পয়সা জমে থাকে। নিয়মিত চাঁদা চালিয়ে গেলে এটা সদস্যদেরই সম্পত্তি-রূপে থাকে; এবং কিছুদিন পর পর অথবা সমিতি তুলে দেবার সময় তা ভাগ করে দেওয়া হয় সভ্যদের মধ্যে। এই হল শতকরা নব্বুইটি ইংলন্ডীয় গৃহনির্মাণ সমিতির জীবনের ইতিহাস। বাকিগুলি হচ্ছে বড় বড় প্রতিষ্ঠান, কখনো রাজনৈতিক কখনো বা জনহিতৈষী অজুহাত নিয়ে গঠিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান লক্ষ্য সবসময়ই হল **পেটি-বুর্জোয়াদের** সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত লাভজনক বন্ধকী লগ্নির ব্যবস্থা,

ভালোরকম সুদের হার আর ভূসম্পত্তি নিয়ে ফাটকাবাজি থেকে ভালোরকম লভ্যাংশের আশা।

কী ধরনের মক্কেলদের নিয়ে এই সমিতিগুলি ফাটকাবাজি করে, তা বৃহত্তম না হলেও বড় বড় সমিতিগুলির অন্যতম একটির প্রসপেক্টাস থেকে দেখা যেতে পারে। লন্ডনের 'Birkbeck Building Society, 29 and 30, Southampton Buildings, Chancery Lane' প্রতিষ্ঠার পর থেকে যার মোট আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০৫,০০,০০০ পাউন্ডের বেশি (৭ কোটি টলার), ব্যাঙ্ক এবং সরকারী ঋণপত্রে যার ৪,১৬,০০০ পাউন্ডেরও বেশি লগ্নি রয়েছে, এবং যার সদস্য ও আমানতকারীর সংখ্যা আজ ২১,৪৪১ জন, সেই সমিতি জনসাধারণের কাছে নিম্নলিখিতভাবে আত্মপরিচয় দিচ্ছে:

'অধিকাংশ লোক পিয়ানো কারবারীদের তথাকথিত তিনসালা বন্দোবস্তের সঙ্গে পরিচিত আছেন; এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে কেউ তিন বছরের জন্য একটা পিয়ানো ভাড়া নিলে ঐ সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর সেই পিয়ানোটির মালিকে পরিণত হন। এই প্রথা প্রবর্তনের পূর্বে সীমাবদ্ধ আয়ের লোকদের পক্ষে ভালো পিয়ানো কেনা প্রায় বাড়ি কেনার মতন কঠিন ছিল। তেমন লোক পিয়ানোর ভাড়া গুণে যেতেন বছরের-পর-বছর এবং এইভাবে খরচ করতেন পিয়ানোটার দামের দুই বা তিনগুণ অর্থ। পিয়ানো সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য বাড়ি সম্বন্ধেও তাই... অবশ্য বাড়ির দাম পিয়ানোর চেয়ে বেশি হওয়ার দরুণ... তার ক্রয়মূল্য ভাড়া হিসেবে শোধ করতে দীর্ঘতর সময় লাগে। সেইজন্য ডিরেক্টরগণ লন্ডন ও শহরতলীতে বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ি-মালিকদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেছেন, যার ফলে তাঁরা Birkbeck Building Society-র সদস্য এবং অন্যান্যদের শহরের বিভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত অনেকগুলি বাড়ির মধ্য থেকে পছন্দ করে নেবার বিস্তৃত সুযোগ দিতে পারেন। বোর্ড-অব-ডিরেক্টর্স যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান তা হল এই: এই বাড়িগুলি সাড়ে বারো বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, নিয়মিত ভাড়া দেওয়া হলে এই সময়ের পরে ভাড়াটে আর কোনো কিছু না দিয়েই বাড়িটার সম্পূর্ণ মালিকানা পাবেন... ভাড়াটে স্বল্পতর সময়ের জন্য বেশি ভাড়া দিয়ে অথবা দীর্ঘতর সময়ের জন্য কম ভাড়া দিয়েও চুক্তি করতে পারেন... **সীমিত আয়ের লোকেরা, কেরানীবৃন্দ, দোকান-কর্মচারীগণ** এবং অন্যেরা অবিলম্বে Birkbeck Building Society-র সভ্য হয়ে বাড়িওয়ালার হাত থেকে মুক্ত হতে পারবেন।'

খুবই স্পষ্ট কথা। এতে শ্রমিকদের নাম উল্লেখ নেই, আছে কেরানী এবং দোকান-কর্মচারী প্রভৃতি সীমিত আয়ের লোকজনদের কথা, তার উপর

আবার ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দরখাস্তকারীদের সাধারণত **ইতিমধ্যে একটি করে পিয়ানো আছেই।** প্রকৃতপক্ষে, এইক্ষেত্রে কারবার হচ্ছে মোটেই শ্রমিকদের সঙ্গে নয়, হচ্ছে পেটি-বুর্জোয়া বা যারা পেটি-বুর্জোয়ায় পরিণত হতে ইচ্ছুক **এবং সক্ষম** তাদের সঙ্গে। কারবার সেই লোকদেরই সঙ্গে যাদের আয় কেরানী বা অনুরূপ কর্মচারীদেরই মতন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হলেও ক্রমশ বেড়ে চলে। অন্যদিকে শ্রমিকদের আয় খুব বেশি হলেও টাকার অঙ্কে অপরিবর্তিত থাকে, এবং আসলে পরিবারের আয়তন এবং প্রয়োজনের বৃদ্ধির অনুপাতে কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে, অতি অল্পসংখ্যক শ্রমিকই ব্যতিক্রম হিসেবে এই ধরনের সমিতির সভ্য হতে পারে। একদিকে তাদের আয় এতই সামান্য এবং অন্যদিকে তা এত অনিশ্চিত যে আগে থাকতে সাড়ে বারো বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে তারা সক্ষম নয়। অল্প যে ক'টি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তা খাটে না, সেটা হল সর্বোচ্চ বেতনভুক্ শ্রমিক বা ফোরম্যানদের ক্ষেত্রে।*

---

* এই ধরনের গৃহনির্মাণ সমিতি এবং বিশেষ করে লন্ডনের গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি কী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, সে সম্বন্ধে এখানে আমরা কিছু সামান্য তথ্য যোগ করতে চাই। এ কথা সুবিদিত যে, যে-জমিতে লন্ডন শহরটি গড়ে উঠেছে তার প্রায় সমস্তটাই ডজনখানেক অভিজাত ব্যক্তির সম্পত্তি, যাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন ডিউক অব ওয়েস্টমিনস্টার, ডিউক অব বেডফোর্ড, ডিউক অব পোর্টল্যান্ড ইত্যাদি। গোড়ার দিকে এ'রা এক-একটি বাড়ি বানাবার জন্য জমি নিরানব্বুই বছরের জন্য ইজারা দিতেন এবং ঐ সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দখল করে নিতেন ঘরদোরশুদ্ধ জমিটি। তারপরে এ'রা বাড়িগুলি ভাড়া দিতে লাগলেন স্বল্প মেয়াদে, যথা ঊনচল্লিশ বছরের জন্য তথাকথিত repairing lease [মেরামতী ইজারা]-র শর্তে, যাতে ব্যবস্থা থাকত যে ইজারাদার বাড়ি মেরামত করে সারিয়ে নেবে এবং ভালো অবস্থায় রাখবে। চুক্তিটি এতখানি অগ্রসর হলেই বাড়ির মালিক তার স্থপতি এবং জেলা জরিপকারকে (surveyor) পাঠিয়ে দিত বাড়ি পরীক্ষা করে কী কী মেরামত প্রয়োজন তা নির্ধারণ করবার জন্য। মেরামতের কাজ প্রায়ই খুব ব্যাপক হয়ে দাঁড়াত, এবং সম্মুখভাগ, ছাদ প্রভৃতির পুনর্বিন্যাস করতে হত। ইজারাদার এর পরে ইজারার দলিলটা কোনো গৃহনির্মাণ সমিতির কাছে বন্ধক রেখে তার নিজ ব্যয়ে বাড়ি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ধার নিত—বার্ষিক বাড়ি ভাড়া ১৩০ পাউন্ড থেকে ১৫০ পাউন্ড হলে এরূপ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াত ১,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত বা তারও বেশি। এই গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি এইভাবে অভিজাত ভূস্বামীদের শিরঃপীড়ার কারণ না ঘটিয়ে জনসাধারণের খরচে তাদের লন্ডনস্থ গৃহগুলির বারংবার

তাছাড়া, এ কথাটা সকলের কাছেই স্পষ্ট যে ম্যুল্‌হাউজেন-এর শ্রমিক-নগরীর বোনাপার্টপন্থীরা এই পেটি-বুর্জোয়া ইংরেজ গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির করুণ অনুকারক ব্যতীত আর কিছু নয়। একমাত্র তফাৎ হল এই যে, পূর্বোক্তরা রাষ্ট্রীয় সাহায্য সত্ত্বেও গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির তুলনায় অনেক বেশি লোক ঠকিয়ে থাকে। মোটের উপরে এদের শর্ত ইংলণ্ডের গড়পড়তা শর্তের তুলনায় অনেক কম উদার। ইংলণ্ডে সাধারণ সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রতিটি আমানতের উপর আলাদা আলাদা হিসাব করা হয় এবং টাকা তোলা যায় একমাসের নোটিস দিয়ে। ম্যুল্‌হাউজেনের ফ্যাক্টরি-মালিকেরা কিন্তু সাধারণ সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ দুই-ই পকেটস্থ করে এবং শ্রমিকেরা নগদ পাঁচ-ফ্রাঙ্ক মুদ্রায় যে টাকা জমা দেয় তার উপরে এক পয়সাও বেশি তাদের ফেরৎ দেওয়া হয় না। এই তফাৎ দেখে শ্রীযুক্ত জাক্স-ই সবচেয়ে বেশি অবাক হবেন, যদিও তাঁর বইতেই তাঁর অজ্ঞাতে এইসব তথ্য রয়েছে।

সুতরাং, শ্রমিকদের স্বাবলম্বন কোনো কাজের কথা নয়। বাকি থাকল রাষ্ট্রীয় সাহায্য। এইক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত জাক্স আমাদের কী প্রস্তাব দিচ্ছেন? তিনি দিচ্ছেন তিনটি জিনিস:

'প্রথমত, রাষ্ট্রের বিধান ও প্রশাসন-ক্ষেত্রের যেসব কারণে শ্রমিক শ্রেণীগুলির মধ্যে বাসস্থানের অভাব কোনোক্রমে তীব্রতর হতে পারে, তার অবসান বা যথাযথ প্রতিকারের জন্য যত্ন নিতে হবে রাষ্ট্রকে' (১৮৭ পৃষ্ঠা)।

অতএব চাই গৃহনির্মাণ যাতে সুলভতর হতে পারে তার জন্য গৃহনির্মাণ-নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন এবং নির্মাণ-শিল্পের স্বাধীনতা। কিন্তু ইংলণ্ডে নির্মাণ-নিয়ন্ত্রণ আইন স্বল্পতম গণ্ডিতে পর্যবসিত, গৃহনির্মাণ-শিল্পও আকাশের বিহঙ্গের মতোই স্বাধীন; অথচ সেখানে

নবায়ন এবং বসবাসযোগ্য অবস্থায় রাখবার ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একেই ধরা হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান বলে! (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

তাসত্ত্বেও বাসস্থানের অভাব বজায় রয়েছে। উপরন্তু, ইংলণ্ডে বাড়ি আজকাল এত সস্তায় বানানো হয় যে সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেলে তা কাঁপতে থাকে এবং প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়ি ধসে পড়ে। গতকালই, ২৫ অক্টোবর, ১৮৭২ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে একই সঙ্গে ছয়খানা বাড়ি ধসে পড়েছে এবং গুরুতর রূপে আহত হয়েছে ছয়জন শ্রমিক। সুতরাং এটাও কোনো সমাধান নয়।

'দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিবিশেষ এই বিপদ ছড়িয়ে দিতে গেলে, বা নতুন করে সৃষ্টি করতে গেলে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে তাকে বাধা দিতে হবে।'

অতএব চাই স্বাস্থ্যবিভাগ ও গৃহনির্মাণ তদারকের পুলিশ কর্তৃক শ্রমিক বসতিগুলির পরিদর্শন; ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সাল থেকে যা করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের হাতে সেইরূপ ক্ষমতা অর্পণ, যাতে তারা জীর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সেখানে কী ঘটল? এই ব্যাপারে ১৮৫৫ সালের প্রথম আইন (আবর্জনা স্থানান্তরণ আইন) শ্রীযুক্ত জাক্সের নিজ স্বীকৃতি অনুযায়ীই একটা 'চোতা কাগজ' হয়ে থাকে, যেমন হয় ১৮৫৮ সালের দ্বিতীয় আইনও (স্থানীয় প্রশাসনের আইন) (১৯৭ পৃষ্ঠা)। অপরপক্ষে, শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে, শুধু দশ হাজারের বেশি লোক দ্বারা অধ্যুষিত শহরগুলিতে প্রযোজ্য তৃতীয় আইনটি (কারিগরদের বাসস্থান আইন) 'অবশ্যই সামাজিক ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের গভীর উপলব্ধির পক্ষে অনুকূল সাক্ষ্য দিচ্ছে' (১৯৯ পৃষ্ঠা)। আসলে কিন্তু এই উক্তিটি ইংরেজদের 'ব্যাপারে' শ্রীযুক্ত জাক্সের নিদারুণ অজ্ঞতা সম্বন্ধে 'অনুকূল সাক্ষ্য দেওয়া' ছাড়া আর কিছু করছে না। এ কথা অবিসংবাদী যে 'সামাজিক ব্যাপারে' সাধারণভাবে ইংলণ্ড ইউরোপ মহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। ইংলণ্ডই হল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের মাতৃভূমি; পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এ দেশে সর্বাপেক্ষা অবাধে এবং ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করেছে; তার ফলাফল সর্বাপেক্ষা প্রখরভাবে এখানেই দেখা দিয়েছে; সুতরাং অনুরূপভাবে এ দেশেই প্রথম আইনের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছে। এর সেরা প্রমাণ হল ফ্যাক্টরি বিধান। কিন্তু শ্রীযুক্ত জাক্স যদি মনে

করে থাকেন যে, পার্লামেন্টের বিধান আইনত চালু হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যক্ষেত্রেও পালিত হবে, তাহলে তিনি দারুণভাবেই ভুল করছেন। এবং অন্য যে-কোনো আইন অপেক্ষা (অবশ্য ওয়ার্কশপ আইনটির ব্যতিক্রম ছাড়া) এ কথা স্থানীয় প্রশাসনের আইন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। এই আইন কার্যকর করার ভার দেওয়া হয়েছিল নগর-কর্তৃপক্ষদের হাতে, যারা ইংলণ্ডের সর্বত্র সর্বপ্রকার দুর্নীতি স্বজন-পোষণ এবং jobbery*-র জন্য সুপরিচিত। নগর-কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা নানারূপ পারিবারিক বিবেচনার খাতিরে তাদের কাজ পেয়ে থাকে; সুতরাং তাদের পক্ষে এ ধরনের সামাজিক আইন কার্যকর করা হয় সম্ভব নয়, নয়তো তারা তা করতেই অনিচ্ছুক। পক্ষান্তরে, এই ইংলণ্ডেই সামাজিক আইনকানুন রচনা ও তা কাজে পরিণত করার জন্য ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা তাদের কর্তব্যপরায়ণতার জন্য সাধারণত সুপরিচিত—যদিও বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে যতটা ছিল আজকে তার চেয়ে কম মাত্রায়। বিপজ্জনক আর জীর্ণপ্রায় বাড়ির মালিকদের প্রায় সর্বত্র নগর-কাউন্সিলগুলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ প্রতিনিধিত্ব আছে। ছোট ছোট পাড়ার ভিত্তিতে নগর-কাউন্সিলগুলিতে নির্বাচনের প্রথা থাকার ফলে নির্বাচিত সদস্যরা ক্ষুদ্রতম স্থানীয় স্বার্থ ও প্রভাবের মুখাপেক্ষী; পুনর্নির্বাচনকামী কোনো কাউন্সিলারের পক্ষে তার নির্বাচন কেন্দ্রে এই আইন কার্যকর করার পক্ষে ভোট দেবার সাহস দেখানো কঠিন, তা সম্ভবও নয়। সুতরাং এ কথা বোধগম্য যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় সর্বত্রই এই আইনকে কী রকম বিতৃষ্ণার চোখে দেখেছে; আজ অবধি নিদারুণ কেলেঙ্কারি

---

* Jobbery — কথাটির মানে হচ্ছে কোনো সরকারী কর্মচারী কর্তৃক ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থে সরকারী পদাধিকারকে ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দেশের সরকারী তার-বিভাগের অধিকর্তা একটি কাগজ তৈরির কারখানার নিষ্ক্রিয় অংশীদার হয়ে তাঁর বন থেকে ঐ কারখানাকে কাঠ সরবরাহ করেন এবং তাঁর অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহের অর্ডার ঐ কারখানাকেই দেন, তাহলে ব্যাপারটা ছোট হলেও বেশ খাসা একটা job. কেননা এর মধ্যে দিয়ে jobbery-নীতি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; প্রসঙ্গত, এ জিনিসটা বিসমার্কের আমলে স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত ছিল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ঘটেছে এমন ক্ষেত্রেই মাত্র এ আইন কার্যকর হয়েছে—এবং তাও ঘটেছে সাধারণত ম্যাঞ্চেস্টার ও স্যালফোর্ডে গত বছর যে-বসন্ত মহামারী দেখা দিয়েছিল, ঐ রকম কোনো মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ফলে। আজ অবধি কেবল মাত্র এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন সফল হয়েছে, কারণ ইংলণ্ডের প্রতিটি **উদারপন্থী** সরকারের নীতি হচ্ছে কেবল বাধ্য হলেই কোনোরূপ সমাজ-সংস্কারমূলক আইনের প্রস্তাব করা এবং যেসব আইন ইতিমধ্যে পাশ হয়েছে যতটা সম্ভব তা কার্যকর না করা। ইংলণ্ডের অন্যান্য অনেক আইনের মতো উল্লিখিত আইনটিরও গুরুত্ব এইখানে যে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা তাদের চাপে চালিত যে সরকার এই আইন অবশেষে সত্যসত্যই কাজে পরিণত করবে, তার হাতে এটা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ফাটল ধরাবার শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।

'তৃতীয়ত', শ্রীযুক্ত জাক্সের মতে রাষ্ট্রশক্তির উচিত হল 'বর্তমান বাসস্থানাভাব সমাধানের জন্য তার হাতে যা কিছু বাস্তব পন্থা আছে যথাসম্ভব তার ব্যাপকতম সদ্ব্যবহার করা।'

অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রশক্তির উচিত তার 'অধস্তন কেরানী ও কর্মচারীদের জন্য' (কিন্তু এরা যে শ্রমিক নয়!) ব্যারাক, বা 'সত্যিকারের আদর্শগৃহ' নির্মাণ করা, আর ইংলণ্ডে পূর্তকার্য-সম্পর্কিত ঋণদান আইন অনুযায়ী যা করা হয়, এবং প্যারিস ও ম্যুল্‌হাউজেনে লুই বোনাপার্ট যা করেছেন, সেই রকমভাবে 'শ্রমিক শ্রেণীর বাসস্থান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য মিউনিসিপালিটি, সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষদেরও... ঋণ দেওয়া' (২০৩ পৃষ্ঠা)। অথচ পূর্তকার্য-সম্পর্কিত ঋণদান আইনটিও কাগজেই পর্যবসিত। সরকার কমিশনারদের জন্য বড়জোর ৫০,০০০ পাউন্ড বরাদ্দ করে, যা দিয়ে নির্মাণ করা চলে বড়জোর ৪০০ খানা কুটির। অর্থাৎ চল্লিশ বছরে মোট আশি হাজার লোকের জন্য ষোল হাজার কুটির বা বাসা নির্মাণ—চৌবাচ্চায় বারিবিন্দুর মতোই! আমরা যদি ধরেও নিই যে, ঋণ পরিশোধ হওয়ার ফলে কুড়ি বছরে কমিশনগুলোর হাতে-জমা তহবিল দ্বিগুণিত হয়েছে, অর্থাৎ বাকি কুড়ি বছরে বাসা বানানো হবে আরও চল্লিশ হাজার লোকের জন্য, তাহলেও ব্যাপারটা হল চৌবাচ্চায় বারিবিন্দু মাত্র। এবং যেহেতু কুটিরগুলির গড়পড়তা জীবনকাল

চল্লিশ বছরের বেশি নয়, তাই চল্লিশ বছর পরে বাৎসরিক ৫০, ০০০ থেকে ১,০০,০০০ পাউন্ড নগদ সম্পদ ব্যয় করতে হবে সবচেয়ে জীর্ণ ও পুরনো কুটিরগুলির পুনঃস্থাপনের জন্য। শ্রীযুক্ত জাক্সের ঘোষণা অনুযায়ী (২০৩ পৃষ্ঠা): এই হচ্ছে সঠিকভাবে এবং 'অপরিসীম ব্যাপকতায়' নীতিটিকে কাজে পরিণত করা! এমনকি ইংলণ্ডেও রাষ্ট্র 'অপরিসীম ব্যাপকতায়' প্রায় কিছুই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, কার্যত এই স্বীকারোক্তি করে শ্রীযুক্ত জাক্স তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন, অবশ্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আরেকবার উপদেশামৃত বর্ষণ করার পরেই।*

এ কথা একেবারে সুস্পষ্ট যে আজকের দিনে যা বর্তমান সেরূপ রাষ্ট্র গৃহসংস্থান বিপর্যয়ের প্রতিকারে কিছু করতে সমর্থও নয়, ইচ্ছুকও নয়। শ্রমিক ও কৃষক—এই শোষিত শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে বিত্তবান শ্রেণীগুলির, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের সংগঠিত যৌথ শক্তি ছাড়া রাষ্ট্র আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিপতিরা (এক্ষেত্রে শুধু পুঁজিপতিদেরই কথা ওঠে, কেননা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূস্বামীরাও প্রধানত পুঁজিপতি হিসেবে কাজ করে) যা অপছন্দ করবে, তাদের রাষ্ট্রও সেটা চাইবে না। সুতরাং ব্যক্তি পুঁজিপতিরা বাসস্থানাভাব সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করলেও তার সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ফলাফলগুলির উপর বাহ্যত প্রলেপ লাগাবার কাজে পর্যন্ত যখন তাদের

* ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সাম্প্রতিক আইনগুলিতে লণ্ডনের নির্মাণ-কর্তৃপক্ষের হাতে নতুন রাস্তা তৈরির উদ্দেশ্যে বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদের অধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে যারা বাস্তুহারা হল তেমন শ্রমিকদের প্রতি কিছুটা বিবেচনা দেখানো হয়েছে। এগুলিতে এই মর্মে একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যে, কোনো অঞ্চলে আগে যেসব শ্রেণীর জনসাধারণ বাস করত নতুন বাড়ি তাদের বাসের উপযোগী করেই তৈরি করতে হবে। সুতরাং সুলভতম জমিতে শ্রমিকদের জন্য পাঁচ-ছয় তলা বড় বড় ভাড়াটে বাড়ি তোলা হচ্ছে, তাতে করে আইনের আক্ষরিক মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে। ভবিষ্যতেই দেখা যাবে এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হল, কেননা শ্রমিকেরা এতে একেবারেই অভ্যস্ত নয় এবং লণ্ডনের সনাতন পরিমণ্ডলের মধ্যে এই বাড়িগুলি সম্পূর্ণ বিসদৃশ এক ব্যাপার। নতুন নির্মাণকার্যের ফলে যত শ্রমিক বাস্তবপক্ষে স্থানচ্যুত হচ্ছে তার বড়জোর এক চতুর্থাংশের মাত্র নতুন বাসগৃহের সংস্থান হতে পারে এতে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

নাড়ানো প্রায় সম্ভব নয়, তখন **যৌথ** পংজিপতি যে রাষ্ট্র সে তার চেয়ে বেশি কিছু করবে না। বড়জোর রাষ্ট্র শুধু এইটুকু দেখবে যে বাহ্য প্রলেপের যে কাজটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে, সেটা যেন সর্বত্র সমভাবে কাজে পরিণত হয়। আর পরিস্থিতিটা যে এই, তা আমরা দেখেছি।

কেউ কেউ আপত্তি করতে পারে জার্মানিতে তো এখনও বুর্জোয়ারা রাজত্ব করছে না; জার্মানিতে রাষ্ট্র এখনও কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র শক্তিরূপে সমাজের ঊর্ধ্বে বিরাজমান, সুতরাং জার্মান রাষ্ট্র কোনো একটিমাত্র শ্রেণী-স্বার্থের বদলে সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। **এমনিধারা** রাষ্ট্র নিশ্চয়ই বুর্জোয়া রাষ্ট্র অপেক্ষা বেশি কিছু করতে পারে, তাই সামাজিক ক্ষেত্রেও এমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অন্যতর কিছু আশা করা উচিত।

এ হল প্রতিক্রিয়াশীলদের ভাষা। আসলে জার্মানির বর্তমানে বিদ্যমান রাষ্ট্রও যে-সামাজিক ভিত্তি থেকে তার উৎপত্তি, তারই অপরিহার্য ফলমাত্র। প্রাশিয়াতে—এখন প্রাশিয়ার গুরুত্বই চূড়ান্ত—এখনও অবধি ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণীর পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত তরুণ আর অতি কাপুরুষ এক বুর্জোয়া শ্রেণী রয়েছে। এই বুর্জোয়া শ্রেণী এখন অবধি ফ্রান্সের মতো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে পারে নি, পারে নি ইংলন্ডের মতো কমবেশি পরোক্ষ আধিপত্য কায়েম করতেও। এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দ্রুত বর্ধনশীল প্রলেতারিয়েতও অবশ্য রয়েছে, যে শ্রেণী মননশীলতার দিক থেকে খুব বিকশিত এবং প্রতিদিন উত্তরোত্তর সংগঠিত হয়ে উঠছে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে এক্ষেত্রে পুরনো একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বুনিয়াদী ভিত্তি, অর্থাৎ অভিজাত ভূস্বামী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্যের পাশাপাশি আছে আধুনিক বোনাপার্টপন্থার বুনিয়াদী ভিত্তি, অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ভারসাম্য। কিন্তু পুরনো একচ্ছত্র রাজতন্ত্র এবং আধুনিক বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্র—এই উভয়ক্ষেত্রেই আসল শাসনক্ষমতা থাকে সামরিক অফিসার এবং সরকারী কর্মচারীদের এক বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে। প্রাশিয়ার এই গোষ্ঠীর নতুন সদস্য আসে অংশত এদের নিজেদের ভিতর থেকে, অংশত জ্যেষ্ঠাধিকারানুবর্তী অধস্তন অভিজাতদের মধ্য থেকে, শীর্ষস্থানীয় অভিজাতদের ভিতর থেকে আসে

অনেক কম, এবং সবচেয়ে কম আসে বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে। গোষ্ঠীটার স্থান মনে হয় যেন সমাজের বাইরে এবং বলতে গেলে সমাজের ঊর্ধ্বে। তার এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে রাষ্ট্রও সমাজ থেকে একটা স্বাতন্ত্র্যের রূপ পায়।

স্ববিরোধী এই সামাজিক পরিস্থিতির মধ্য থেকে প্রাশিয়াতে (এবং প্রাশিয়ার অনুকরণে জার্মানির নতুন রাইখ ব্যবস্থাতে) যে রূপের রাষ্ট্র অপরিহার্য ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে, তা হল একটা মেকি-সংবিধানানুবর্তিতা। এর মধ্যে একই সঙ্গে বিদ্যমান আছে পুরনো একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বর্তমানকালীন ভাঙনের রূপ এবং বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের রূপ। প্রাশিয়াতে ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত মেকি-সংবিধানানুবর্তিতা একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের মন্থর পচনকে আবৃত ও সাহায্য করছিল। কিন্তু ১৮৬৬ সাল থেকে, আরও বিশেষ করে ১৮৭০ সালের পর, সামাজিক পরিস্থিতির ওলটপালট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো রাষ্ট্রের ভাঙন সকলের চোখের সামনেই দ্রুতবর্ধমান বেগে ঘটছে। শিল্পের, বিশেষত স্টক-এক্স্চেঞ্জের ঠকবাজির দ্রুত প্রসার সমস্ত শাসক শ্রেণীগুলিকে ফাটকা খেলার ঘূর্ণাবর্তে টেনে নামিয়েছে। ১৮৭০ সালে ফ্রান্স থেকে আমদানি-করা পাইকারী দুর্নীতি অভূতপূর্ব তীব্র গতিতে বিস্তার লাভ করছে। স্ট্রুসবের্গ এবং পেরেইর—কেউ কারও থেকে কম যান না। মন্ত্রিবর্গ, জেনারেল, প্রিন্স, এবং কাউন্টরা শেয়ার-বাজারের ধূর্ততম হাঙর-কুমিরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফাটকাবাজিতে নেমেছে। আর রাষ্ট্রশক্তি শেয়ার-বাজারের এই হাঙর-কুমিরদের পাইকারীভাবে ব্যারন উপাধি বর্ষণ করে এদের সমমর্যাদা স্বীকার করে নিচ্ছে। গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে বীটচিনি তৈরি এবং ব্র্যান্ডি চোলাইয়ের শিল্পপতি হয়ে ছিল; তারা তাদের সেই সম্মানীয় পুরনো দিনগুলি বহুকাল হল পিছনে ফেলে এসেছে এবং নানারকম ভালো-মন্দ জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীর ডিরেক্টারদের তালিকা এদের নামে স্ফীত হতে দেখা যাচ্ছে। আমলাতন্ত্র নিজের আয়বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হিসেবে ক্রমশ তহবিল তছরূপকে বেশি করে তাচ্ছিল্য করতে শুরু করছে; রাষ্ট্রযন্ত্র পরিত্যাগ করে এরা শুরু করেছে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক বেশি লাভজনক পরিচালক পদের জন্য কাড়াকাড়ি। যারা সরকারী পদে এখনও পড়ে রয়েছে,

তারাও তাদের উপরওয়ালাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেয়ারের ফাটকাবাজিতে নেমেছে এবং রেলওয়ে প্রভৃতিতে 'স্বার্থ-অর্জন' করছে। কেউ যদি ধরে নেয় যে লেফ্‌টেনান্টরা পর্যন্ত কোনো-না-কোনো ধরনের ফাটকা খেলায় ভাগ নিচ্ছে, তাহলেও কিছু অন্যায় হবে না। এক কথায় পুরাতন রাষ্ট্রের সব কয়টা উপাদানই পচনের মুখে এবং একচ্ছত্র রাজতন্ত্র থেকে বোনাপার্টীয় রাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া চলছে পুরাদমে। পরবর্তী বড়গোছের ব্যবসা ও শিল্প সঙ্কট এলে শুধু যে বর্তমান ঠকবাজি ধসে পড়বে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ধসে যাবে পুরনো প্রাশিয়া রাষ্ট্রও।*

যার অ-বুর্জোয়া অংশগুলিও দিনের পর দিন বেশি বুর্জোয়া হয়ে উঠছে সেই রাষ্ট্র কিনা 'সামাজিক সমস্যা', অন্ততপক্ষে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করবে? ঠিক তার বিপরীত। প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক প্রশ্নে প্রাশিয়া রাষ্ট্র ক্রমশ বেশি করে বুর্জোয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে। আর ১৮৬৬ সাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইনকানুন বুর্জোয়াদের স্বার্থে যতটা অভিযোজিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি করে যে তা হয় নি, সেটা কার দোষে? এর জন্য বুর্জোয়ারাই প্রধানত দায়ী। প্রথমত এই কারণে যে এই শ্রেণী এতই ভীরু যে নিজেদের দাবি নিয়ে উদ্যোগ সহকারে অগ্রসর হতে পারে না, এবং দ্বিতীয়ত, এরা এমন প্রত্যেকটি সুবিধাদানেই বাধা দেয় যদি তা সেই সঙ্গেই বিপন্নকারী প্রলেতারিয়েতকেও নতুন অস্ত্র সরবরাহ করে। আর রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ বিসমার্ক যদি বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংযত রাখার জন্য নিজের দেহরক্ষী প্রলেতারিয়েত বাহিনী সংগঠন করার চেষ্টায় থাকেন, তাহলে তা অপরিহার্য এবং সুপরিচিত সেই বোনাপার্টীয় দাওয়াই ছাড়া আর কিছুই নয়—যে দাওয়াই শ্রমিকদের জন্য কিছু কিছু মিষ্ট কথা এবং বড়জোর লুই বোনাপার্ট-মার্কা গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির জন্য নিম্নতম

---

* এমনকি আজকে ১৮৮৬ সালে, পুরনো প্রাশিয়া রাষ্ট্র ও তার ভিত্তিকে, সংরক্ষণ শুল্কের দ্বারা জোড়াতাড়া-দেওয়া বড় বড় ভূমিমালিকানা ও শিল্প-পুঁজির মৈত্রীবন্ধনকে একসঙ্গে যা ধরে রেখেছে তা হল প্রলেতারিয়েত সম্পর্কে আতঙ্ক, ১৮৭২ সাল থেকে যে প্রলেতারিয়েত সংখ্যায় ও শ্রেণী-চেতনায় প্রচন্ড বেড়ে উঠেছে। (১৮৮৭ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া বেশি কিছু প্রতিশ্রুতিতে রাষ্ট্রকে আবদ্ধ করে না।

শ্রমিকেরা প্রাশিয়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে তার সেরা প্রমাণ পাওয়া যাবে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রা (২২) ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে, যে টলার সমাজের দিক থেকে প্রুশীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বাধীনতার আয়ু স্বল্পকালের জন্য নতুন করে বাড়িয়ে দিয়েছে। বার্লিনের যেসব শ্রমিক পরিবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য কি এই কোটি কোটি মুদ্রা থেকে এক কপর্দকও ব্যয়িত হল? ঠিক তার বিপরীত। গ্রীষ্মকালে যে কয়টি খুপরি শ্রমিকদের মাথার উপরে সাময়িক আচ্ছাদন রূপে কাজ করেছিল, হেমন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি তাও ভেঙে দেবার আদেশ দিয়েছে। এই পাঁচশ' কোটি টলার দ্রুতগতিতে খরচ হয়ে যাচ্ছে চিরাচরিত পথে: কেল্লা, কামান ও ফৌজের খাতে। লুই বোনাপার্ট কর্তৃক ফ্রান্স থেকে অপহৃত লক্ষ লক্ষ টলার থেকে ফরাসী শ্রমিকদের জন্য যেটুকু বরাদ্দ হয়েছিল, ভাগ্‌নারের মূর্খতা (২৩) ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্টিবারের এত বৈঠক (২৪) সত্ত্বেও, এই কোটি কোটি মুদ্রা থেকে জার্মান শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ হবে তারও কম।

৩

বাস্তবে বুর্জোয়াদের নিজস্ব কায়দায় বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র পদ্ধতি আছে—অর্থাৎ কিনা এমনই পন্থায় সেই সমাধান যাতে ক্রমাগত নতুন করে সমস্যাটির উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় **'অস্‌মাঁ'**।

'অস্‌মাঁ' কথাটি দিয়ে আমি শুধু প্যারিসীয় অস্‌মাঁ-র বিশিষ্ট বোনাপার্টীয় পদ্ধতিকে বোঝাতে চাই না, যার বৈশিষ্ট্য ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট শ্রমিক-বসতির ঠিক মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ, সিধা এবং প্রশস্ত রাস্তা চালিয়ে দেওয়া এবং তার দুধারে বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকার সারি নির্মাণ। ব্যারিকেড লড়াইকে দুরূহ করে তোলার রণকৌশলগত লক্ষ্য ছাড়াও এর অভিপ্রায় ছিল সরকারের উপরে নির্ভরশীল, এক বিশেষ বোনাপার্টীয় গৃহনির্মাণ-কর্মী, একদল প্রলেতারিয়েতের বিকাশ এবং নগরীটিকে সোজাসুজি বিলাস নগরে

পরিণত করা। 'অস্‌মাঁ' শব্দটি দিয়ে আমি বোঝাতে চেয়েছি আমাদের বড় বড় শহরগুলির শ্রমিক-বসতিতে, বিশেষ করে যেগুলি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তাতে ফাটল সৃষ্টি করার রেওয়াজ, যা বর্তমানে ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা সে জনস্বাস্থ্য বা শহরের রূপসজ্জার খাতিরেই হোক, বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বড় বড় ব্যবসায়-ভবনের চাহিদার জন্যই হোক, অথবা রেলওয়ে, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি যানবাহন চলাচলের প্রয়োজনানুযায়ীই হোক। কারণের মধ্যে যতই তফাৎ থাক না কেন, ফলাফল সর্বত্র একই প্রকারের: জঘন্যতম অলিগলির অস্তিত্ব যায় দূর হয়ে আর বুর্জোয়ারা তখন এই দারুণ সাফল্যের জন্য প্রচুর আত্মগরিমায় মগ্ন হয়, কিন্তু সেই জঘন্য অলিগলি আবার পরক্ষণেই অন্য জায়গায় দেখা দেয়, এবং তা প্রায় দেখা দেয় ঠিক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই।

১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে ম্যাঞ্চেস্টার কেমন ছিল তার চিত্র আমি দিয়েছি 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটিতে। তার পর থেকে শহরের মাঝখান দিয়ে রেলপথ প্রস্তুত, নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি এবং বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী অট্টালিকা নির্মাণের ফলে এই পুস্তকে বর্ণিত কয়েকটি জঘন্যতম এলাকা ভাঙা হয়েছে, সেগুলি উন্মুক্ত এবং উন্নীত হয়েছে, কতকগুলি অঞ্চল সম্পূর্ণ উঠেই গিয়েছে; অথচ স্বাস্থ্যবিভাগীয় পুলিশী পরিদর্শনের কাজ আগের চেয়ে কঠোরতর হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য অনেক এলাকা একই রকম থেকে গেছে, এমনকি তাদের অবস্থা হয়েছে আগের চেয়েও জীর্ণতর। পক্ষান্তরে, শহরের বিশাল বিস্তৃতির দরুন—তার লোকসংখ্যা সে সময়ের তুলনায় দেড়গুণ বেড়ে গেছে—তখনও পর্যন্ত যেসব এলাকা আলোবাতাসযুক্ত এবং পরিচ্ছন্ন ছিল, সেসব আজ অতীত শহরের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত অংশগুলির মতোই ঘিঞ্জি, নোংরা এবং ভিড়াক্রান্ত। মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: আমার বই-এর ৮০ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে আমি 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যান্ড' নামে পরিচিত, বহু বছর ধরে ম্যাঞ্চেস্টারের কলঙ্কস্বরূপ মেড্‌লক নদীর উপত্যকার গভীরে অবস্থিত একঝাঁক বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিলাম। 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যান্ড' অনেকদিন হল লোপ পেয়েছে এবং তার জায়গায় এখন উঁচু ভিতের উপর নির্মিত একটি রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান। বিরাট এক জয়কীর্তির মতো করে বুর্জোয়ারা 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যান্ডের' সানন্দ এবং চূড়ান্ত

অবলুপ্তির কথা গর্বভরে উল্লেখ করত। তারপর গত গ্রীষ্মকালে বিপুল বন্যা এল—আমাদের বড় বড় শহরের তীর-বাঁধানো নদীগুলিতে বছরের-পর-বছর সাধারণত যে ধরনের ক্রমশ ব্যাপকতর বন্যা ঘটে তেমনি, যার কারণ অবশ্য সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তখন প্রকাশ পেল যে 'ক্ষুদে আয়ার্ল্যান্ড' মোটেই লোপ পায় নি; শুধু অক্সফোর্ড রোডের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে তা উঠে গিয়েছে এবং এখনও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। ম্যাঞ্চেস্টারের র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের মুখপত্র, ম্যাঞ্চেস্টারের *Weekly Times* ১৮৭২ সালের ২০ জুলাই সংখ্যায় কী বলছে শোনা যাক:

'মেড্‌লকের নিম্ন উপত্যকার অধিবাসীদের গত শনিবার যে দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে, আশা করা যেতে পারে যে তার থেকে একটা সুফল ফলবে, অর্থাৎ, আমাদের পৌরশাসন কর্তৃপক্ষ এবং পৌরশাসন স্বাস্থ্য-কমিটির নাকের ডগায় স্বাস্থ্যবিধির সকল আইনের প্রতি যে প্রকাশ্য বিদ্রূপকে এতদিন অবধি সেখানে সহ্য করা হয়েছে তার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। আমাদের গতকালের মধ্যাহ্ন সংস্করণের একটি জোরালো প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে (তাও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নয়) যে, চার্ল্‌স স্ট্রীট ও ব্রুক স্ট্রীটের নিকটে যে কয়েকটা তলকুঠরী বাসায় বানের জল ঢুকেছিল, সেগুলির অবস্থা কী জঘন্য। প্রবন্ধে উল্লিখিত বাসাগুলির মধ্যে একটিকে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে দেখার ফলে এদের সম্বন্ধে যে-সব উক্তি আগেও করা হয়েছে তার সত্যতা আমরা সমর্থন করতে পারি, ঘোষণা করতেও পারি যে, এই সমস্ত তলকুঠরী-বাসগৃহ অনেক আগেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল, অথবা বলা যেতে পারে, কোনোদিনই সেখানে মানুষের বসবাস মেনে নেওয়া উচিত হয় নি। চার্ল্‌স স্ট্রীট এবং ব্রুক স্ট্রীটের মোড়ে স্কোয়ার্স্‌ কোর্ট্‌ সাতটি কি আটটি বাসাবাড়ি নিয়ে গঠিত। ব্রুক স্ট্রীটের নিম্নতম ভাগে পর্যন্ত রেলওয়ে ব্রিজের নিচ দিয়ে কোনো পথচারী দিনের-পর-দিন যাতায়াত করলেও কখনও সে কল্পনা করতে পারে নি যে, তার পায়ের তলায়, অনেক নিচে গুহার মধ্যে জনমানব বাস করে। গোটা কোর্ট্‌টাই জনসাধারণের দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে আছে এবং যারা দারিদ্র্যের পীড়নে এর কবরের নির্জনতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় একমাত্র তারাই শুধু এখানে প্রবেশ করে থাকে। দুই দিকে জলকপাট (lock) দিয়ে আটকানো মেড্‌লক নদীর সাধারণত বদ্ধজল যখন নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম না-ও করে, তখনও এই বাসাগুলির মেঝে নদীটির উপরিভাগ থেকে কয়েক ইঞ্চির বেশি উঁচু থাকে না। ভালো রকম এক পশলা বৃষ্টি নর্দমা দিয়ে দুর্গন্ধ ও ন্যক্কারজনক জল ঠেলে ওঠাতে পারে, ঘরগুলি মারাত্মক গ্যাসে ভরিয়ে দিতে পারে—সব বন্যাই যা স্মৃতিচিহ্ন রূপে রেখে যায়... ব্রুক স্ট্রীটের বসতিহীন তলকুঠরীগুলির চেয়েও নিম্নতর স্তরে স্কোয়ার্স্‌ কোর্ট্‌ অবস্থিত... রাস্তার সমতল থেকেও বিশ ফুট নিচে; গত শনিবার বিষাক্ত জল ড্রেন দিয়ে ঠেলে উঠে সেখানে ছাদ

পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কথাটা জানতাম বলে ভেবেছিলাম যে আমরা জায়গাটা জনহীন দেখব অথবা দেখতে পাব তা শুধু স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মচারীদেরই দখলে আছে, যাঁরা দুর্গন্ধময় দেয়াল সাফ করছেন ও বাসাগুলিকে সংক্রমণমুক্ত করছেন। তার পরিবর্তে আমরা এক নাপিতের তলকুঠরী-বাসায় একজন লোককে দেখতে পেলাম... সে ব্যস্ত রয়েছে এককোণে স্তূপীকৃত পচা আবর্জনা একটা ঠেলাগাড়িতে তুলতে। নাপিতের ঘর প্রায় সাফ হয়ে এসেছিল; সে আমাদের পাঠিয়ে দিল আরও নিচে কতকগুলি বস্তি দেখতে; সে বলল যে যদি সে লিখতে পারত, তাহলে সংবাদপত্রে সব প্রকাশ করে দিয়ে দাবি জানাত যে এগুলি তুলে দেওয়া হোক। এইভাবে শেষ পর্যন্ত স্কোয়ার্স্ কোর্টে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবতী এক আইরিশ মহিলা কাপড়চোপড় ধোওয়ার গামলা নিয়ে ব্যস্ত। রাতের পাহারাদার তার স্বামী আর সে একগাদা ছেলেপিলে নিয়ে এই বাসাতে ছয় বছর ধরে বসবাস করছে... যে বাসা তারা সবে ছেড়ে এসেছে, সেখানে জল প্রায় ছাদ অবধি পৌঁছেছিল, জানালাগুলি সেখানে ভেঙে গেছে এবং আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে সম্পূর্ণত। লোকটি বলল যে বাড়ির বাসিন্দা দুই মাস অন্তর অন্তর চুণকাম করে বলেই দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে ওঠে নি... এরপর ভিতরের মহলে গিয়ে আমাদের সংবাদদাতা তিনটি বাসা দেখতে পেলেন, যাদের পিছনের দেয়াল গিয়ে মিশেছে উপরে বর্ণিত গৃহের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে। তিনটি বাসার মধ্যে দুইটিতে মানুষ বাস করছে। সেখানে এতই সাংঘাতিক দুর্গন্ধ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থতম মানুষেরই নাড়ি উল্টে বমি আসবে... এই বীভৎস অন্ধকূপে বাস করে সাতজনের এক পরিবার; তারা সকলেই বৃহস্পতিবার রাতে (প্রথম যেদিন জল বাড়তে শুরু করে) এখানে ঘুমিয়েছিল। 'ঘুমিয়েছিল' কথাটা ঠিক নয়, স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল সংশোধন করে বলল, কেননা সে আর তার স্বামী দারুণ দুর্গন্ধের জন্য রাতের বেশির ভাগ সময় ক্রমাগত বমি করেছিল। শনিবার দিন তারা বুক-সমান-জল ভেঙে ছেলেমেয়েদের বাইরে বয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। তাছাড়া স্ত্রীলোকটির মত হল যে এ জায়গা শূকরের বসবাসেরও যোগ্য নয়, কিন্তু ভাড়া অত্যন্ত সস্তা বলেই — সপ্তাহে এক শিলিং ছয় পেন্স্ — সে এটা নিয়েছে, কেননা অসুস্থতার দরুন ইদানীং তার স্বামী প্রায়ই বেকার থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই কোর্ট্ এবং এর মধ্যে যেন অকালে-সমাধিস্থ অধিবাসীদের দেখে দর্শকের মনে এক চূড়ান্ত অসহায়তার ভাব জাগে। এইসঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত যে, আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে আমাদের স্বাস্থ্য-কমিটি যে বাসস্থানের অস্তিত্ব বজায় রাখার কোনো সাফাই দিতে পারে না, স্কোয়ার্স্ কোর্ট্ আশেপাশের সেই ধরনের আর পাঁচটা বাড়ির নিদর্শন বই কিছু নয়, যদিও হয়ত বা এটি এক চূড়ান্ত নিদর্শন। যদি এমন জায়গায় ভবিষ্যতে ভাড়াটেদের বসানো হয়, তাহলে কমিটি দায়ী থাকবে, এবং সমগ্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে এমন সংক্রামক মহামারীর বিপদের সম্মুখীন করা হবে, যার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আর আলোচনা করব না।'

বুর্জোয়ারা কার্যক্ষেত্রে কী করে বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান করে, এই হল তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রোগ-বিস্তারের ক্ষেত্র, জঘন্য গুহা এবং তলকুঠরী—যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি রাতের-পর-রাত শ্রমিকদের থাকতে বাধ্য করছে—তার অবলোপ ঘটে না; **শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়** তার **স্থানান্তর ঘটে মাত্র!** যে অর্থনৈতিক আবশ্যিকতায় এদের এক জায়গায় জন্ম, তাই আবার পরবর্তী জায়গাতেও এদের জন্ম দেয়। যতদিন পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি বজায় থাকবে, ততদিন বিচ্ছিন্নভাবে বাস-সংস্থান সমস্যা বা শ্রমিকদের ভাগ্যজড়িত অন্য কোনো সামাজিক সমস্যার সমাধান আশা করা মূর্খতা। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক জীবিকার উপাদান ও শ্রমের হাতিয়ার সর্বকিছু দখল করার মধ্যেই একমাত্র এই সমস্যার সমাধান নিহিত।

তৃতীয় ভাগ

প্রুধোঁ ও বাস-সংস্থান সমস্যা সম্পর্কে ক্রোড়পত্র

১

Volksstaat পত্রিকার ৮৬ নং সংখ্যায় আ. মুল্‌বের্গার প্রকাশ করলেন যে, সে পত্রিকার ৫১ নং ও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আমার দ্বারা সমালোচিত প্রবন্ধগুলির লেখক তিনিই।* তিনি তাঁর জবাবে আমাকে ক্রমান্বয়ে এমনই গালাগালি দিয়ে অভিভূত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নগুলিকেই এতখানি গুলিয়ে ফেলেছেন যে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমি তার উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমার আফসোস এই যে মুল্‌বের্গার স্বয়ং আমাকে বহুল পরিমাণে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করেছেন, তা সত্ত্বেও আমি আমার জবাবটাকে সাধারণের কাছে আকর্ষক করে তুলতে চেষ্টা করব আরেকবার এবং সম্ভবপর হলে আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার

* এই খন্ডের ২০-৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

করে মূলকথাগুলি উপস্থিত করে, যদিও আশঙ্কা আছে যে ম্যুল্‌বের্গার আরেকবার বলবেন যে, এসবের মধ্যে 'তাঁর বা *Volksstaat*- এর অন্যান্য পাঠকদের পক্ষে মূলত নতুন কিছুই নেই'।

ম্যুল্‌বের্গার আমার সমালোচনার ধরন ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। ধরন সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে সময়ে আলোচ্য প্রবন্ধগুলি কে লিখেছেন তা পর্যন্ত আমি জানতাম না। সুতরাং প্রবন্ধগুলির লেখক সম্বন্ধে কোনোরূপ ব্যক্তিগত 'বিদ্বেষের' প্রশ্ন উঠতেই পারে না; প্রবন্ধগুলিতে বাস-সংস্থান সমস্যার যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি 'বিদ্বেষভাবাপন্ন' ছিলাম এই দিক থেকে যে বহুপূর্বে প্রুধোঁর মারফৎ সে সমাধানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এ বিষয়ে দৃঢ় অভিমত গঠন করে ফেলেছিলাম।

আমার সমালোচনার 'সুর' সম্বন্ধে বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গারের সঙ্গে আমি কলহ করতে চাই না। আমি যতদিন আন্দোলনে আছি, ততদিন থাকলে আক্রমণের বিরুদ্ধে গায়ের চামড়া মোটা হয়ে যায়; সুতরাং সহজেই অন্যদেরও তাই হয়ে থাকবে বলে ধরা যায়। ম্যুল্‌বের্গারের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য আমি এবার আমার সুরকে তাঁর চামড়ার স্পর্শকাতরতার সঙ্গে সঠিক সম্পর্কে আনবার চেষ্টা করব।

ম্যুল্‌বের্গার বিশেষ তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করেছেন যে আমি তাঁকে প্রুধোঁপন্থী বলেছি এবং তিনি তার প্রতিবাদে জানাচ্ছেন যে তিনি তা নন। স্বভাবতই তাঁকে আমার বিশ্বাস করা উচিত, কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধাবলী থেকে—এবং শুধু প্রবন্ধাবলী নিয়েই আমার কারবার—প্রমাণ সংগ্রহ করে দেখাব যে তাতে নির্জলা প্রুধোঁবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই।

অবশ্য ম্যুল্‌বের্গারের মতে আমি প্রুধোঁকেও 'হাল্কাভাবে' সমালোচনা করেছি, তাঁর প্রতি গুরুতর অবিচার করেছি।

'পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁর তত্ত্ব জার্মানিতে একটা আপ্তবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; তাঁর এক লাইনও পড়ে নি এমনও অনেকে তা প্রচার করে থাকে।'

আমি যে আফসোস করে বলেছিলাম যে গত কুড়ি বছর যাবৎ রোমান্স-ভাষাভাষী শ্রমিকদের প্রুধোঁর রচনা ছাড়া অন্য কোনো মানসিক খাদ্য জোটে

নি, ম্যুলবের্গার তারই জবাবে বলছেন যে, লাতিন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে 'প্রুধোঁ কর্তৃক সূত্রায়িত নীতিই প্রায় সর্বত্র আন্দোলনের চালিকা শক্তি'। আমাকে এ কথার প্রতিবাদ করতেই হবে। সর্বপ্রথম, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের 'চালিকা শক্তি' কোনোক্ষেত্রেই 'নীতির' মধ্যে নিহিত নয়; তা সর্বত্রই বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ ও তার ফলাফল, একদিকে পুঁজি ও অপরদিকে প্রলেতারিয়েতের সমাবেশ ও কেন্দ্রীভবনের মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয়ত, লাতিন দেশগুলিতে তথাকথিত প্রুধোঁবাদী 'নীতির' উপর ম্যুলবের্গার যে নির্ধারক ভূমিকা আরোপ করেছেন, যথা, 'নৈরাজ্যবাদ, অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সংগঠন, সামাজিক বিলোপ ইত্যাদি নীতিসমূহ বিপ্লবী আন্দোলনের সত্যকারের বাহক হয়ে উঠেছে'—এমন কথা বলাও সঠিক নয়। প্রুধোঁবাদী সর্বরোগহর দাওয়াই বাকুনিনের হাতে আরো বিকৃত রূপ ধারণ করে যেখানে খানিকটা প্রভাব অর্জন করেছিল সেই স্পেন ও ইতালির কথা ছেড়ে দিলেও, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তারই এ কথা জানা যে, ফ্রান্সে প্রুধোঁপন্থীরা সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য গোষ্ঠী মাত্র; সামাজিক বিলোপ এবং অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের সংগঠন—এই শিরনাম দিয়ে প্রুধোঁ সমাজ-সংস্কারের যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, ফ্রান্সের ব্যাপক শ্রমিক শ্রেণী তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। অন্যান্য প্রমাণ ছাড়াও এর একটা প্রমাণ কমিউন। যদিও কমিউনে প্রুধোঁপন্থীদের শক্তিশালী প্রতিনিধিদল ছিল, তবুও প্রুধোঁর প্রস্তাবানুযায়ী পুরনো সমাজের অবলোপ অথবা অর্থনৈতিক শক্তি সংগঠনের কোনোই প্রচেষ্টা হয় নি। পক্ষান্তরে, এটা কমিউনের পরম গৌরবের কথা যে তার সর্ববিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পিছনে 'চালিকা শক্তি' হিসেবে কোনো 'নীতির' তালিকা ছিল না, ছিল সোজাসুজি ব্যবহারিক প্রয়োজন। আর সেইজন্যই রুটির দোকানে রাতের কাজ নিষেধ, কারখানায় অর্থ-জরিমানা বন্ধ, তালাবন্ধ ফ্যাক্টরি ও কারখানা বাজেয়াপ্ত করে শ্রমিক সঙ্ঘের হাতে তা অর্পণ ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি মোটেই প্রুধোঁবাদী চিন্তাধারা অনুযায়ী হয় নি, হয়েছিল নিশ্চিতই জার্মান বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুসরণে। একটিমাত্র সামাজিক ব্যবস্থা প্রুধোঁপন্থীরা গ্রহণ করিয়েছিল, তা হল ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স বাজেয়াপ্ত **না করার সিদ্ধান্ত**, এবং সেটাই কমিউনের পতনের জন্য অংশত দায়ী। একইভাবে,

তথাকথিত ব্লাঙ্কিপন্থীরাও (২৫) যখন নিছক রাজনৈতিক বিপ্লবী থেকে নিজেদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি সংবলিত সমাজতন্ত্রী শ্রমিক উপদলে পরিণত করার চেষ্টা করল—'আন্তর্জাতিক এবং বিপ্লব' নামক ইশ্‌তেহারে লন্ডনে ব্লাঙ্কিবাদী পলাতকগণ যে চেষ্টা করে—তখনও তারা সমাজ বাঁচাবার জন্য প্রুধোঁবাদী পরিকল্পনার 'নীতি' প্রচার করে নি, তারা গ্রহণ করল, আর তাও প্রায় আক্ষরিকভাবেই, প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং শ্রেণীসমূহের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলোপে পৌঁছবার জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজতন্ত্রের অভিমত, যে অভিমত 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এ* ও তারপরেও অসংখ্য উপলক্ষে ব্যক্ত হয়েছে। প্রুধোঁর প্রতি জার্মানদের তাচ্ছিল্য থেকে মুল্‌বের্গার যদি এই সিদ্ধান্তও টানেন যে, 'প্যারিস কমিউন সমেত' লাতিন দেশগুলির আন্দোলন সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির অভাব আছে, তাহলে তিনি এই অভাবের প্রমাণ হিসেবে আমাদের বলুন যে, লাতিন পক্ষ থেকে কোন্ রচনাটিতে জার্মান মার্কসের লেখা—ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের ভাষণের মতো প্রায় অতটা সঠিকভাবে কমিউনকে উপলব্ধি এবং তার বর্ণনা করা হয়েছে।**

একটিই মাত্র দেশ আছে যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সরাসরি প্রুধোঁবাদী 'নীতির' প্রভাবাধীন—তা হল বেলজিয়ম এবং ঠিক তারই ফলস্বরূপ, হেগেলের ভাষায় বলতে গেলে, বেলজিয়ান আন্দোলন 'শূন্য থেকে উঠে শূন্য মারফৎ গিয়ে শূন্যে' (২৬) পরিণত হচ্ছে।

গত বিশ বছর ধরে লাতিন দেশগুলির শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শুধু যে প্রুধোঁ থেকে তাদের মানসিক খাদ্য সংগ্রহ করেছে তা আমি দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি—এ কথা বলতে মুল্‌বের্গার যাকে 'নীতি' আখ্যা দেন প্রুধোঁর সেই সংস্কারবাদী দাওয়াইয়ের একান্ত কাল্পনিক আধিপত্য বোঝাই নি, বোঝাতে চেয়েছি এই যে, বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে তাদের অর্থনৈতিক সমালোচনা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রুধোঁবাদী বুলি দ্বারা কলুষিত হয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রুধোঁবাদী প্রভাব দ্বারা ভণ্ডুল হয়েছে।

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৫৩-১৫৬, ১৬৬-১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ৭ম খণ্ডের ৬০-৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এইভাবে 'লাতিন দেশের প্রুধোঁপ্রভাবিত শ্রমিকেরা' জার্মান শ্রমিকদের চেয়ে 'বেশি পরিমাণে বিপ্লবে অবস্থিত' কিনা—সে জার্মান শ্রমিকেরা অন্তত লাতিনেরা তাদের প্রুধোঁকে যতটা বোঝে, তার চেয়ে ঢের বেশি ভালো করে বিজ্ঞানসম্মত জার্মান সমাজতন্ত্র বোঝে, — সেই প্রশ্নের আমরা তখনই জবাব দিতে পারব যখন আমরা বুঝতে পারব 'বিপ্লবে **অবস্থিত হওয়া'** কথাটার আসল অর্থ কী। 'খ্রীষ্ট ধর্মে, সত্যকারের বিশ্বাসে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে' ইত্যাদিতে 'অবস্থানের' কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উগ্রতম আন্দোলন, বিপ্লবে 'অবস্থান করা'? 'বিপ্লব'ও কি তাহলে এক আপ্তবাক্যের ধর্ম মাত্র, যাতে বিশ্বাস রাখতে হবে?

তাছাড়া মুল্‌বের্গার আমাকে এজন্যও ভর্ৎসনা করেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধাবলীর সুস্পষ্ট ভাষা উপেক্ষা করে আমি এই উক্তি করেছি যে তিনি বাস-সংস্থান সমস্যাকে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা বলে জাহির করেছেন।

এইবার মুল্‌বের্গার সত্যই সঠিক কথা বলেছেন। উক্ত অংশটি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টি এড়ানোটা আমার অমার্জনীয় দোষ, কেননা এটি তাঁর প্রবন্ধের সামগ্রিক প্রবণতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক। মুল্‌বের্গার সত্যসত্যই সোজাসুজিভাবে লিখেছেন:

'আমরা বারে বারে ও ব্যাপকভাবে **শ্রেণী-নীতি অনুসরণ** করি, **শ্রেণী-আধিপত্যের** প্রচেষ্টা করি প্রভৃতি **আজগবি** অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছি বলে আমরা সর্বপ্রথমে এবং সুস্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, বাস-সংস্থান সমস্যা কোনোক্রমেই এমন একটি সমস্যা নয়, যেটি শুধু প্রলেতারিয়েতকে স্পর্শ করে; **পরন্তু** এটি এমন এক সমস্যা যা **বিপুল পরিমাণে** ছোট ব্যবসায়ী, পেটি-বুর্জোয়া, সমগ্র আমলাতন্ত্র সহ **খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও** স্বার্থসংশ্লিষ্ট... বাস-সংস্থান সমস্যা সমাজ-সংস্কারের এমনই এক বিষয় যা অন্য যে কোনো বিষয় থেকে বেশি পরিমাণে, একদিকে **প্রলেতারিয়েতের** এবং অন্যদিকে সমাজের **খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির স্বার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা** প্রকাশ করার উপযোগী বলে মনে হয়। ভাড়াটে বাড়ির শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি প্রলেতারিয়েতের সমপরিমাণে, **হয়তো বা** তার চেয়ে **বেশিই,** ক্লিষ্ট হয়... আজকের দিনে সমাজের খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি এই প্রশ্নের সম্মুখীন — নবীন, শক্তিশালী এবং উৎসাহী শ্রমিক পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তারা... সমাজের রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার মতো... শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে কিনা যে রূপান্তরের **আশীর্বাদ সর্বোপরি তারাই ভোগ করবে।'**

সুতরাং বন্ধুবর মুলবের্গার এখানে এই কথা বলছেন:

১। 'আমরা' কোনো 'শ্রেণী-নীতি' অনুসরণ করি না এবং 'শ্রেণী-আধিপত্যের' চেষ্টা করি না। অথচ জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি নিছক **শ্রমিকদের পার্টি বলেই,** অনিবার্যভাবেই 'শ্রেণী-নীতি', শ্রমিক শ্রেণীর নীতি অনুসরণ করে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পার্টিই যেমন রাষ্ট্রের মধ্যে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিও তেমনই অনিবার্যভাবেই **তার** শাসন, শ্রমিক শ্রেণীর শাসন, তথা 'শ্রেণী-আধিপত্য' কায়েম করতে সচেষ্ট। তাছাড়া, ইংরেজ চার্টিস্টদের থেকে শুরু করে, **প্রত্যেকটি** সাচ্চা প্রলেতারীয় পার্টিই শ্রেণী-নীতি, প্রলেতারিয়েতের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টির মতো সংগঠনের কথা পেশ করেছে সংগ্রামের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে এবং সংগ্রামের আশু লক্ষ্য হিসেবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রস্তাব করেছে। এই নীতিকে 'আজগবি' বলে ঘোষণা করে মুলবের্গার প্রলেতারিয়েত আন্দোলনের বাইরে এবং পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের শিবিরে নিজের স্থান করে নিচ্ছেন।

২। বাস-সংস্থান সমস্যার একটা সুবিধা হল এই যে, এটা নিছক শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নয়; পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীরও এতে 'বিপুল স্বার্থ' এইজন্য যে 'খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও' শ্রমিক শ্রেণীর 'সমপরিমাণে, হয়তো বা তার চেয়ে বেশি' এই সমস্যা থেকে ভোগে। যিনি এ কথা বলেন যে, কোনো একটি দিক থেকেও পেটি-বুর্জোয়া 'হয়তো বা প্রলেতারিয়েতের চেয়ে বেশি' দুর্দশা ভোগ করে, তাঁকে যদি পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয় অভিযোগ করতে পারেন না। মুলবের্গারের কি তাহলে অভিযোগের কোনো ভিত্তি থাকে, যখন আমি বলি:

'শ্রমিক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর, বিশেষ করে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবে যেসব দুর্দশা ভোগ করে, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, প্রুধোঁ যার অন্তর্গত, প্রধানত ঠিক সেই সকল দুঃখদুর্দশা নিয়ে ব্যাপৃত থাকাটাই পছন্দ করে। তাই আমাদের জার্মান প্রুধোঁপন্থীটি যে বাস-সংস্থান সমস্যাটিই প্রধানত আঁকড়ে ধরেছেন তা মোটেই আকস্মিক নয়; এই সমস্যাটি যে কোনোক্রমেই শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নয়, তা আমরা দেখেছি।'*

* এই খণ্ডের ২২-২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

৩। 'সমাজের খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' স্বার্থ এবং প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা' আছে এবং সমাজের রূপান্তরের আগামী প্রক্রিয়ার 'আশীর্বাদ' প্রলেতারিয়েত নয়, 'সর্বোপরি ভোগ করবে' এই খাঁটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিই।

সুতরাং শ্রমিকেরা আগামী সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে 'সর্বোপরি' পেটি-বুর্জোয়াদেরই স্বার্থে। অধিকন্তু পেটি-বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত পরম একাত্মতা' আছে। যদি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে পেটি-বুর্জোয়ার স্বার্থের অন্তর্নিহিত একাত্মতা থেকে থাকে, তবে পেটি-বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গেও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অন্তর্নিহিত একাত্মতা আছে। তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির মতো পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিরও সমানই অধিকার রয়েছে আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যমান থাকার; আর এই সমানাধিকারের ঘোষণাকেই পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র বলে।

সুতরাং এটা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যে, স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ২৫ পৃষ্ঠায় মুল্যবের্গার 'সমাজের আসল **স্তম্ভ**' বলে 'ক্ষুদে শিল্পের' মহিমা গান করেছেন, 'কেননা তা তার প্রকৃতি অনুসারেই নিজের মধ্যে তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটায়: শ্রম—অর্জন—মালিকানা; এবং এই তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে ক্ষুদে শিল্প ব্যক্তির বিকাশের ক্ষমতাকে সীমিত করে না।' তিনি স্বভাবতই আধুনিক শিল্পের প্রতি এই কারণে বিশেষ করে দোষারোপ করেন যে, তা স্বাভাবিক মানুষ সৃষ্টির এই আঁতুড় ঘরটিকে ধ্বংস করছে এবং 'যে অনবরত নিজেকে পুনরুৎপাদিত করছে এমনই এক প্রাণবান **শ্রেণীর** মধ্য থেকে এমনই এক অচেতন **মনুষ্যমণ্ডলী** সৃষ্টি করে চলেছে যারা নিজেরাই জানে না তাদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি কোন দিকে ফেরাবে'। সুতরাং পেটি-বুর্জোয়া হল মুল্যবের্গারের আদর্শ মানুষ এবং ক্ষুদে শিল্পই হচ্ছে তাঁর আদর্শ উৎপাদন-পদ্ধতি। তাহলে তাঁকে পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের শ্রেণীভুক্ত করে কি আমি তাঁর মানহানি করলাম?

মুল্যবের্গার প্রুধোঁ সম্বন্ধে সকল দায়িত্ব বর্জন করেছেন বলে প্রুধোঁর সংস্কার পরিকল্পনার লক্ষ্য যে সমাজের সকল সদস্যকে পেটি-বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকে রূপান্তরিত করা, তা এখানে অধিক আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। পেটি-বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যে তথাকথিত একাত্মতা নিয়ে

আলোচনাটাও সমভাবেই অপ্রয়োজনীয়। যতটুকু প্রয়োজন, তা 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এই পাওয়া যাবে (লাইপজিগ সংস্করণ, ১৮৭২, ১২ এবং ২১ পৃষ্ঠা)।*

আমাদের এই পর্যালোচনার ফলে দেখতে পাচ্ছি 'পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁর উপকথার' পাশাপাশি পেটি-বুর্জোয়া মুল্‌বের্গারের বাস্তব আবির্ভাব।

২

এইবার আমরা একটি প্রধান প্রশ্নে আসছি। মুল্‌বের্গারের প্রবন্ধাবলীতে প্রুধোঁর কায়দায় অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আইনী পরিভাষায় পরিণত করে তা বিকৃত করা হয়েছে বলে আমি অভিযোগ করেছিলাম। এর উদাহরণ হিসেবে আমি বেছেছিলাম মুল্‌বের্গারের নিম্নলিখিত উক্তিটি:

'ভাড়া হিসেবে বাড়িটির প্রকৃত মূল্য পর্যাপ্ত পরিমাণেরও বেশি করে মালিককে অনেক আগেই পরিশোধ করে দেওয়া সত্ত্বেও, একবার তৈরী হয়ে যাবার পর থেকে সে বাড়ি সামাজিক শ্রমের একটা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশের উপর **চিরস্থায়ী আইনী স্বত্ব** হিসেবে কাজ করে। **এইভাবে** সম্ভব হয় সেই ব্যাপারটি যার ফলে যে বাড়ি, ধরা যাক নির্মিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, তা এই সময়ের মধ্যে ভাড়ার আয়ের মারফৎ তার আদি নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, দশগুণ, এমনকি তারও বেশি উশুল করে নেয়।'

মুল্‌বের্গার এখন অভিযোগ করে বলছেন:

'বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে এই সরল সংযত বিবরণ নেওয়ার ফলে এঙ্গেলস আমাকে এই জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হয়েছেন যে বাড়িটি **কী করে** 'আইনী স্বত্বে' পরিণত হল, তা আমার ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল — যে কাজটি আমার কর্তব্যের চৌহদ্দির সম্পূর্ণ বাইরে... **বর্ণনা দেওয়া** এক কথা, **ব্যাখ্যা করা** আর এক কথা। আমি যখন প্রুধোঁর কথামতোই বলি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবন **অধিকারের ধারণা** দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তখন আমি বর্তমান সমাজকে এইভাবে **বর্ণনা করছি** যে, এর মধ্যে সর্বপ্রকার

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৫৪-১৫৫, ১৭০-১৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অধিকারের ধারণাই অনুপস্থিত তা নয়, কিন্তু **বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা** অনুপস্থিত; এই সত্য স্বয়ং এঙ্গেলসও স্বীকার করবেন।'

এই মুহূর্তের মতো আমাদের আলোচনাকে একবার তৈরী বাড়ি সম্পর্কেই সীমিত রাখা যাক। ভাড়া দেবার পর থেকে বাড়িটি তার নির্মাতাকে ভূমি-খাজনা, মেরামতি ব্যয়, বাড়ি তৈরীতে নিয়োজিত পুঁজির উপরে সুদ, এবং তার উপরে মুনাফা হিসেবে ভাড়া জুগিয়ে চলে; আর অবস্থাবিশেষে এই ভাড়া ক্রমশ আদায় হতে হতে আদি ব্যয়ের মূল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ, এমনকি দশগুণে দাঁড়াতে পারে। বন্ধুবর মুলবের্গার, এই হল 'বাস্তব ঘটনার', একটা **অর্থনৈতিক** বাস্তব ঘটনার 'সরল সংযত বিবরণ'; এই বাস্তব ঘটনার অস্তিত্ব 'কী করে' সম্ভব হল তা যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে। যাতে কোনো শিশুর পর্যন্ত ব্যাপারটা ভুল বোঝবার অবকাশ না থাকে, তার জন্য তাই এই সম্পর্কে আর একটু গভীরভাবে বিচার করা যাক। এ কথা সুবিদিত যে, পণ্য বিক্রয়ের ঘটনাটা হচ্ছে পণ্যের অধিকারী কর্তৃক তার ব্যবহার-মূল্য পরিত্যাগ করে বিনিময়-মূল্য গ্রহণ। বিভিন্ন পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের মধ্যেকার অনেকরকম তফাতের মধ্যে একটি হল এই যে, বিভিন্ন পণ্য ভোগ করতে বিভিন্ন মেয়াদের সময় লাগে। একটি পাঁউরুটি একদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়; একজোড়া পাৎলুন জীর্ণ হতে একবছর লাগে; আর একটি বাড়ির আয়ুষ্কাল, ধরুন, একশো বছর। সুতরাং স্থিতিশীল পণ্যের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার-মূল্যকে টুকরো টুকরো করে, প্রতিবারই কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় করার সম্ভাবনার উদ্ভব হয়, অর্থাৎ কিনা, তা **ভাড়া দিতে** পারা যায়। তাই এই টুকরো টুকরো করে বিক্রয় করায় বিনিময়-মূল্য পরিশোধ হয় ক্রমিক ধারায়। নিয়োজিত পুঁজি এবং তা থেকে উদ্ভূত মুনাফা অবিলম্বেই পরিশোধের দাবি পরিত্যাগ করার ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিক্রেতা বর্ধিত মূল্যে পায়, সুদ পায়, যার হার নির্ধারিত হয় অর্থশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী, খেয়ালখুশি মতো নয়। একশো বছর পরে বাড়িটির ব্যবহার শেষ হয়ে গিয়ে সেটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, বসবাসযোগ্য আর থাকে না। বাড়ির জন্য প্রাপ্ত ভাড়া থেকে তাহলে আমরা যদি: ১। আলোচ্য সময়ের মধ্যে তার যে কোনো সম্ভব বৃদ্ধি সমেত ভূমি-খাজনা, এবং ২। চলতি মেরামতির

জন্য ব্যয়িত অর্থ বাদ দিই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, অবশিষ্টের মধ্যে পড়ে থাকছে: ১। বাড়িটির পিছনে গোড়ায় নিয়োজিত পুঁজি; ২। তার উপরে মুনাফা; এবং ৩। ক্রমশ উশুলযোগ্য পুঁজি ও মুনাফার উপরে সুদ। এখন এ কথা সত্য যে, এই সময় উত্তীর্ণ হবার পরে ভাড়াটে বাড়িটা পাচ্ছে না, কিন্তু বাড়িওয়ালারও তা থাকছে না। শেষোক্ত জনের শুধু জমি (যদি সেটা তারই সম্পত্তি থেকে থাকে) এবং নির্মাণের মালমসলা থাকবে, কিন্তু তা তো আর বাড়ি নয়। এই সময়ের মধ্যে যদি বাড়ি থেকে 'আদি ব্যয়মূল্যের পাঁচ-দশগুণ পরিমাণ অর্থ উশুল হয়ে থাকে', তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তা হয়েছে শুধুমাত্র ভূমি-খাজনা বৃদ্ধির দরুন। লণ্ডনের মতো যেসব মহানগরীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির ও বাড়ির মালিক দুই ভিন্ন ব্যক্তি, সেখানে এ কথা কারও অজানা নয়। এই ধরনের দারুণ ভাড়া বৃদ্ধি দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলিতেই ঘটে থাকে; কৃষিজীবী পল্লীতে ঘটে না, যেখানে গৃহনির্মাণের জমির ভূমি-খাজনা কার্যত অপরিবর্তিতই থাকে। আসলে এ সত্য সকলেরই জানা যে, ভূমি-খাজনা বৃদ্ধির কথা বাদ দিলে বাড়িভাড়া থেকে (মুনাফা সমেত) নিয়োজিত পুঁজির উপর বার্ষিক গড়পড়তা শতকরা সাত ভাগের বেশি আয় বাড়িওয়ালার জন্য আসে না, এবং এই টাকা থেকেও মেরামত ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাড়িভাড়ার চুক্তি সম্পূর্ণ মামুলী এক পণ্য-বিনিময়ের ব্যাপার, তত্ত্বগতভাবে শ্রমিকের পক্ষে যার তাৎপর্য অন্য কোনো পণ্য-বিনিময় অপেক্ষা বেশিও নয়, কমও নয় — ব্যতিক্রম হল শ্রমশক্তির ক্রয়বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পণ্য-বিনিময়; যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাড়িভাড়ার চুক্তি করার সময়ে শ্রমিকদের সম্মুখীন হতে হয় বুর্জোয়াদের হাজারো প্রতারণাপদ্ধতির মধ্যেই একটির শিকার হতে হয়। এ সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ৪ পৃষ্ঠায়* আলোচনা করেছি। কিন্তু এটাও যে অর্থনৈতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন, সে কথা আমি ওখানে আলোচনা করেছি।

পক্ষান্তরে, মুল্যবের্গারের মতে বাড়িভাড়ার চুক্তি পুরোপুরি 'খেয়ালখুশি' ছাড়া আর কিছুই নয় (স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার

* এই খণ্ডের ২১-২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

১৯ পৃষ্ঠা) এবং আমি যদি তাঁর বক্তব্যের উল্টো কথা প্রমাণ করে দিই, তাহলে তিনি অভিযোগ করেন যে, 'আফসোসের ব্যাপার এই যে তাঁর জানা কথাই শুধু' তাঁকে আমি বলছি।

তবু বাড়িভাড়ার ব্যাপারে যতই অর্থনৈতিক গবেষণা করা হোক না কেন, তা দিয়ে ভাড়াটে বাড়ির অবলুপ্তিকে 'বিপ্লবী ধারণার গর্ভে জাত সর্বাধিক ফলপ্রসূ এবং গৌরবময় আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অন্যতম'য় পরিণত করতে আমরা সক্ষম হব না। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে সংযত অর্থশাস্ত্রের সরল তথ্যকে চালান দিতে হবে আইনশাস্ত্রের বাস্তবিকই অনেক বেশি মতাদর্শমূলক ক্ষেত্রে। বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে 'বাড়িটি চিরস্থায়ী আইনী স্বত্ব হিসেবে কাজ করে', এবং **'এইভাবে সম্ভব হয়'** ভাড়ার মাধ্যমে বাড়ির মূল্য দুই, তিন, পাঁচ বা দশগুণ পরিশোধ করা। সত্যিই কী করে এটা 'সম্ভব হয়' তা আবিষ্কার করার ব্যাপারে 'আইনী স্বত্ব' আমাদের বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে না। সেইজন্য আমি বলেছিলাম যে, বাড়িটি কী করে আইনী স্বত্ব পায়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেই ম্যুল্‌বের্গার উপলব্ধি করতে পারতেন আসলে **কী করে** এটা 'সম্ভব হয়'। শাসক শ্রেণী যে আইনী পরিভাষা দিয়ে বাড়িভাড়াকে অনুমোদন করে, তা নিয়ে ঝগড়া করার পরিবর্তে আমার মতো বাড়িভাড়ার **অর্থনৈতিক** স্বরূপের অনুসন্ধান করেই মাত্র আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি। কেউ যদি বাড়িভাড়া লোপ করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে, তাহলে 'পুঁজির কায়েমী স্বত্বের প্রতি ভাড়াটের সেলামি' হিসেবে বাড়িভাড়াকে দেখার চেয়ে তাকে বেশি জানতে হবে। এর জবাবে ম্যুল্‌বের্গার বলেন যে, 'বর্ণনা দেওয়া এক কথা, ব্যাখ্যা করা আর এক কথা'।

বাড়ি যদিও মোটেই কায়েমী নয়, তবু তাকে বাড়িভাড়া পাওয়ার চিরস্থায়ী আইনী স্বত্বে আমরা রূপান্তরিত করে ফেললাম। দেখলাম, যেভাবেই এটা 'সম্ভব হোক' না কেন, এই আইনী স্বত্বের জোরে বাড়িখানা ভাড়া হিসেবে তার আদি মূল্যের কয়েকগুণ বেশি অর্থ আমদানি করে। আইনের ভাষায় বর্ণনার ফলে আমরা সৌভাগ্যক্রমে অর্থতত্ত্ব থেকে এতখানি দূরে সরে এলাম যে, মোট ভাড়া হিসেবে ক্রমে ক্রমে বাড়িখানার কয়েকগুণ দাম ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে, এই ঘটনার চেয়ে বেশি কিছু আমরা এখন আর দেখতে পাব না। যেহেতু আমরা এখন আইনের ভাষায় চিন্তা করছি এবং

কথা বলছি, তাই এই ঘটনাটিকে আমরা অধিকারের এবং ন্যায়ের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে দেখতে পাব যে, তা **অন্যায়,** তা 'বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণার' সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা সে বস্তুটি যাই হোক না কেন; সুতরাং এই আইনী স্বত্বটা কোনো কাজের নয়। আমরা আরও দেখতে পাই যে, এ কথা সুদভোগী পুঁজি এবং ইজারাকৃত কৃষি-জমি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; সুতরাং এই ধরনের সম্পত্তিকে অন্যান্য রকম সম্পত্তি থেকে পৃথক করে এদের প্রতি ব্যতিক্রমী বিচারের অজুহাতও পাওয়া গেল। তা দাঁড়াল এইসব দাবিতে: ১। ঘর ছেড়ে দেবার নোটিস জারির অধিকার থেকে, সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দাবি করার অধিকার থেকে মালিককে বঞ্চিত করা; ২। ইজারাদার, অধমর্ণ বা ভাড়াটেকে তার কাছে হস্তান্তরিত অথচ তার সম্পত্তি নয় এমন সামগ্রী বিনামূল্যে ভোগ করার অধিকার দেওয়া; এবং ৩। মালিককে দীর্ঘদিন ধরে কিস্তিবন্দী হারে বিনাসুদে তার প্রাপ্য শোধ করে দেওয়া। তাতে করে প্রুধোঁবাদী 'নীতিসমূহের' তালিকা এইখানেই শেষ। এটাই হল অবশ্য প্রুধোঁর 'সামাজিক বিলুপ্তিকরণ'।

প্রসঙ্গত, এ কথা স্পষ্ট যে, এই সমগ্র সংস্কার পরিকল্পনার লক্ষ্য হল মোটামুটি শুধুমাত্র পেটি-বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষকদেরই উপকার করা, কেননা এতে পেটি-বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কৃষক হিসেবেই তাদের অবস্থিতি **সংহত হয়।** এর ফলে, ম্যুলবের্গারের মতে যিনি কিংবদন্তীর ব্যক্তি মাত্র, 'সেই পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোঁ' সহসা এখানে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐতিহাসিক অস্তিত্ব গ্রহণ করছেন।

ম্যুলবের্গার অতঃপর বলছেন:

'আমি যখন প্রুধোঁর কথামতোই বলি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবন **অধিকারের ধারণা দ্বারা** ব্যাপ্ত হওয়া উচিত, তখন আমি বর্তমান সমাজকে এইভাবে **বর্ণনা করছি** যে, এর মধ্যে সর্বপ্রকার অধিকারের ধারণাই অনুপস্থিত তা নয়, কিন্তু বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা অনুপস্থিত; এই সত্য স্বয়ং এঙ্গেলসও স্বীকার করবেন।'

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি ম্যুলবের্গারের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু দেখাতে অক্ষম। ম্যুলবের্গারের দাবি এই যে অধিকারের ধারণা দ্বারা সমাজের পরিব্যাপ্ত **হওয়া উচিত,** এবং তিনি তাকে বর্ণনা বলে অভিহিত করছেন। আদালত থেকে যদি ঋণ শোধ করার দাবিসহ সমন দিয়ে আমার কাছে পেয়াদা

পাঠানো হয়, তাহলে ম্যুল্‌বের্গারের মতে সেটা এই **বর্ণনার** চেয়ে বেশি কিছু নয় যে, আমি এমন এক ব্যক্তি যে তার ঋণ শোধ করে না! **বর্ণনা** এক কথা, আর উদ্ধত দাবি আর এক কথা। ঠিক এর মধ্যেই রয়েছে জার্মান বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র ও প্রুধোঁর ভিতর তফাৎ। আমরা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সেটা ঠিক যা এবং যেভাবে বিকশিত হচ্ছে, সেইভাবেই বর্ণনা করি—এবং ম্যুল্‌বের্গার যাই বলুন না কেন, কোনো বস্তুর সঠিক বর্ণনাই হল আবার তার ব্যাখ্যা—এবং আমরা কঠোর অর্থনীতিগতভাবেই এই প্রমাণ দিই যে, সে বিকাশ একই সঙ্গে সমাজ-বিপ্লবের উপাদানেরও বিকাশ: একদিকে এমন এক শ্রেণীর অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিকাশ, যার জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিই আবশ্যিকরূপে তাকে সমাজ-বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়; এবং অন্যদিকে উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশ যা পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামের চৌহদ্দি অতিক্রম করে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই কাঠামোকে চৌচির করে ফেলবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রগতির স্বার্থেই চিরদিনের জন্য শ্রেণী-বৈষম্য লোপের উপায় এনে দেবে। পক্ষান্তরে, প্রুধোঁ বর্তমান সমাজের প্রতি এই দাবিই জানান যে, নিজস্ব অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম অনুসারে পরিবর্তিত না হয়ে ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী তাকে রূপান্তরিত হতে হবে ('অধিকারের **ধারণাটা**' তাঁর নয়, ম্যুল্‌বের্গারেরই)। আমরা যেখানে **প্রমাণ** করি, প্রুধোঁ এবং তাঁর পিছু পিছু ম্যুল্‌বের্গার সেখানে **বাণী প্রচার করেন** ও বিলাপ করেন।

'বিপ্লবের অধিকার সম্বন্ধে ধারণা' বস্তুটি কী তা অনুমান করতে আমি একেবারেই অপারগ। এ কথা সত্য যে প্রুধোঁ 'বিপ্লবকে' প্রায় এক দেবী মূর্তিতে পরিণত করেছেন, যিনি তাঁর 'ন্যায়ের' আধার এবং বিধাতা; এর ফলে তিনি আগামী প্রলেতারীয় বিপ্লবকে ১৭৮৯-১৭৯৪ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে এক অদ্ভুত ধরনের বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তিনি তাঁর প্রায় সকল রচনাতেই, বিশেষ করে ১৮৪৮ সালের পর থেকে, এই ভুল করে আসছেন। উদাহরণ হিসেবে আমি মাত্র একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—**'বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান-ধারণা'** বইটির ১৮৬৮ সালের সংস্করণের ৩৯ ও ৪০ পৃষ্ঠা থেকে। কিন্তু ম্যুল্‌বের্গার যেহেতু প্রুধোঁর সপক্ষে কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, তাই প্রুধোঁ থেকে 'বিপ্লবের

অধিকার সম্বন্ধে ধারণা'টি ব্যাখ্যা করার অনুমতি আমার নেই, সুতরাং মিশরীয় অন্ধকারেই থাকতে হবে।

মুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

'প্রুধোঁ বা আমি কেউই কিন্তু বর্তমান অন্যায় অবস্থা **ব্যাখ্যা করার** উদ্দেশ্যে 'চিরন্তন ন্যায়ের' প্রতি আবেদন জানাই না, অথবা এও আশা করি না যে, ন্যায়ের প্রতি আবেদনে সে অবস্থার উন্নতি হবে — এঙ্গেলস আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন।'

মুল্‌বের্গার নিশ্চয় এই ধারণার উপরে নির্ভর করছেন যে, 'জার্মানিতে প্রুধোঁ সাধারণভাবে প্রায় অপরিচিত'। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় প্রুধোঁ সর্বপ্রকার সামাজিক, আইনী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিপাদ্যকে 'ন্যায়ের' মানদণ্ড দিয়ে বিচার করেছেন এবং তিনি যাকে 'ন্যায়' বলে অভিহিত করেন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এদের স্বীকার করেছেন, না হলে বর্জন করেছেন। তাঁর 'অর্থনৈতিক অন্তর্বিরোধ' রচনাতেও এই ন্যায়কে 'চিরন্তন ন্যায়', justice éternelle বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে চিরন্তনতা সম্বন্ধে আর কিছু বলা হয় নি, তবু সেই ভাবধারা মূলত বজায় থেকে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর 'খ্রীষ্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ও বিপ্লবে ন্যায়বিচার' গ্রন্থের ১৮৫৮ সালের সংস্করণে, তিনখণ্ডব্যাপী নীতি-উপদেশের মূলকথা হল এই নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি (১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা):

'সেই বনিয়াদী নীতিটি কী যে নীতি সমাজের মৌলিক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম নীতি; যে নীতি অন্যান্য সকল নীতিকে নিজের পরাধীন করে; যে নীতি কর্তৃত্ব করে, রক্ষা করে, দমন করে, শাস্তিবিধান করে, এমনকি প্রয়োজন হলে বিদ্রোহী উপাদানকে অবদমিত করে? সে নীতি কী, ধর্ম, আদর্শ বা **স্বার্থ**?.. আমার মতে সে নীতি হল **ন্যায়**। ন্যায় জিনিসটা কী? **ন্যায় হল মানবতারই মূল মর্ম**। বিশ্বের আদি থেকে তা কী রকমটি হয়ে এসেছে? কিছুই না। কী তার হওয়া উচিত? **সবকিছুই**।'

যে ন্যায় মানবতারই মূল মর্ম, তা **চিরন্তন** ন্যায় ছাড়া আর কী হতে পারে? যে ন্যায় সমাজের মৌলিক, নিয়ন্তা, সার্বভৌম বনিয়াদী নীতি, আজ অবধি যা কিন্তু কিছুই হয়ে উঠল না, অথচ যার সবকিছুই হওয়া উচিত, সেই বস্তু মানুষের কার্যকলাপ বিচারের মানদণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে, কী হতে পারে সকল বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারক ছাড়া? প্রুধোঁ তাঁর

অর্থনৈতিক অজ্ঞতা এবং অসহায়তাকে ঢাকবার জন্য সকল অর্থনৈতিক সম্পর্ককে অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী বিচার না করে, তাঁর চিরন্তন ন্যায়ের এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, সেই মানদণ্ড দিয়ে তাকে বিচার করেন — এ কথা ছাড়া আর কিছু কি আমি বলেছিলাম? ম্যুলবের্গার যদি দাবি জানান যে 'আধুনিক সমাজ-জীবনের এই সকল পরিবর্তন... **অধিকারের ধারণা** দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়া' উচিত, 'অর্থাৎ কিনা সর্বক্ষেত্রে **ন্যায়ের কঠোর দাবি** অনুযায়ী পালিত হওয়া' উচিত, তাহলে প্রুধোঁ ও ম্যুলবের্গারের মধ্যে তফাৎ কী? ব্যাপারটা কী — আমি পড়তে জানি না, নাকি, ম্যুলবের্গার লিখতে জানেন না?

ম্যুলবের্গার আরও বলছেন:

'মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতোই, প্রুধোঁও জানেন যে মানব-সমাজের বাস্তব চালিকা শক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আইনগত সম্পর্ক নয়; তিনি এটাও জানেন যে, জনসাধারণের মধ্যে অধিকারের নির্দিষ্ট ধারণাটা অর্থনৈতিক সম্পর্কের এবং বিশেষ করে উৎপাদন-সম্পর্কের অভিব্যক্তি, ছাপ ও ফল... এক কথায়, প্রুধোঁর মতে অধিকার হল ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত অর্থনৈতিক ফল।'

প্রুধোঁ যদি এতসব জানতেনই (ম্যুলবের্গার যে সকল অস্পষ্ট ভাষণ ব্যবহার করেছেন সেসব ছেড়ে দিয়ে তাঁর সদুদ্দেশ্যটাকে আমি সংকার্যের সামিল বলে ধরে নিচ্ছি), 'মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতোই' যদি প্রুধোঁ এসব কথা জানেন, তাহলে কলহ করবার আর কী থাকে? মুশকিল হচ্ছে এই যে, প্রুধোঁর জ্ঞানের অবস্থাটা কিছু ভিন্ন ধরনের। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ করে প্রথমত **স্বার্থের** আকারে। অথচ প্রুধোঁর মূল গ্রন্থ থেকে যে অনুচ্ছেদটি এইমাত্র উদ্ধৃত করা হল, তাতে কিন্তু তিনি হুবহু এই কথাই বলেছেন যে, **স্বার্থ** নয়, **ন্যায়** হচ্ছে 'সমাজের নিয়ন্তা, মৌলিক, সার্বভৌম বনিয়াদি নীতি, যে নীতি অন্যান্য সকল নীতিকে নিজের অধীন করে'। এবং তিনি তাঁর **সমস্ত** রচনার সকল গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, কিন্তু তাতে ম্যুলবের্গারের এই বক্তব্যে বাধা হল না যে:

'...প্রুধোঁ তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি'-তে সর্বাপেক্ষা গভীরতার সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারের যে আদর্শ বিকশিত করেছেন তা লাসালের সেই বনিয়াদী ভাবধারার সঙ্গে

সম্পূর্ণ মিলে যায়, — যে ভাবধারা লাসাল **'অর্জিত অধিকারের পদ্ধতি'** বইটির উপক্রমণিকায় অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন।'

প্রুধোঁর অন্যান্য বহু স্কুলছাত্রসুলভ লেখার মধ্যে 'যুদ্ধ ও শান্তি'ই সম্ভবত সর্বাপেক্ষা স্কুলছাত্র পর্যায়ের রচনা আর আমি ভাবতেই পারি নি যে, এই রচনাকে হাজির করা হবে ইতিহাসের জার্মান বস্তুবাদী বোধ সম্বন্ধে প্রুধোঁর তথাকথিত উপলব্ধি প্রমাণের জন্য, যে জার্মান বস্তুবাদী বোধ আলোচ্য কোনো ঐতিহাসিক যুগের জীবনের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে তখনকার সর্ববিধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও ভাবধারা, সকল রাজনীতি, দর্শন ও ধর্মকে ব্যাখ্যা করে। বইটি এতই কম বস্তুবাদী যে **স্রষ্টার** সাহায্য না নিয়ে সে তার যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা পর্যন্ত খাড়া করতে পারে না:

'সে যাই হোক, স্রষ্টা যখন আমাদের জীবনের এই রূপটি মনোনীত করলেন তখন তাঁর নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য ছিল' (২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, ১৮৬৯ সালের সংস্করণ)।

বইটির ভিত্তি কী ধরনের ঐতিহাসিক জ্ঞান সেটা এ থেকেই দেখা যাবে যে, এর মধ্যে স্বর্ণযুগের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে:

'গোড়াতে যখন মানবজাতি ভূপৃষ্ঠে বিরলভাবেই ছড়িয়ে ছিল, প্রকৃতি তখন অনায়াসেই তাদের প্রয়োজন মেটাত। সেটা ছিল স্বর্ণযুগ, শান্তি ও প্রাচুর্যের যুগ' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১০২ পৃষ্ঠা)।

তাঁর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল স্থূলতম ম্যালথাসবাদ (২৭):

'উৎপাদন দ্বিগুণিত হলে জনসংখ্যাও অচিরে দ্বিগুণিত হবে' (১০৬ পৃষ্ঠা)।

তাহলে বইটির বস্তুবাদটা কোথায়? এইখানে যে, এতে বলা হয়েছে যুদ্ধের কারণ চিরকালই ছিল 'নিঃস্বতা', এখনও আছে তাই (দৃষ্টান্ত — ১৪৩ পৃষ্ঠা)। তাহলে ১৮৪৮ সালের বক্তৃতায় যে ব্রেজিগ চাচা (২৮) গভীরভাবে এই মহান উক্তি করেছিলেন যে, 'নিদারুণ দরিদ্রতার কারণই হল নিদারুণ দারিদ্র্য' তিনিও বিদগ্ধ বস্তুবাদী ছিলেন।

লাসালের 'অর্জিত অধিকারের পদ্ধতি' বইটিতে শুধু আইনজীবীর

নয়, সাবেকী হেগেলপন্থীর মোহজালেরও ছাপ রয়েছে। ৭ পৃষ্ঠায় লাসাল সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **'অর্থতত্ত্বে'**ও 'অর্জিত অধিকারের ধারণাই সকল ভবিষ্যৎ বিকাশের চালিকা শক্তি'। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, 'অধিকার হচ্ছে **নিজের মধ্যে থেকেই** বিকাশমান একটা যুক্তিসঙ্গত জীবসত্তা' (সুতরাং অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত থেকে তার বিকাশ নয়) (১১ পৃষ্ঠা)। লাসালের কাছে প্রশ্নটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে অধিকার নিষ্কাশন নয়, তার নিষ্কাশন 'অভিপ্রায়েরই ধারণা থেকে, আইনের দর্শন হল যার বিকাশ ও ব্যাখ্যা মাত্র' (১২ পৃষ্ঠা)। সুতরাং বইটির কথা এখানে আসছে কোথা থেকে? প্রুধোঁ ও লাসালের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, শেষোক্তজন ছিলেন সত্যিকারের আইনজীবী এবং হেগেলপন্থী, আর প্রুধোঁ আইনবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই অন্য সব ক্ষেত্রের মতো শুধু ফোঁপরদালাল।

আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে এই প্রুধোঁ ব্যক্তিটি, যিনি অনবরত স্ববিরোধী উক্তি করার জন্য কুখ্যাত, তিনি মাঝে মাঝে এমনভাবে কথাও বলেছেন যে মনে হয়েছে তিনি যেন তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভাবধারা ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর চিন্তাধারার মূল ঝোঁকের পাশাপাশি রেখে বিচার করলে কিন্তু এই সকল উক্তির কোনো তাৎপর্য থাকে না; তার তাছাড়া এ ধরনের উক্তি তিনি যেখানে করেছেন, সবক্ষেত্রেই সেগুলি নিদারুণ বিভ্রান্তি ও অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিতে ভরা।

সমাজ-বিকাশের নির্দিষ্ট এক অতি আদিম পর্যায়ে ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রীর দৈনন্দিন উৎপাদন, বিতরণ ও বিনিময়কে সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার প্রয়োজন উদ্ভূত হয়, যাতে করে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি যেন উৎপাদন ও বিনিময়ের সাধারণ অবস্থার অধীন হয়। এই নিয়ম প্রথমে ছিল প্রথা, শীঘ্রই তা **আইন** হয়ে দাঁড়ায়। আইনে তা পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই দেখা দেয় আইনরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সংস্থাদি — অর্থাৎ সরকারী কর্তৃত্ব, রাষ্ট্র। সমাজের অধিকতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আইন কমবেশি ব্যাপক আইনী ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সেই আইনব্যবস্থা যত জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তার প্রকাশের পদ্ধতিটাও সমাজ-জীবনের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রকাশের ধরন থেকে ততই বেশি দূরে সরে আসে। একটি স্বতন্ত্র মৌল হিসেবে তা প্রতীয়মান হয়, এবং তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ও পরবর্তী

বিকাশের হেতু যেন নির্ভর করতে থাকে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপরে নয়, পরন্তু নিজস্ব অন্তর্নিহিত ভিত্তির উপর, অথবা, চাইলে বলা যেতে পারে, 'অভিপ্রায়ের ধারণার' উপর। মানুষ যে জন্তুজগৎ থেকে উদ্ভূত সে কথা যেমন লোকে ভুলে থাকে, তেমনই তারা ভুলে যায় যে তাদের অধিকার জীবনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই আহৃত। আইনব্যবস্থা যখন একটা জটিল সুসম্পূর্ণ সামগ্রিকতায় বিকশিত হয়, তখন সমাজে নতুন শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে; পেশাদার আইনজীবীদের গোষ্ঠী তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে আইনবিদ্যা। এই বিদ্যা পরবর্তী বিকাশের পথে বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন যুগের আইনব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে — বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন হিসেবে নয়, এমনসব ব্যবস্থা হিসেবে, যাদের যৌক্তিকতা মিলছে নিজেদের মধ্যেই। তুলনামূলক বিচারে কিছু কিছু একই বক্তব্যের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়; আইনবিদরা তা আবিষ্কার করেন বিভিন্ন আইনব্যবস্থার মধ্যে, যা মোটামুটি এক ধরনের তার সংকলন ক'রে, এবং তার নাম দেন **স্বাভাবিক অধিকার** (natural right)। কোন্‌টা স্বাভাবিক অধিকার, কোন্‌টা নয়, তাই নির্ণয় করার জন্য যে মাপকাঠি ব্যবহৃত হয়, তা হল অধিকারেরই অতীব বিমূর্ত অভিব্যক্তি, অর্থাৎ **ন্যায়**। সুতরাং অতঃপর আইনজ্ঞদের পক্ষে এবং যারা তাদের কথাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করে তাদের কাছেও অধিকারের বিকাশ ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্য কিছু নয় — মানুষের অবস্থা আইনের ভাষায় যতটা প্রকাশ করা চলে তাকে ন্যায়ের আদর্শের, **চিরন্তন** ন্যায়ের আদর্শের যতটা নিকটে আনা যায় সেই প্রচেষ্টা মাত্র। এই ন্যায় আবার সর্বদাই হল বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের আদর্শায়িত মহিমান্বিত প্রকাশমাত্র, কখনও রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনও বা বিপ্লবী দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্রীক ও রোমানদের ন্যায়বিচার অনুসারে ক্রীতদাসপ্রথা ন্যায়সঙ্গত ছিল; ১৭৮৯ সালের বুর্জোয়াদের ন্যায়বোধ সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে অন্যায় বলে তার অবলুপ্তি দাবি করেছিল। প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের কাছে তুচ্ছ জেলা অর্ডিন্যান্স (২৯) পর্যন্ত চিরন্তন ন্যায়ের পরিপন্থী। সুতরাং চিরন্তন ন্যায়ের ধারণাটা শুধু স্থান এবং কাল অনুসারে পরিবর্তিত হয় না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনুযায়ীও হয়, এবং এটি সেই ধরনেরই একটা ব্যাপার মুল্‌বের্গার যার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে 'প্রত্যেকেই

খানিকটা ভিন্নভাবে তা বুঝে থাকে'। দৈনন্দিন জীবনে যেসব সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলে তাতে কোনো জটিলতা থাকে না বলে সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কেও ন্যায্য, অন্যায্য, ন্যায় ও অধিকারবোধ প্রভৃতি কথা কোনোরূপ ভুল বোঝাবুঝি না ঘটিয়েই চলে। কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কের কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা দেখেছি যে, এসব শব্দ গুরুতর বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে — যেমনটি সৃষ্টি হোত যদি আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের আলোচনায় ফ্লজিস্টন তত্ত্বের পরিভাষা ব্যবহার অব্যাহত থাকত। বিভ্রান্তি আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যদি কেউ প্রুধোঁর মতো এই সামাজিক ফ্লজিস্টন বা 'ন্যায়ে' বিশ্বাসী হয়, অথবা যদি কেউ ম্যুল্‌বের্গারের মতো বলতে থাকে যে ফ্লজিস্টন তত্ত্ব অক্‌সিজেন তত্ত্বের মতোই সমভাবে সঠিক*।

৩

'বড় বড় নগরীতে শতকরা নব্বইভাগ বা ততোধিক জনসংখ্যার নিজের বলতে কোনো বাসস্থান নেই, এই সত্যের চেয়ে আমাদের এই প্রশংসিত শতাব্দীর সমগ্র সংস্কৃতির অধিকতর নিদারুণ পরিহাস আর কিছুই হতে পারে না,'

ম্যুল্‌বের্গারের এই 'জমকালো' উক্তিকে আমি প্রতিক্রিয়াশীল বিলাপ আখ্যা দিয়েছি বলে তিনি আর একটি অভিযোগ করেছেন। তা করেছি বৈকি। তিনি যা ভান করছেন তা-ই যদি করতেন, অর্থাৎ শুধু 'বর্তমান

* অক্‌সিজেন আবিষ্কারের আগে বায়ুমণ্ডলে কোনো বস্তুর দাহনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসায়নবিদরা ধরে নিতেন যে ফ্লজিস্টন (phlogiston) নামে এক বিশেষ ধরনের অগ্নিময় পদার্থ আছে, যেটা দাহন প্রক্রিয়ার সময় নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়: তাঁরা যখন দেখলেন যে পোড়বার পর সাধারণ বস্তুর ওজন পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁরা বললেন যে, ফ্লজিস্টনের ওজন ঋণাত্মক, যার ফলে ফ্লজিস্টন সহ পদার্থ অপেক্ষা ফ্লজিস্টনহীন পদার্থের ওজন বেশি। এইভাবে অক্‌সিজেনের সবকটি মূল ধর্মই ক্রমে ক্রমে ফ্লজিস্টনের প্রতি আরোপিত হল, যদিও বিপরীত রূপে। দাহন প্রক্রিয়া হচ্ছে অন্য এক পদার্থ অক্‌সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থটির যৌগিক ক্রিয়া — এই তথ্য এবং পরিশুদ্ধ অক্‌সিজেন আবিষ্কারের ফলে আদি অনুমানটি বিলুপ্ত হয়, অবশ্য সাবেকী রসায়নবিদদের তরফ থেকে দীর্ঘ প্রতিরোধের পরে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

সময়ের ভয়াবহতা' সম্পর্কে বর্ণনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই 'তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর বিনয়ী বক্তব্য' সম্পর্কে কোনো কটূক্তিই করতাম না। আসলে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করেছেন। শ্রমিকদের **'নিজের বলতে কোনো বাসস্থান নেই'** এই সত্য **থেকেই** সেই 'ভয়াবহ' পরিস্থিতির **উদ্ভব** হয়েছে বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। বাড়ির উপরে শ্রমিকদের মালিকানা অবলুপ্ত হয়েছে বলে, অথবা য়ুঙ্কারদের মতো সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও গিল্ডগুলির অবসান হয়েছে বলে — যে কারণেই 'বর্তমান সময়ের ভয়াবহতা' সম্বন্ধে কান্নাকাটি করা হোক না কেন কোনোক্রমেই তা থেকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল কান্নাকাটি, অবশ্যম্ভাবী, ঐতিহাসিক অনিবার্যতার আসন্নতায় বিলাপ ছাড়া আর কিছুই হবে না। এর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটা ঠিক এইখানে যে মুল্যবের্গার শ্রমিকদের জন্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান বাসগৃহের ব্যক্তিগত মালিকানা — যা কিনা ইতিহাস দীর্ঘকাল আগেই লোপ করে দিয়েছে; তিনি প্রত্যেকটি শ্রমিককে পুনর্বার তার নিজের বাসগৃহের মালিকে পরিণত করা ছাড়া তাদের মুক্তির অন্য কোনো উপায় কল্পনা করতে পারেন না। আরও আছে:

> 'আমি জোর দিয়েই ঘোষণা করছি যে আসল লড়াই লড়তে হবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে; একমাত্র **তার রূপান্তর থেকেই** বাস-সংস্থান অবস্থার উন্নতি আশা করা যেতে পারে। এঙ্গেলস এ সবকিছুই দেখছেন না... আমি ধরে নিয়েছি যে, ভাড়াটে বাড়ির অবসানের দিকে অগ্রসর হতে হলে সামাজিক প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান প্রয়োজন।'

দুঃখের বিষয় আমি এখনও এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। যার নামও আমি কখনও শুনি নি, তিনি তার মনের গোপন কন্দরে কী ধরে নিয়েছেন তা আমার পক্ষে জানা অসম্ভব। মুল্যবের্গারের মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি আঁকড়ে থাকাটাই শুধু আমার পক্ষে সম্ভব। এবং তা থেকে আমি আজকেও দেখতে পাচ্ছি (পুনর্মুদ্রিত পুস্তিকার ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠা) যে, মুল্যবের্গার ভাড়াটে বাড়ির অবসানের দিকে অগ্রসর হবার জন্য ভাড়াটে বাড়ি ছাড়া আর কিছুই ধরে নিচ্ছেন না। কেবল ১৭ পৃষ্ঠাতেই তিনি 'পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে কবজা' করেছেন, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। এমনকি তাঁর জবাবেও তিনি এ কথাই সমর্থন করছেন এই বলে:

'বরং **বর্তমান অবস্থা থেকে** বাস-সংস্থান সমস্যার পূর্ণ রূপান্তর কী করে সম্পন্ন করা যায় সেইটে দেখানোই হল প্রশ্ন।'

'বর্তমান অবস্থা থেকে' এবং 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তর' (পড়ুন: অবসান) 'থেকে' কথা দুইটি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। শ্রীযুক্ত দলফুস এবং অন্যান্য শিল্পপতিরা শ্রমিকদের নিজস্ব বাসগৃহ অর্জনে সাহায্য করার যে হিতাকাঙ্ক্ষী প্রচেষ্টা করেছেন তাকেই আমি প্রুধোঁবাদী প্রকল্পের একমাত্র সম্ভবপর ব্যবহারিক রূপায়ণ বলে গণ্য করাতে ম্যুল্‌বের্গার যে অভিযোগ করেছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সমাজের পরিত্রাণের জন্য প্রুধোঁর পরিকল্পনা যে **বুর্জোয়া** সমাজের ভিত্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল একটা উৎকল্পনা মাত্র এ কথা যদি তিনি উপলব্ধি করতেই পারতেন, তাহলে তিনি স্বভাবতই তো তাতে বিশ্বাস হারাতেন। আমি কখনও তাঁর সদিচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলি নি। কিন্তু তাহলে ভিয়েনা নগর পরিষদে দলফুসের প্রকল্পনা অনুকরণ করার জন্য ডক্টর রেশাউয়র যে প্রস্তাব করেছিলেন সেজন্য তাঁকে তিনি প্রশংসা করলেন কেন?

ম্যুল্‌বের্গার অতঃপর বলছেন:

'বিশেষ করে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে, তার অবসান চাওয়া ইউটোপীয় ব্যাপার। এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত... প্রশ্নটা এই বৈপরীত্য **অবসানের** নয়, প্রশ্ন হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ খুঁজে বার করা যার ফলে এই বৈপরীত্য **ক্ষতিকর হবে না** বরং **ফলপ্রসূ** হবে। এইভাবেই একটা শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য, বিভিন্ন স্বার্থের ক্রমিক ভারসাম্য সাধন সম্ভব হবে।'

শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান তাহলে ইউটোপিয়া, **কেননা** এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে তা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই যুক্তি আধুনিক সমাজের অন্যান্য বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যাক আমরা কোথায় গিয়ে পেঁছিই। উদাহরণস্বরূপ:

'বিশেষ করে পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে তার অবসান চাওয়া ইউটোপীয় ব্যাপার। এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক, অথবা আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত। প্রশ্নটা এই

বৈপরীত্য **অবসানের** নয়, প্রশ্ন হল এমন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপ খুঁজে বার করা যার ফলে এই বৈপরীত্য **ক্ষতিকর হবে না** বরং **ফলপ্রসূ** হবে। এইভাবেই একটা শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য, বিভিন্ন স্বার্থের ক্রমিক ভারসাম্য সাধন সম্ভব হবে।'

এবং এর ফলে আমরা আবার শুল্‌ট্‌সে-ডেলিচ'এর বক্তব্যেই এসে পৌঁছলাম।

শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসানটা একেবারে ঠিক ততটাই ইউটোপীয় যতটা ইউটোপীয় পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে বৈপরীত্যের অবসান। দিনের পর দিন এটা শিল্প ও কৃষি উভয় উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ক্রমশ বেশি করে একটা ব্যবহারিক দাবি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। লিবিখের চেয়ে বেশি উৎসাহভরে কেউ এ দাবি তোলেন নি; তাঁর কৃষি-রসায়ন সম্পর্কিত রচনাবলীতে পহেলা নম্বর দাবি সবসময়ই এই যে মানুষ জমি থেকে যতটা গ্রহণ করে ততটাই তার জমিকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত; তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, কেবল শহরের, বিশেষ করে বড় বড় শহরের অস্তিত্বই এতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই লণ্ডন শহরেই প্রতিদিন বিপুল অর্থব্যয়ে যে পরিমাণ সার সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়, তা সমগ্র স্যাকসনি রাজ্যে উৎপন্ন সারের চেয়েও বেশি এবং লণ্ডনের গোটা শহরকে এই সার যাতে বিষাক্ত করে না তোলে তার জন্য কী বিপুল নির্মাণ-ব্যবস্থা প্রয়োজন তা দেখলেই শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈপরীত্য অবসানের ইউটোপিয়াটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক ভিত্তি পেয়ে যায়। এমনকি তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বার্লিন শহরে পর্যন্ত গত ত্রিশ বছরে তার নিজস্ব আবর্জনার দুর্গন্ধে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছে। পক্ষান্তরে, চাষীকে একই অবস্থায় রেখে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজকে প্রুধোঁ যে উৎক্ষিপ্ত করতে চান, সেটা হল পরিপূর্ণ ইউটোপিয়া। সারা দেশ জুড়ে যতটা সম্ভব সমানভাবে জনসংখ্যার বিন্যাস, শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন যোগাযোগের প্রসার হলে পরেই — অবশ্য, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অবসানের ভিত্তিতেই — শুধু গ্রামীণ জনসমাজকে সেই বিচ্ছিন্নতা এবং হতবুদ্ধিতা থেকে মুক্ত করা সম্ভবপর যার ভিতরে হাজার হাজার বছর ধরে সে রোমন্থন করে কাটিয়েছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে

বৈপরীত্যের অবসান হলেই কেবল অতীত ইতিহাস যে শৃঙ্খল সৃজন করেছে তার থেকে মানুষের মুক্তি সম্পূর্ণ হতে পারবে — এই মত পোষণ করা ইউটোপীয় নয়; ইউটোপিয়া তখনই শুরু হয় যখন কেউ বর্তমান সমাজের কোনো একটা বৈপরীত্য নিরসনের রূপ নির্দেশ করতে এগোন 'বর্তমান অবস্থা থেকে'ই। বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রুধোঁবাদী সূত্র গ্রহণ করে মুল্‌বের্গার তাই করেছেন।

মুলবের্গার অতঃপর অভিযোগ করেন যে 'প্রুধোঁর পুঁজি এবং সুদ সম্পর্কে উৎকট মতামতের জন্য' আমি কিছু পরিমাণে তাঁকে দায়িত্বের অংশীদার করেছি; তাই তিনি বলছেন:

'আমি **ধরে নিয়েছি** যে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনটা **একটা নিষ্পন্ন ঘটনা,** আর সুদের হার নিয়ামক অন্তর্বর্তী আইনটা উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সামাজিক টার্নওভার, সঞ্চালন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট... উৎপাদন-সম্পর্কের বদল, অথবা, জার্মান গোষ্ঠীর ভাষায় আরও সঠিকভাবে যাকে বলা হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির উচ্ছেদ, সেটা এঙ্গেলস **আমার মুখ দিয়ে যা বলাতে চান,** সেভাবে সুদ অবসানকারী অন্তর্বর্তী আইনের ফলে ঘটে না, ঘটে **শ্রমের সমুদয় হাতিয়ার বাস্তবিক দখল করে,** শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখল করার ফলে। সেই ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনতা অবিলম্বে মালিকানা উচ্ছেদের আগেই দায়মোচনের পূজা করবে' (!) '**কি না তা এঙ্গেলস বা আমার নির্ধারণ করার কথা নয়।**'

অবাক হয়ে আমি চোখ রগড়াচ্ছি। ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচনের জন্য 'শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারের বাস্তবিক দখল, শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখলকে' নিষ্পন্ন ঘটনা হিসেবে তিনি যে ধরে নিয়েছেন, এ কথা তিনি কোথায় লিখেছেন সেই অংশটি খুঁজে বার করবার জন্য আমি মুল্‌বের্গারের রচনাটি আরেকবার আদ্যোপান্ত পাঠ করলাম, কিন্তু তেমন অনুচ্ছেদ কোথাও পাই নি। তেমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই। 'বাস্তবিক দখল' ইত্যাদির কোথাও উল্লেখ নেই; কিন্তু ১৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বক্তব্য রয়েছে:

'এবার ধরে নেওয়া যাক যে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে **সত্যসত্যই কব্জা করা হল,** আজ বা কাল তা তো করতেই হবে, ধরুন এমন **কোনো অন্তর্বর্তী আইন মারফৎ যাতে সব পুঁজির সুদকে শতকরা একটাকা হারে নির্দিষ্ট করা যায়;** মনে রাখবেন এই হারকেও ক্রমশ হ্রাস করে শূন্যে নামিয়ে আনার প্রবণতা রেখে... **অন্যান্য সকল উৎপন্নের মতন**

ঘরবাড়িও স্বভাবতই এই আইনের আওতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত... সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন হল সাধারণভাবে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তির অবলোপের অবশ্যম্ভাবী ফল।'

ম্যুল্‌বের্গার সম্প্রতি যে সুর পাল্‌টে ফেলেছেন, তার ঠিক বিপরীত কথাই এখানে সরল ভাষায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে, নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই তিনি এই বিভ্রান্তিকর কথাটির দ্বারা পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকেই বোঝাতে চান, সত্যসত্যই 'কবজা করা' যায় সুদ উচ্ছেদের আইনের মাধ্যমে; আর ঠিক এই আইনের জন্য 'ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন হল সাধারণভাবে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তির অবলোপের অবশ্যম্ভাবী ফল'। এখন ম্যুল্‌বের্গার বলছেন তা মোটেই নয়। অন্তর্বর্তী এই আইন '**উৎপাদন**-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, **সঞ্চালন**-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট'। গ্যেটের ভাষায় বলতে গেলে 'বিজ্ঞ ও নির্বোধ উভয়ের কাছেই সমভাবে রহস্যময়'* এই স্থূল স্ববিরোধিতার দরুন শুধু এইটে ধরে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই যে আমি দুইজন স্বতন্ত্র এবং পৃথক ম্যুল্‌বের্গারকে নিয়ে আলোচনা করছি, যাঁদের একজন সঠিক অভিযোগই করছেন যে আমি তাঁর 'মুখ দিয়ে বলাতে' চেয়েছি এমন কথা যা অপরজন ছাপিয়েছেন।

এ কথা অবশ্যই সত্য যে শ্রমজীবী জনতা আমাকে বা ম্যুল্‌বের্গারকে, কাউকেই জিজ্ঞাসা করবে না — বাস্তবিক দখলের ক্ষেত্রে তারা 'অবিলম্বে মালিকানা উচ্ছেদের আগেই দায়মোচনের পূজা করবে কি না'। খুব সম্ভব তারা আদৌ 'পূজা' না করাটাই পছন্দ করবে। সে যাই হোক, শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক শ্রমের সমুদয় হাতিয়ার বাস্তবিক দখল করা নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন উঠেছে শুধু ম্যুল্‌বের্গারের এই উক্তি নিয়ে (১৭ পৃষ্ঠা): 'বাস-সংস্থান সমস্যা সমাধানের সমগ্র বিষয়টাই হল **দায়মোচন** — এই কথাটির মধ্যেই নিহিত'। এখন যদি তিনি এই দায়মোচনকে অতীব সংশয়ের ব্যাপার বলে ঘোষণা করেন, তাহলে আমাদের দুজনকে এবং আমাদের পাঠকদের এই অযথা হয়রান করার কী অর্থ ছিল?

---

* এঙ্গেলস এখানে গ্যেটের 'ফাউস্ট' প্রথম অংশ ষষ্ঠ দৃশ্য ('ডাইনির রান্নাঘর') থেকে মেফিস্টোফিলিসের উক্তি ঘুরিয়ে বলছেন। — **সম্পাঃ**

তাছাড়া এ কথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারের 'বাস্তবিক দখল', শ্রমজীবী জনতা কর্তৃক সমগ্র শিল্প দখল হচ্ছে প্রুধোঁবাদী 'দায়মোচনের' ঠিক বিপরীত। শেষোক্ত ব্যবস্থায়, **ব্যক্তিবিশেষ শ্রমিক** বাসগৃহ, কৃষিখামার, শ্রমের হাতিয়ারপত্রের মালিকে পরিণত হয়; আর আগের ব্যবস্থায় 'শ্রমজীবী জনতা' বাসগৃহ, কারখানা ও শ্রমের হাতিয়ারপত্রের যৌথ মালিক হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্ততপক্ষে অন্তর্বর্তীকালে কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় না করে ব্যক্তিবিশেষ বা সমিতিকে তা ব্যবহার করার অনুমতি দেবে না বললেই চলে। ঠিক যেমন ভূমি-মালিকানার অবসান মানে ভূমি-খাজনার অবলোপ নয়, কিছুটা সংশোধিত আকারে হলেও সমাজের হাতে তার হস্তান্তর মাত্র। সুতরাং, শ্রমজীবী জনতা দ্বারা শ্রমের সমুদয় হাতিয়ারপত্রের উপরে বাস্তব দখল প্রতিষ্ঠার ফলে ভাড়ার সম্পর্কটা বজায় রাখার সম্ভাবনা একেবারেই নাকচ হয় না।

সাধারণভাবে প্রশ্ন এই নয় যে, প্রলেতারিয়েত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সোজাসুজি উৎপাদনের হাতিয়ার, কাঁচামাল ও জীবনধারণের সামগ্রী বলপূর্বক দখল করবে, না এইসবের দরুন তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণ দেবে বা ছোট ছোট কিস্তিতে এইসব সম্পত্তির দায়মোচন করবে। আগে থাকতেই এবং সর্বক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা হল ইউটোপিয়া রচনা; সে কাজ আমি অন্যদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।

৪

ম্যুল্‌বের্গারের বহুবিধ ঘোরপ্যাঁচ ভেদ করে আসল কথাটায় পৌঁছবার জন্যই এতখানি কালি ও কাগজ খরচ করার প্রয়োজন হল — যে কথাটা ম্যুল্‌বের্গার তাঁর জবাবে সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন।

ম্যুল্‌বের্গার তাঁর প্রবন্ধে কী কী ইতিবাচক উক্তি করেছিলেন?

প্রথমত, 'বাড়ি, তার জন্য জমি ইত্যাদির আদি ব্যয় ও বর্তমান মূল্যের যা ব্যবধান', সেটা ন্যায্যত সমাজের প্রাপ্য। অর্থতত্ত্বের ভাষায় এই ব্যবধানকে বলে ভূমি-খাজনা। 'বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান-ধারণা' বইখানির ১৮৬৮

সালের সংস্করণের ২১৯ পৃষ্ঠা পড়লে দেখা যায় যে, প্রুধোঁও এটা সমাজের তরফ থেকে অধিকার করতে চান।

দ্বিতীয়ত, বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান হল বাসগৃহের ভাড়াটে হওয়ার পরিবর্তে প্রত্যেককে তার মালিকে পরিণত করা।

তৃতীয়ত, বাড়িভাড়ার দরুন দেয় অর্থকে বাসগৃহের ক্রয়মূল্য বাবদ কিস্তি শোধ বলে পরিগণিত করার আইন পাশ করলেই এই সমাধান কাজে পরিণত করা যায়। ২ নং ও ৩ নং ধারা দুইটি যে প্রুধোঁর কাছ থেকে ধার করা, তা যে কেউ 'বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধ্যান-ধারণা' বইটির ১৯৯ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় দেখতে পারেন; ২০৩ পৃষ্ঠায় প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

চতুর্থত, ভবিষ্যতে আরও হ্রাসসাপেক্ষে সুদের হারকে আপাতত এক শতাংশে নামিয়ে আনার অন্তর্বর্তী আইনের মাধ্যমে পুঁজির উৎপাদিকা শক্তিকে কবজা করা হবে। এই বক্তব্যটিও প্রুধোঁর কাছ থেকে নেওয়া, 'সাধারণ ধ্যান-ধারণা'-র ১৮২ থেকে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এর বিস্তৃত বিবরণ পড়া যেতে পারে।

এর প্রত্যেকটি বিষয়েই ম্যুল্‌বের্গারের প্রতিলিপির মূলগুলি প্রুধোঁর যে-যে অনুচ্ছেদে পাওয়া যায়, তা আমি উদ্ধৃত করেছি। আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই যে, সম্পূর্ণরূপে প্রুধোঁবাদী, এবং প্রুধোঁবাদী ছাড়া আর কিছু নয়, এইরূপ মতামতে পূর্ণ প্রবন্ধের লেখককে প্রুধোঁপন্থী আখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হয়েছিল কিনা? তৎসত্ত্বেও ম্যুল্‌বের্গারের সর্বাপেক্ষা তীব্র অভিযোগ এইজন্য যে 'প্রুধোঁর ব্যবহৃত **কয়েকটি কথা** পেয়েছি' বলেই আমি তাঁকে প্রুধোঁপন্থী বলেছি! ঠিক তার বিপরীত। **'কথাগুলি'** সবই ম্যুলবের্গারের নিজস্ব, কিন্তু তার **বিষয়বস্তু** প্রুধোঁর। আর আমি যখন প্রুধোঁকে দিয়েই এই প্রুধোঁবাদী গবেষণার পরিপূরণ করি, তখন ম্যুল্‌বের্গার অভিযোগ করেন যে, আমি তাঁর উপর প্রুধোঁর 'উৎকট মতামত' আরোপ করছি।

এই প্রুধোঁবাদী পরিকল্পনার আমি কী জবাব দিয়েছিলাম?

প্রথমত, রাষ্ট্রের হাতে ভূমি-খাজনার হস্তান্তরকরণ হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবলোপের সামিল।

দ্বিতীয়ত, ভাড়াটে বাড়ির দায়মোচন এবং ভাড়াটে হিসেবে বসবাসকারীর হাতে বাসগৃহের মালিকানা হস্তান্তরকরণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে মোটেই স্পর্শ করে না।

তৃতীয়ত, বর্তমানে বৃহদায়তন শিল্প এবং শহরগুলির যা বিকাশ ঘটেছে, তার ফলে এ প্রস্তাব যেমন আজগবি, তেমনই প্রতিক্রিয়াশীল; এবং নিজ নিজ বাসগৃহের উপর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রবর্তন হবে পশ্চাৎ দিকে পদক্ষেপমাত্র।

চতুর্থত, পুঁজির উপর সুদের হার বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস করাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে মোটেই আক্রমণ করা হয় না; বরং মহাজনী আইনসমূহ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ ধারণা যেমন সেকেলে তেমনই অবাস্তব।

পঞ্চমত, পুঁজির উপর সুদ উচ্ছেদ করে কোনোক্রমেই বাড়িভাড়ার অবসান করা যায় না।

মুল্যল্‌বের্গার এখন ২ নং ও ৪ নং ধারাদুটো মেনে নিয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ে তিনি মোটেই কোনো জবাব দেন নি। অথচ এইসব কথাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র বিতর্কের অবতারণা। মুল্যল্‌বের্গারের জবাবটা কোনো কিছুর খণ্ডন নয়। জবাবে সমস্ত অর্থনৈতিক প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, অথচ এগুলিই হল চূড়ান্ত নির্ধারক। জবাবটা ব্যক্তিগত অভিযোগমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি নালিশ করছেন যে, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ঘোষিতব্য সমাধান আমি পূর্বাহ্নেই অনুমান করে বলেছি যে, তা হবে সর্বত্রই একপ্রকার, অর্থাৎ বাড়িভাড়ার প্রশ্নের মতোই — সুদ লোপ, সুদের কিস্তিকে আসলের অংকের কিস্তিশোধে পরিণত করা, এবং সুদছাড়া ঋণ। তাসত্ত্বেও আমি এখনও বাজি ধরতে রাজি যে, মুল্যল্‌বের্গারের এই সমস্ত প্রবন্ধ যদি সত্যই প্রকাশিত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তার মূল বিষয়বস্তু প্রুধোঁর 'সাধারণ ধ্যান-ধারণা'-র সঙ্গে মিলে গিয়েছে (ক্রেডিট — ১৮২ পৃষ্ঠা; রাষ্ট্রীয় ঋণ — ১৮৬ পৃষ্ঠা; ব্যক্তিগত ঋণ — ১৯৬ পৃষ্ঠা), ঠিক যে রকম বাস-সংস্থান সমস্যা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী মিলে গিয়েছে সেই একই বই থেকে আমি যে-যে অংশ উদ্ধৃত করেছি, তার সঙ্গে।

ম্যুল্‌বের্গার এই সুযোগে আমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে কর, রাষ্ট্রীয় ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও ক্রেডিট আর তার সঙ্গে সম্প্রতি যোগ করা পৌর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন — এগুলি কৃষকের পক্ষে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বহুলাংশে একমত; কিন্তু ১। এ অবধি কৃষক সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয় নি এবং ২। এই সকল সমস্যার প্রুধোঁবাদী 'সমাধান' তাঁর বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের মতোই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমরূপ আজগবি ও মূলত বুর্জোয়াধর্মী। কৃষকদের আন্দোলনে টানবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে যে আমি অক্ষম, ম্যুল্‌বের্গারের এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন আমি দেখছি না। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাদের কাছে প্রুধোঁবাদী হাতুড়ে বিদ্যা সুপারিশ করাটা আমি অবশ্যই নির্বুদ্ধিতা বলে বিবেচনা করি। এখনও অবধি জার্মানিতে বড় বড় অনেক ভূসম্পত্তি রয়েছে। প্রুধোঁর তত্ত্ব অনুযায়ী এইগুলিকে ছোট ছোট কৃষিখামারে বিভক্ত করে দেওয়া উচিত, অথচ বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত কৃষিতে এবং ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিতে ক্ষুদে কৃষকজমির অভিজ্ঞতার পরে এ কাজ নিশ্চিতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হবে। বরং অদ্যাবধি যেসব বড় বড় ভূসম্পত্তি রয়েছে তা সংঘবদ্ধ শ্রমিকগণ কর্তৃক বৃহদায়তন কৃষি পরিচালনার যোগ্য ভিত্তিই জোগায় — একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আধুনিক সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সদ্ব্যবহার হতে পারে। এবং এইভাবে ছোট চাষীদের কাছে সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে বৃহদায়তন চাষের সুবিধা প্রমাণিত হবে। এ ব্যাপারে যারা সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, সেই ডেনমার্কের সমাজতন্ত্রীরা কথাটা অনেক আগেই ধরতে পেরেছেন (৩০)।

শ্রমিকদের বর্তমান জঘন্য বাসস্থান পরিস্থিতিকে আমি যে 'তুচ্ছ খুঁটিনাটি' বলে মনে করি এই ইঙ্গিতের বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা আমি সমভাবে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আমার যতদূর জানা আছে আমিই সর্বপ্রথম জার্মান সাহিত্যে ইংলণ্ডে বিদ্যমান পরিস্থিতির চিরায়ত রূপটি বর্ণনা করি। ম্যুল্‌বের্গারের মতন এটা 'আমার ন্যায়বোধকে আঘাত করেছিল' বলে আমি তা করি নি — যাকিছু বাস্তব ঘটনা ন্যায়বোধকে আঘাত করে তাদের সবকিছু নিয়ে যদি বই লিখতে হয়, তাহলে কাজের আর অবধি থাকে না — লেখার

কারণটা আমার বই-এর* ভূমিকাতেই বর্ণিত আছে। তখন জার্মান সমাজতন্ত্রের সবে উদ্ভব হচ্ছিল, আর ফাঁকা বাক্যজালে সে নিজেকে নিঃশেষ করছিল; আমার বই-এর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক অবস্থা বর্ণনার মারফৎ এই জার্মান সমাজতন্ত্রের তথ্যগত ভিত্তি জোগানো। অবশ্য তথাকথিত বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধান নির্ণয়ের কথা আমার মাথায় কখনোই প্রবেশ করে নি, যেমন মনে হয় নি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য সমস্যার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা। বর্তমান সমাজের যা উৎপাদনের পরিমাণ তা তার সকল সদস্যের খাদ্যসংস্থান করার পক্ষে পর্যাপ্ত এবং যত বাড়ি বর্তমান তা শ্রমজীবী জনসাধারণকে আপাতত প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, এটুকু প্রমাণ করতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট। ভবিষ্যৎ সমাজ কী ভাবে খাদ্য এবং বাসস্থান বিতরণ সংগঠন করবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু করলে আমরা সরাসরি ইউটোপিয়ায় গিয়ে পৌঁছব। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎপাদন-পদ্ধতির মৌলিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে আমরা বড়জোর এই বক্তব্য পেশ করতে পারি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির পতন হলে দখলদারির যে কতকগুলি বিশেষ রূপ এ যাবৎ চলে আসছে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাও সর্বক্ষেত্রে সেই সময়ে বিদ্যমান সম্পর্ক অনুযায়ী হতে হবে। ছোট ছোট ভূসম্পত্তির দেশে সে ব্যবস্থা বড় বড় ভূসম্পত্তির দেশ থেকে তফাৎ হবে, ইত্যাদি। কেউ যদি বাস-সংস্থান সমস্যার মতো তথাকথিত ব্যবহারিক সমস্যা সম্পর্কে আলাদা আলাদা সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করে, তাহলে কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হয় তা মুল্‌বের্গার স্বয়ং সবচেয়ে ভালো করেই আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি প্রথমে ২৮ পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যাখ্যা করলেন যে 'বাস-সংস্থান সমস্যার সমাধানের সমগ্র বিষয়বস্তুটি দায়মোচন কথাটির মধ্যে নিহিত আছে' এবং তারপর চারদিক থেকে চাপে পড়ে তিনি বিব্রত হয়ে আমতাআমতা করতে লাগলেন যে ঘরবাড়ির প্রত্যক্ষ দখল নেবার সময় অন্য কোনো কায়দায় মালিকানা উচ্ছেদ করার আগে 'শ্রমজীবী জনতা দায়মোচনের পুজো করবে কিনা', এটা আসলে খুবই সংশয়ের কথা।

* ফ. এঙ্গেলস, 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'। — সম্পাঃ

মুল্যবের্গার দাবি করছেন যে আমাদের **কাজের লোক** হওয়া উচিত; 'বাস্তব ব্যবহারিক সম্পর্কের সম্মুখীন হয়ে শুধু নিষ্প্রাণ ও বিমূর্ত সূত্র নিয়ে হাজির হওয়ার' পরিবর্তে আমাদের উচিত 'বিমূর্ত সমাজতন্ত্রের গণ্ডি অতিক্রম করে **সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের সন্নিকটে আসা'।** মুল্যবের্গার যদি নিজে তা করে থাকতেন, তাহলে তিনি সম্ভবত আন্দোলনের প্রভূত উপকার সাধিত করতে পারতেন। সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সন্নিকট হওয়ার প্রথম ধাপটা নিশ্চয়ই এসব সম্পর্ক কী তা জানা, প্রচলিত অর্থনৈতিক অন্তঃসম্পর্ক অনুযায়ী তা পরীক্ষা করা। কিন্তু মুল্যবের্গারের প্রবন্ধাবলীতে আমরা কী দেখতে পাই? দুটি পুরো বাক্য যথা:

১। 'পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের যে **সম্পর্ক**, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের সম্পর্কটিও ঠিক তাই।'

আমি পুনর্মুদ্রিত লেখাটির ৬ পৃষ্ঠায়* প্রমাণ করেছি যে এ কথা সম্পূর্ণ ভুল; আর মুল্যবের্গার জবাবে একটি কথাও বলেন নি।

২। 'কিন্তু' (সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে) 'যে ষাঁড়টির **শিং ধরে কবজা করতে হবে** তা হল, উদারপন্থী অর্থনীতিবিদের ভাষায়, **পুঁজির উৎপাদিকা শক্তি**—এ বস্তুটির **বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই,** কিন্তু তার **আপাতদৃশ্য অস্তিত্বটি** বর্তমান সমাজের সর্বপ্রকার অসাম্যের আবরণ হিসেবে কাজ করছে।'

অতএব যাকে **শিং** ধরে কবজা করতে হবে সেই ষাঁড়ের **'বাস্তবে কোনো** অস্তিত্বই **নেই'**, এবং সুতরাং তার 'শিং'ও নেই। ষাঁড়টি স্বয়ং অমঙ্গল নয়, অমঙ্গল হচ্ছে **আপাতদৃশ্য অস্তিত্ব।** এতৎসত্ত্বেও, '(পুঁজির) তথাকথিত উৎপাদিকা শক্তি ঘরবাড়ি ও শহর মন্ত্রজালে সৃষ্টি করতে পারে', যাদের অস্তিত্ব মোটেই 'আপাতদৃশ্য' নয় (১২ পৃষ্ঠা)। যে ব্যক্তি এইভাবে চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর কায়দায় পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের বিষয়ে প্রলাপোক্তি করেন, যদিও মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ নাকি 'তাঁর কাছেও সুপরিচিত', সেই ব্যক্তি জার্মান শ্রমিকদের নূতন এবং শ্রেষ্ঠতর পথ দেখাবার দায় নিচ্ছেন এবং

---

* এই খণ্ডের ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

'ভবিষ্যৎ সমাজের স্থাপত্য-কাঠামো সম্পর্কে, অন্ততপক্ষে তার মূল রূপরেখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ওস্তাদ নির্মাতা' হিসেবে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন!

মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থে 'সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের' যতটা সন্নিকটে এসেছেন, তার চেয়ে বেশি কেউ 'আসেন' নি। তিনি পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন দিক থেকে এই সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং তাঁর সমালোচনার ফলাফলের মধ্যে সর্বত্রই আজকের দিনে যতখানি সম্ভব ততখানি তথাকথিত সমাধানের বীজ আছে। কিন্তু বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গারের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সেইসব নাকি বিমূর্ত সমাজতন্ত্র, নিষ্প্রাণ ও বিমূর্ত সূত্রাবলী মাত্র। 'সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্ক' অধ্যয়ন করার পরিবর্তে বন্ধুবর ম্যুল্‌বের্গার প্রুধোঁর এমন কয়েক খণ্ড রচনা পড়েই তুষ্ট যাতে সমাজের সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিষয় প্রায় কিছুই না থাকলেও তার পরিবর্তে সমস্ত সামাজিক অভিশাপের অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ অলৌকিক দাওয়াই রয়েছে। অতঃপর তিনি সামাজিক পরিত্রাণের আগে থেকেই তৈরী এই পরিকল্পনা, এই প্রুধোঁবাদী **পদ্ধতি** জার্মান শ্রমিকদের উপহার দিচ্ছেন এই অজুহাতে যে, **তিনি 'সব পদ্ধতিকেই** বিদায় জানাতে' চান অথচ আমি 'বিপরীত পন্থা গ্রহণ করছি!' এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে আমি অন্ধ এবং ম্যুল্‌বের্গার বধির, সুতরাং আমাদের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এই বিতণ্ডার আর কিছু না হলেও এটুকু মূল্য আছে যে এইসব আত্ম-অভিহিত 'কাজের লোক' সমাজতন্ত্রীর প্রকৃত কর্মকাণ্ডটা আসলে কী বস্তু এটা তার প্রমাণ দিয়েছে। সামাজিক সকল অভিশাপের অবসানের এইসব ব্যবহারিক প্রস্তাব, এই সকল সামাজিক সর্বরোগহর দাওয়াই সর্বদাই এবং সর্বক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর এমন সব প্রতিষ্ঠাতাদের অবদান যাঁরা দেখা দিয়েছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের শৈশবকালে। প্রুধোঁও এঁদেরই অন্তর্গত। প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে এই শিশুর কাঁথা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই চেতনাই জন্ম লাভ করে যে, পূর্বাহ্নে রচিত এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই সমস্ত 'ব্যবহারিক সমাধানের' অপেক্ষা কম ব্যবহারিক আর কিছুই হতে পারে না, উপলব্ধি আসে যে, প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক সমাজতন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন

দিক থেকে পংজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির নির্ভুল জ্ঞানলাভ। যে শ্রমিক শ্রেণী এই **সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের** অধিকারী, তার মনে **কখনও** সংশয় জাগবে না কোন্ সামাজিক প্রতিষ্ঠান তার মূল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে এবং এই আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে কী রূপে।

১৮৭২ সালের মে থেকে
১৮৭৩ সালের জানুয়ারি
মাসে এঙ্গেলসের লেখা

জার্মান থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

১৮৭২-১৮৭৩ সালের *Volksstaat*
সংবাদপত্রের কয়েকটি সংখ্যায় এবং ওই বছরেই
পুস্তকাকারে তিনটি বিভিন্ন
খণ্ডে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস**

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে (৩১)

কিছু কিছু সমাজতন্ত্রী, যাকে তাঁরা বলেন **কর্তৃত্বের নীতি,** তার বিরুদ্ধে সম্প্রতি রীতিমত জেহাদ শুরু করে দিয়েছেন। কোনো একটা কাজ **কর্তৃত্বমূলক** এটুকু বললেই তাঁরা সে কাজের নিন্দা করবেন। চটপট রায়দানের এই পদ্ধতির এতদূর অপপ্রয়োগ হয় যে ব্যাপারটা সম্পর্কে একটু খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার হয়ে পড়েছে। যে অর্থে কর্তৃত্ব কথাটি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে তার মানে দাঁড়ায়: আমাদের ইচ্ছার উপর আরেকজনের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া; অন্যদিকে, কর্তৃত্ব বলতে বশ্যতাও ধরে নেওয়া হয়। শব্দ দুটি অবশ্য শুনতে খারাপ, আর বশীভূত পক্ষের কাছে সম্পর্কটা অপ্রীতিকরও, তাই প্রশ্ন হল যে এর হাত থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় নির্ধারণ করা যায় কিনা, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবেশে এমন আরেকটা সমাজ-ব্যবস্থা গড়া যায় কিনা যেখানে এই কর্তৃত্বের আর কোনো দরকার থাকবে না, সুতরাং কর্তৃত্বের অবসান হবে। আজকের দিনের বুর্জোয়া সমাজ যেসব অর্থনৈতিক, শিল্পগত ও কৃষিগত অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সেগুলি পরীক্ষা করলে আমরা দেখি যে, তাদের ঝোঁকই হল বিচ্ছিন্ন কাজের বদলে ক্রমশ আরো বেশি করে নানা লোকের মিলিত কাজের প্রবর্তন। স্বতন্ত্র উৎপাদকদের ছোট ছোট কর্মশালার বদলে এসেছে আধুনিক শ্রমশিল্প তার বড় বড় ফ্যাক্টরি ও মিল নিয়ে, সেখানে শত শত শ্রমিক বাষ্পচালিত জটিল যন্ত্রপাতির তত্ত্বাবধান করছে। রাজপথের গাড়ি ও শকটের জায়গায় এসেছে রেলওয়ে ট্রেন, ঠিক যেমন দাঁড়ওয়ালা অথবা পালতোলা জাহাজের স্থান নিয়েছে বাষ্পচালিত জাহাজ। এমনকি কৃষির উপরও যন্ত্র ও বাষ্পের আধিপত্য ক্রমশ বাড়ছে, ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্যভাবে ছোট মালিকদের

জায়গায় তা এনে দিয়েছে বড় বড় পুঁজিপতি; মজুরি-শ্রমিকদের সাহায্যে তারা বিপুল আয়তনে জমি চাষ করছে। সর্বত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র কার্যকলাপের বদলে আসছে যুক্ত প্রচেষ্টা, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নানা প্রক্রিয়ার জটিলতা। কিন্তু যুক্ত কাজের কথা তুললেই সংগঠনের কথা বলতে হয়; আর কর্তৃত্ব ছাড়া কি সংগঠন সম্ভব?

ধরা যাক, যে পুঁজিপতিরা আজ সম্পদের উৎপাদন ও সঞ্চালনের উপর কর্তৃত্ব করছে, তারা এক সমাজ-বিপ্লবের ফলে গদিচ্যুত হল। কর্তৃত্ববিরোধীদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ধরে নেওয়া যাক যে জমি ও শ্রমের হাতিয়ারপত্র ব্যবহারকারী শ্রমিকদেরই যৌথ সম্পত্তি হয়ে গেল। তাহলেই কি কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, না, শুধু তার রূপেরই কেবল পরিবর্তন ঘটবে? কথাটা আলোচনা করে দেখা যাক।

উদাহরণ হিসেবে একটা সুতো-কাটার মিলের কথা ধরা যাক। সুতোয় পরিণত হওয়ার আগে তুলোকে অন্ততঃপক্ষে ছটি ক্রমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই প্রধানত হচ্ছে আলাদা আলাদা ঘরে। তাছাড়া যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়র প্রয়োজন যে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের দেখাশোনা করবে, কয়েকজন মিস্ত্রী প্রয়োজন যারা করবে চলতি মেরামতের কাজ, আরও অনেক শ্রমিক প্রয়োজন যাদের কাজ হবে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি। এইসব শ্রমিকদের, পুরুষ নারী ও শিশু নির্বিশেষে, কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে বাষ্পের কর্তৃত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে; সে কর্তৃত্ব কোনো ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। সুতরাং শ্রমিকদের প্রথমেই কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে একটা সমঝোতায় আসতে হবে; আর একবার ঘণ্টা নির্ধারিত হয়ে গেলে পর প্রত্যেককেই তা মেনে চলতে হবে বিনা ব্যতিক্রমে। তারপর প্রতি ঘরে প্রতি মুহূর্তেই উৎপাদন-পদ্ধতি, মালমশলার বণ্টন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন ওঠে; সেসব প্রশ্নের সমাধান অবিলম্বে করতে হয় নইলে সমস্ত উৎপাদন তখনই বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমের প্রতিটি শাখার শীর্ষে অধিষ্ঠিত একজন প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সে সমাধান হোক, বা সম্ভব হলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট অনুসারেই সমাধান হোক, ব্যক্তিবিশেষের মতকে সর্বদাই মাথা নত করতে হয়। তার মানেই হল প্রশ্নগুলির সমাধান হচ্ছে কর্তৃত্বের

জোরে। শ্রমিক-নিয়োগকারী ছোট পংজিপতিরা যতটা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি স্বেচ্ছাচারী হল বড় কারখানার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। অন্ততঃপক্ষে কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে এইসব কারখানার প্রবেশপথে লিখে রাখা যায়: Lasciate ogni autonomia, voi che entrate!* মানুষ যদি নিজের জ্ঞান ও উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে প্রকৃতির শক্তিকে জয় করে থাকে, তাহলে সে শক্তি মানুষের উপর এইভাবে প্রতিশোধ নেয় যে মানুষ যেখানে তাকে নিয়োগ করে সেখানে সে মানুষকে এমনই এক খাঁটি স্বেচ্ছাচারের অধীন করে ফেলে যা সকল সামাজিক সংগঠনের ঊর্ধ্বে। বৃহদায়তন শিল্পে কর্তৃত্ব লোপ করতে চাওয়ার মানে হল শিল্পকেই বিলুপ্ত করার ইচ্ছা, সুতোকাটার চরকায় ফিরে যাওয়ার জন্য বাষ্পচালিত তাঁতযন্ত্র ভেঙে ফেলার ইচ্ছা।

আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক — রেলপথ। এখানেও অসংখ্য ব্যক্তির সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, আর যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য এই সহযোগিতা চালাতে হয় কাঁটায়-কাঁটায় নির্ধারিত সময়ে। এখানেও কাজের প্রথম শর্ত হল এমন এক অধিপতি ইচ্ছা যা সব অধস্তন প্রশ্নের সমাধান করে দেয় — তা সে ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব একজনমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিই করুক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার ভারপ্রাপ্ত একটি কমিটিই করুক। উভয় ক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের অস্তিত্বটা খুবই স্পষ্ট। উপরন্তু, মহামান্য যাত্রীদের উপর রেলকর্মীদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হলে প্রথম যে ট্রেন ছাড়া হবে তার অবস্থা কী দাঁড়াবে?

কিন্তু কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, এমনকি উদ্ধত কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের উপরে যতটা স্পষ্ট ততটা আর কোথাও নয়। সেখানে বিপদের মুহূর্তে সকলের জীবন নির্ভর করে একজনের ইচ্ছা অবিলম্বে ও পুরোপুরিভাবে প্রত্যেকে মেনে নেওয়ার উপর।

যখনই উগ্রতম কর্তৃত্ববিরোধীদের সামনে আমি এই ধরনের যুক্তি পেশ করি, তখন তাঁরা একমাত্র নিম্নোক্ত উত্তরই দিতে পারেন: 'হ্যাঁ, এসব সত্যি, কিন্তু আমাদের প্রতিনিধিদের উপর এখানে আমরা যা অর্পণ করছি তা

---

* 'যাঁরা এখানে প্রবেশ করছ তারা পিছনে ফেলে এসো সব স্বাতন্ত্র্য!' (দান্তে, 'ডিভাইন কমেডি', 'নরক-দর্শন', তৃতীয় সঙ্গীত, তৃতীয় শ্লোকের সংক্ষিপ্ত রূপ)। — সম্পাঃ

কর্তৃত্ব নয়, সে হল **অর্পিত কাজের ভার মাত্র।**' এইসব ভদ্রমহোদয় মনে করেন যে নাম বদলেই তাঁরা আসল জিনিসটাও বদলে ফেলেছেন। এ ধরনের মহা-মনীষীরা সমগ্র পৃথিবীকে এইভাবেই ব্যঙ্গ করে থাকেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে একদিকে কিছুটা কর্তৃত্ব, তা সে যেভাবেই অর্পিত হোক না কেন, আর অন্যদিকে কিছুটা বশ্যতা হল এমন জিনিস যা সকল সামাজিক সংগঠন-নির্বিশেষে আমাদের উপর চাপানো থাকে যে বাস্তব অবস্থায় আমরা উৎপাদন আর উৎপন্ন দ্রব্যের সঞ্চালন করি তার সঙ্গে সঙ্গেই।

আমরা এটাও দেখেছি যে বৃহদায়তন শিল্প ও বিপুলাকার কৃষির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে উৎপাদন ও সঞ্চালনের বৈষয়িক অবস্থারও বিকাশ ঘটে, এবং তার ঝোঁক ক্রমশ এই কর্তৃত্বের পরিসর বাড়িয়ে দেবার দিকে। সুতরাং কর্তৃত্বের নীতিকে পুরোপুরিভাবে খারাপ আর স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে পুরোপুরিভাবে ভালো বলাটা অর্থহীন। কর্তৃত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হল আপেক্ষিক বস্তু, সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গে এদের আওতার পার্থক্য ঘটে। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা যদি শুধু এইটুকুই বলে সন্তুষ্ট থাকতেন যে উৎপাদনের শর্তাবলীর ফলে যতটা অনিবার্য হয়ে ওঠে শুধু সেই সীমার মধ্যেই কর্তৃত্বকে সীমিত করে রাখবে ভবিষ্যতের সামাজিক সংগঠন, তাহলে আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারতাম। কিন্তু যেসব ঘটনার দরুন কর্তৃত্ব জিনিসটা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ধ, অথচ শব্দটার বিরুদ্ধে তাঁরা তীব্র আবেগের সঙ্গে লড়ে চলেন।

কর্তৃত্ববিরোধীরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোয় সীমাবদ্ধ থাকেন না কেন? সব সমাজতন্ত্রী এ বিষয়ে একমত যে আগামী সমাজ-বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আর তার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে; অর্থাৎ সরকারী কার্যকলাপের রাজনৈতিক চরিত্র বিলুপ্ত হবে আর তা পরিণত হবে সমাজের প্রকৃত স্বার্থ দেখাশোনা করার সরল ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু কর্তৃত্ববিরোধীরা দাবি করেন যে, যে-সামাজিক পরিস্থিতির ফলে কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল তার বিলোপ সাধনের আগেই এক আঘাতেই সেই রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করতে হবে। তাঁরা দাবি করেন যে সমাজ-বিপ্লবের প্রথম কাজই হবে কর্তৃত্বের

বিলোপসাধন। এই ভদ্রমহোদয়রা কি কখনও কোনো বিপ্লব দেখেছেন? কর্তৃত্বমূলক যত ব্যাপার আছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই সবচেয়ে কর্তৃত্বপ্রধান হল বিপ্লব। বিপ্লব হল এমন এক কর্ম যাতে জনসংখ্যার এক অংশ কর্তৃত্বাশ্রয়ী উপায় আদৌ যা আছে সেই বন্দুক, বেয়নেট ও কামানের মাধ্যমে জনসংখ্যার অপর অংশের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়। আর বিজয়ী দল যদি নিজেদের সংগ্রাম ব্যর্থ হতে দিতে না চায়, তাহলে তাদের নিজেদের শাসন বজায় রাখতে হবে অস্ত্রের সাহায্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে ভীতির সঞ্চার করেই। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের এমন কর্তৃত্ব কাজে না লাগালে কি প্যারিস কমিউন একদিনও টিকতে পারত? বরং সে কর্তৃত্ব যথেষ্ট অসংকোচে প্রয়োগ না করার জন্যই কি তাকে আমাদের তিরস্কার করা উচিত না?

সুতরাং দুটোর একটা: হয় কর্তৃত্ববিরোধীরা জানেন না তাঁরা কী বলছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁরা সৃষ্টি করছেন শুধু বিভ্রান্তি; নয়তো তাঁরা কী বলছেন জানেন, আর সে ক্ষেত্রে তাঁরা প্রলেতারিয়েতের আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য তাঁরা সাহায্য করছেন প্রতিক্রিয়াকেই।

১৮৭২ সালের অক্টোবর
থেকে ১৮৭৩ সালের মার্চ
মাসে এঙ্গেলসের লেখা

১৮৭৪ সালের 'Almanacco
Repubblicano' সংকলনে
প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস**

ইতালীয় থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ব্লাঙ্কিপন্থী কমিউনার্ড দেশান্তরীদের কর্মসূচি (৩২)

('Flüchtlingsliteratur' থেকে দ্বিতীয় সংখ্যক প্রবন্ধ)

প্রতিটি অসফল বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লবের পর বিদেশে পলাতক দেশান্তরীদের মধ্যে প্রবল কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়ে থাকে। তখন গড়ে ওঠে বহুবিচিত্র মতাবলম্বী নানা পার্টি-গোষ্ঠী আর এই গোষ্ঠীগুলি চলন্ত গাড়িকে কাদায় ফেলা, বিশ্বাসঘাতকতা আর যতরকম মারাত্মক অপরাধ হতে পারে সেই সবরকম অপরাধের দায়ে পরস্পরকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকে। এরা জন্মভূমির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখে, সংগঠন গড়ে, ষড়যন্ত্র পাকায়, পুস্তিকা আর সংবাদপত্র ছেপে বের করে, শপথ নিয়ে বলে যে সবকিছু ফিরেফিরতি শুরু হতে যাচ্ছে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ও এই আগামী সংঘর্ষে জয় অবশ্যম্ভাবী এবং এরই প্রত্যাশায় সরকারি পদ বিতরণ পর্যন্ত শুরু করে দেয় এরা। স্বভাবতই এর ফলে আসে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা এবং সেজন্য এরা ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে দায়ী করে না, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বুঝতেই চায় না এরা, উলটে দোষারোপ করে ব্যক্তিবিশেষদের আকস্মিক ভুলভ্রান্তির ওপর। ফলত দেখা দেয় অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এবং তার পরিণতি ঘটে সর্বব্যাপী কলহ-বিবাদে। ১৭৯২ সালের রাজভক্ত (৩৩) দেশান্তরীদের থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত সকল শরণার্থী গোষ্ঠীর ইতিহাস হল এই-ই। তাই দেখা যায় শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের সাধারণ বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞান আছে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নিষ্ফল ঝগড়াঝাঁটি বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ করেন।

কমিউন পরাস্ত হবার পর ফরাসি দেশান্তরীদের দলবলও ভাগ্যের এই অমোঘ পরিহাস এড়াতে পারে নি। সর্ব-ইউরোপীয় নিন্দাবাদের অভিযান সবক'টি গোষ্ঠীকে সমানভাবে আক্রমণ করায় এবং বিশেষ করে লণ্ডনে

আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদে ফরাসী দেশান্তরীরা সাধারণভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় কিছুকালের জন্য ওই দেশান্তরীরা অন্তত বহির্জগতের কাছ থেকে তাঁদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ গোপন করে রাখতে বাধ্য হন। তবে গত দু'বছরে দেশান্তরীদের ওই দলবলের মধ্যে দ্রুত ভাঙনের প্রক্রিয়াটিকে আর গোপন করে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি এবং এখন সর্বত্র শুরু হয়ে গেছে প্রকাশ্য ঝগড়াঝাঁটি। সুইজারল্যান্ডে দেশান্তরীদের একটা অংশ বিশেষ করে গোপন মৈত্রীজোটের (৩৪) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা **মালোঁ-র** প্রভাবে পড়ে বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেয়। অতঃপর লণ্ডনে তথাকথিত ব্লাঙ্কিপন্থীরা আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক একটি গোষ্ঠী গড়ে আর তার নাম দেয় 'বিপ্লবী কমিউন'। এরও পরে অপর কয়েকটি গোষ্ঠীও তৈরি হয়, কিন্তু এগুলি অনবরত পরস্পরের সঙ্গে মিশে যেতে ও ফের নতুন করে তৈরি হতে লেগেছে, তাছাড়া এমনকি ঘোষণাপত্র রচনার মতোও উল্লেখ্য কোনোকিছু এগুলি করে উঠতে পারে নি। তবে ব্লাঙ্কিপন্থীরা সবেমাত্র 'Communeux'-এর* উদ্দেশে লিখিত এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে তাদের কর্মসূচির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছে।

এই গোষ্ঠীটিকে ব্লাঙ্কিপন্থী বলা হয় এটি ব্লাঙ্কির প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী বলে নয় (কর্মসূচিটির তেত্রিশজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে হয়তো হাতে-গোনা অল্প কয়েকজন ব্লাঙ্কির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে থাকতে পারেন), এর কারণ এই ব্লাঙ্কিপন্থীরা ব্লাঙ্কির আদর্শ ও তাঁর ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলতে চান, এইমাত্র। ব্লাঙ্কি হচ্ছেন মূলত একজন রাজনৈতিক বিপ্লবী, জনসাধারণের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি থাকার দরুন নিছক ভাবাবেগের বিচারে সমাজতন্ত্রী তিনি, কিন্তু তাঁর না আছে কোনো সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি, না সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যকর প্রস্তাবাদি। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিচারে ব্লাঙ্কি ছিলেন মূলত একজন 'কেজো লোক', তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে জনসাধারণের সু-সংগঠিত ছোট্ট একটি সংখ্যালঘু অংশ যদি উপযুক্ত সময়ে একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রয়াস পায়, তাহলে প্রাথমিক কয়েকটি সাফল্য লাভ করার পর তা জনসংখ্যার

---

* 'কমিউনার্ড'দের। — সম্পাঃ

বিপ্লুল এক অংশকে দলে টানতে সমর্থ হতে পারে আর তাহলেই তা সমাধা করতে পারে সাফল্যমণ্ডিত এক বিপ্লব। স্বভাবতই লুই ফিলিপের রাজত্বকালে ব্লাঙ্কি তাঁর এই বিপ্লবী গোষ্ঠীটিকে সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কেবলমাত্র একটি গুপ্ত সমিতির আকারে, আর সাধারণত গুপ্ত ষড়্যন্ত্রের কপালে যা ঘটে থাকে এই সমিতির কপালেও তাই ঘটল: বড়রকমের কিছু এখনই ঘটতে চলেছে অনবরত এমন এক সম্ভাবনার শূন্যময় আশায়-আশায় থেকে অনুসারকরা শেষপর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে বিদ্রোহ করল আর তখন সমিতির সামনে একমাত্র এই বিকল্পটি খোলা রইল যে হয় ষড়্যন্ত্রকে বিনষ্ট হতে দেয়া আর নয়তো বাহ্য কোনো কারণ ছাড়াই শত্রুকে আঘাত হানা। ফলে সমিতি শেষের পথ বেছে নিয়ে আঘাত হানল (১৮৩৯ সালের ১২ মে তারিখে), কিন্তু সেই অভ্যুত্থান দমন করা হল সঙ্গে সঙ্গেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্লাঙ্কির এই ষড়্যন্ত্র ছিল এমন এক গুপ্ত কার্যকলাপ যার মধ্যে পুলিশ কখনও মাথা গলাতে পারে নি; ফলে অন্তত পুলিশের কাছে অভ্যুত্থানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই। ব্লাঙ্কি যেহেতু প্রতিটি বিপ্লবকেই মুষ্টিমেয় এক বিপ্লবী সংখ্যালঘুর coup de* হিসেবে গণ্য করে থাকেন, সেইহেতু এটা স্বতঃসিদ্ধ যে এ ধরনের আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা; তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই একনায়কত্ব সমগ্রভাবে বিপ্লবী শ্রেণীর বা প্রলেতারিয়েতের নয়, এ হল অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজন এবং যারা গোড়ার দিকে একজন বা একাধিক লোকের একনায়কত্বের অধীনে সংগঠিত হয়েছে — তাদের কয়েকজনের একনায়কত্ব মাত্র।

স্পষ্টতই ব্লাঙ্কি প্রাক্তন পুরুষের সেকেলে একজন বিপ্লবী। বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর ধারা সম্পর্কে এহেন দৃষ্টিভঙ্গি — অন্তত‌পক্ষে জার্মান শ্রমিক পার্টি ও ফ্রান্সের ঘটনাবলীরও পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয় — একমাত্র অপেক্ষাকৃত কম পরিণত ও বেশি অসহিষ্ণু শ্রমিকদেরই সমর্থন পেতে পারে। আলোচনাসূত্রে পরে আমরা এ-ও দেখতে পাব যে আলোচ্য কর্মসূচিটিতে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটিকেও সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ

* আকস্মিক ও প্রচণ্ড আক্রমণ। — সম্পাঃ

রাখা হয়েছে। আর আমাদের লণ্ডনের ব্লাঙ্কিপন্থীরাও এই নীতির অনুসারী যে বিপ্লব আপনা থেকে ঘটে না, তা ঘটাতে হয়; আর তা ঘটায় জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি সংখ্যালঘু অংশ, আগে থেকে ছকে-রাখা এক পরিকল্পনা অনুসারে; আর পরিশেষে যে-কোনো সময়ে এটা 'শিগগিরই শুরু হতে' পারে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের নীতির অনুসারী লোকজন স্বভাবতই আমাদের দেশান্তরীদের মতো সর্বপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনার সংশোধনের অতীত শিকার হয়ে দাঁড়ায় এবং একের-পর-এক অন্ধ মূঢ়তার অকূল পাথারে ঝাঁপ দিতে হয় তাদের। সবচেয়ে বেশি করে তারা চায় ব্লাঙ্কির, বা 'কেজো লোক'-এর ভূমিকায় নামতে। কিন্তু শুধুমাত্র সদিচ্ছা নিয়ে এক্ষেত্রে প্রায় ভালো কিছুই করে ওঠা যায় না। হায় রে, সব মানুষের তো আর ব্লাঙ্কির মতো বৈপ্লবিক সহজপ্রবৃত্তি, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তাঁর মতো যোগ্যতা থাকে না, আর তাছাড়া স্বভাবে যে হ্যামলেট (৩৫) সে যতই সক্রিয় হবার বাসনা প্রকাশ করুক না কেন, হ্যামলেট তবু হ্যামলেটই রয়ে যায়। তদুপরি যখন আমাদের এই তেত্রিশজন কেজো লোক দেখলেন যে তাঁরা যাকে কাজ আখ্যা দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বস্তুত একেবারেই কিছু করার নেই, তখন আমাদের এই তেত্রিশজন 'ব্রুটাস' এমন এক স্বীবিরোধিতার মধ্যে পড়ে গেলেন যে তাঁদের অবস্থা দাঁড়াল যত-না করুণ তার চেয়ে বেশি হাস্যকর। যেন একদল 'গুপ্তঘাতক ম্যোরো' (৩৬) এমনভাবে গোমড়া মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তাঁদের এই স্ববিরোধিতা-সঞ্জাত বিয়োগান্ত পরিস্থিতিটি কিছুতেই জোরালো হয়ে উঠছে না, আর তা যে হচ্ছে না এটা এমনকি তাঁদের মাথায়ও ঢুকছে না। কাজেই তাঁরা আর কী করতে পারেন? ভবিষ্যতের জন্য কয়েক দফা ব্যবস্থা-পত্র লিখে তাঁরা শুধু তৈরি হচ্ছেন পরবর্তী 'বিস্ফোরণের' অপেক্ষায়, যাতে প্যারিস কমিউনে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের দলবলের একটা অংশের শুদ্ধিকরণ (épuré) নিষ্পন্ন করতে পারেন তাঁরা। এ-কারণে অন্য সব দেশান্তরী এ'দের নামকরণ করেছেন 'বিশুদ্ধ' (les purs)। এ'রা নিজেরাই এই খেতাব নিয়েছেন কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই, তবে খেতাবটি যে এ'দের কয়েকজনকে মানাচ্ছে না তা-ও ঠিক। এ'দের সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয় গোপনে এবং সেসব সভার সিদ্ধান্তগুলিও গোপন রাখা হয়, তবে তাসত্ত্বেও পরদিন সকাল হতে-না-

হতেই গোটা ফরাসী মহল্লা জ‍ুড়ে সেইসব প্রস্তাবের প্রতিধ্বনি শোনার পথেও কোনো বাধা হয় না। যখন কিছ‍ুই করার থাকে না তখন এমনধারা গ‍ুর‍ুগম্ভীর কেজো লোকেদের বেলায় যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে তেমনই ঘটেছে এক্ষেত্রেও: অর্থাৎ এ'রা ইতিমধ্যেই প্রথমে ব্যক্তিগত ও পরে সাহিত্যিক ঝগড়া পাকিয়ে তুলেছেন এক উপয‍ুক্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে। এই প্রতিপক্ষটি হলেন প্যারিসের ছোট সংবাদপত্র-জগতের ভেরমের্শ নামে এক অতি কুখ্যাত ব্যক্তি, কমিউনের আমলে যিনি ১৭৯৩ সালের হিবের-এর সংবাদপত্রের ব্যর্থ ও হাস্যকর অন‍ুকরণে *Le Père Duchêne* (৩৭) নামের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। লন্ডনের ব্লাঙ্কিপন্থীদের নৈতিক ক্রোধ প্রকাশের প্রতিবাদে এই শেষোক্ত ভদ্রলোক একখানি প‍ুস্তিকা ছাপিয়ে প‍ূর্বোক্তদের অভিহিত করেছেন 'দ‍ুর্বৃত্ত অথবা দ‍ুর্বৃত্তদের সহযোগী' বলে এবং তাঁদের উদ্দেশে সত্যিসত্যিই গালাগালির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। আর এমনই তা নোংরা গালাগালি যে

প্রতিটি শব্দই যেন পায়খানার পাত্র
তা-ও আবার সাফ নয় তা কিছ‍ুমাত্র।*

আর আমাদের তেত্রিশজন ব্র‍ুটাস এমন একজন প্রতিপক্ষের সঙ্গেও কিনা প্রকাশ্য ঝগড়ায় মেতে উঠতে কুণ্ঠিত হলেন না!

এর মধ্যে ধ্র‍ুব সত্য বলে যদি কোনো ব্যাপার থাকে তবে তা হল এই যে শক্তিক্ষয়ী য‍ুদ্ধ, প্যারিসের ব‍ুভুক্ষা এবং বিশেষ করে ১৮৭১ সালের মে-মাসের দিনগ‍ুলির ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ের পর প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের পক্ষে প্রয়োজন আবার শক্তিসঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘ সময়ের বিশ্রাম এবং তাদের পক্ষে অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যাপারে প্রতিটি অকালপ্রয়াসের পরিণতি ঘটতে পারে একমাত্র নতুন একেকটি — সম্ভবত আরও ভয়ঙ্কর — পরাজয়ে। কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীরা দেখা যাচ্ছে এ-ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ভার্সাইতে রাজতন্ত্রী সংখ্যাধিকের মধ্যে ভাঙন তাঁদের মতে স‍ূচনা ঘটাচ্ছে:

'কমিউনের তরফে প্রতিশোধ গ্রহণের বা ভার্সাইয়ের পতনের। এটা ঘটছে এই কারণে যে এখন আমরা এক মহৎ ঐতিহাসিক ম‍ুহ‍ূর্তের সম্ম‍ুখীন হতে চলেছি,

* হাইনে, 'বাদান‍ুবাদ'। — সম্পাঃ

মুখোমুখি হতে চলেছি এমন এক বিরাট সংকটের যখন আপাতদৃষ্টিতে দুঃখদুর্দশায় অভিভূত ও মৃত্যুপথের যাত্রী মানুষ নতুন শক্তি সংগ্রহ করে তাদের বৈপ্লবিক অগ্রগতি শুরু করেছে।'

অর্থাৎ, অন্যভাবে বলতে গেলে, অভ্যুত্থান আবার শুরু হতে যাচ্ছে আর তা হতে চলেছে অবিলম্বেই। 'কমিউনের তরফে' অবিলম্বে এই 'প্রতিশোধ গ্রহণের' আশা নিছক দেশান্তরীদেরই মিথ্যা মোহ মাত্র নয়, মূলত এ হল সেইসব মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস যাঁদের মাথায় এই খেয়াল চেপেছে যে 'কেজো লোকের' ভূমিকা পালন করতেই হবে আর তা এমন একটা সময়ে যখন তাঁরা যে-অর্থে মনে করছেন — অর্থাৎ বিপ্লব পাকিয়ে তোলার অর্থে — একেবারে কোনোকিছুই করা সম্ভব নয়। তবু, সব সত্ত্বেও, যেহেতু বিপ্লব শুরু হতে চলেছে সেইহেতু ব্লাঙ্কিপন্থীরা মনে করছেন যে 'যাঁদের মধ্যে জীবনের স্পন্দন কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে সেই সকল দেশান্তরীর পক্ষেই এখন সময় এসেছে নিজ-নিজ অবস্থান স্পষ্ট করে তোলার'। আর এই যুক্তি অনুসারেই উপরোক্ত ওই তেত্রিশজন আমাদের জানাচ্ছেন যে তাঁরা হলেন — ১) নিরীশ্বরবাদী, ২) কমিউনিস্ট, এবং ৩) বিপ্লবী।

বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীদের একটা মূলগত ব্যাপারে মিল আছে, আর তা হল এই যে উভয় পন্থার অনুসারীরাই সবচেয়ে দূরপ্রসারী, সবচেয়ে চরম পন্থার প্রতিনিধিত্ব করতে ইচ্ছুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঠিক এই কারণেই লক্ষ্যের ব্যাপারে ব্লাঙ্কিপন্থীরা বাকুনিন-পন্থীদের বিরোধী হলেও অবলম্বনীয় উপায়ের ব্যাপারে প্রায়ই শেষোক্তদের সঙ্গে একমত হয়ে থাকেন। অতএব ব্যাপারটা হল এইরকম যে নিরীশ্বরবাদের ক্ষেত্রে অন্য সকলের চেয়ে বেশি উগ্র হতে হবে। ভাগ্যক্রমে আজকালকার দিনে নিরীশ্বরবাদী হওয়াটা যথেষ্ট সহজ এই যা রক্ষা। ইউরোপীয় শ্রমিক পার্টিগুলির মধ্যে নিরীশ্বরবাদ কমবেশি স্বতঃসিদ্ধ একটা ব্যাপার, যদিও কিছু-কিছু ইউরোপীয় দেশে এই তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়াটা খানিকটা স্পেনের বাকুনিনপন্থীদের তত্ত্বাশ্রয়ের মতো ব্যাপার। স্পেনের বাকুনিনপন্থীদের মতে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা সকল ধরনের সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী, তবে কুমারী মেরিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার, তাই প্রতিটি ভদ্র সমাজতন্ত্রীর উচিত স্বভাবতই মেরিমাতায় বিশ্বাস রাখা। অপরপক্ষে জার্মান সোশ্যাল-

ডেমোক্রাটিক শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলতে গেলে, তাদের কাছে নিরীশ্বরবাদের তত্ত্বগত প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে; এই বিশুদ্ধ নঞর্থক মনোভাব তাদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়, কেননা তারা তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয় কেবলমাত্র বাস্তব কার্যক্ষেত্রেই ঈশ্বর-বিষয়ে সকল প্রকার বিশ্বাসের বিরোধী: ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের **আরকিছু ভাবনাচিন্তা করার নেই,** বাস্তব জগতে বাস করে ও তা নিয়ে মাথা ঘামায় তারা, কাজেই তারা হল বস্তুবাদী। সম্ভবত এ কথাটা ফ্রান্সের পক্ষেও প্রযোজ্য। তা যদি না হয় তাহলে সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে গত শতকের চমৎকার ফরাসী বস্তুবাদী সাহিত্য বিলির কাজটা সংগঠিত করার চেয়ে সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই। কেননা গত শতকের ওই ফরাসী বস্তুবাদী সাহিত্যে ফরাসী জাতির মর্মবাণীটি কি রচনা-আঙ্গিক ও কি বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই মহত্তম রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, আর তৎকাল-প্রচলিত বিজ্ঞানচর্চার মানের বিচারে বলতে হয় যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এমনকি আজকের দিনেও তা অত্যন্ত উঁচু মানের এবং রচনা-আঙ্গিকের বিচারে তা এখনও রয়ে গেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। তবে আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীদের কাছে এর কোনোকিছুই কাজে লাগার মতো নয়। তাঁরা যে সবচেয়ে উগ্র, সবচেয়ে চরমপন্থী তা প্রমাণ করার জন্য ১৭৯৩ সালের মতো তাঁরাও ঈশ্বরকে সৃষ্টিছাড়া করার পরোয়ানা জারি করেছেন:

> 'মানবসমাজকে কমিউন চিরকালের মতো সেকেলে দুঃখকষ্টের এই অপদেবতার' (অর্থাৎ ঈশ্বরের), 'এই স্রষ্টার' (অস্তিত্বহীন ঈশ্বরই নাকি স্রষ্টা!) 'হাত থেকে উদ্ধার করবে, উদ্ধার করবে তাকে বর্তমান দুঃখকষ্ট থেকেও। — কমিউনে পুরোহিত-পাদ্রির কোনো স্থান নেই; প্রতিটি ধর্মীয় পূজা-আরাধনার প্রচলন, প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ করতেই হবে।'

জনসাধারণকে par ordre du mufti* নিরীশ্বরবাদীতে রূপান্তরিত করার এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন কমিউনের দু'জন সদস্য। এঁদের নিশ্চয়ই স্বাক্ষরদানের আগে যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছে এটা জানার যে — প্রথমত, যে-কোনো হুকুমই কাগজপত্রে জারি করা যায় কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে

* মুফ্‌তি বা মুসলিম ধর্মগুরুর হুকুমে। — সম্পাঃ

সে-হুকুম কেউ মেনে চলবে, এবং দ্বিতীয়ত, অবাঞ্ছিত ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদিকে দৃঢ়তর করে তোলার পক্ষে সবচেয়ে ভালো উপায় হল দমনপীড়নের প্রয়োগ! এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের সেবায় লাগার একমাত্র রাস্তা হল নিরীশ্বরবাদকে বাধ্যতামূলক একটি অন্ধ মতবাদে পরিণত করা এবং সাধারণভাবে ধর্মচর্চা নিষিদ্ধ করে বিসমার্কের যাজকসম্প্রদায়-বিরোধী Kulturkampf (৩৮) সম্পর্কিত আইনকানুনকেও ছাড়িয়ে যাওয়া।

উপরোক্ত তেত্রিশজনের কর্মসূচির দ্বিতীয় দফা হল, কমিউনিজম। এখানে অন্তত আমরা অপেক্ষাকৃত পরিচিত জমিতে রয়েছি, কারণ যে-জাহাজে এখানে আমরা পাল তুলেছি তা হল ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'*। ১৮৭২ সালের হেমন্তকালে যে-পাঁচজন ব্লাঙ্কিপন্থী আন্তর্জাতিক ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা এমন এক সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সবক'টি মূল বক্তব্যের বিচারে যা ছিল বর্তমান দিনের জার্মান কমিউনিজমের কর্মসূচির মতোই, তাঁরা কেবল নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এই কারণে যে আন্তর্জাতিক তাঁদের পাঁচজনের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিপ্লব নিয়ে খেলা করতে অস্বীকার করেছিল। এখন ওই তেত্রিশজনের পরিষদ ইতিহাস সম্পর্কে তার গোটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সহ এই কর্মসূচিটি গ্রহণ করেছে, যদিও ব্লাঙ্কিপন্থীদের ফরাসী ভাষায় কর্মসূচিটির তর্জমায় ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে অঢেল, 'ইশতেহার'-এর কথাগুলিকে প্রায় আক্ষরিক অর্থে তর্জমা করা হয় নি। যেমন, নিচের এই বাক্যটি ফরাসী ভাষায় দাঁড়িয়েছে এইরকম:

'বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমের শোষণের ওপর থেকে সেই অতীন্দ্রিয় আবরণটি সরিয়ে নিয়েছে আগে যে-আবরণে ঢাকা থাকত সকল ধরনের দাসত্বের মধ্যে সর্বশেষ দাসত্বের এই রূপটি। অতীত ও বর্তমান উভয় কালের সকল ধরনের গভর্নমেণ্ট, ধর্ম, পরিবার, আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠান শেষপর্যন্ত পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে সরাসরি বিরোধিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে নগ্নরূপে প্রকটিত হয়েছে উৎপীড়নের বহুবিধ হাতিয়ার হিসেবে, আর এগুলির সাহায্যেই বুর্জোয়া শ্রেণী তার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখছে ও প্রলেতারিয়েতকে দমন করে রাখছে।'

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৪১-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এই বাক্যটির সঙ্গে এবার মিলিয়ে দেখা যাক 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর প্রথম অংশটি। সেখানে বলা হচ্ছে: 'এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মোহে আবৃত শোষণের জায়গায় এ আমদানি করেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ ও পাশবিক শোষণের। এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত বৃত্তিকে সম্মানজনক বলে মনে করা হোত ও দেখা হোত সভক্তি ভয়ের চোখে বুর্জোয়া শ্রেণী তেমন প্রতিটি বৃত্তির মহিমার জ্যোতিশ্চক্র কেড়ে নিয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী, ইত্যাদিকে নিজের বেতনভুক্ মজুরি-শ্রমিকে পরিণত করেছে বুর্জোয়া শ্রেণী। পরিবারকে ঘিরে আবেগ-উচ্ছ্বাসের যে-পরদা ছিল এই শ্রেণী তা-ও ছিঁড়ে দিয়েছে এবং পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে নিছক আর্থিক সম্পর্কে', ইত্যাদি।*

কিন্তু যেই আমরা তত্ত্বকথা ছেড়ে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নামি অমনই এই তেত্রিশজনের অদ্ভুত আচার-আচরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> 'আমরা কমিউনিস্ট, কারণ আমরা লক্ষ্যে পেঁছতে চাই মধ্যবর্তী কোনো বিরতির জায়গায় না-থেমে, কোনোরকম আপসের মধ্যে না-গিয়ে — যা নাকি বিজয়ের দিনটি পিছিয়ে দেয় ও দাসত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করে।'

জার্মান কমিউনিস্টরাও কমিউনিস্ট, কারণ তাঁদের নিজেদের নয় ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে সৃষ্ট সকল ধরনের মধ্যবর্তী বিরতির জায়গা ও আপসের পথ পার হয়ে তবেই তাঁরা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেন চূড়ান্ত লক্ষ্যটিকে: শ্রেণীসমূহের বিলোপসাধন ও এমন এক সমাজের উদ্বোধনকে যেখানে জমিতে ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। আবার আমাদের পূর্বোক্ত তেত্রিশজনও কমিউনিস্ট, কেননা **তাঁরা** স্বপ্ন দেখেন যে মধ্যবর্তী বিরতির জায়গা ও আপসগুলি উল্লম্ফনে পার হবার মতো সদিচ্ছা যে-মুহূর্তে তাঁরা অর্জন করবেন সেই মুহূর্তে সবকিছু নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী যদি আসল ব্যাপারটা 'শুরু হয়' দু'একদিনের মধ্যে ও তাঁরা তার হাল ধরেন, তাহলে আগামী কাল বাদে পরশুই 'কমিউনিজম প্রবর্তিত হতে পারবে'।

---

* এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৪৪-১৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

আর এটা যদি অবিলম্বে তাঁরা না-ঘটাতে পারেন তাহলে তাঁরা কমিউনিস্টই নন। অধৈর্যকে প্রত্যয়যোগ্য তত্ত্বগত যুক্তি হিসেবে খাড়া করার ব্যাপারে কী শিশুসুলভ হাস্যকর সারল্যই-না এটা!

পরিশেষে, আমাদের তেত্রিশজন হলেন যাকে বলে 'বিপ্লবী'। লম্বা-লম্বা কথার ফুলঝুরি ঝরানোর ব্যাপারে মানুষের পক্ষে যতখানি যা করা সম্ভব বাকুনিনপন্থীরা তাই করেছেন, কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীরা তাঁদেরও টেক্কা দিতে মনস্থ করেছেন। কিন্তু কীভাবে? শুনুন তবে। সকলেরই মনে পড়বে নিশ্চয়ই যে লিস্‌বন আর নিউ ইয়র্ক থেকে বুদাপেস্ট আর বেল্‌গ্রেড পর্যন্ত সমগ্র পাশ্চাত্যের গোটা সমাজতন্ত্রী প্রলেতারিয়েত একযোগে প্যারিস কমিউনের কার্যকলাপের en bloc* দায়িত্ব অবিলম্বে নিজের কাঁধে নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের ব্লাঙ্কিপন্থীদের কাছে এ ব্যাপারটি যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। তাঁরা বলছেন:

'আমাদের কথা বলতে গেলে, জনগণের শত্রুদের প্রাণদণ্ড-বিধানের' (কমিউনের শাসনাধীনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি তালিকা এখানে দেয়া হয়েছে) 'দায়িত্বের একটা অংশ আমাদের বলে দাবি জানাচ্ছি, আমরা দাবি করছি যে যে-সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে রাজতন্ত্রী অথবা বুর্জোয়া উৎপীড়নের হাতিয়ারগুলি ধ্বংস হয়েছিল কিংবা সংগ্রামে নিরত ছিলেন যাঁরা তাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন সেগুলির দায়িত্বের একটা অংশও আমাদের।'

বস্তুত যেমন অন্যান্য সময়ে তেমনই বিপ্লবের সময়েও, প্রতিটি বিপ্লবেই অজস্র অপরিহার্য ভুলচুক ঘটে, এবং যখন অবশেষে সমগ্র ঘটনাবলী সমালোচনার দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে শান্ত-সংযত হয়ে ওঠে জনসাধারণ তখন তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে এই সিদ্ধান্তেই পেশছয় যে, আমরা অনেককিছু করেছি যা না-করলেই হয়তো ভালো ছিল এবং অনেককিছু আবার করে উঠতে পারি নি যা করতে পারলেই বুঝি ছিল ভালো — আর এ-কারণেই গোটা অবস্থাটা খারাপ দিকে মোড় নিয়েছিল। কিন্তু ভাবুন, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির কতখানি অভাব ঘটলে তবেই

* পুরো। — সম্পাঃ

লোকে কমিউনকে সম্পূর্ণ নিখুঁত ও অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করতে পারে এবং দাবি করতে পারে যে যখনই কোনো একখানি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা একজন জামিন-বন্দীকে গুলি করে মারা হয়েছে তখনই তা করা হয়েছে একেবারে অকাট্য প্রতিশোধমূলক ন্যায়বিচারের নমুনা হিসেবে। এ কথা বলার অর্থ কি এই নয় যে মে-মাসের ওই সপ্তাহটিতে জনসাধারণ ঠিক সেই লোক ক'টিকেই (তার কমও নয় বেশিও নয়!) গুলি করে মেরেছে যাদের এইভাবে মারার দরকার ছিল, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে ঠিক সেই ক'খানাই যে-ক'খানা বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার দরকার ছিল? এর অর্থ কি প্রথম ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে এ কথাই বলা নয় যে প্রতিটি শিরশ্ছেদই দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তিমাত্র — তা সমানভাবে প্রথমে রবেস্‌পিয়ের যাদের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন তাদের এবং পরে স্বয়ং রবেস্‌পিয়েরের পক্ষেও প্রযোজ্য? যখন মূলত রীতিমতো ভালোমানুষ লোকজন বর্বরোচিত পাশবিক ভাবভঙ্গি প্রকাশের তাগিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তখনই শোনা যায় এই ধরনের শিশুসুলভ আবোলতাবোল বুকনি।

যাক, যথেষ্ট বলা হয়েছে। দেশান্তরীদের সর্বপ্রকার অবিবেচনাপ্রসূত হঠকারী কাজকর্ম সত্ত্বেও এবং দোস্ত কার্ল (নাকি এদুয়ার?)*-কে ভয়ংকর রাগী লোক বলে প্রচার করার হাস্যকর প্রয়াস সত্ত্বেও আলোচ্য এই কর্মসূচিটিতে কিছু-কিছু সুনির্দিষ্ট অগ্রগতির লক্ষণ স্পষ্ট। এটি হল এমন একটি প্রথম ঘোষণাপত্র যাতে **ফরাসী শ্রমিকরা বর্তমান দিনের জার্মান কমিউনিজমের ঘোষিত লক্ষ্যে সমবেত হয়েছে।** শুধু তা-ই নয়, এই শ্রমিকরা আবার সেই মতের সমর্থক যে-মত অনুযায়ী ফরাসী জাতি বিপ্লব সংঘটনের জন্য ভাগ্য-নির্ধারিত জাতি ও প্যারিস শহর বিপ্লবের জেরুসালেম বলে গণ্য। ফরাসী শ্রমিকদের এই পথে এতদূর অগ্রসর করিয়ে আনা এই ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী **ভাইয়াঁর** তর্কাতীত বাহাদুরির ফল। সকলেই জানেন যে জার্মান ভাষা ও জার্মান সমাজতন্ত্রীদের রচনাবলী সম্পর্কে ভালোরকম জ্ঞান আছে ভাইয়াঁর। যে-জার্মান সমাজতন্ত্রী শ্রমিকরা ১৮৭০ সালে প্রমাণ করেছিলেন যে-কোনো ধরনের উগ্রজাতীয়তাবাদ তাঁদের

* এটি এদুয়ার ভাইয়াঁ সম্বন্ধে একটি উল্লেখ। — সম্পাঃ

পক্ষে সম্পূর্ণত পরক, তাঁরা এই ব্যাপারটিকে একটি শুভ লক্ষণ বলে গণ্য করতে পারেন যে ফরাসী শ্রমিকরা সঠিক তত্ত্বগত নীতিসমূহ ক্রমশ আত্মস্থ করে নিচ্ছেন, যদিও ওইসব নীতির আমদানি ঘটেছে জার্মানি থেকে।

১৮৭৪ সালের
জুন মাসে এঙ্গেলসের
লেখা

জার্মান থেকে ইংরেজি
তরজমার ভাষান্তর

১৮৭৪ সালের ২৬ জুন
তারিখে *Der Volksstaat*
পত্রিকার ৭৩ তম সংখ্যায়
ও পরে পুস্তকাকারে
ফ. এঙ্গেলস,
'Internationales aus
dem *Volksstaat*
(১৮৭১-১৮৭৫)' গ্রন্থে
বার্লিন থেকে ১৮৯৪
সালে প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ. এঙ্গেলস**

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

রাশিয়ার সমাজ-সম্পর্কসমূহ প্রসঙ্গে (৩৯)

('Flüchtlingsliteratur' থেকে পঞ্চম সংখ্যক প্রবন্ধ)

আলোচ্য এই বিষয়টির ব্যাপারে শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ জার্মান শ্রমিকদের জানিয়েছেন যে অন্তত রাশিয়ার ব্যাপারে আমার এমনকি 'সামান্যমাত্রও জ্ঞান' নেই, বস্তুত 'অজ্ঞতা' ছাড়া আর কিছুই নেই আমার; আর তাই তিনি তাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বাধ্য হচ্ছেন সেদেশের সত্যিকার পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে সেই কারণগুলি যে কেন ঠিক বর্তমান সময়েই সবচেয়ে সহজে, এমনকি পশ্চিম ইউরোপের চেয়েও অনেক বেশি সহজে, রাশিয়ায় একটি সমাজ-বিপ্লব সমাধা করা সম্ভব।

'আমাদের দেশে কোনো শহরবাসী প্রলেতারিয়েত নেই, এ কথা নিঃসন্দেহে সত্যি; আবার ঠিক তেমনই আমাদের কোনো বুর্জোয়া শ্রেণীও নেই... আমাদের শ্রমিকদের লড়াই করতে হবে শুধুমাত্র **রাজনৈতিক শাসনের** বিরুদ্ধে — কেননা **পুঁজির শাসন** এখনও আমাদের দেশে আছে ভ্রূণাবস্থায়। আর আপনি, মশাই, নিঃসন্দেহে এ-বিষয়ে অবগত আছেন যে ওই প্রথমোক্তের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা শেষোক্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে অনেক সহজ।' (৪০)

আধুনিক সমাজতন্ত্র যে-বিপ্লব সমাধা করার প্রয়াস পাচ্ছে সংক্ষেপে বলতে গেলে তা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের জয়লাভে নিহিত এবং এর ফলে সকল শ্রেণী-বৈষম্যের বিলোপসাধন নতুন এক সমাজ-সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। এর জন্য প্রয়োজন এই বিপ্লব সমাধা করতে সমর্থ কেবলমাত্র এক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই নয়, একটি বুর্জোয়া শ্রেণীও — যার হাতে সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহ এতদূর বিকশিত হয়ে উঠেছে যে শ্রেণী-বৈষম্যসমূহ চিরকালের মতো বিলোপ করার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আদিম অসভ্য ও আধা-অসভ্য সমাজেও একইরকমভাবে

প্রায়শই শ্রেণী-বৈষম্যের কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না, আর আজকের প্রতিটি জাতিকেই একদিন-না-একদিন এমন একটা অবস্থা পার হয়ে আসতে হয়েছে। কাজেই আমরা এমন একটা সমাজ-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই চাইতে পারি না, আর তার সহজ কারণটা এই যে সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা সমাজে আবশ্যিকভাবেই শ্রেণী-বৈষম্য দেখা দেয়। একমাত্র সমাজের উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশের নির্দিষ্ট একটি স্তরে, এমনকি আমাদের আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থারও অত্যন্ত উঁচু একটি স্তরেই, উৎপাদনের মাত্রা এতখানি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় যে তার ফলে শ্রেণী-বৈষম্যের বিলোপ সত্যিকার অগ্রগতির সূচক হয়ে দেখা দিতে পারে, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিশ্চলতা বা এমনকি অবক্ষয়ের সূত্রপাত না ঘটিয়ে স্থায়ী হতে পারে তা। কিন্তু উৎপাদনী শক্তিসমূহ উন্নতির এই উঁচু স্তরে পৌঁছেছে কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই। অতএব এই বিচারে বুর্জোয়া শ্রেণীও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার পক্ষে ঠিক ততখানিই প্রয়োজনীয় একটি পূর্বশর্ত, যতখানি প্রলেতারিয়েত স্বয়ং। কাজেই যে-ব্যক্তি এমন কথা বলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিশেষ একটি দেশে অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে যেহেতু সেদেশে **যেমন** প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব নেই **তেমনই** অস্তিত্ব নেই বুর্জোয়া শ্রেণীরও, তখন তিনি খালি এই ব্যাপারটিই স্পষ্ট করে তোলেন যে এখনও তাঁর সমাজতন্ত্রের অ-আ-ক-খ শেখা বাকি আছে।

তাহলে রুশদেশের শ্রমজীবীরা (এবং শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ নিজেই বলছেন যে এই শ্রমজীবীরা হল 'জমির চাষবাসে নিযুক্ত কৃষক, ফলত তারা প্রলেতারিয়ান নয়, **জমির মালিক**') নাকি বিপ্লবের কাজ সমাধা করতে পারে অপেক্ষাকৃত সহজে, কারণ তাদের পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে না, লড়তে হচ্ছে 'শুধুমাত্র রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধে', অর্থাৎ রুশদেশের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। আর এই রুশরাষ্ট্রকে —

'একমাত্র দূর থেকেই একটা রাষ্ট্রক্ষমতা বলে টের পাওয়া যায়... জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে এর কোনো শিকড় নেই; কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থের এ বাহক নয়... আপনাদের দেশে রাষ্ট্র কোনো কাল্পনিক শক্তি নয়। পুঁজির ওপর দৃঢ় ভিত্তি করে সে দাঁড়িয়ে আছে; নিজেই সে' (!!) 'কিছু-কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থের ধারক-বাহক... আমাদের দেশে কিন্তু পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত — আমাদের

'উয়েজ্‌দ্'এর (৪১) তরফে ধার্য-করা নানারকম শুল্কও দিতে হয়। এই 'সংস্কার'সাধনের সবচেয়ে মৌল ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে কৃষকের ঘাড়ে চেপেছে নতুন-নতুন করের বোঝা। রাষ্ট্র তার আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ এতটুকু না-কমিয়ে পুরোপুরি অক্ষুণ্ণ রেখেছে, কিন্তু তার খরচখরচার বড় একটি অংশ চাপিয়ে দিয়েছে 'গুবের্নিয়া' ও 'উয়েজ্‌দ্' প্রশাসনগুলির স্কন্ধে আর এই শেষোক্ত প্রশাসনগুলি এই অতিরিক্ত খরচ মেটানোর জন্য নতুন-নতুন রাজকর জারি করেছে। তাছাড়া রাশিয়ায় এটা একটা নিয়ম যে বড়-বড় তালুক প্রায় সম্পূর্ণতই করমুক্ত এবং প্রায় সবকিছু কর, খাজনা, ইত্যাদি বাবদ অর্থ দিয়ে থাকে কৃষকরা।

এ রকম একটা পরিস্থিতি যেন বিশেষ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে কুশীদজীবী মহাজনের জন্য; আর নিচু স্তরে ব্যাবসা-বাণিজ্য চালানোর ও অনুকূল ব্যবসায়িক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের ব্যাপারে এবং এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত লোক-ঠকানোয় রুশীদের প্রায় অতুলনীয় প্রতিভা নিয়ে (বহুপূর্বেই জার প্রথম পিটার বলেছিলেন যে এ-ব্যাপারে একজন রুশী তিনজন ইহুদীকে ঘায়েল করার ক্ষমতা রাখে) দেশের সর্বত্রই গজিয়ে উঠেছে কুশীদজীবীরা। যখনই কৃষকের রাজকর দেয়ার সময় আসে তখনই কোনো-না-কোনো কুশীদজীবী বা 'কুলাক' (প্রায়শই ওই একই গ্রামীণ সমাজের কোনো ধনী কৃষক) নগদ অর্থ দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে এসে হাজির হয়। আর যেহেতু কৃষকের যে-কোনো প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করা দরকার হয়ে পড়ে তাই সে মুখটি বুঁজে কুশীদজীবীর যাবতীয় শর্তাদি মেনে নেয়। কিন্তু এর ফলে সে পড়ে যায় আরও গভীর প্যাঁচে, আর ক্রমশই বেশি-বেশি নগদ অর্থের প্রয়োজন পড়ে তার। এছাড়া ফসল তোলার সময় এসে হাজির হয় শস্য-ব্যবসায়ী; আর অর্থের প্রয়োজনে কৃষক বাধ্য হয় তার ফসলের একাংশ বিক্রি করতে — যা নাকি তার ও তার পরিবারের জীবনধারণের জন্য দরকার। এদিকে শস্য-ব্যবসায়ী গ্রামে এমন সব গুজব রটিয়ে দেয় যার ফলে ফসলের দর যায় পড়ে, ফলে সে ফসলের দাম দেয় কম করে আর প্রায়শই তার একাংশ দেয় আবার অর্থের বদলে নানা ধরনের দুর্মূল্য জিনিসপত্রে। এর কারণ রুশদেশে অর্থের বদলে পণ্য দিয়ে পণ্যের দাম শোধ করার এই ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত। ফলত এটা অতি স্পষ্ট যে রাশিয়ার বিপুল শস্য-রপ্তানির ব্যাবসার

সম্পর্কের কথা না-ই বা বললাম। আর যখন শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ আমাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে রুশদেশী রাষ্ট্রের 'জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে... কোনো শিকড় নেই', 'কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থের এ বাহক নয়' এবং এটি 'ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলে আছে', তখন আমার মনে হয় রুশদেশী রাষ্ট্র নয়, বরং শ্রীযুক্ত ত্কাচোভই ঝুলে আছেন শূন্যে।

এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভূমিদাস-প্রথা থেকে মুক্তিলাভের পর রুশ কৃষকদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে এবং এ-অবস্থা আর খুব বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না — তাই অন্য কোনো কারণে না হলেও অন্তত এই কারণেও রাশিয়ায় অদূর-ভবিষ্যতে বিপ্লব আসন্ন। কেবল প্রশ্ন এই: আসন্ন এই বিপ্লবের ফলাফল কী হতে পারে, কী হবে? শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ বলছেন, এটা হবে সামাজিক বিপ্লব। কিন্তু এ তো নিছক অনুলাপ বা পুনরুক্তিমাত্র। কেননা প্রতিটি সত্যিকার বিপ্লবই সামাজিক বিপ্লব, এবং তা এইদিক থেকে যে এই বিপ্লবের ফলে নতুন একটি শ্রেণী ক্ষমতায় আসীন হয় ও তার নিজের প্রতিচ্ছায়া অনুযায়ী সমাজকে পুনর্গঠিত করে নেয় তা। কিন্তু শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ আসলে যা বলতে চান তা হল এই যে এ-বিপ্লব হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এ-বিপ্লব রাশিয়ায় এমন এক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা পশ্চিম-ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য এবং রুশদেশে তা প্রতিষ্ঠিত হবে এমনকি পাশ্চাত্যে আমরা তার প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারার আগেই। আর সেদেশে এ-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন এক সামাজিক পরিবেশে যেখানে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া উভয় শ্রেণীই দেখা দিয়েছে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে আর তা-ও আছে তারা বিকাশের এক নিচু স্তরে। আর এ-ব্যাপারটি সেদেশেই নাকি সম্ভব, কেননা রুশীরা হল যাকে বলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভাগ্য-নির্ধারিত এক জাতি, তাছাড়া তাদের আছে যৌথ সংস্থা বা 'আর্তেল' এবং জমিতে যৌথ মালিকানা।

শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ নিছক প্রসঙ্গক্রমে যে-আর্তেলের কথা উল্লেখ করেছেন আমরা তাকে আমাদের এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করলাম এই কারণে যে গের্ৎসেনের আমল থেকেই এই আর্তেল-বস্তুটি বহু রুশীকে রহস্যপূর্ণভাবে উদ্বেল করে তুলেছে। রুশদেশের এই আর্তেল হল সংঘ বা সমিতির এক বহুপ্রচলিত রূপ, স্বাধীন সহযোগিতার সরলতম একটি ধরন, যেমন ধরনটি

৩) স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের, যথার্থ অর্থে, কল-কারখানাগুলির জন্য। এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় সকল সদস্যের স্বাক্ষর-করা একটি চুক্তিপত্রের বলে। এখন, এই সমস্ত সদস্য যদি প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দিতে না-পারে, উদাহরণস্বরূপ যেমনটা প্রায়শই ঘটে থাকে পনির তৈরির ও মৎস্যচাষের শিল্পে (মাছধরার জাল, নৌকো ইত্যাদি কেনা বা তৈরি করার জন্য), তাহলে সেই বিশেষ আর্তেল তখন কুশীদজীবীর খপ্পরে পড়ে যায়। আর কুশীদজীবী চড়া সুদে কম-পড়ে-যাওয়া অর্থের যোগান দিয়ে কাজটি থেকে যা আয় হয় তার বেশির ভাগটাই নিজের পকেটে পোরে। তবে এর চেয়ে আরও শোচনীয়ভাবে শোষণের শিকার হয় সেই সমস্ত আর্তেল যেগুলির সদস্যরা মজুরি-শ্রমিক হিসেবে কোনো কর্মদাতার অধীনে সদলবলে ঠিকা কাজে ব্যাপৃত থাকে। এরা কারখানার কাজকর্ম নিজেরাই পরিচালনা করে, ফলে পুঁজিপতিকে তদারকির কাজে অতিরিক্ত লোক নিয়োগবাবদ অর্থব্যয় করতে হয় না। পুঁজিপতি এই ধরনের আর্তেলের সদস্যদের থাকার জন্য কুঁড়ে ভাড়া দেয় এবং তাদের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রীও আগাম হিসেবে দেয়, ফলে উদ্ভব ঘটে শ্রমের সঙ্গে খাদ্য ইত্যাদি বিনিময়ের অত্যন্ত লজ্জাকর এক ব্যবস্থার। আর্খাঙ্গেলস্ক-প্রদেশে করাতি ও আলকাতরা-চোলাইয়ের শ্রমিকদের এবং সাইবেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে বহুবিধ পেশার ব্যাপারী আর্তেল-সদস্যদের অবস্থা হল এই। (ফ্লেরোভ্স্কির বই 'Polozenie rabočago klassa v Rossiji' ['রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'], সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ১৮৬৯ সাল, দ্রষ্টব্য।) এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজিপতির হাতে মজুরি-শ্রমিকের শোষণের পথ বহুগুণে **প্রশস্ত করে দিচ্ছে** আর্তেলগুলি। অপরদিকে আবার এমনও কিছু-কিছু আর্তেল আছে যেগুলি নিজেরাই সঙ্ঘের সদস্য নয় এমন সব লোকজনকে মজুরি-শ্রমিক হিসেবে কাজে নিযুক্ত করে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আর্তেল হল গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে-ওঠা এক ধরনের সমবায় সমিতি, আর তাই এখনও পর্যন্ত এই সংগঠন অত্যন্ত অবিকশিত বা নিম্ন স্তরে আছে। তাছাড়া বর্তমান রূপে এটি না-বিশিষ্টভাবে রুশদেশী না-এমনকি স্লাভীয়ও। যেখানে এদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে এমন ধরনের সমিতি। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, এমন

যদি এই সংগঠনের আকার-প্রকার আরও বিকশিত হয়ে না-ওঠে তাহলে বড় শিল্প-কারখানার হাতে এমনকি এর অপমৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী।

১৮৪৫ সাল নাগাদ প্রাশিয়ান গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা হাক্‌স্টহাউজেন রুশদেশের কৃষকদের মধ্যে যৌথভাবে ভূ-সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন এবং ব্যাপারটি একেবারেই আশ্চর্য ও অভিনব বলে সারা জগতে ঢাক পিটিয়ে বেড়ান। অথচ হাক্‌স্টহাউজেন একটু চেষ্টা করলেই তাঁর নিজের জন্মভূমি ভেস্ট্‌ফালিয়াতেই জায়গায়-জায়গায় এই ব্যবস্থার অস্তিত্বের অবশেষ খুঁজে বের করতে পারতেন, আর সরকারি কর্মচারি হিসেবে তাঁর তো কর্তব্যের অংশই ছিল এই ব্যবস্থাগুলিকে খুঁটিয়ে জানা (৪২)। আর নিজেই যিনি ছিলেন রুশ ভূস্বামী সেই গের্ৎসেন এই হাক্‌স্টহাউজেনের রচনা থেকেই প্রথম জানতে প্যারেন যে তাঁর জমিদারিতে কৃষকরা যৌথভাবে জমির স্বত্ব ভোগ করে থাকে। আর এই ঘটনাটির ওপর ভিত্তি করেই তিনি রুশ কৃষকদের বর্ণনা দেন সমাজতন্ত্রের সত্যিকার বাহন ও জন্মসূত্রে কমিউনিস্ট বলে এবং এর প্রতিতুলনায় উপস্থাপিত করেন বুড়ো-হয়ে-যাওয়া, অবক্ষয়ী ইউরোপীয় পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের — যাদের নাকি প্রথমেই কৃত্রিম উপায়ে সমাজতন্ত্র কায়েম করার ঝুটঝামেলা পোহাতে হবে। অতঃপর গের্ৎসেনের কাছ থেকে এই দিব্যজ্ঞানটি আহরণ করেন বাকুনিন ও বাকুনিনের কাছ থেকে আমাদের শ্রীযুক্ত ত্‌কাচোভ। এখন শোনা যাক এই শেষোক্ত ব্যক্তিটির এ-ব্যাপারে কী বলার আছে:

'আমাদের জনসাধারণ... তার এক বিপুল সংখ্যাধিক অংশ... যৌথ মালিকানার নীতিতে অভিষিক্ত; বিশেষ পরিভাষাটি ব্যবহার করার পক্ষে যদি বাধা না-থাকে তাহলে বলতে হয়, এই জনসাধারণ সহজপ্রবৃত্তিবশেই, ঐতিহ্যগতভাবেই কমিউনিস্ট। যৌথ সম্পত্তির এই ধারণা রুশ জনগণের গোটা বিশ্বদৃষ্টির' (এখনই আমরা দেখতে পাব রুশ কৃষকের এই বিশ্ব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত) 'সঙ্গে এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে আজকের দিনে যখন গভর্নমেন্ট এ কথা বুঝতে শুরু করেছে যে এই ধারণাটি তাদের 'সু-নিয়ন্ত্রিত' সমাজের নীতিসমূহের সঙ্গে খাপ খায় না এবং যখন তারা ওই শেষোক্ত নীতিসমূহের দোহাই দিয়ে জনগণের চেতনা ও জীবনযাত্রার ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাটি মুদ্রিত করে দিতে চাইছে, তখন তাদের পক্ষে সাফল্যলাভের একটিমাত্র রাস্তা হচ্ছে বেপরোয়াভাবে বেঅনেট চালানো ও চাবুক হাঁকড়ানো। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা সত্ত্বেও আমাদের জনসাধারণ পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণের চেয়ে

অস্তিত্ব আছে ততদূর পর্যন্ত যতদূর সেই বহির্জগৎ তার গ্রামীণ সমাজের ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করে। এটা এতখানিই সত্যি যে রাশিয়ায় একই 'mir' শব্দের অর্থ যেমন 'বিশ্বজগৎ' তেমনই 'গ্রামীণ সমাজ'ও। Ves' mir বা সমগ্র জগৎ বলতে কৃষক বোঝে গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের সভাকে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, শ্রীযুক্ত ত্কাচোভ যখন রুশ কৃষকদের **'বিশ্বদৃষ্টির'** কথা বলেন, তখন স্পষ্টতই তিনি রুশ ভাষার 'mir' শব্দটি ভুলভাবে তর্জমা করেন। প্রতিটি গ্রামীণ সমাজের পরস্পরের থেকে এই ধরনের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা — যা নাকি সারা দেশ জুড়ে একই রকম অথচ একদম যৌথ স্বার্থের পরিপোষক নয় এমন একেকটি কেন্দ্র গড়ে তোলে — তাই-ই হয়ে দাঁড়ায় **প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরশাসনের** স্বাভাবিক ভিত্তি; এবং ভারত থেকে রাশিয়া পর্যন্ত যেখানেই এই ধরনের সমাজের অস্তিত্ব থেকেছে সেখানেই তা সর্বদা ওই স্বৈরশাসনের জন্ম দিয়েছে ও সর্বদাই ওই শাসনের মধ্যে নিজের পূরক-অংশ খুঁজে পেয়েছে। কেবলমাত্র সাধারণভাবেই রুশদেশী রাষ্ট্র নয়, এমনকি তার সুনির্দিষ্ট একটি ধরন বা জারতন্ত্রী স্বৈরশাসনও, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলে থাকার বদলে তা রাশিয়ার সামাজিক পরিবেশেরই অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিগ্রাহ্য একটি উৎপাদ, যদিও শ্রীযুক্ত ত্কাচোভের মত অনুযায়ী এই সমাজ-পরিস্থিতির সঙ্গে এই রাষ্ট্রের নাকি 'কোনো দিক থেকেই কোনো মিল নেই'! **বুর্জোয়া**-ব্যবস্থার রাস্তায় রাশিয়ার আরও বিকাশ ঘটলে তা সেদেশেও যৌথ সম্পত্তির বনিয়াদকে ধসিয়ে দেবে একটু-একটু করে, আর তা ঘটবে রুশ গভর্নমেণ্টের তরফে 'বেঅনেট ও চাবুক' নিয়ে হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজনীয়তা ব্যতিরেকেই। এটা আরও বেশি করে ঘটবে এই কারণে যে রাশিয়ায় যৌথ মালিকানার অধীন জমিজায়গা কৃষকরা মিলিতভাবে চাষ করে না যাতে খেতের উৎপন্ন ফসল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়া যায় — যেমনটা নাকি এখনও পর্যন্ত হয়ে থাকে ভারতের কোনো-কোনো অঞ্চলে। এর বিপরীতে রুশদেশে জমি থেকে-থেকে ভাগ করে দেয়া হয় বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের মধ্যে আর সেই কৃষক-কর্তাদের প্রত্যেকে নিজ ভাগের জমি পৃথকভাবে চাষ করে থাকে। ফলত সেখানে গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের মধ্যেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুতর তারতম্য ঘটা সম্ভব, আর তা কার্যত ঘটেও থাকে। প্রায় সর্বত্রই সেখানে গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই

বোঝা ও মহাজনের উৎপীড়নের চাপে জমিতে যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা এখন আর কৃষকের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ নয়, এখন তা শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেখা যায়, কৃষকরা একা-একা কিংবা পরিবার সহ প্রায়ই গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজ ছেড়ে ভবঘুরে মজুর হিসেবে জীবিকা-অর্জনের জন্য অন্যত্র পালিয়ে যাচ্ছে, আর নিজ-নিজ জমিটুকুও ফেলে যাচ্ছে পেছনে।*

এটা স্পষ্ট যে রাশিয়ায় জমিতে যৌথ মালিকানা-প্রথার বিকাশের কাল বহুদিন গত হয়েছে এবং সর্ববিধ বিবেচনায় মনে হচ্ছে যে তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে। তৎসত্ত্বেও সমাজের এই বিশেষ ধরনটিকে উচ্চতর একটি স্তরে উন্নীত করার সম্ভাবনাটিও থেকে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে, অবশ্য যদি এ-ব্যবস্থা টিকে থাকে এই উন্নয়ন সংঘটনের উপযোগী পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে ওঠা পর্যন্ত এবং যদি এ-ব্যবস্থা এমনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার যোগ্যতা রাখে যাতে কৃষকরা আর পৃথকভাবে জমিচাষ না-করে তা করে যৌথভাবে**; যদি এ যোগ্যতা রাখে রুশ কৃষকদের ছোট-ছোট জোতজমির বুর্জোয়া মালিকানার অন্তর্বর্তী স্তরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা না-ঘটিয়ে নিজেকে ওই উন্নততর সমাজ-রূপে উত্তরণের। অবশ্য এ-ব্যাপার ঘটতে পারে একমাত্র যদি এই যৌথ মালিকানা-প্রথা সম্পূর্ণত ভেঙে যাওয়ার আগেই পশ্চিম ইউরোপে

---

* রুশ কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য অন্যান্য বিবরণ ছাড়াও কৃষি-উৎপাদন বিষয়ে গভর্নমেণ্ট-নিয়োজিত কমিশনের সরকারি রিপোর্টটি (১৮৭৩ সালে প্রকাশিত) পড়ুন এবং আরও পড়ুন জনেক উদারনীতিক রক্ষণশীল স্কাল্‌দিনের লেখা ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৭০ সালে প্রকাশিত 'W Zacholusti i w Stolice' ('পল্লী-পশ্চাতে ও রাজধানীতে')। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** পোল্যাণ্ডে, বিশেষ করে গ্রদ্‌নো প্রদেশে, ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের (৪৪) ফলে অভিজাত-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ায় কৃষকরা এখন প্রায়ই অভিজাতদের তালুকগুলি কিনে নিচ্ছে কিংবা ইজারায় ভাড়া নিচ্ছে এবং ভাগ-বাঁটোয়ারা না-করেই **সার্বজনীন স্বার্থে** মিলিতভাবে সেগুলির চাষ-আবাদ করছে। অথচ এই কৃষকদের কয়েক শতাব্দী ধরেই কোনো যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি নেই এবং এরা বড় রুশজাতিও (৪৫) নয়, এরা হল পোল, লিথুয়ানীয় ও বেলোরুশ জাতির লোক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

একেবারে আপনা থেকে ঘটিয়ে তুলবে 'প্রতিবাদমুখর গ্রামীণ সমাজগুলির মধ্যে দৃঢ় ও অচ্ছেদ্য এক মৈত্রীবন্ধন'।

এর চেয়ে সহজতর ও বেশি মনোহর শর্তে কোনো বিপ্লব সংঘটনের কথা চিন্তা করা অসম্ভব। কেবল একসঙ্গে তিন-চারটে জায়গায় গুলিগোলা ছোড়া শুরু করার যা ওয়াস্তা, তাহলেই বাকি কাজ 'আপনা থেকে' সমাধা করবে 'সহজপ্রবৃত্তিবশে বিপ্লবপন্থী', 'বাস্তব প্রয়োজন' আর 'আত্মরক্ষার সহজপ্রবৃত্তি'। কিন্তু ব্যাপারটা যখন এতই জলের মতো সোজা, তখন কেন-যে অনেক আগেই সেদেশে বিপ্লব সংঘটিত হয় নি, মুক্ত হয় নি জনসাধারণ এবং রাশিয়া পরিণত হয় নি আদর্শ এক সমাজতান্ত্রিক দেশে তা বোঝা সত্যিই ভারি দুরূহ।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এটা সত্যি যে 'সহজপ্রবৃত্তিবশে বিপ্লবপন্থী' রুশ জনসাধারণ অভিজাত-সম্প্রদায় ও ব্যক্তিগত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিদের বিরুদ্ধে বহুতরো বিচ্ছিন্ন কৃষক-বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, কিন্তু **কখনোই জারের বিরুদ্ধে** বিদ্রোহ করে নি তারা, একমাত্র সেই ঘটনাটি ছাড়া যখন **একজন নকল জার** জনসাধারণের নেতৃপদ দাবি করেছে ও দাবি জানিয়েছে সিংহাসনের। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে শেষ যে-বিপুল কৃষক-অভ্যুত্থানটি ঘটে তা সম্ভব হয় একমাত্র এই কারণে যে ইয়েমেলিয়ান পুগাচোভ নিজেকে রানী ক্যাথারিনের স্বামী বা তৃতীয় পিটার বলে দাবি করেন এবং বলেন যে যেমন শোনা যায় তেমনটি স্ত্রীর হাতে তিনি নিহত হন নি, সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী হয়েছিলেন মাত্র ও এখন তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছেন। জার হচ্ছেন রুশ কৃষকের কাছে ঈশ্বরের অবতার: প্রয়োজনের মুহূর্তে ওই কৃষকের ব্যাকুল আবেদন হল Bog vysok, Car daljok — মাথার ওপর ঈশ্বর ও বহুদূরবর্তী জারের কাছে। অবশ্য এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে বিশেষ করে বেগার-প্রথা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে কৃষক-সাধারণের এক বিপুল অংশ এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যা তাদের গভর্নমেণ্ট ও জারের বিরুদ্ধে ক্রমশ বেশি-বেশি লড়াই করতে বাধ্য করছে। তৎসত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ত্‌কাচোভকে তাঁর 'সহজপ্রবৃত্তিবশে বিপ্লবপন্থীর' রূপকথার গল্প ফাঁদতে বলি অন্য কোথাও, আমাদের কাছে নয়।

সমগ্রভাবে ও সম্পূর্ণত ১৮৬১ সালের মুক্তিপণের বিনিময়ে দায়মোচন-ব্যবস্থার ফলে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। বড়-বড় ভূস্বামীদের অধীনে এখন যথেষ্ট পরিমাণে মজুর নেই আর করের চাপে উৎপীড়িত ও মহাজনদের শোষণে ছিবড়ে-হয়ে-যাওয়া কৃষকদের নেই যথেষ্ট পরিমাণে জমি, ফলে কৃষির উৎপাদন বছরে-বছরে হ্রাস পেয়ে চলেছে। আর এই গোটা ব্যবস্থাটা বহু কষ্টে ও কেবলমাত্র বাহ্যতই জোড়াতাড়া দিয়ে রেখেছে এক প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র, যার খেয়ালখুশির মাত্রা পাশ্চাত্যের আমরা এমনকি কল্পনাতেও আনতে পারি না। এই স্বৈরতন্ত্র কেবল-যে দিনের-পর-দিন সেদেশের শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণীগুলির এবং বিশেষ করে রাজধানীর দ্রুত-বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষের ধ্যানধারণার তীব্র বিরোধী হয়ে উঠছে তা-ই নয়, এই স্বৈরতন্ত্রের বর্তমান ধারক-বাহকের মতিগতির বিচারে দেখা যাচ্ছে তার মাথাও গেছে বিগড়ে, কেননা উদারনীতির কাছে একদিন জমি ছেড়ে তা যতটুকু যা সুযোগসুবিধা দিচ্ছে পরদিনই ভয় পেয়ে গিয়ে তার সবটাই দিচ্ছে ফের বাতিল করে আর এইভাবে ক্রমশ বেশি-বেশি লোকচক্ষে তা নিন্দিত হচ্ছে। এই সবকিছুর ফলে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত জাতির শিক্ষাপ্রাপ্ত স্তরগুলির মধ্যে এমন একটা ধারণা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে যে এ-অবস্থা আর চলতে পারে না, একটা বিপ্লব আসন্ন আর সেইসঙ্গে এই মিথ্যা মোহ যে আসন্ন ওই বিপ্লবকে একটা মসৃণ, সাংবিধানিক খাতে চালনা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের সবক'টি শর্ত একত্র সংযুক্ত হয়েছে, আর তা এমন একটি বিপ্লবের যা রাজধানীর উচ্চতর শ্রেণীগুলির, এমনকি সম্ভবত গভর্নমেণ্টের নিজেরই, সক্রিয় সহযোগে শুরু হয়ে কৃষকদের সাহায্যে অবশ্যই গোড়ার দিককার সাংবিধানিক স্তর ছাড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবে; এটি হবে এমনই এক বিপ্লব যা সমগ্র ইউরোপের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে, আর তা অন্য কিছুর জন্য হোক বা না-হোক একমাত্র এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হবে যে এই বিপ্লব একটিমাত্র আঘাতে সমগ্র ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শেষতম ও এখনও পর্যন্ত অটুট দুর্গটিকে দেবে ধূলিসাৎ করে। নিশ্চিতই ঘনিয়ে আসছে এই বিপ্লব। একমাত্র দুটো ঘটনাই একে এখনও বিলম্বিত করে তুলতে পারে, আর তা হল: হয় তুরস্ক কিংবা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক সফল যুদ্ধের পরিচালনা — যার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ও দৃঢ় এক মৈত্রীজোট গড়ে তোলা

করে একখানি পুস্তিকা (৪৬) লিখেছিলেন তিনি এবং এমনভাবে এই পক্ষসমর্থনের কাজটি নিষ্পন্ন করেছিলেন যাতে মনে হতে পারত যেন আমার সমালোচনা ছিল ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধেই।

আমার সঙ্গে এই বিতর্কে রুশ কমিউনিস্ট গ্রামীণ সমাজের সপক্ষে যে-মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি তা ছিল মূলত গেৎর্সেন-এরই মতামত। সর্ব-স্লাভ ঐক্যের সমর্থক জনেক লেখক ও প্রচারের ঢক্কানিনাদে বিপ্লবীতে পরিণত এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি একদা হাক্স্টহাউজেনের **'রাশিয়া-সম্বন্ধীয় গবেষণাদি'** গ্রন্থপাঠে জেনেছিলেন যে তাঁর জমিদারি-তালুকের ভূমিদাস-প্রজাদের জমিতে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই এবং থেকে-থেকে নিজেদের মধ্যেই তারা আবাদী জমি ও চারণক্ষেত্রগুলির পুনর্বণ্টন সম্পন্ন করে থাকে। তবে মনগড়া গল্প-উপন্যাসের লেখক ছিলেন বলে এ-নিয়ে আরও খোঁজখবর করা বা অধ্যয়ন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি। অথচ অল্পদিনের মধ্যেই এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে জমিতে যৌথ মালিকানা হচ্ছে ভূমিস্বত্বের এমন একটা ধরন যা আদিম কালে জার্মান, কেল্ট ও ভারতীয়দের মধ্যে, এক কথায় ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত সকল জাতির মধ্যেই, বহুপ্রচলিত ছিল এবং ভারতে এখনও এই প্রথার অস্তিত্ব আছে, আয়ার্ল্যান্ডে ও স্কটল্যান্ডে মাত্র এই সেদিন বলপ্রয়োগে এটির বিলোপ ঘটানো হয়েছে ও এমনকি আজকের দিনেও এখানে-সেখানে এর অস্তিত্ব দেখা যায় জার্মানিতে। এটাও ইতিমধ্যে সকলে জেনে গেছে যে জমিতে যৌথ মালিকানার এই প্রথাটি ভূমিস্বত্বের একটি ক্রমবিলীয়মান ধরন এবং বস্তুত সমাজ-বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে এই প্রথা সকল জাতির মানুষের মধ্যেই প্রচলিত একটি সাধারণ ধরনমাত্র। কিন্তু বড়জোর সমাজতন্ত্রী বলে আত্মপ্রচারকারী ও আসলে সর্ব-স্লাভ ঐক্যের সমর্থক এই গেৎর্সেন গ্রামীণ সমাজকে একটা নতুন অজুহাত হিসেবে পেয়ে গেলেন যা দিয়ে পচাগলা পাশ্চাত্যকে তিনি আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন যে তাঁর 'পবিত্র' রাশিয়া ও তার আদর্শ হচ্ছে এই সম্পূর্ণত দুর্নীতিগ্রস্ত ও সেকেলে পাশ্চাত্যকে পুনরুজ্জীবিত করা, তার পুনর্নবায়ন সম্ভব করে তোলা আর যদি এমনও দরকার পড়ে, তাহলে তা করা এমনকি অস্ত্রের সাহায্যেও। তাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও জরাজীর্ণ,

দিয়ে যাঁর মন্থর বিনষ্টিসাধন তথাকথিত 'মুক্তিদাতা' দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের স্মৃতিতে চিরকালের মতো কলঙ্কলেপন করে রাখবে।

রাশিয়াকে পশ্চিম ইউরোপের থেকে পৃথক করে রেখেছে বুদ্ধিজীবিকার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের যে-বেড়াজাল সেই বাধা চের্নিশেভ্স্কির পক্ষে মার্কসের রচনাবলী পড়ার সুযোগ ঘটতে দেয় নি, আর যখন 'পুঁজি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার বহুদিন আগে থেকেই তিনি নির্বাসনে রয়ে গিয়েছিলেন স্রেদ্‌নে-ভিলিউইস্কে, ইয়াকুতদের মধ্যে। বুদ্ধিজীবিকার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ওই বিধি-নিষেধের বেড়াজালের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতেই চের্নিশেভ্স্কিকে সমগ্রভাবে তাঁর আত্মিক বিকাশ ঘটাতে হয়েছিল। জারতন্ত্রী সেন্সর-বিভাগ যা-কিছু দেশে আমদানি করতে দেয় নি কার্যত কিংবা সম্পূর্ণত তারই অস্তিত্ব ছিল না রাশিয়ায়। অতএব চের্নিশেভ্স্কির রচনাবলীতে এখানে-সেখানে যদি আমরা এক-আধটা দুর্বল জায়গা দেখি, যদি তাঁর চিন্তার দিগন্তে লক্ষ্য করি এক-আধটুকু সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা, তাহলে আমরা কিছুতেই এ কথা মনে না ভেবে পারি না যে এই অঘটন, আশ্চর্য ব্যাপারটি সম্ভব হল কী করে, কী করেই-বা তাঁর রচনা আরও অনেক অধিক পরিমাণে দুর্বলতা ও সংকীর্ণতায় আক্রান্ত না-হয়ে তা এড়িয়ে যেতে পারল?

চের্নিশেভ্স্কিও রুশদেশের গ্রামীণ সমাজকে সমকালবর্তী সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বিকাশের নতুন এক স্তরে উত্তরণের উপায় হিসেবে দেখেছিলেন — যে-নতুন স্তরটি হবে একদিকে রুশদেশী গ্রামীণ সমাজ থেকে উন্নততর ও অপরদিকে তা হবে উন্নততর শ্রেণী-বিরোধে খণ্ড-ছিন্ন পশ্চিম-ইউরোপীয় পুঁজিতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থা থেকেও। চের্নিশেভ্স্কির মতে, রাশিয়ার এমন একটি উপায় আয়ত্তে থাকা ও পাশ্চাত্যের তা না-থাকাটা রাশিয়ার পক্ষে একটি বড় সুবিধে।

'পশ্চিম ইউরোপে অপেক্ষাকৃত ভালো এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তনা প্রচণ্ডরকম বাধা পাচ্ছে ব্যক্তির অধিকারের মাত্রা সীমাহীনভাবে প্রসারিত হওয়ায়... ব্যক্তিবিশেষ যে-সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করে আসছে তার এমনকি একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও বাতিল করা বড় সহজ কাজ নয়, কেননা পাশ্চাত্যে ব্যক্তিবিশেষ সীমাহীন ব্যক্তিগত অধিকারাদি ভোগ করতে অভ্যস্ত। পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকারের কার্যকরতা ও প্রয়োজনীয়তা মানুষ শিখতে পারে একমাত্র তিক্ত অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘ চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে। পাশ্চাত্যে অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থার প্রবর্তনা নানা

থেকে মুনাফা কুড়াবে ওই কসাকরা নয়, তারা যার আজ্ঞাবহ দাস সেই রুশ সামরিক অর্থভাণ্ডার।

মোট কথা, ব্যাপারটা হল গিয়ে এই: পশ্চিম ইউরোপে যেখানে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তার নিজস্ব বিকাশের অপরিহার্য অন্তর্বিরোধের ফলে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে ও বিনষ্টির সম্মুখীন হয়েছে, সেখানে রাশিয়ায় প্রায় অর্ধেক আবাদী জমিই যৌথ সম্পত্তি হিসেবে রয়ে গেছে গ্রামীণ সমাজগুলির হাতে। এখন যদি পাশ্চাত্যে নতুন এক সমাজ সংগঠিত হওয়ার ফলে সকল অন্তর্বিরোধের সমাধানের পক্ষে প্রয়োজনীয় শর্তের অর্থ দাঁড়ায় এই যে উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণের, এবং ফলত জমিরও, মালিকানার সামগ্রিকভাবে সমাজের হাতে হস্তান্তর, তাহলে পাশ্চাত্যে ভবিষ্যতে কোনো-একদিন যা স্থাপিত হবে সেই যৌথ সম্পত্তির সঙ্গে রাশিয়ায় এখনই — অথবা, বলতে গেলে — এখনও পর্যন্ত যে গ্রামীণ যৌথ সম্পত্তি টিকে গেছে তার সম্পর্কটি কীরকম দাঁড়াবে? তাহলে পাশ্চাত্যের ওই রূপান্তর কি রাশিয়ায় এমন এক গণ-আন্দোলনের সূচনা-বিন্দু হিসেবে কাজ করবে যা সমগ্র পুঁজিতন্ত্রী যুগটাকে একলাফে পার হয়ে এসে সেই মুহূর্তে রুশদেশী কৃষক-কমিউনিজমকে উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেই আধুনিক সমাজতান্ত্রিক যৌথ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করবে ও তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে পুঁজিতান্ত্রিক যুগের সকল প্রযুক্তিবিদ্যাগত সাফল্যের নিদর্শন দিয়ে। অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে, চের্নিশেভ্স্কির একটি ধারণাকে নিচে উদ্ধৃত একখানি চিঠিতে মার্কস যেভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে সেইরকম*: 'রাশিয়ার উদারনীতিপন্থী অর্থনীতিবিদরা যেমনটি চান রাশিয়া কি সেইভাবে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য গ্রামীণ সমাজগুলির ধ্বংসসাধনের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করবে, নাকি সেদেশ উপরোক্ত ব্যবস্থার দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে না-গিয়ে তার নিজস্ব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ করে নিতে পারবে পুঁজিতান্ত্রিক যুগের সকল উন্নতির ফসল?'

প্রশ্নটির নিরাভরণ ভাষাই ইঙ্গিত দিচ্ছে এর উত্তর কোন বিকল্পটিতে নিহিত। শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে রুশদেশের গ্রামীণ সমাজ টিকে আছে,

* এই খণ্ডের ১৬৭-১৬৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কৃষিভিত্তিক কমিউনিজম নিজের গর্ভ থেকে একমাত্র নিজের ভাঙন ছাড়া অন্য কোনো-কিছুর জন্ম দিতে পারে নি। ১৮৬১ সাল নাগাদ রুশ গ্রামীণ সমাজ নিজেই এই ধরনের কমিউনিজমের অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি ধরন হয়ে দাঁড়িয়েছিল; ভারতের কোনো-কোনো অঞ্চলে এবং রুশ গ্রামীণ সমাজের যা সম্ভাব্য উৎস সেই দক্ষিণ-অঞ্চলীয় স্লাভ পারিবারিক সমাজে (zadruga-য়) যৌথভাবে জমি চাষ-আবাদ করার যে-প্রথা এখনও প্রচলিত আছে তাকেও জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে পৃথক-পৃথক পরিবারভিত্তিক খামারের কাছে এবং সে সব জায়গায় যৌথ সম্পত্তির চিহ্ন এখনও টিকে আছে একমাত্র বিভিন্ন অঞ্চলে জমি-জায়গার বারংবার পুনর্বণ্টনের মধ্যে আর তা-ও আবার একেক জায়গায় একেক রকমের, অর্থাৎ বহুবিচিত্র সময়ের ব্যবধানে। আর একবার এই জমির পুনর্বণ্টন-ব্যবস্থা আপনা থেকে কিংবা কোনো বিশেষ ডিক্রিজারির ফলে লোপ পেয়ে গেলে যা থাকে তা হল ছোট-ছোট জোতজমির মালিক কৃষকদের একেকটি সাধারণ গ্রাম।

কিন্তু বর্তমানে রুশ গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্বের পাশাপাশি পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যে তার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চলেছে এবং নিজে থেকেই-যে তা ইঙ্গিত দিচ্ছে এমন এক নতুন ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থার যার আওতায় উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহকে সমাজের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত করে সেগুলিকে পরিচালনা করতে হবে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী — শুধুমাত্র এই ঘটনাটিই রুশ গ্রামীণ সমাজকে এমন যথেষ্ট শক্তি ও কর্মোদ্যোগের প্রেরণা যোগাবে না যার সাহায্যে ওই সমাজ নতুন এক সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়ে উঠতে পারে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ নিজেই উপরোক্ত ওই বিপ্লব সম্পন্ন করার আগে রুশ গ্রামীণ সমাজ কী উপায়ে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিপুল উৎপাদনী শক্তিসমূহকে হস্তগত করে সামাজিক যৌথ সম্পত্তি ও সামাজিক হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে সেগুলিকে? কী করেই-বা রুশ গ্রামীণ সমাজ বড়-বড় কলকারখানাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিচালনা করার কায়দাকৌশল দেখাবে বিশ্ব-দুনিয়াকে, যখন সেই সমাজ নিজেই ভুলে গেছে যৌথ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কীভাবে তার নিজের জমি-জায়গা চাষ-আবাদ করতে হয়?

এটা অবশ্য সত্যি যে রাশিয়ায় এমন বহু লোক আছেন পাশ্চাত্যের

ও সম্পূর্ণ পরক কোনো সমাজ-সংগঠনের কর্তব্য ইত্যাদি পূরণের চেষ্টা তার পক্ষে হাস্যকর অবাস্তব প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। এই ব্যাপারটি সমানভাবে সত্যি যেমন রুশ গ্রামীণ সমাজ তেমনই দক্ষিণ-অঞ্চলের স্লাভ zadruga- র ক্ষেত্রে, উৎপাদনের উপায়াদির যৌথ মালিকানার অধিকারী যেমন ভারতীয় উপজাতি-সমাজ তেমনই আদিম বন্য কিংবা বর্বর যুগের অন্য যে-কোনো সমাজ-কাঠামো সম্বন্ধেই এটা সত্যি।

অবশ্য এটা শুধু সম্ভবই নয় অবশ্যম্ভাবীও যে একবার পশ্চিম-ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে প্রলেতারিয়েত বিজয়ী হলে এবং উৎপাদনের উপায়-উপকরণাদি যৌথ সামাজিক মালিকানার অধীনে এসে গেলে, অপরাপর যে-সমস্ত দেশ তখন সবেমাত্র পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের পথে পা বাড়িয়েছে এবং যেসব দেশে উপজাতিক সমাজ-প্রতিষ্ঠানগুলি কিংবা তাদের অবশেষমাত্র তখনও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে, সেই দেশগুলি এই সমস্ত যৌথ মালিকানার অবশেষ ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ্যে প্রচলিত রীতিপ্রথাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ওই দেশগুলির উত্তরণের পথকে বহুল পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করে তোলার পক্ষে শক্তিশালী এক উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে এবং পশ্চিম ইউরোপে আমাদের এই উত্তরণের পথে যে-সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা ও সংগ্রামের স্তর পার হয়ে যেতে হবে ওইসব দেশ তা এড়িয়ে যেতে পারবে বহুলাংশে। তবে ওই দেশগুলির এ-পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে অপরিহার্য একটি শর্ত হবে তার-আগে-পর্যন্ত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের আওতায় থেকে-যাওয়া পাশ্চাত্যের পথ-পরিক্রমার উদাহরণ ও তার সহায়তা। একমাত্র যখন মূল ঘাঁটিগুলিতে ও সদ্য পুঁজিতান্ত্রিক পথে পা-বাড়ানো দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হবে, যখন একমাত্র পশ্চাৎপদ দেশগুলি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির প্রদর্শিত উদাহরণ দেখে শিখবে 'কীভাবে কাজটা করতে হয়', কীভাবে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনী শক্তিগুলিকে সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থে কাজে লাগানো হয় — কেবল তখনই পশ্চাৎপদ দেশগুলি সক্ষম হবে বিকাশের এই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে অগ্রসর হতে। একমাত্র তাহলেই তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে। আর এটা কেবল রাশিয়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এটা প্রযোজ্য সমাজ-বিকাশের প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক স্তরে অবস্থিত

ছাড়া ব্যাপকহারে রেলপথ-নির্মাণ সম্ভব ছিল না। আর এই যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত ছিল কৃষকদের তথাকথিত মুক্তিবিধান; এর ফলে রাশিয়া পুঁজিতান্ত্রিক যুগে প্রথম পদক্ষেপ করল, আর তার ফলে পদক্ষেপ করল জমিতে যৌথ মালিকানার দ্রুত অবক্ষয়ের এক যুগে। মুক্তিপণবাবদ অর্থদান ও উঁচু-থেকে-উঁচু হারে রাজকর প্রদানের চাপে পড়ায়, আবার নিকৃষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট জমি তাদের জন্য বরাদ্দ হওয়ায় কৃষকরা অবধারিতভাবে কুশীদজীবী মহাজনদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। এই মহাজনদের বেশির ভাগই ছিল আবার ধনী-হয়ে-ওঠা গ্রামীণ সমাজেরই লোকজন। একদা-অগম্য বহু এলাকাতেই সদ্য-নির্মিত রেলপথ যেমন কৃষকদের ফসল বিক্রির বাজার খুলে দিল, তেমনই ওই এক রেলপথ বড়-বড় শিল্পের তৈরি শস্তা পণ্যদ্রব্যে দিল বাজার ছেয়ে এবং এইসব পণ্যদ্রব্য কৃষকদের কুটির-শিল্প দিল বিপর্যস্ত করে। এর আগে পর্যন্ত কৃষকরা ওই একই ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করত কুটিরে-কুটিরে, যার একটা অংশ তাদের নিজেদের প্রয়োজন মেটাত ও অপর অংশ কৃষকরা বিক্রি করত বাজারে। এইভাবে প্রাচীন অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি বিপর্যস্ত হয়ে গেল, স্বাভাবিক থেকে অর্থ-লেনদেনভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণের সময়ে সর্বদাই যেমনটা ঘটে থাকে সেইরকম একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল চতুর্দিকে, গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের মধ্যেই বিপুল সম্পত্তিগত বৈষম্য দেখা দিল — গরিবরা গিয়ে পড়ল ধনীদের খপ্পরে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অর্থের লেনদেনভিত্তিক অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলে সলোন-এর আমলের অল্প আগে এথেন্সে একদা যেমন একই পিতৃপুরুষ থেকে উদ্ভূত উপজাতি-গোষ্ঠীগুলি (gens) ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল*, তেমনই সেই একই প্রক্রিয়ায় রুশ গ্রামীণ সমাজেও ভাঙন শুরু হল। অবশ্য সলোন ঋণগ্রহীতা অধমর্ণদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির তখনও-পর্যন্ত-অপরিণত অধিকারে বৈপ্লবিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে অধমর্ণদের ঋণের বোঝা সরাসরি নাকচ করে দিয়ে। কিন্তু তিনি প্রাচীন এথেনীয় উপজাতি-গোষ্ঠী

* ফ. এঙ্গেলস, 'The Origin of the Family, etc', পঞ্চম সংস্করণ স্টুটগার্ট, ১৮৯২ সাল, ১০৯-১১৩ পৃঃ (এই সংস্করণের ১১শ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

বলা হয় যে রুশদেশের উদারনীতিকদের মতো মার্কসও বিশ্বাস করেন যে রাশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য হল কৃষকদের জমিতে যৌথ সম্পত্তির বিলোপ ঘটানো ও সরাসরি পুঁজিতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্ট-অংশে গের্ৎসেন সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত উল্লেখে আসলে কিছুই প্রমাণ হয় না। আলোচ্য পরিশিষ্টে মার্কস লিখেছিলেন: 'মানবজাতির যা ক্ষতি করছে সেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রভাব ইউরোপীয় মহাদেশে যেমন এখনও পর্যন্ত বিকশিত হয়ে চলেছে তেমনই যদি তা হয়ে চলে আর ইউরোপীয় দেশগুলি পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে যদি প্রতিযোগিতা চালিয়ে যায় জাতীয় সেনাবাহিনী, জাতীয় ঋণ, রাজকর, যুদ্ধশিল্পের মার্জিতকরণ, ইত্যাদির মাত্রাবৃদ্ধির, তাহলে আধা-রুশী কিন্তু নৈকষ্য-কুলীন মস্কোবাসী গের্ৎসেন এ-পর্যন্ত অতি-উৎসাহে যে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন (প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই ঔপন্যাসিক ব্যক্তিটি 'রুশ কমিউনিজম' সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারগুলির সন্ধান পেয়েছেন খোদ রুশদেশে নয়, প্রাশিয়ান Regierungsrat হাক্স্টহাউজেনের রচনাবলীতে) সেটিই হয়তো শেষপর্যন্ত অক্ষরে-অক্ষরে ফলে যাবে, অর্থাৎ ইউরোপকে নতুন করে যৌবন ফিরে পেতে হবে চাবুকের ঘা খেয়ে ও বাধ্যতামূলকভাবে কালমিক-রক্তের সংমিশ্রণ মেনে নিয়ে' ('পুঁজি', প্রথম খন্ড, প্রথম জার্মান সংস্করণ, ৭৬৩ পৃষ্ঠা) (৫০)। সেইসঙ্গে মার্কস আরও লিখছেন: ওপরের এই অনুচ্ছেদটিকে 'কোনোমতেই' (মূল রচনায় এর পরের উদ্ধৃতিটি আছে রুশ ভাষায়) 'পশ্চিম ইউরোপ এ-পর্যন্ত বিকাশের যে-পথ অনুসরণ করে চলেছে রুশ জনসাধারণ তাদের দেশের বিকাশের জন্য তা থেকে স্বতন্ত্র পথ-সন্ধানের' (এরপর ফের জার্মান ভাষায়) 'যে-প্রয়াস চালাচ্ছে সে-সম্পর্কে আমার মতামতের চাবিকাঠি বলে গণ্য করা চলে না', ইত্যাদি। ''পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের অনুচিন্তনের অংশে আমি 'মহৎ রুশ পণ্ডিত ও সমালোচক'' (চের্নিশেভ্স্কি)*-এর 'কথা বলেছি তাঁর প্রাপ্য যোগ্য মর্যাদা দিয়েই। তাঁর অসামান্য প্রবন্ধগুলিতে এই পণ্ডিত ব্যক্তি নিচের এই সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। সমস্যাটি হল — রাশিয়ার উদারনীতিক অর্থনীতিবিদরা যেমনটি চান সেদেশ কি সে-অনুযায়ী গ্রামীণ

* এই খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠা দেখুন। — সম্পাঃ

ব্যবস্থার খপ্পরে গিয়ে পড়লে সেদেশ অপর সকল ধর্মহীন বর্বর জাতির মতো পুঁজিতন্ত্রের অপ্রতিরোধনীয় আইনকানুনের অধীন হয়ে পড়বে। এই হল গিয়ে ব্যাপার।'

এইসব কথা মার্কস লিখেছিলেন ১৮৭৭ সালে। ওই সময়ে রুশদেশে চালু ছিল দুটো গভর্নমেণ্ট: একটি জারের গভর্নমেণ্ট ও অপরটি সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রীদের গোপন কার্যকরী কমিটি (ispolnitel'nyj komitet)- র গভর্নমেণ্ট (৫১)। আর এই গোপন প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা তখন বেড়ে চলেছিল শনৈঃ শনৈঃ। জারতন্ত্রের উচ্ছেদ যেন আসন্ন এমন মনে হচ্ছিল; রাশিয়ায় তখন এক বিপ্লব ঘটলে তা গোটা ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তির দৃঢ় পাদপীঠ, তার বিপুল সংরক্ষিত বাহিনীর সমর্থন কেড়ে নিত, যার ফলে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আন্দোলনে সঞ্চারিত হোত ফের একবার প্রচণ্ড প্রেরণা ও তার সংগ্রামের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হোত। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তখন ওই চিঠিতে মার্কস রুশীদের পরামর্শ দেবেন পুঁজিতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়ো না-করতে।

কিন্তু দেখা গেল রাশিয়ায় কোনো বিপ্লব হল না। জারতন্ত্র বিজয়ী হল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, আর সন্ত্রাসবাদ অন্তত সেই সময়কার মতো এমনকি সকল 'শান্তি ও সুস্থিতি-প্রিয়' সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীকে ঠেলে দিল জারতন্ত্রের আলিঙ্গনে। মার্কসের ওই চিঠিখানি লেখার পর গত ১৭ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ও গ্রামীণ সমাজের ভাঙন এই উভয় ব্যাপারই এগিয়ে গেছে বিপুল পদক্ষেপে। তাহলে আজ, ১৮৯৪ সালে, সেখানকার ব্যাপারস্যাপার কী রকম?

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়বরণ ও সম্রাট প্রথম নিকোলাইয়ের আত্মহত্যার পরও পুরনো জারতন্ত্রী স্বৈরশাসন অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যাওয়ায় রাশিয়ার কাছে তখন একটিই পথ খোলা ছিল: তা হল, পুঁজিতান্ত্রিক যন্ত্রশিল্প-বিস্তারে যত দ্রুত সম্ভব হাত লাগানো। সাম্রাজ্যের অতিকায়ত্বের চাপে ও রণক্ষেত্রগুলিতে যাওয়ার জন্য অনবরত দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হওয়ায় সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল; তাই দরকার হয়ে পড়ল ওইসব দূর-অঞ্চলকে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের

করা যায় না যে রাশিয়া তার গ্রামীণ সমাজকে ভিত্তি হিসেবে ধরে তখন রাষ্ট্রীয়-সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। উপরোক্ত ওই পরিস্থিতিতে কিছু-একটা ঘটতই। আর ওই পরিস্থিতিতে ঠিক যা ঘটা সম্ভব ছিল তা-ই ঘটেছে। আর এই পরিবর্তনের সংঘটক মানুষেরা কাজ করে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিছক অর্ধ-চেতনভাবে, সব মিলিয়ে যান্ত্রিকভাবেই, কী-যে তারা করতে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে অনবহিত থেকেই — পণ্য-উৎপাদনকারী দেশগুলিতে সর্বদাই ও সর্বত্র ঠিক যেমনটি ঘটে থাকে তেমনিভাবেই।

কিন্তু এরপর এল নতুন এক যুগ। জার্মানি উদ্বোধন ঘটাল এই যুগের। এ-যুগ হল ওপর থেকে বিপ্লব সংঘটনের এক পর্যায়। আর এর সঙ্গে এল ইউরোপের সকল দেশেই দ্রুত সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বৃদ্ধির এক যুগ। এই সর্বব্যাপী আন্দোলনে রাশিয়াও যোগ দিল। আর যেমন আশা করা গিয়েছিল সেদেশে তেমনটিই ঘটল। রাশিয়ার আন্দোলন রূপ নিল জারতন্ত্রী স্বৈরশাসনকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে আঘাত হানার এবং জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটানোর জন্য স্বাধীনতালাভের। গ্রামীণ সমাজ, যার গর্ভ থেকে দেশের সামাজিক পুনর্জন্ম ঘটবে বলে সেদেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস, তার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আস্থা — আমরা আগেই দেখেছি যে-গভীর আস্থা থেকে স্বয়ং চের্নিশেভ্স্কিও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না — সেই আস্থার ব্যাপারটি রাশিয়ায় বীর অগ্রগামীদের উদ্বোধিত ও প্রাণচঞ্চল করে তোলার ব্যাপারে তার ভূমিকা পালন করল। সংখ্যায় যাঁরা মাত্র কয়েক শো'র বেশি নন, যাঁদের সাহস ও আত্মত্যাগ জারতন্ত্রী একচ্ছত্র শাসনকে এমন একটা পর্যায়ে এনে উপস্থিত করেছিল যখন জারতন্ত্রকে আত্মসমর্পণের সম্ভাবনা ও তার শর্তাদি নিয়ে পর্যন্ত বিবেচনা করতে হয়েছিল। সেই বীর অগ্রগামীরা তাঁদের রাশিয়ার জনসাধারণ সমাজ-বিপ্লব সংঘটনের জন্য ভাগ্য-নির্ধারিত এক জাতি এটা বিশ্বাস করেন বলে তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তবে নিশ্চয়ই আমাদের প্রয়োজন নেই তাঁদের এই মিথ্যা মোহের অংশীদার হওয়ার। কেননা ভাগ্য-নির্ধারিত জাতির কাল চিরকালের মতো গত হয়ে গেছে।

যখন উপরোক্ত এই সংগ্রাম চলেছে তখন রুশদেশে পুঁজিতন্ত্র দুর্বার

এই সোনার বেশির ভাগটাই সংগৃহীত হওয়া উচিত বিদেশী শিল্পজাত পণ্য-আমদানির ওপর রুশদেশের কাঁচামাল রপ্তানির অতিরিক্ত পরিমাণ থেকে; কিন্তু বিদেশ থেকে কিনে ও সমপরিমাণ মূল্যের বিদেশে-কাটা হুণ্ডির ভিত্তিতে কাগজের নোটে তা পরিশোধ করে রুশ গভর্নমেণ্ট এই সোনা সংগ্রহ করে থাকে। ফলে গভর্নমেণ্ট যদি তার বৈদেশিক ঋণের ওপরে সুদ-পরিশোধবাবদ ফের নতুন করে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করতে না-চায়, তাহলে তাকে এদিকে নজর দিতেই হয় যাতে রুশদেশের শিল্প-কারখানা এত দ্রুত শক্তিশালী হয়ে বেড়ে ওঠে যে তা দেশের অভ্যন্তরীণ সকল চাহিদাই মেটাতে সমর্থ হয়। এইজন্যই সেদেশে এই মর্মে দাবি উঠেছে যে বিদেশ থেকে অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারে জোর না-দিয়ে রাশিয়ার উচিত স্বনির্ভর শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা। আর এ-কারণেই সেদেশের গভর্নমেণ্ট প্রাণপণ প্রয়াস চালাচ্ছে যাতে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই রাশিয়ার পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ একেবারে চরমে পেঁাছতে পারে। কিন্তু এটা যদি সম্ভব না-হয় তাহলে একমাত্র পথ যা খোলা থাকবে তা হল, হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত স্বর্ণ-তহবিলে হাত দেয়া আর নয়তো রাষ্ট্রকে দেউলিয়া বলে স্বীকার করা। আর এই উভয় ক্ষেত্রেই এর অর্থ দাঁড়াবে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির মূলোচ্ছেদ।

এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার: এই পরিস্থিতিতে সেদেশে রাষ্ট্রের ওপর নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবল প্রতিপত্তি বর্তমান। সবরকম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রকে ওই শ্রেণীর হুকুমমাফিক চলতেই হবে। ওদেশের এই বুর্জোয়া শ্রেণী এখনও পর্যন্ত হয়তো জার ও তার আমলাতন্ত্রের স্বৈর-একনায়কতন্ত্রকে সহ্য করে চলেছে, কিন্তু তা করছে একমাত্র এই কারণেই যে ওই স্বৈরতন্ত্র·তার আমলাতন্ত্রের বহুব্যাপক দুর্নীতির ফলে কিছুটা অক্ষম ও সহনীয় হয়ে পড়া ছাড়াও তা অন্য যে-কোনো ধরনের পরিবর্তনের চেয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সুযোগসুবিধাকে বেশি পরিমাণে নিশ্চিত করছে। কেননা উপরোক্ত ওই পরিবর্তনের ফলে, এমনকি বুর্জোয়া-উদারনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী যে-কোনো গভর্নমেণ্ট ক্ষমতায় আসুক-না কেন, তার ফলাফল রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে-যে শেষপর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না। অতএব রাশিয়ায় যা চলেছে তা হল শিল্পপতি-পুঁজিতান্ত্রিক

বাকুনিনের গ্রন্থ 'রাষ্ট্রশাসন ও নৈরাজ্য'-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি থেকে (৫২)

'যেমন, উদাহরণস্বরূপ, «Крестьянская чернь» বা স্থূলরুচি কৃষককুল বা কৃষক-জনতা, যাদের প্রতি মার্কসবাদীরা প্রসন্ন [নন] বলে সকলেরই জানা আছে এবং যাদের অবস্থান সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে, সম্ভবত তাদের ওপর শাসন কায়েম করবে শহরে ও ফ্যাক্টরির প্রলেতারিয়েত।'

এর অর্থ, ব্যক্তিগত জমির মালিক হিসেবে বিপুল সংখ্যায় যেখানে কৃষককুলের অস্তিত্ব আছে, পশ্চিম ইউরোপীয় মহাদেশের সকল দেশেই যেমন তেমনই যেখানে তারা এমনকি কমবেশি সংখ্যায় রীতিমতো সংখ্যাধিক বলে গণ্য, ইংলন্ডের মতো যেখানে তাদের অস্তিত্বলোপ ঘটে নি আর তার জায়গায় কৃষিজীবী দিন-মজুরের আবির্ভাব ঘটে নি সেখানেই এই নিচের ব্যাপারটি ঘটতে পারে: হয় কৃষকরা এপর্যন্ত ফ্রান্সে যা করে এসেছে তেমন শ্রমিকদের প্রতিটি বিপ্লব সংঘটনে বাধা দেবে ও তা নষ্ট করে দেবে, আর নয়তো শাসনকার্য পরিচালনার সময় প্রলেতারিয়েত (কেননা কৃষক-মালিক প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, এমনকি যখন তার আর্থিক অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সে প্রলেতারিয়েতের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য হয় তখনও সে মনে করে যে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীতে তার স্থান নয়) অর্থাৎ এমন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে যার ফলে সরাসরি কৃষকের অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং যার ফলাফলস্বরূপ বিপ্লবের সপক্ষে জয় করে আনা যাবে তাকে। তবে ওই সমস্ত ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে একেবারে গোড়া থেকেই সেগুলি ব্যক্তিগত থেকে যৌথ ভূস্বামিত্বে উত্তরণের পথ প্রশস্ত করতে পারে, যাতে কৃষক নিজেই অর্থনৈতিক উপায়াদির মধ্যে দিয়ে যৌথ মালিকানায় উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়। তবে এ-বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই উত্তরণ

এক করে দেখা আচ্ছা মজার ধারণা বটে! তবে এই ব্যাপারটিতেই শ্রীযুক্ত বাকুনিনের অন্তরের অন্তস্তলে লুকোনো চিন্তাটি ফাঁস হয়ে পড়েছে। আসলে সমাজ-বিপ্লবসাধনের কোনো ধারণাই তাঁর মাথায় নেই, তিনি শুধু জানেন ওই বিপ্লবের রাজনৈতিক বুলির কচকচিমাত্র; বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কোনো অর্থ নেই তাঁর কাছে। যেহেতু সেগুলি বিকশিত হোক বা না-হোক পূর্ববর্তী সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধরনের সঙ্গে শ্রমিকের দাসত্বস্বীকারের ব্যাপারটি (তা সে মজুরি-শ্রমিক, কৃষক, ইত্যাদি যে-কোনো আকারেই হোক-না কেন) জড়িত, সেইহেতু তিনি বিশ্বাস করেন যে ওই সকল ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়ই সমানভাবে **মূলগত এক বিপ্লব** ঘটা সম্ভব। বিশ্বাস স্থাপনের এই অপরিসীম শক্তিতে এমনকি তিনি আরও এগিয়ে গেছেন। তিনি চান, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যার অর্থনৈতিক ভিত্তি সেই ইউরোপীয় সমাজ-বিপ্লবকে রুশ কিংবা স্লাভ কৃষিজীবী ও পশু-প্রজনজীবী জাতিসমূহের বর্তমান স্তরেই প্রতিষ্ঠা করতে এবং এই বিপ্লব ওই স্তরকে যাতে উন্নত করে না-তোলে তা-ই দেখতে। যদিও তিনি এটা জানেন যে **নৌচালন-চর্চা** ভাইয়ে-ভাইয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে, তবু তিনি এটা চান। কেননা তিনি মনে করেন যে এই পার্থক্য সৃষ্টি করে শুধুমাত্রই **নৌচালন-চর্চা** এবং যেহেতু পার্থক্য সৃষ্টির এই কারণটি সকল রাজনীতিবিদেরই জানা, তা-ই! বাকুনিনের এই সমাজ-বিপ্লবের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নয়, **মানুষের ইচ্ছামাত্র।**

প্রবন্ধটি মার্কস লেখেন
১৮৭৪ সালের শেষ ও
১৮৭৫ সালের গোড়ায়

এটি প্রথম প্রকাশিত
হয় ১৯২৬ সালে
Letopisi Marksizma
('মার্কসবাদের ধারাবিবরণী')
নামের পত্রিকার ১১শ
সংখ্যায়

জার্মান থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

টীকা

(১) *Der Volksstaat* ('জনগণের রাষ্ট্র') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি (আইজেনাখপন্থী)-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র। লাইপ্‌জিগ থেকে ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর থেকে ১৮৭৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৭

(২) এখানে সেই ৫০০ কোটি ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণের কথা বলা হচ্ছে, যা কিনা ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের পরে ১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কফুর্ট শান্তিচুক্তি অনুসারে ফ্রান্সের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ৭

(৩) মুলবের্গার-এর 'Die Wohnungsfrage' ('বাসস্থান-সম্পর্কিত সমস্যা') শীর্ষক ছ'টি পর্যায়ক্রমিক প্রবন্ধ লেখকের নাম ছাড়াই *Der Volksstaat* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালের ৩, ৭, ১০, ১৪ ও ২১ ফেব্রুয়ারি এবং ৬ মার্চ তারিখে। পৃঃ ৮

(৪) ১৮৭২ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিকের সদস্যরা এবং স্পেনের গুপ্ত সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রাসির মৈত্রীজোটের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ করে দেয়ার কারণে মাদ্রিদীয় ফেডারেশনের সংখ্যাধিক নৈরাজ্যবাদী অংশ *La Emancipacion* পত্রিকার যে-সম্পাদক-মণ্ডলীকে ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত করে দেয় তাঁরা মিলিতভাবে 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশনের' প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশন' স্পেনে নৈরাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে, বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে, স্পেনে স্বাধীন শ্রমিক পার্টি গড়ে তোলার জন্যে শুরু করে সংগ্রাম। এই শেষোক্ত ফেডারেশনের মুখপত্র *La Emancipacion* পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লেখেন এঙ্গেলস। 'মাদ্রিদীয় নতুন ফেডারেশনের' কয়েকজন সদস্য ১৮৭৯ সালে স্পেনে সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। পৃঃ ১০

শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটে, কিন্তু এর ফলে জার্মানির বহুতর রাজনৈতিক বিভাজনও পাকাপোক্ত রূপ লাভ করে। পৃঃ ১৩

(৯) এখানে 'বিপ্লব' বলতে বোঝাচ্ছে ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ এবং ১৮৭০-১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ, যার ফলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'উপর থেকে' জার্মানির মিলন সাধিত হয়েছিল। পৃঃ ১৫

(১০) মার্কা — প্রাচীন জার্মানির গোষ্ঠীবিশেষ পৃঃ ১৭

(১১) এখানে ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনের প্যারিসের মেহনতীদের অভ্যুত্থান ও ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৭

(১২) ১১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩) বাইবেলে-কথিত কাহিনী অনুসারে, মিশর থেকে বন্দী ইস্রাইলীয়দের দলবদ্ধ নিষ্ক্রমণের সময়ে দীর্ঘ পথযাত্রা ও ক্ষুধার কষ্টে অস্থির হয়ে ইস্রাইলীয়দের মধ্যে দুর্বলচিত্ত মানুষেরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তাদের প্রাক্তন বন্দিজীবনে ফের ফিরে যেতে, কেননা সেখানে তারা অন্তত পেট ভরে খেতে পেত। পৃঃ ২৯

(১৪) শ্রমের উৎপাদসমূহের মধ্যে ন্যায্য বিনিময়-ব্যবস্থা চালু করার জন্যে ওয়েনপন্থী শ্রমিকদের সমবায়-সমিতিগুলি ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে তথাকথিত যে-সমস্ত বাজারের পত্তন করেছিল এঙ্গেলস এখানে সেগুলির কথা উল্লেখ করছেন। ওইসব বাজারে শ্রমের উৎপাদগুলির মধ্যে বিনিময় নিষ্পন্ন হোত শ্রম-নোটের মাধ্যমে, আর এইসব নোটের মূল্যের একক-মাত্রা ছিল একেক ঘণ্টার শ্রম। এই বাজারগুলি অবশ্য শিগ্‌গিরই দেউলিয়া হয়ে যায়। পৃঃ ৩৫

(১৫) *La Emancipacion* ('মুক্তি') — ১৮৭১ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রিদ থেকে প্রকাশিত স্প্যানিশ শ্রমিকদের সাপ্তাহিক পত্রিকা; ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৭২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি স্প্যানিশ ফেডেরাল পরিষদের মুখপত্র; স্পেনে নৈরাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালায় পত্রিকাটি। ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালে পত্রিকাটিতে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাদি ছাপা হয়। পৃঃ ৩৬

(১৬) *Illustrated London News* — ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৮৪২ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

Ueber Land und Meer ('স্থলে ও সমুদ্রে') — সচিত্র জার্মান সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮৫৮ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত স্টুট্‌গার্ট থেকে প্রকাশিত হয়।

Gartenlaube ('কুঞ্জবন') — সাহিত্য-বিষয়ক জার্মান পেটি-বুর্জোয়া

সেপ্টেম্বর মাসে জাল্‌জ্‌বুর্গে অনুষ্ঠিত জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সম্রাটদের ও তাঁদের চ্যান্সেলরদের মধ্যে আপস-মীমাংসার আলোচনা সম্বন্ধে। এই সমস্ত সম্মেলনকে এঙ্গেলস প্রাশিয়ার রাজনৈতিক পুলিসের প্রধান স্টিবারের নাম-অনুযায়ী স্টিবারীয় আখ্যা দিচ্ছেন সেগুলির প্রতিক্রিয়াশীল পুলিসী চরিত্রকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যে। পৃঃ ৮৩

(২৫) **ব্লাঙ্কিপন্থীরা** — ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি ধারার সমর্থকরা, যার নেতৃত্বে ছিলেন ফরাসি ইউটোপীয় কমিউনিজমের প্রতিনিধি, বিখ্যাত বিপ্লবী লুই অগুস্ত ব্লাঙ্কি। ব্লাঙ্কিপন্থীদের দুর্বল দিকটি ছিল এই যে, তাঁরা বিশ্বাস করতেন চক্রান্তকারীদের ছোটখাটো একটা দলের সাহায্যেই বিপ্লব সমাধা করা সম্ভব, বৈপ্লবিক আন্দোলনে শ্রমিক জনগণকে আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা বুঝতেন না। পৃঃ ৯০

(২৬) হেগেলের 'যুক্তিবিজ্ঞান'-এর প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৯০

(২৭) **ম্যালথাসবাদ** — প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা, যার মূলকথা হল জনসংখ্যার চরম 'স্বাভাবিক' নিয়মের বলে পুঁজিতন্ত্রে মেহনতী জনগণ নিঃস্ব হয়ে পড়বে। এই নামকরণটি হয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ টি. পি. ম্যালথাসের নামানুসারে; ১৭৯৮ সালে তিনি তাঁর গ্রন্থে 'An Essay on the Principle of Population' ('জনসংখ্যা বিষয়ক নিয়মকানুনের মূলকথা')এ প্রমাণ করেন যে, বুঝিবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় গুণোত্তর শ্রেণী অনুসারে আর অস্তিত্বের মাধ্যমসমূহ — পাটীগাণিতিক শ্রেণী অনুসারে। ম্যালথাসপন্থীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানায়। মহামারী, যুদ্ধ ও দৈবদুর্বিপাককে হিতকর হিসেবে মনে করে, কারণ এরই ফলে জনসংখ্যা ও অস্তিত্বের প্রয়োজনীয় মাধ্যমসমূহের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়।

কার্ল মার্কস ম্যালথাসবাদের অমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে, মানবসমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের জন্যে জনসংখ্যাসূচক অখণ্ড কোনো আইন নেই, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে জনসংখ্যার নিজস্ব আইন বর্তমান। পুঁজিতন্ত্রে মেহনতী জনগণের নিঃস্ব হয়ে যাবার কারণ হল উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতি, যার ফলে সৃষ্ট হয় বিপুল হারে বেকারি ও অন্যান্য সামাজিক দুর্বিপাক। মার্কস বলেন যে, উৎপাদনের কমিউনিস্ট পদ্ধতিতে উৎক্রমণের ফলে শ্রম-উৎপাদনশীলতার পর্যায় এত উচ্চ হবে ও প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন এত বৃদ্ধি পাবে যে, এই ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণভাবে তার প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হবে। পৃঃ ১০২

(২৮) **ব্রেজিগ চাচা** — জার্মান লেখক ফ্রিট্‌স রাইটারের হাস্যরসাত্মক গল্পের নায়ক। পৃঃ ১০২

(৩৩) **রাজভক্ত** — রাজতন্ত্রের সমর্থকরা। পৃঃ ১২৪

(৩৪) এখানে ১৮৬৮ সালে ম. বাকুনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী মৈত্রীজোট' নামক সংগঠনের কথা বলা হচ্ছে। জোটের কর্মসূচির মূলকথা ছিল নিরীশ্বরবাদ, শ্রেণীসমূহের সমতাবিধান ও রাষ্ট্রের বিলোপসাধন। শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করতেন। শিল্পের ক্ষেত্রে অনুন্নত ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে জোটের এই পেটি-বুর্জোয়া নৈরাজ্যমূলক কর্মসূচি সমর্থন লাভ করে। ১৮৬৯ সালে এই জোটকে আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে জোটের সদস্যরা 'সাধারণ পরিষদের' দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জোটটিকে স্বাধীন সংগঠন রূপে ভেঙে দেওয়ার শর্তে তাকে 'সাধারণ পরিষদ' গ্রহণ করতে রাজি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিকে যোগদান করে জোটের সদস্যরা 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'-র অভ্যন্তরে নিজেদের গোপন সংগঠন বজায় রেখেছিলেন এবং বাকুনিনের নেতৃত্বে 'সাধারণ পরিষদের' বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন। প্যারিস কমিউনের পতনের পর আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে জোটের সংগ্রাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, যখন বাকুনিন ও তাঁর সমর্থকরা বিশেষ তীব্রভাবে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের নীতির এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির উপর ভিত্তি ক'রে শ্রমিক শ্রেণীর এক স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি মজবুতির বিরুদ্ধাচারণ করেন। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে হেগে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস অধিকাংশের ভোটে জোটের দুই হোতা বাকুনিন ও গিলমকে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। পৃঃ ১২৫

(৩৫) **হ্যামলেট** — উই. শেক্সপিয়রের একই নামের বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক। পৃঃ ১২৭

(৩৬) **ম্যোরো** — শিলারের 'জামানত' নামক কবিতার একটি চরিত্র। পৃঃ ১২৭

(৩৭) *Le Père Duchêne* — ১৭৯০-১৭৯৪ সালে প্যারিসে জাক হিবের-এর পরিচালনায় প্রকাশিত ফরাসি সংবাদপত্র। পত্রিকাটি শহরের আধা-প্রলেতারীয় জনসাধারণের মতামত প্রতিফলিত করত।

Le Père Duchêne — ১৮৭১ সালের ৬ মার্চ থেকে ২১ মে'র মধ্যে প্যারিসে ইউজেন ভেরমের্শ-এর প্রকাশিত ফরাসি দৈনিক পত্রিকা। পত্রিকাটি ব্লাঙ্কিপন্থী পত্রিকাগুলির মতামতের সদৃশ মতামত প্রকাশ করছিল। পৃঃ ১২৮

(৩৮) *'Kulturkampf'* ('সংস্কৃতির জন্যে সংগ্রাম') — ১৮৭০'এর দশকে বিসমার্কের গভর্নমেণ্ট ধর্ম-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে যে-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি কার্যকর করছিল সেগুলি সম্পর্কে বুর্জোয়া উদারনীতিকদের দেয়া নাম।

(৪৪) জারের রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত পোলিশ ভূমিতে ১৮৬৩-১৮৬৪ সালে জাতীয় মুক্তি-অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। পোল্যান্ডের জাতীয় মুক্তির জন্যে বিদ্রোহীরা ১৮৬৩ সালের জানুয়ারিতে এক কর্মসূচি, এবং তৎসহ কৃষি-গণতান্ত্রিক ধরনের বহু দাবিদাওয়া উত্থাপন করে। কিন্তু বিদ্রোহী সরকারের অসংলগ্নতা ও টলায়মানতার ফলে এবং বড় জমিদার গোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে আক্রমণ হানতে না পারার ফলে কৃষককুলের প্রধান অংশটি বিদ্রোহে যোগ দেয় নি; এর পরাজয়ের এটি ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। পৃঃ ১৫০

(৪৫) **বড় রুশ** — রুশ কথাটিরই সমার্থক। পৃঃ ১৫০

(৪৬) ৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৪৭) **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** (অথবা প্রাচ্য যুদ্ধ) ১৮৫৩-১৮৫৬ — রাশিয়া এবং চতুঃশক্তির জোটের — তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার — মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। পৃঃ ১৬৫

(৪৮) এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে 'ইউরোপীয় বার্তাবহ' পত্রিকার ১৮৭৭ সালের ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত ইউ. গ. জুকোভ্‌স্কির 'কার্ল মার্কস ও পুঁজি-সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ' শীর্ষক প্রবন্ধটির এবং 'পিতৃভূমি-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি' পত্রিকার ১৮৭৭ সালের ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত ন. ক. মিখাইলভ্‌স্কির দেয়া 'ইউ. গ. জুকোভ্‌স্কি-কৃত কার্ল মার্কসের বিচার-বিশ্লেষণ' নামের তার উত্তরটির।

'ইউরোপীয় বার্তাবহ' — ইতিহাস রাজনীতি ও সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা; ১৮৬৬ থেকে ১৯১৮ সাল অবধি পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

'পিতৃভূমি-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি' —১৮২০ সাল থেকে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত একখানি সাহিত্য ও রাজনীতি-বিষয়ক পত্রিকা। প্রগতিশীল মতামত প্রকাশ করার জন্যে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে সরকারি সেন্সরের হস্তক্ষেপে উৎপীড়িত হয় এবং ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে শেষপর্যন্ত জারতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট পত্রিকাটির প্রকাশ দেয় বন্ধ করে। পৃঃ ১৬৭

(৪৯) **'জনগণের ইচ্ছার বার্তাবহ'** — রুশদেশ থেকে বহিষ্কৃত দেশান্তরীদের 'জনগণের ইচ্ছা' নামের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটির সদস্যারা ১৮৮৩-১৮৮৬ সালের মধ্যে জেনেভা থেকে এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন।

মার্কসের পাঠানো চিঠিখানি রুশদেশের আপনসম্মত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালের অক্টোবর মাসে। চিঠিখানি প্রকাশ করে 'আইন-বিষয়ক বার্তাবহ' নামের পত্রিকাটি। পৃঃ ১৬৭

(৫০) রচনার আলোচ্য অংশটি মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণ ও পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে বাদ দিয়ে দেন। পৃঃ ১৬৮

নামের সূচি

ন

প

অন্যতম রাজনৈতিক নেতা; জ্বলিয়াস সীজারের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্রেরও নেতা —১২৭, ১২৮

ভ

ভাইয়াঁ (Vaillant), **এদ্বয়ার মারি** (১৮৪০-১৯১৫) — ফরাসী সমাজতন্ত্রী, ব্লাঙ্কির অনুসারক; প্যারিস কমিউন ও প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের (১৮৭১-১৮৭২) সদস্য; ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা —১৩৪

ভাগ্নার (Wagner), **আডোল্ফ** (১৮৩৫-১৯১৭) — জার্মান অর্থনীতিবিদ, অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তথাকথিত সামাজিক-আইনসম্মত ধারার প্রতিনিধি, ক্যাথিডার-সমাজতন্ত্রী — ৮৩

ভেরমের্শ (Vermersch), **ইউজেন** (১৮৪৫-১৮৭৮) — ফরাসী পেটি-বুর্জোয়া সাংবাদিক ও পুস্তক-প্রকাশক —১২৮

ম

মাউরার (Maurer), **গেওর্গ ল্যুড্ভিগ** (১৭৯০-১৮৭২) — বিশিষ্ট জার্মান ইতিহাসবেত্তা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের জার্মানির সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়ে গবেষক —১৪৭

মার্ক্স (Marx), **কার্ল** (১৮১৮-১৮৮৩) —১০, ১১, ১৮, ২১, ২৭, ৪১, ৪৫, ১০১, ১১৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৫, ১৬৭-১৭০, ১৭৫

মার্ক্স (Marx), **এলেওনর** (১৮৫৫-১৮৯৮) — মার্ক্সের কনিষ্ঠা কন্যা; ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলনের এক বিশিষ্টা নেত্রী; ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী এড্ওয়ার্ড এভেলিঙের স্ত্রী —৩৭

মালোঁ (Malon), **বেনোয়া** (১৮৪১-১৮৯৩) — আন্তর্জাতিকের ফরাসী সমাজতন্ত্রী সদস্য, প্যারিস কমিউনেরও সদস্য; পরে দেশান্তরী অবস্থায় নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দেন; পরিশেষে ফরাসী শ্রমিক-আন্দোলনে 'Possibilist' দলের অন্যতম নেতা; শ্রেণী-সংগ্রাম প্রত্যাহার করে এই দলের সভ্যরা প্রচার করেছিলেন শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া সম্ভাব্যতার সীমায় অন্তর্ভুক্ত করার —১২৫

মিখাইলভ্স্কি, নিকোলাই কন্স্তান্তিনভিচ (১৮৪২-১৯০৪) — রুশ সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনীতি-বিষয়ে লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক, উদারনৈতিক নারোদবাদের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক; *Otechestvenniye Zapiski* ('পিতৃভূমি-সম্পর্কিত মন্তব্যাদি') এবং *Russkoye Bogatstvo* ('রুশদেশের ঐশ্বর্য') নামের পত্রিকাদুটির অন্যতম সম্পাদক —১৬৭

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন,
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

৯

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সূচি

বিন্দুচিহ্ন বসিয়েছি। পাণ্ডুলিপিটি আজ প্রকাশ করলে মার্কস নিজেও তাই করতেন। কোনো কোনো জায়গায় ভাষার উগ্রতা এসেছিল দুটি অবস্থার কারণে। প্রথমত, মার্কস ও আমি অন্য যে কোনো আন্দোলনের তুলনায় জার্মান আন্দোলনের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলাম; তাই এই খসড়া কর্মসূচিতে সন্দেহাতীতভাবে যে পশ্চাদগামী পদক্ষেপ প্রকট হয়ে উঠল, তাতে আমরা বিশেষভাবে বিচলিত হতে বাধ্য। এবং দ্বিতীয়ত, সে সময়, আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের (৫) পরে তখন সবে দু'বছর কেটেছে, বাকুনিন ও তাঁর নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে অতি প্রচণ্ড সংগ্রামে আমরা জড়িয়ে ছিলাম। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে যাকিছু ঘটেছে তার সবকিছুর জন্যই তারা আমাদের দায়ী করছিল; সুতরাং এই কর্মসূচির গোপন পিতৃত্বের দায়ও আমাদের ওপরই চাপিয়ে দেওয়া হবে একথা আমাদের ধরে নিতে হয়েছিল। এই কথাটা আজ আর বিবেচ্য বিষয় নয়; তাই উক্ত অংশের প্রয়োজনীয়তা আর নেই।

ছাপাখানা সংক্রান্ত আইনের (Press Law) দরুনও কয়েকটি বাক্যকে কেবল পর পর বিন্দুচিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় আমাকে যে অপেক্ষাকৃত নরম ভাষা ব্যবহার করতে হল, সেগুলিকে সমকোণ বন্ধনীর মধ্যে দেখিয়েছি। এছাড়া সর্বক্ষেত্রে মূলপাঠের প্রতিটি শব্দ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে।

লণ্ডন, ৬ জানুয়ারি, ১৮৯১

ফ্র. এঙ্গেলস

Die Neue Zeit, Bd. 1
পত্রিকার ১৮৯০-১৮৯১-এর
১৮ নং সংখ্যায় প্রকাশিত

উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

চেয়ে বেশি। তাই আইজেনাখ কর্মসূচি **অতিক্রম করে** যাওয়া যদি সম্ভব না হয়ে থাকে — এবং তখনকার অবস্থায় সত্যিই তা সম্ভব ছিল না — তাহলে উচিত ছিল সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কেবল একটি চুক্তি করা। মূলনীতির কর্মসূচি (বেশ কিছুকাল মিলিত কাজের মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে) রচনা করার ফলে গোটা দুনিয়ার সামনে এমন কতকগুলি নির্দেশক চিহ্ন দেওয়া হল যা দিয়ে লোকে পার্টির আন্দোলনের স্তরকে পরিমাপ করবে।

ঘটনাচক্র বাধ্য করেছিল বলেই লাসালীয় নেতারা আমাদের কাছে এসেছিলেন। মূলনীতি নিয়ে কোনো দরাদরি চলবে না, একথা গোড়াতেই তাঁদের বলে দিলে, শুধু সংগ্রামের একটা কার্যক্রম বা মিলিত কাজের জন্য সংগঠনের একটি পরিকল্পনা নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে **হত**। তার বদলে তাঁদের ম্যাণ্ডেটে সুসজ্জিত হয়ে আসতে দেওয়া হল, নিজেদের পক্ষ থেকে, সেইসব ম্যাণ্ডেটকে অবশ্যমান্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হল, এবং এইভাবে যাঁদের নিজেদেরই সাহায্য দরকার তাঁদের কাছেই করা হল বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ। আর সবচেয়ে চমৎকার হল এই যে, ওঁরা **আপোস কংগ্রেসের আগেই** ওঁদের এক কংগ্রেস করে আসছেন, অথচ নিজেদের পার্টির কংগ্রেস হচ্ছে শুধু post festum*। এখানে স্পষ্টতই ছিল সমস্ত সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার, নিজেদের পার্টিকে চিন্তা করার পর্যন্ত কোন সুযোগ না দেবার একটা ইচ্ছা। মিলনের ঘটনাটুকুই শ্রমিকদের কাছে সন্তোষপ্রদ, একথা সুবিদিত। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী সাফল্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হচ্ছে না একথা ভাবা ভুল।

তাছাড়া, কর্মসূচিতে যে লাসালীয় আপ্তনীতিকে পূজনীয় করে তোলা হয়েছে সেকথা বাদ দিলেও, এটা কোনো কাজেরই হয় নি।

'পুঁজির' ফরাসী সংস্করণের শেষ অংশগুলো শীঘ্রই আপনাকে পাঠাব। ফরাসী সরকারের নিষেধাজ্ঞার দরুন ছাপার কাজ বেশ কিছুকাল বন্ধ ছিল। এই সপ্তাহেই বা আগামী সপ্তাহের গোড়ায় বইটা তৈরি হয়ে যাবে। এর আগের ছ'টি অংশ আপনি পেয়েছেন তো? বের্নহার্ড বেকারের **ঠিকানাটাও** আমায় অনুগ্রহ করে জানাবেন, তাঁকেও শেষ অংশগুলি পাঠাতে হবে।

---

* ভোজ শেষ হয়ে যাবার পর, অর্থাৎ অতিবিলম্বে। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

জার্মানির শ্রমিক পার্টির কর্মসূচির উপর পার্শ্ব-টীকা

১

১। 'শ্রমই সকল সম্পদ ও সকল সংস্কৃতির উৎস **এবং যেহেতু** কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভিতরে ও সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব, সেহেতু সমাজের সকল সদস্য সমান অধিকারবলে অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসলের মালিক।'

অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ: 'শ্রমই সকল সম্পদ ও সকল সংস্কৃতির উৎস।'

শ্রম সকল সম্পদের **উৎস নয়**। শ্রমের মতোই **প্রকৃতিও** সমান পরিমাণেই ব্যবহার-মূল্যের উৎস (এবং বৈষয়িক সম্পদ নিশ্চয়ই এই ব্যবহার-মূল্য দিয়েই গড়া!), আর এই শ্রমও একটি প্রাকৃতিক শক্তিরই, মানুষের শ্রমশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। উদ্ধৃত উক্তিটি অবশ্য সমস্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছে এবং কথাটি সেহেতু সত্য যেহেতু তার সঙ্গে এইটুকু **ধরে নেওয়া হয়** যে, আনুষঙ্গিক বস্তু এবং হাতিয়ারগুলির সাহায্যেই শ্রম সম্পন্ন হয়। কিন্তু যে **শর্তই** কোনো কথাকে অর্থসম্পন্ন করে তোলে, এই ধরনের বুর্জোয়া বাক্য দিয়ে সেটাই নীরবে এড়িয়ে যাওয়া কোনো সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি মঞ্জুর করতে পারে না। শ্রমের সমস্ত উপায় এবং বিষয়ের আদি উৎস — প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ শুরু থেকেই যে পরিমাণে মালিকের মতো আচরণ করে, তাকে নিজের অধিকারভুক্ত জিনিসের মতো ব্যবহার করে, সেই পরিমাণে তার শ্রম ব্যবহার-মূল্যের এবং সেইজন্য সম্পদেরও উৎস হয়ে ওঠে। শ্রমে একটা **অতি-প্রাকৃতিক সৃষ্টি শক্তি** মিথ্যা করে আরোপ করার বিশেষ কারণ বুর্জোয়াদের আছে, কেননা শ্রম প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ঠিক এই সত্য থেকেই সিদ্ধান্ত আসে যে, যে-লোকের নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কোনই সম্পত্তি নেই তাকে

চমৎকার সিদ্ধান্ত! কার্যকর শ্রম একমাত্র সমাজের ভিতরে ও সমাজের মাধ্যমেই যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমাজই শ্রমফসলের অধিকারী এবং তা থেকে ব্যক্তি শ্রমিকদের ভাগে বর্তাচ্ছে শুধু সেইটুকু, যা শ্রমের 'শর্ত' অর্থাৎ সমাজ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে না।

বস্তুত, **বিশেষ এক একটা কালের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা** বরাবরই এই প্রতিপাদ্যটিকে কাজে লাগিয়েছে। সরকার এবং তার সঙ্গে যুক্ত সবকিছুর দাবি আসে সর্বাগ্রে, কেননা এটা নাকি সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সামাজিক সংস্থা। তারপর দাবি আসে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানার, কেননা বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানাই হল সমাজের ভিত্তি, ইত্যাদি। দেখা যাবে এই ধরনের অসার কথাকে ইচ্ছামত ঘোরানো-পেঁচানো যায়।

নিম্নলিখিতভাবে লিখলে তবেই অনুচ্ছেদটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে কোনো বোধগম্য যোগসূত্র থাকে:

'একমাত্র সামাজিক শ্রমরূপেই', অথবা যা একই কথা 'সমাজের ভিতরে ও সমাজের মাধ্যমেই' 'শ্রম সম্পদ ও সংস্কৃতির উৎসে পরিণত হয়'।

এই প্রতিপাদ্যটি তর্কাতীতভাবে সঠিক, কেননা বিচ্ছিন্ন শ্রম (তার বৈষয়িক পরিস্থিতি আছে বলে ধরে নিয়ে) ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করতে পারলেও সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না, সংস্কৃতিও নয়।

কিন্তু অন্য এই প্রতিপাদ্যটিও তেমনি তর্কাতীত:

'ঠিক যে পরিমাণে শ্রমের সামাজিক বিকাশ হতে থাকে, এবং তার ফলে সেই শ্রম সম্পদ ও সংস্কৃতির উৎসে পরিণত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে শ্রমিকদের মধ্যে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা এবং অ-শ্রমিকদের মধ্যে সম্পদ ও সংস্কৃতি বাড়তে থাকে।'

এযাবৎ সমস্ত ইতিহাসেরই এই নিয়ম। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল 'শ্রম' ও 'সমাজ' সম্পর্কে কেবল কতকগুলি সাধারণ কথামাত্র লিপিবদ্ধ না করে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেওয়া কীভাবে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে অবশেষে সেই বৈষয়িক ইত্যাদি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা এই সামাজিক অভিশাপ দূর করতে শ্রমিকদের সক্ষম এবং বাধ্য করে।

আসলে 'অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসল' লাসালীয় এই বুলিটিকে পার্টি

'শ্রমের ফসল' — এই ধারণাটাই অত্যন্ত শিথিল। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সংজ্ঞার জায়গায় লাসাল এই ধারণাটিকে বসিয়েছেন।

'ন্যায্য বণ্টন'-ই বা কী জিনিস?

বুর্জোয়ারা কি জোর গলায় বলে থাকে না যে, বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থা 'ন্যায্য'? আর সত্যই, বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে তা কি একমাত্র 'ন্যায্য' বণ্টন নয়? আইনগত সংজ্ঞার দ্বারাই কি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নাকি বিপরীত, — অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই আইনগত সম্পর্কের জন্ম? নানা সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীপন্থীদের মধ্যেও কি 'ন্যায্য' বণ্টন সম্পর্কে নানা বিচিত্র ধারণা নেই?

'ন্যায্য' বণ্টন কথাটি এইসূত্রে কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা বুঝতে হলে প্রথম অনুচ্ছেদটি এবং এটিকে একসঙ্গে ধরতে হবে। শেষেরটিতে ধরে নেওয়া হয়েছে এমন এক সমাজ যেখানে 'শ্রমের উপকরণগুলি সাধারণের সম্পত্তি এবং সামগ্রিক শ্রম সমবায়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত', আর প্রথম অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা জানতে পারছি যে, 'সমাজের সকল সদস্য সমান অধিকারবলে অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসলের মালিক'।

'সমাজের সকল সদস্য'? যারা কোনো কাজ করে না তারাও? 'অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসলের' তাহলে আর কী বাকি থাকে? নাকি, সমাজের যে সদস্যরা কাজ করে কেবল তারা? তাহলে, সমাজের সকল সদস্যের 'সমান অধিকার' কোথায় রইল?

অবশ্য, স্পষ্টতই 'সমাজের সকল সদস্য' এবং 'সমান অধিকার' এই উক্তিগুলি নিতান্তই কথার কথা। সারবস্তুটুকু এই যে, এই কমিউনিস্ট সমাজে প্রত্যেক শ্রমিকের 'অটুট পরিমাণে' লাসালীয় 'শ্রমের ফসল' পাওয়া চাই।

প্রথমে, শ্রমোৎপন্ন এই অর্থে 'শ্রমের ফসল' কথাটি ধরা যাক, তাহলে সমবায়িক শ্রমের ফসল হল **সামগ্রিক সামাজিক উৎপন্ন**।

তার থেকে এখন বাদ দিতে হবে:

প্রথমত, উৎপাদন-উপায়ের যেটুকু ব্যবহারে ক্ষয় পেল তার পূর্তির জন্য একটা অংশ।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য আরও একটা অংশ।

উৎপাদন-উপায়গুলির উপর সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমবায়ী সমাজের মধ্যে উৎপাদকেরা তাদের উৎপন্নের বিনিময় করে না; ঠিক তেমনি, উৎপন্নে নিয়োজিত শ্রমও এখানে সেই উৎপন্নের **মূল্যরূপে,** তার এক বৈষয়িক গুণরূপে দেখা দেয় না, কেননা পুঁজিবাদী সমাজের বিপরীতে এখানে ব্যক্তিগত শ্রম আর পরোক্ষ নয়, থাকছে প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র শ্রমের অঙ্গাঙ্গী অংশরূপে। তাই 'শ্রমের ফসল' এই যে কথাটা দ্ব্যর্থক বলে আজকের দিনেই আপত্তিকর, তা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

নিজস্ব বনিয়াদের উপর **বিকাশ লাভ করেছে** এমন এক কমিউনিস্ট সমাজ নয়, বরং তার বিপরীত, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে **উদ্ভূত হচ্ছে,** ঠিক এমন কমিউনিস্ট সমাজই আমাদের আলোচ্য এবং তেমন সমাজ কি অর্থনৈতিক, কি নৈতিক, কি বুদ্ধিবৃত্তিগত—সমস্ত দিক থেকে যে পুরনো সমাজ থেকে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই মাতৃজঠরের জন্মচিহ্ন তখনো বহন করছে। তাই এখানে একজন উৎপাদক সমাজকে যতটা দিচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে, সমাজের কাছ থেকে, বাদছাদের পর, ঠিক ততটাই ফেরৎ পাচ্ছে। সমাজকে সে যা দিয়েছে তা হল তার ব্যক্তিগত শ্রম অবদান। উদাহরণস্বরূপ, আলাদা আলাদা কাজের ঘণ্টাগুলি একত্র করে গঠিত হয় সামাজিক শ্রমদিন; নির্দিষ্ট একজন উৎপাদকের ব্যক্তিগত শ্রমকাল হচ্ছে সেই সামাজিক শ্রমদিনে তার অবদানটুকু, তাতে তার অংশটুকু। সমাজের কাছ থেকে সে এই মর্মে একটি প্রমাণপত্র পাবে যে, (সাধারণ তহবিলের দরুন তার শ্রম বাদ দেবার পর) সে এই পরিমাণ শ্রম দিয়েছে এবং সেই প্রমাণপত্র পেশ করে সে সমাজের ভোগোপকরণ ভান্ডার থেকে সমান শ্রম-মূল্যের ভোগ্য বস্তু নিয়ে যেতে পারে। কোনো একটা বিশেষরূপে সে সমাজকে যে-পরিমাণ শ্রম দিয়েছে, অন্যরূপে সে ততটাই ফিরে পাচ্ছে।

স্পষ্টতই, এটা যেহেতু সমমূল্যের বিনিময়, সেই হেতু পণ্য-বিনিময়ের একই নীতি এক্ষেত্রেও বলবৎ। আধার ও আধেয় পাল্টে গেছে, কারণ এই পরিবর্তিত অবস্থায় কেউ নিজের শ্রম ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না, এবং অপরপক্ষে, ব্যক্তিগত ভোগোপকরণ ছাড়া আর কিছুই ব্যক্তির অধিকারে আসতে পারে না। কিন্তু, বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে এই ভোগোপকরণ বণ্টনের ব্যাপারে তুল্যমূল্য পণ্য-বিনিময়ের নীতিই বলবৎ থাকছে: কোনো বিশেষ

পাবে, একজন অপরের চেয়ে বেশি বিত্তবান হবে ইত্যাদি। এইসব ত্রুটি দূর করতে হলে অধিকারকে সমান নয়, অসমানই হতে হবে।

কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সুদীর্ঘ প্রসবযন্ত্রণার পর সদ্যোজাত কমিউনিস্ট সমাজের যে প্রথম স্তর সেখানে এইসব ত্রুটি অনিবার্য। অধিকার কখনও সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার দ্বারা শর্তবদ্ধ সাংস্কৃতিক বিকাশের চেয়ে বড়ো নয়।

কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর স্তরে, শ্রমবিভাগের কাছে ব্যক্তির দাসোচিত বশ্যতার এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের পারস্পরিক বৈপরীত্যের যখন অবসান ঘটেছে; শ্রম যখন আর কেবল জীবনধারণের উপায় মাত্র নয়, জীবনেরই প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে; যখন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-শক্তিও বেড়ে গেছে এবং সমবায়িক সম্পদের সমস্ত উৎস অঝোরে বইছে — কেবল তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তরেখাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভব হবে, সমাজ তার কেতনে মুদ্রিত করতে পারবে: 'প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্য অনুসারে, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজনমতো!'

বিশেষ একটা পর্বে যেসব ধারণা কিছুটা অর্থপূর্ণ ছিল কিন্তু আজ পরিণত হয়েছে অচল কথার জঞ্জালে, সেইসব ধারণা একদিকে আপ্তবাক্যের মতো আবার আমাদের পার্টির উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা, আবার অন্যদিকে যে বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি বহু চেষ্টার ফলে পার্টির মধ্যে সঞ্চার করা গিয়েছিল এবং আজ যা সেখানে মূল বিস্তার করেছে, অধিকার ও অন্যান্য তুচ্ছ ধারণা সম্পর্কে গণতন্ত্রী ও ফরাসী সমাজতন্ত্রী মহলে অতি প্রচলিত ভাবাদর্শগত প্রলাপের সাহায্যে তাকে বিপথগামী করার চেষ্টা যে কত বড়ো অপরাধ তা দেখাতে চেয়েছিলাম বলেই একদিকে 'অটুট পরিমাণে শ্রমের ফসল' এবং অপরদিকে 'সমান অধিকার' এবং 'ন্যায্য বণ্টন' নিয়ে আমি এতটা বেশি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম।

এ পর্যন্ত যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তার কথা একেবারে ছেড়ে দিলেও, তথাকথিত **বণ্টন** নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা এবং তারই ওপর প্রধান জোর দেওয়া সাধারণভাবেও ভুল হয়েছে।

ভোগোপকরণের যেরূপ বণ্টনই হোক না কেন, সেটা উৎপাদন-

ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারিয়েত হল সেই যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি।'*

অচল হয়ে পড়া উৎপাদন-পদ্ধতিতে সৃষ্ট সমস্ত সামাজিক অবস্থানগুলিকে আঁকড়ে রাখতে চায় যে সামন্তপ্রভুগণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত, তাদের তুলনায় বৃহৎ শিল্পের বাহক হিসেবে বুর্জোয়াদের এখানে বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে ধরা হয়েছে। তাই **বুর্জোয়াদের সঙ্গে একত্রে** তারা একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি নয়।

অপরপক্ষে, প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়াদের আপেক্ষিকে বিপ্লবী, কেননা সে নিজে বৃহৎ শিল্পের ভিত্তিতে বেড়ে উঠে উৎপাদনের যে পুঁজিবাদী চরিত্রকে বুর্জোয়ারা চিরস্থায়ী করতে চায়, সেইটাকেই ঘুচিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু 'ইশতেহারে' একথাও বলা হয়েছে যে, 'তাদের প্রলেতারিয়েত রূপে আসন্ন রূপান্তরের কারণে' 'নিম্ন মধ্যবিত্ত' বিপ্লবী হয়ে উঠছে।

তাই, এদিক থেকে বিচার করলেও, শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আপেক্ষিকভাবে এরা **বুর্জোয়াদের** এবং সেই সঙ্গে আবার সামন্তপ্রভুদের সঙ্গেও **একজোটে** একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র' একথা বলা অর্থহীন।

গত নির্বাচনের সময় কারিগর, ছোট শিল্প-মালিক ইত্যাদি এবং **কৃষকদের** কাছে কি এই কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, 'আমাদের আপেক্ষিকে তোমরা আর বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুরা একাকার প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি মাত্র'?

লাসালের বিশ্বস্ত অনুগামীরা তাঁর লেখা সুসমাচারগুলি যেমনভাবে জানেন, তাঁর নিজেরও তেমনি 'কমিউনিস্ট ইশতেহারটি'ও মুখস্থ ছিল। সুতরাং তিনি যে তাকে এমন স্থূলভাবে বিকৃত করেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীটার সাফাই দেওয়া।

শুধু তাই নয়, উপরোক্ত অনুচ্ছেদটিতে তাঁর দৈববাণী-সম উক্তিটিকে একান্ত গায়ের জোরে, আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী থেকে বিকৃতভাবে উদ্ধৃত অংশটির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে টেনে আনা হয়েছে। সুতরাং এটা একটা

---

* এই সংস্করণের ১ খণ্ডের ১৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে সমার্থক বলে চালাবার মতলব। সেই জন্যই, জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর **আন্তর্জাতিক কাজ সম্পর্কে** এখানে একটি কথাও নেই! আর তার নিজ দেশের যে বুর্জোয়ারা তার বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত দেশের বুর্জোয়াদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এবং হের বিসমার্কের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র নীতির বিপক্ষে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এই ভাবেই!

বস্তুত, কর্মসূচিটির আন্তর্জাতিকতাবাদ অবাধ বাণিজ্য দলের আন্তর্জাতিকতাবাদের তুলনায় পর্যন্ত **অনেক নিচু স্তরের**। এরাও দাবি করে যে, তাদের প্রচেষ্টার ফল হবে 'জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব'। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা সে বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক করার জন্য কিছু **করে**, সব দেশের লোকই নিজ নিজ দেশে বাণিজ্য করে চলেছে, এই চেতনাটুকু নিয়েই আত্মসন্তুষ্ট হয়ে থাকে না।

'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির' অস্তিত্বের উপরে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ কোনক্রমেই নির্ভরশীল নয়। এটা ছিল কেবল সেই কার্যকলাপের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়বার প্রথম প্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টা আন্দোলনে যে বেগ সঞ্চার করতে পেরেছিল তার মধ্যেই ছিল তার অক্ষয় সাফল্য, কিন্তু প্যারিস কমিউনের পতনের পর **এই প্রথম ঐতিহাসিক রূপটির** মধ্যে তার সিদ্ধি আর সম্ভব রইল না।

বিসমার্কের *Norddeutsche* তার প্রভুর সন্তোষ বিধান করে যখন ঘোষণা করল যে, জার্মানির শ্রমিক পার্টি নতুন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিকতা বর্জন করেছে, তখন সে সম্পূর্ণ সঠিক কথাই বলেছিল (১১)।

২

'এইসব মৌলিক নীতি থেকে শুরু করে, জার্মানির শ্রমিক পার্টি সবরকম আইনসম্মত উপায়ে **মুক্ত রাষ্ট্র — এবং** — সমাজতন্ত্রী সমাজের জন্য, **লৌহকঠোর মজুরি-বিধি সমেত** মজুরি প্রথা — এবং — সর্বপ্রকার শোষণের অবসানের জন্য, সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য লোপের জন্য চেষ্টা করে।'

কিন্তু এগুলিও আসল কথা নয়। লাসাল যেরকম **ভুলভাবে** এই বিধিটি সূত্রবদ্ধ করেছেন সেকথা **একেবারে বাদ দিলেও,** সত্যই অসহ্য পশ্চাদপসরণ হয়েছে এইখানে।

লাসালের মৃত্যুর পর থেকে **আমাদের** পার্টিতে এই বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যা **মনে হয় মজুরি** ঠিক তাই, অর্থাৎ, **শ্রমের মূল্য** — বা **দর** — নয়, বরং **শ্রমশক্তির মূল্য** — বা **দরের** এক ছদ্মাবৃত রূপমাত্র। এর ফলে, মজুরি সম্পর্কে এযাবৎ প্রচলিত সমগ্র বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা এবং সেই ধারণার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সমস্ত সমালোচনাও চিরদিনের মতো বিসর্জিত হয় এবং একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মজুরি-শ্রমিক খানিকটা সময় বিনা পয়সায় পুঁজিপতির জন্য (এবং অতএব উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগে সেই পুঁজিপতির সহযোগীদের জন্যও) কাজ করে দিচ্ছে কেবল এই কারণেই তাকে তার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কাজ করতে, অর্থাৎ **বেঁচে থাকতে** দেওয়া হয়; এবং গোটা পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার মূলকথা হল শ্রমদিন দীর্ঘতর করে, বা শ্রমের উৎপাদনশীলতার বিকাশ করে, অর্থাৎ শ্রমশক্তির তীব্রতা বাড়িয়ে, এবং অন্যান্য উপায়ে এই বিনা পয়সার শ্রমকে বাড়ান; এবং তারই জন্য, এই মজুরি-শ্রম প্রথা হচ্ছে এক দাস প্রথা, এবং এমন এক দাস প্রথা, যার কঠোরতা শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অনুপাতে বাড়ে, তাতে সে শ্রমিকের পাওনা বাড়ুক বা কমুক। এই চেতনার প্রসার আমাদের পার্টিতে ক্রমান্বয়ে বাড়ার পর এখন লাসালের আপ্তবাক্যে ফিরে যাওয়া হচ্ছে, যদিও এটা জানা থাকার কথা যে, মজুরি জিনিসটা কী তাই লাসাল **বুঝতেন না,** বুর্জোয়া অর্থতত্ত্ববিদদের অনুসরণে বিষয়টির বাহ্যরূপকেই তার অন্তর্বস্তু বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যেন, শেষ পর্যন্ত দাস প্রথার রহস্য ভেদ করেছে এবং বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে, এমন একদল ক্রীতদাসের মধ্যে একজন যে ক্রীতদাস তখনও সেকেলে ধ্যান-ধারণার বশ, সে বিদ্রোহের কর্মসূচিতে লিখে দিচ্ছে: দাস প্রথার অবসান চাই কেননা দাস প্রথায় ক্রীতদাসের খোরাকি কোনক্রমেই একটা নির্দিষ্ট অতি নিম্ন সর্বোচ্চসীমার বেশি হতে পারে না!

আমাদের পার্টিতে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এমন এক চেতনার বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির প্রতিনিধিরা যে এমন বিকট আক্রমণ করতে পারলেন

(volksherrschaftlich)। কিন্তু 'মেহনতী জনতার শাসনের নিয়ন্ত্রণ' বলতে কী বোঝায়? বিশেষ করে এমন মেহনতী জনতার ক্ষেত্রে, যারা রাষ্ট্রের কাছে এইসব দাবি পেশ করার মধ্য দিয়ে এই পরিপূর্ণ সচেতনতাই ব্যক্ত করছে যে, তারা শাসন করেও না আর শাসন করার মতো পরিপক্কও হয় নি!

লুই ফিলিপের রাজত্বকালে, ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের **বিরোধিতা করে** যে দাওয়াইটা বুশে দিয়েছিলেন এবং *Atelier* (১৩) পত্রিকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিকেরা যা গ্রহণ করেছিল, এখানে তার সমালোচনায় নামা বাহুল্য হবে। কর্মসূচিতে এই বিশেষ টোটকাটির স্থান দেওয়াই প্রধান অপরাধ নয়, সাধারণভাবে শ্রেণী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে গোষ্ঠীবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের দিকে পিছু হঠাই প্রধান অপরাধ।

শ্রমিকেরা যে সমাজব্যাপী, এবং সর্বপ্রথম তাদের নিজের দেশে স্বজাতিব্যাপী সমবায়ী উৎপাদনের অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়, তার একমাত্র অর্থ এই যে, তারা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করছে; রাষ্ট্রীয় সহায়তায় সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর বর্তমান সমবায়-সমিতিগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, সরকার বা বুর্জোয়াদের আশ্রয়ে নয়, যে পরিমাণে তারা শ্রমিকদের স্বাধীন সৃষ্টি **কেবল** সেইটুকুই তাদের মূল্য।

৪

এবার গণতন্ত্র সম্পর্কিত অংশে আসা যাক।

ক। 'রাষ্ট্রের মুক্ত ভিত্তি।'

সর্বপ্রথম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অনুযায়ী, জার্মানির শ্রমিক পার্টি 'মুক্ত রাষ্ট্রের' জন্য চেষ্টিত।

মুক্ত রাষ্ট্র — সে জিনিসটা কী?

যে শ্রমিকেরা বিনীত প্রজার সংকীর্ণ মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়েছে, রাষ্ট্রকে 'মুক্ত' করা কোনক্রমেই তাদের লক্ষ্য নয়। জার্মান সাম্রাজ্যে 'রাষ্ট্র'

কর্তব্য তখনও থেকে যাবে? কেবল বিজ্ঞানসম্মত পথেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। 'রাষ্ট্র' কথাটির সঙ্গে 'জনগণ' কথাটির হাজার রকমের বিন্যাস ঘটালেও সমস্যার সমাধান একবিন্দুমাত্র এগোবে না।

পুঁজিবাদী সমাজ আর কমিউনিস্ট সমাজ, এই দুই-এর মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের এক পর্ব। তারই সঙ্গে সহগামী থাকে একটি রাজনৈতিক উৎক্রমণ পর্ব, যখন রাষ্ট্র **প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র** ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

কিন্তু কর্মসূচিতে এবিষয়ে কিম্বা কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয় নি।

তার রাজনৈতিক দাবিগুলির মধ্যে সেই সব পুরাতন সর্বজনবিদিত গণতান্ত্রিক জপমালার বাইরে আর কিছুই নেই: সর্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা, জনগণের অধিকার, জনবাহিনী ইত্যাদি। এগুলি বুর্জোয়া জনতা পার্টি (১৪) অথবা শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের প্রতিধ্বনি মাত্র। আজগুবি আকারে অতিরঞ্জিত করে না দেখলে এইসব দাবিই ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে। শুধু যে রাষ্ট্রে এসব আছে সে রাষ্ট্র জার্মান সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে অবস্থিত নয়, সে রাষ্ট্র রয়েছে সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে। এই ধরনের যে 'ভবিষ্যতের রাষ্ট্র' সেটা **আজকের দিনেরই রাষ্ট্র,** যদিও তার অস্তিত্ব জার্মান সাম্রাজ্যের 'কাঠামোর' বাইরে।

কিন্তু একটা কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। জার্মানির শ্রমিক পার্টি যখন 'আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের' মধ্যে অর্থাৎ তার নিজের রাষ্ট্র, প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে কাজ করছে বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে — বস্তুতপক্ষে তা না হলে তার দাবিগুলির অনেকাংশে কোনো মানেই থাকত না, কেননা যা নেই কেবল তাই-ই দাবি করা যায় — সেক্ষেত্রে আসল কথাটা তার ভুলে যাওয়া উচিত হয় নি, অর্থাৎ, এইসব চমৎকার টুকিটাকি রঙচঙে জিনিসগুলো দাঁড়িয়ে আছে জনগণের তথাকথিত সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির উপর এবং তাই কেবলমাত্র একটা **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেই** তা প্রযোজ্য।

লুই ফিলিপ বা লুই নেপোলিয়নের শাসনকালে ফরাসী শ্রমিকদের কর্মসূচি যেভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবি করেছিল সেভাবে দাবি তুলবার সাহস যখন লোকের নেই — এবং সেটাই বিচক্ষণতার বিষয়, কেননা বর্তমান

সমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা? কোন ধারণা থেকে এই কথাগুলি লেখা হয়েছে? বর্তমান সমাজে (এবং একমাত্র বর্তমান সমাজ নিয়েই আলোচনা চলছে) সকল শ্রেণীর জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা **সমান** হতে পারে, এই কথাই কি বিশ্বাস করা হচ্ছে? নাকি এই দাবি করা হচ্ছে যে, কেবলমাত্র সেই সামান্য শিক্ষা-ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ, যা শুধু মজুরি-শ্রমিক নয়, কৃষকদেরও আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, উপরের শ্রেণীগুলিকেও সেইখানে নেমে আসতে বাধ্য করতে হবে?

'সর্বজনীন বাধ্যতামূলক স্কুলগমন। বিনা বেতনে শিক্ষাদান।' প্রথমটি জার্মানিতে পর্যন্ত আছে, দ্বিতীয়টা প্রাথমিক স্কুলের বেলায় আছে সুইজারল্যান্ডে এবং যুক্তরাষ্ট্রে। উত্তর আমেরিকার কোন কোন অঙ্গ-রাষ্ট্রে যদি উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও 'বিনা বেতনে' পড়ার ব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে কার্যত তার অর্থ হচ্ছে, সাধারণ করের আদায় থেকে উচ্চ শ্রেণীগুলির শিক্ষার খরচা বহন করা। প্রসঙ্গত, 'ক'-এর ৫ ধারায় 'বিনা খরচায় বিচার ব্যবস্থার' যে দাবি করা হয়েছে তার সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ফৌজদারী বিচার সব দেশেই বিনা খরচে চলে। দেওয়ানী বিচারের বিষয় প্রায় একান্তই সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এবং তাই তাতে জড়িত থাকে প্রায় একান্তই মালিক শ্রেণীরা। তাহলে কি জাতীয় তহবিলের খরচায় তারা মামলা চালিয়ে যাবে?

বিদ্যালয় সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিয়ে অন্তত টেকনিকাল (তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক) স্কুল দাবি করা উচিত ছিল।

'রাষ্ট্রের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা' সম্পূর্ণভাবে আপত্তিজনক। প্রাথমিক স্কুল সংক্রান্ত ব্যয়, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী, শিক্ষার বিভিন্ন শাখা নির্ধারণ প্রভৃতি সাধারণ আইনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, আর যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে করা হয় সেইভাবে, এই বিধিবদ্ধ নির্দেশ পালিত হচ্ছে কিনা তা রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকদের দিয়ে দেখা, অথবা রাষ্ট্রকে জনগণের শিক্ষাদাতারূপে প্রতিষ্ঠা করা — এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ! বরং, সরকার ও গির্জা উভয়কেই বিদ্যালয়ের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা থেকে সমান দূরে রাখা দরকার। বিশেষ করে প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যে (এবং এখানে 'ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের' কথা বলা হচ্ছে এই বলে কোনো বাজে ফিকিরের আশ্রয় নেওয়া চলবে না, এবিষয়ে ব্যাপারটা কী তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি)

শরীরের পক্ষে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর অথবা নৈতিক দিক থেকে স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ আপত্তিজনক সেইসব শাখায় স্ত্রীলোকদের কাজ করতে না দেওয়া। তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সেকথা খুলে বলা উচিত ছিল।

'শিশু শ্রমের নিষিদ্ধকরণ'! এখানে **বয়সের সীমা** বলে দেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

শিশু শ্রমের **সাধারণ নিষিদ্ধকরণ** বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, তাই এ কেবল একটি অন্তঃসারশূন্য সদিচ্ছামাত্র। এই ব্যবস্থার রূপায়ণ যদি সম্ভবও হত, তাহলেও তা হত প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা বিভিন্ন বয়ঃক্রম অনুযায়ী কাজের সময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে, অল্পবয়স থেকেই শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীল শ্রম মেলানো আজকের সমাজকে পরিবর্তন করার দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এক উপায়।

৪। 'ফ্যাক্টরি, হস্তশিল্প কারখানা ও ঘরোয়া শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় তদারক।'

প্রুশীয়-জার্মান রাষ্ট্রের কথা মনে রেখে এটুকু নিশ্চয়ই দাবি করা উচিত ছিল যে, আদালত ছাড়া আর কেউ কলকারখানা পরিদর্শকদের অপসারণ করতে পারবে না; যে কোনো শ্রমিক কর্তব্যে অবহেলার জন্য পরিদর্শকদের আদালতে অভিযুক্ত করতে পারবে; তাদের ডাক্তারী পেশার অন্তর্ভুক্ত লোক হওয়া চাই।

৫। 'কয়েদী শ্রমের নিয়ন্ত্রণ।'

শ্রমিকদের সাধারণ কর্মসূচির মধ্যে এ একটা অতি তুচ্ছ দাবি। সে যা হোক, স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল যে, প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় সাধারণ ফৌজদারী অপরাধীদের প্রতি জানোয়ারের মতো ব্যবহার চলতে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য নেই শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে, তাদের উন্নতির একমাত্র উপায়, উৎপাদনশীল শ্রম থেকে তাদের বঞ্চিত রাখারও কোনো ইচ্ছা নেই। সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে অন্তত এইটুকু নিশ্চয়ই আশা করা যেত।

৬। 'একটি কার্যকর দায়িত্ব আইন।'

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

আ. বেবেল সমীপে এঙ্গেলস (১৬)

লণ্ডন, ১৮-২৮ মার্চ, ১৮৭৫

প্রিয় বেবেল,

আপনার ২৩ ফেব্রুয়ারির চিঠি পেয়েছি এবং আপনার শরীর এতটা ভাল আছে জেনে খুশি হয়েছি।

ঐক্যের ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা কী ভাবছি আপনি জানতে চেয়েছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের ভাগ্যও আপনারই মতো। লিবক্নেখ্‌ট বা অন্য কেউই আমাদের কোনো সংবাদ পাঠায় নি, এবং আমরাও তাই সংবাদপত্রে যেটুকু বেরিয়েছে ততটুকু মাত্রই জানি, আর সে কাগজেও কিছুই ছিল না, শেষ পর্যন্ত একসপ্তাহ পূর্বে খসড়া কর্মসূচিটির আবির্ভাব ঘটেছে। অবশ্যই খসড়াটি আমাদের কম বিস্মিত করে নি।

আমাদের পার্টি এত বার বার লাসালীয়দের কাছে মিটমাট বা অন্তত সহযোগিতার প্রস্তাব করেছে এবং হাসেনক্লেভার, হাসেলমান ও টোলকেদের দ্বারা এত বার বার, এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যে, একজন শিশুও নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত করত: আজ যখন এই ভদ্রলোকেরা নিজেরাই এগিয়ে এসে মিটমাটের কথা তুলছেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই বেশ জবর রকম বেকায়দায় পড়েছেন। তাই এইসব লোকের সুবিদিত চরিত্রের কথা চিন্তা করে সর্ববিধসম্ভব গ্যারাণ্টি শর্তবদ্ধ করার জন্য আমাদের কর্তব্য তাঁদের এই বেকায়দাকে কাজে লাগানো যাতে আমাদের পার্টির ঘাড় ভেঙে তাঁরা শ্রমিকদের জনমতের কাছে নিজেদের ক্ষুণ্ণ মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারেন। চরম ঔদাস্য ও অবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করা উচিত ছিল এবং তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীবাদী আওয়াজগুলি ও 'রাষ্ট্রীয় সহায়তার' দাবি ছাড়তে, এবং মূলত ১৮৬৯ সালের আইজেনাখ কর্মসূচি বা তার বর্তমান কালোপযোগী

গণতন্ত্রীদের কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি ও আক্ষরিকভাবে মিলে যায়? আমি এখানে সাতটি রাজনৈতিক দাবির কথাই বলছি, ১ থেকে ৫ এবং ১ থেকে ২ নং, যার মধ্যে **বুর্জোয়া**-গণতান্ত্রিক নয় এমন একটি দাবিও নেই (১৮)।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিক আন্দোলন যে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন এই নীতিকে কার্যত সর্বদিক থেকে আজকের মতো অস্বীকার করা হয়েছে, এবং তা করেছে সেই লোকেরাই যারা পূর্ণ পাঁচ বছর ধরে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও অশেষ গৌরবের সঙ্গে সেই নীতি তুলে ধরেছিল। যুদ্ধের সময় (১৯) জার্মান শ্রমিকদের সত্যিকারের আন্তর্জাতিক যে আচরণ ছিল, **প্রধানত** তারই জন্য ইউরোপীয় আন্দোলনের শীর্ষে তাদের স্থান; অন্য কোনো প্রলেতারিয়েতের আচরণ এত ভালো হতে পারে নি। আর আজ সেই নীতিকে তাদের অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে এমন এক সময় যখন বিভিন্ন সরকার যে কোনো সংগঠনে এই নীতির প্রকাশের চেষ্টাকে যে পরিমাণে দমন করার প্রয়াস পাচ্ছে, শ্রমিকেরাও বিদেশের সর্বত্র ঠিক সেই পরিমাণে এর উপরে জোর দিচ্ছে! তাহলে শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাবাদের আর কী রইল? নিজেদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে ইউরোপের শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সহযোগিতা পর্যন্ত নয়—না, রইল শুধু ভবিষ্যতে 'জাতিসমূহের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের', শান্তি লীগের বুর্জোয়াদের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের' ক্ষীণ আশাটুকু মাত্র!

আন্তর্জাতিকের কথা সোজাসুজি উল্লেখ করার অবশ্য কোনোই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কমপক্ষে অন্তত ১৮৬৯-এর কর্মসূচি থেকে পিছিয়ে না পড়া, এবং এই মর্মে কিছু বলা নিশ্চয়ই উচিত ছিল: **যদিও** জার্মানির শ্রমিক পার্টি **সর্বোপরি** তার জন্য বেঁধে দেওয়া রাষ্ট্র সীমানার মধ্যেই কাজ করেছে (গোটা ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের হয়ে কথা বলার কোনো অধিকার তার নেই, বিশেষ করে মিথ্যা কিছু বলার অধিকার তো নেইই), তবু সমস্ত দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি সম্পর্কে সে সচেতন এবং এই সংহতি থেকে উদ্ভূত দায়িত্ব সে অদ্যাবধি যেভাবে পালন করে এসেছে অতঃপরও সেইভাবেই পালন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। নিজেকে ঠিক আন্তর্জাতিকের অংশ বলে ঘোষণা বা গণ্য না করলেও এই ধরনের দায়িত্ব থেকে যায়; যেমন, ধর্মঘটে সাহায্য করা এবং ধর্মঘট ভাঙার কাজ না করা, পার্টির মুখপত্রগুলি যাতে বিদেশের আন্দোলন সম্পর্কে জার্মান শ্রমিকদের অবহিত রাখে সে বিষয়ে

অবশ্য, তত্ত্বগতভাবে **সমাধান হয় নি** এমন একটি সামাজিক **প্রশ্ন** যেন আজও আমাদের সামনে রয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে 'সামাজিক প্রশ্নের সমাধানের পথ প্রশস্ত করা' বলে যে লক্ষ্যের কথা অত্যন্ত পঙ্গুভাবে খসড়া কর্মসূচিতে বিবৃত করা হয়েছে, লাসালীয় অর্থে এই 'রাষ্ট্রীয় সহায়তা', খুব বেশি হলে সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আরও অনেক ব্যবস্থার মধ্যে **একটি** মাত্র! সুতরাং, কেউ যদি বলে: 'জার্মানির শ্রমিক পার্টি মজুরি-শ্রমের অবলুপ্তি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে ও কৃষিতে এবং সারা জাতির ভিত্তিতে সমবায়ী উৎপাদন প্রতিষ্ঠার মারফৎ শ্রেণী-পার্থক্যের অবসান চায়; আর এই লক্ষ্য সাধনের জন্য উপযোগী প্রতিটি ব্যবস্থাকে সে সমর্থন করে' — সেক্ষেত্রে কোনো লাসালীয়েরও তার বিরুদ্ধে বলার কিছু থাকত না।

পঞ্চমত, শ্রমিক শ্রেণীকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন মারফৎ শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করা সম্পর্কে একটি কথাও নেই। এটা একটা অত্যন্ত মৌলিক বিষয়, কেননা এই হল শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত শ্রেণী-সংগঠন, এখানেই সে পুঁজির সঙ্গে তার প্রাত্যহিক সংগ্রাম চালায়, নিজেকে শিক্ষিত করে, এবং আজকের দিনে চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও (যেমন বর্তমান প্যারিসে) একে আর কোনোক্রমেই চূর্ণ করা যায় না। জার্মানিতেও এই সংগঠন যেরকম গুরুত্ব লাভ করছে তার বিচার করে, আমাদের মতে বিষয়টি কর্মসূচিতে উল্লেখ করা এবং পার্টি সংগঠনেও তার জন্য যথাসম্ভব একটা স্থান উন্মুক্ত রাখা একান্তই প্রয়োজন।

এসবই আমাদের লোকেরা করেছে লাসালীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্য। আর অপরপক্ষ কতটুকু ছাড়ল? কেবল এইটুকু যে, কর্মসূচিতে এমন একগাদা এলোমেলো **নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক দাবি** শোভা পাবে, যার মধ্যে অনেকগুলিই শুধু ফ্যাশনের ব্যাপার, উদাহরণস্বরূপ, 'জনগণের দ্বারা আইনপ্রণয়ন' যে ব্যবস্থা সুইজারল্যান্ডে বিদ্যমান এবং যাতে আদৌ কিছু হলে ভালোর চেয়ে খারাপই হয় বেশি। 'জনগণের দ্বারা **প্রশাসন**' সেটা বরং কাজের হত। প্রত্যেকটি রাজপুরুষ তাদের প্রতিটি সরকারী কাজের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কাছে সাধারণ আদালতে এবং সাধারণ আইন অনুসারে দায়ী থাকবে, সমস্ত স্বাধীনতার এই প্রথম শর্তটিও একইভাবে অনুপস্থিত। বিজ্ঞানের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতার যে দাবি প্রত্যেকটি উদারপন্থী বুর্জোয়া কর্মসূচিতেই

জীবনযাত্রার অবস্থা সমতলবাসীদের থেকে সবসময়ই আলাদা হবে। সমাজতন্ত্রী সমাজ **সমতার** রাজ্য — এ হচ্ছে সেই প্রাচীন 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের' ওপর প্রতিষ্ঠিত এক একপেশে ফরাসী ধারণা। তার স্বযুগে ও স্বক্ষেত্রে **বিকাশের এক স্তর** হিসেবে সে ধারণা যুক্তিসঙ্গতই ছিল, কিন্তু পূর্বগামী সমস্ত সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায়ের একদেশদর্শী ধারণাগুলির মতো এটিকেও এবার অতিক্রম করা দরকার, কেননা এতে লোকের মাথায় কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হয়, অথচ বিষয়টিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করার উপায় এখন পাওয়া গেছে।

আমি এখানেই শেষ করছি, যদিও বর্তমান কর্মসূচির প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ সমালোচনা করার যোগ্য, তার উপর এর ভাষাটাও হয়েছে জোলো আর নীরস। এই কর্মসূচির চরিত্র এমনই যে এটি গৃহীত হলে তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত **নতুন** পার্টির প্রতি মার্কস বা আমি **কখনও** আনুগত্য স্বীকার করতে পারব না এবং (এমন কি প্রকাশ্যেও) এর প্রতি কী মনোভাব গ্রহণ করব সেকথা আমাদের খুব গুরুত্ব দিয়েই বিচার করতে হবে। আপনার মনে রাখা দরকার যে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রতিটি উক্তি ও কাজের জন্য বিদেশে **আমাদেরই** দায়ী করা হয়। যেমন করেছেন বাকুনিন তাঁর 'রাষ্ট্রসত্তা ও নৈরাজ্য' পুস্তকে, সেখানে *Demokratisches Wochenblatt* (২০) প্রথম প্রকাশের পর থেকে লিব্‌ক্নেখ্‌টের বলা বা লেখা প্রতিটি বেহিসাবী কথার জন্য আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। আমরা এখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা চালাচ্ছি — এই কথা ভাবতেই লোকের ভালো লাগে, অথচ আমার মতোই ভালোভাবে আপনিও জানেন যে, আমরা প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি নি, করে থাকলেও করেছি যখন আমাদের মতে কোনো ভুল, এবং **কেবল তত্ত্বগত** ভুল করা হয়েছে তখন সম্ভবমতো তার সংশোধনের জন্যই। কিন্তু আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, এই কর্মসূচি হল একটা মোড় পরিবর্তন, যে পার্টি এমন কর্মসূচি মেনে নেয় তার প্রতি কোনও রকম দায়িত্ব এর ফলে অস্বীকার করতে আমরা সহজেই বাধ্য হতে পারি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো পার্টির আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি সে আসলে কী করে তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। তাহলেও, **নতুন** একটা কর্মসূচি

এবং চিঠিখানি গোপনে পাঠাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আটক পড়বে এ ঝুঁকি আমি নিতে চাই নি। এখন আবার ব্রাকের কাছ থেকে একখানা চিঠি সবে এসেছে, তাঁরও এই কর্মসূচি সম্পর্কে গভীর সন্দেহ আছে এবং আমাদের মতামত তিনি জানতে চেয়েছেন। তাই আমি এই চিঠিটি প্রথমেই তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি, যাতে তিনি এটি পড়তে পারেন আর আমায় আর একবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে না হয়। তাছাড়া, র‍্যামের কাছেও আমি নির্ভেজাল সত্যটা বলেছি, লিব্‌ক্লেখ্‌টের কাছে লিখেছি কেবল সংক্ষেপে। তাঁর অপরাধ আমি ক্ষমা করব না, কারণ সময় একেবারে পার হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে **একটি কথাও** তিনি আমাদের জানান নি (অথচ র‍্যাম এবং অন্যান্যদের ধারণা ছিল যে, তিনি আমাদের যথাযথ সংবাদ দিয়েছেন)। অবশ্য, এধরনের কাজ তিনি বরাবর করে এসেছেন, সেইজন্যই আমাদের দুজনের, মার্কস ও আমার, তাঁর সঙ্গে বহু পরিমাণ বিরক্তিকর চিঠিপত্র চালাতে হয়েছে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্তই খারাপ হয়ে উঠেছে এবং **নিশ্চিতই সহযোগিতা করতে আমরা যাচ্ছি না।**

গ্রীষ্মে যাতে এখানে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। বলা বাহুল্য, আপনি আমার বাড়িতেই থাকবেন, এবং আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা দিনকয়েকের জন্য সমুদ্রতীরে যেতে পারি, তাতে দীর্ঘ কারাভোগের পর আপনি খুবই উপকার পাবেন।

শুভেচ্ছাসহ,

ভবদীয় **ফ. এ.**

মার্কস সম্প্রতি একটি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেছেন। এখন তাঁর ঠিকানা: ৪১, মেটলেণ্ড পার্ক, ক্রেসেণ্ট, নর্থ-ওয়েস্ট, লণ্ডন।

প্রথম প্রকাশ: আ. বেবেল-এর 'Aus meinem Leben' গ্রন্থে খণ্ড ২, স্টুট্‌গার্ট, ১৯১১

উক্ত গ্রন্থের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

এমন সাহস দেখাতে পারে এমন পার্টি আর কোথায়? এ কাজ আপাতত সাক্‌সনি ও ভিয়েনার *Arbeiter-Zeitung* এবং *Züricher Post* (২২) পত্রিকার উপরে রইল।

২১ নং *Neue Zeit* (২৩) পত্রিকায় এই চিঠিখানি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিজের উপরে নিয়ে বিশেষ সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছ, কিন্তু একথাও ভুলে যাবে না যে, যাই হোক, আমিই প্রথম ধাক্কাটা দিয়েছি, এবং তদুপরি কিছুটা পরিমাণে আমি তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলেছিলাম যে, তোমার গত্যন্তর ছিল না। তাই এ ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব আমার নিজের বলে আমি দাবি করছি। আর খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মত তো অবশ্যই সর্বদাই থাকতে পারে। ডিট্‌স ও তুমি যাতে আপত্তি কর তার সবই আমি বাদ দিয়েছি ও বদল করেছি, এবং ডিট্‌স যদি আরও অংশ চিহ্নিত করে দিত, তাহলে আমি যথাসম্ভব গ্রহণেচ্ছু থাকতাম, তার প্রমাণ তোমাদের বরাবরই আমি দিয়ে এসেছি। কিন্তু আসল কথা হল কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা যখন উঠেছে তখন দলিলটা প্রকাশ করাই ছিল **আমার কর্তব্য।** আর বিশেষ করে বর্তমান সময়ে, হালে অধিবেশনে লিব্‌ক্লেখ্‌ট তাঁর যে রিপোর্টে (২৪) এর কিছুকিছু অংশ বেমালুম নিজের সম্পত্তি বলে চালিয়েছেন এবং কিছুকিছু অংশকে মূলের উল্লেখ না করে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে খাড়া করেছেন, তারপর মার্কস নিশ্চয়ই মূল লেখাটিকে দিয়ে বিকৃতির মোকাবিলা করাতেন এবং তাঁর জায়গায় আমারও তাই করা ছিল কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, ঠিক সেই সময়ে দলিলটি আমার হাতে আসে নি। অনেক খোঁজার পর সেটি আমি উদ্ধার করেছি।

তুমি জানিয়েছ যে, বেবেল তোমার কাছে লিখেছেন যে, মার্কস যেভাবে লাসালের মূল্যায়ন করেছেন তাতে পুরনো লাসালীয়দের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছে। তা হয়ে থাকতে পারে। কী জান, এসব লোকে প্রকৃত কাহিনীটা জানে না, এবং তাদের সে সম্পর্কে অবহিত করলে মন্দ হয় না। এইসব লোক যদি একথা না জানে যে, লাসালের সমস্ত নামডাকের ভিত্তি হল এই যে, বছরের পর বছর মার্কস তাঁর নিজের গবেষণার ফলগুলিকে লাসালকে তাঁর নিজস্ব বলে জাহির করতে দিয়েছিলেন, এবং শুধু তাই নয়, অর্থতত্ত্বে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দরুন বিকৃত করতে পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তাহলে সে দোষ

দু-বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জানে এবং তাও শুধু রঙীন চশমার মধ্য দিয়ে দেখে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার অনন্তকাল এমন কুসংস্কারের কাছে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মার্কস ও লাসালের মধ্যে হিসাব-নিকাশ চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। সে কাজ সম্পন্ন হল। আপাতত এতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি। তাছাড়া, বর্তমানে আমার অনেক অন্য কাজ আছে। লাসাল সম্পর্কে মার্কসের প্রকাশিত কঠোর রায়ের ফল নিজে থেকেই ফলবে এবং তাতে অপরেও সাহস পাবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমায় যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে আমার আর অন্য কোনো পথ থাকবে না: আমায় তখন চিরকালের মতো লাসাল উপাখ্যানকে সাঙ্গ করে দিতে হবে।

Neue Zeit পত্রিকার উপর সেন্সর চাপানো হোক বলে রাইখস্টাগ গ্রুপে যে কথা উঠেছে সেটা সত্যিই চমৎকার ব্যাপার। জিনিসটা কী— সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইনের আমলে রাইখস্টাগ গ্রুপের একনায়কতন্ত্রের প্রেতাত্মা (যে একনায়কতন্ত্রের অবশ্য দরকার ছিল আর খুব ভালোভাবেই যা চালিত হয়েছে), না কি এর কারণ হল ফন শ্‌ভাইট্‌সারের পূর্বতন কঠোর শিক্ষাপ্রাপ্ত সংগঠনের স্মৃতি? বিসমার্কের সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন থেকে মুক্তির পর জার্মান সমাজতন্ত্রী বিজ্ঞানকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্তাদের নিজেদের তৈরি ও চালিত নতুন এক সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের অধীন করার ধারণাটি সত্যিই চমৎকার। কিন্তু তবে, নির্বন্ধ এই যে, গাছ কখনো আকাশ ছোঁবে না।*

Vorwärts (২৭) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ আমায় বিশেষ বিচলিত করে নি। কী ঘটেছে সেসম্পর্কে লিব্‌ক্নেখ্‌টের বিবরণের জন্য আমি অপেক্ষা করব এবং তারপর যতদূর সম্ভব বন্ধুর সুরে উভয়েরই জবাব দেব। *Vorwärts* পত্রিকার প্রবন্ধের কয়েকটি মাত্র ভুল সংশোধন করা দরকার হবে (যেমন, আমরা নাকি ঐক্য চাই নি; ঘটনার দ্বারা নাকি মার্কসের ভুল প্রমাণিত হয়েছে, ইত্যাদি), আর দরকার হবে কয়েকটি সুস্পষ্ট জিনিসের সমর্থন করা। এই জবাব দিয়েই আমি, আমার দিক থেকে, বর্তমান আলোচনা শেষ

---

* একটি জার্মান প্রবাদ, যার অর্থ: 'যাই হোক, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।' — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার' ভূমিকা (২৯)

প্রাচীন যুগের প্রাকৃতিক-দার্শনিক ধ্যান-ধারণা এবং আরবদের বিক্ষিপ্ত অথচ প্রভূত গুরুত্বসম্পন্ন যে আবিষ্কারগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ না হতেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলির বিপরীতে একমাত্র আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানেরই একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছে। সমস্ত সাম্প্রতিকতর ইতিহাসেরই মতো এই আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানেরও শুরু হয়েছে সেই মহান যুগটি থেকে, যে যুগটিকে আমরা — জার্মানরা — নাম দিয়েছি আমাদের তৎকালীন জাতীয় বিপর্যয়ের নামে Reformation (৩০), ফরাসীরা যাকে বলে থাকে Renaissance এবং ইতালীয়রা বলে থাকে Cinquecento*, যদিও এই নামগুলির কোনোটির দ্বারা এই যুগের তাৎপর্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। এই যুগের উদ্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। শহরের বার্গারদের (burghers) সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজশক্তি ধ্বংস করল সামন্ত-অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে এবং প্রতিষ্ঠা করল মূলক জাতিসত্তা ভিত্তিক বড়ো বড়ো রাজতন্ত্র, তাদের মধ্যেই আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলির এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ ঘটেছে। শহরের বার্গার ও অভিজাতরা যখন পরস্পরের সঙ্গে যুঝছে সে সময়ই জার্মানির কৃষকযুদ্ধ শুধু বিদ্রোহী কৃষকদেরই নয়, সেটা তখন কোনো নতুন ঘটনা নয়, কৃষকদের পিছনে পিছনে হাতে লাল ঝাণ্ডা এবং মুখে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানার দাবিসহ আধুনিক প্রলেতারিয়েতের আদি পুরুষদের রঙ্গমঞ্চে এনে আগামী শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে ভবিষ্যৎবক্তাসুলভ

---

* সঠিক অর্থ: পঞ্চশত, অর্থাৎ যোড়শ শতাব্দী। — সম্পাঃ

প্রায় ছিলেন না, যিনি বহু ভ্রমণ করেন নি, যাঁর চার-পাঁচটা ভাষার উপর দখল ছিল না, যিনি একাধিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখান নি। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি শুধু একজন বিরাট চিত্রশিল্পী ছিলেন তাই নয়, তিনি একজন বিরাট গণিতবিদ, যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনিয়রও ছিলেন। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখা অনেক মূল্যবান আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁর কাছেই ঋণী। আলব্রেখট ড্যুরার ছিলেন চিত্রশিল্পী, খোদাই-শিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি এবং তাছাড়াও, দুর্গ নির্মাণের যে পদ্ধতির তিনি উদ্ভাবন করেন তার বহু ধারণাই অনেকদিন পরে আবার গ্রহণ করেন মঁতালাঁবের ও দুর্গ নির্মাণের আধুনিকতর জার্মান বিজ্ঞান। মেকিয়াভেলি ছিলেন রাষ্ট্রনীতিক, ঐতিহাসিক, কবি এবং তারই সঙ্গে তিনি ছিলেন আধুনিক কালের প্রথম উল্লেখযোগ্য সামরিক গ্রন্থপ্রণেতা। লুথার যে শুধু গির্জার অজিয়ান স্টেবল (৩১) পরিষ্কার করেছিলেন তাই নয়, জার্মান ভাষাকেও আবর্জনামুক্ত করেছিলেন। আধুনিক জার্মান গদ্য তাঁরই সৃষ্টি এবং যে উদাত্ত স্তোত্রটি ষোড়শ শতাব্দীর 'মার্সেইয়েজ' (৩২) হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কথা ও সুরও তিনি রচনা করেছিলেন। তখনকার দিনের নায়করা তখনও শ্রম-বিভাগের দাস হয়ে পড়েন নি, যে শ্রম-বিভাগের একপেশেমি সহ খর্বকারী প্রতিক্রিয়া আমরা প্রায়ই দেখতে পাই তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিন্তু তাঁদের যা সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য তা এই যে, তাঁদের প্রায় সকলেই সমসাময়িক জীবনস্রোতের গভীরে, ব্যবহারিক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তাঁদের জীবন ও কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন। পক্ষ অবলম্বন করছেন তাঁরা, লড়াইয়ে যোগ দিয়েছেন, কেউ বক্তৃতা ও লেখার দ্বারা, কেউ তরবারি হাতে, অনেকে উভয়তই। সেখানেই তাঁদের চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও শক্তিমত্তা, যা তাঁদের পুরো মানুষ করে তুলেছে। পুঁথিসর্বস্ব মানুষ—এটা দেখা গেছে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই, তারা হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির মানুষ, নয় সাবধানী কূপমণ্ডূক, যারা নিজেদের আঙুল পোড়াতে চায় না।

সেই সময়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানও চলছিল সাধারণ বিপ্লবের পরিস্থিতিতে এবং এই বিজ্ঞানটি নিজেও পুরোপুরি বৈপ্লবিক ছিল। তার কারণ, সংগ্রাম করে তবেই অস্তিত্বের অধিকার অর্জন করতে হচ্ছিল তাকে। যে মহান ইতালীয়দের কাছ থেকে আধুনিক দর্শনের শুরু, তাদেরই পাশাপাশি ইনকুইজিশনের দাহমঞ্চ ও কারাগারের জন্য শহীদ জোগাতে হয়েছে

অধিকার করল এবং তারই সঙ্গে চলল, এরই পরিচারিকা হিসেবে গাণিতিক প্রণালীর উদ্ভাবন ও তাকে ত্রুটিহীন করা। মহৎ কীর্তি সম্পন্ন হয় এক্ষেত্রে। নিউটন ও লিনিয়স দ্বারা সূচিত এই পর্বসমাপ্তিতে দেখতে পাই যে, বিজ্ঞানের এই শাখাগুলি একটা পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছে। প্রধানতম গাণিতিক প্রণালীগুলির মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হল: বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতি (analytical geometry) — প্রতিষ্ঠা করলেন প্রধানত দেকার্ত, লগারিথ্ম (logarithm) — নেপিয়ার এবং অন্তরকলন ও সমাকলন (differential and integral calculus) — লাইবনিট্স ও সম্ভবত নিউটন। ঘন বস্তু (solid bodies) সম্পর্কিত বলবিদ্যার (mechanics) ক্ষেত্রেও এই কথা বলা চলে, তার প্রধান নিয়মগুলি চিরকালের মতো স্পষ্ট করা হল। সর্বশেষে, সৌর-জগতের জ্যোতির্বিদ্যায় কেপলার আবিষ্কার করলেন গ্রহের গতির নিয়ম এবং সেই নিয়মকে নিউটন সূত্রায়িত করে দিলেন বস্তুর গতির সাধারণ নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা এই রকম একটা প্রাথমিক পরিণতিতেও এসে পৌঁছতে পারে নি। এই পর্বের শেষ দিকেই মাত্র তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের বলবিদ্যার ক্ষেত্রে আরও চর্চা হয়েছিল।* প্রকৃত পদার্থবিদ্যা তখনও তার প্রাথমিক, গোড়ার অবস্থা থেকে একটুও এগিয়ে যেতে পারে নি, ব্যতিক্রম হয়েছে কেবল আলোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (optics)। তার অসাধারণ অগ্রগতি যে হয়েছে তা জ্যোতির্বিদ্যার বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই। ফ্লজিস্টিক তত্ত্ব (৩৪) দিয়ে রসায়ন তখন কেবলমাত্র আলকেমির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে, ভূতত্ত্ব তখনও মণিকবিদ্যার ভ্রূণাবস্থার বাইরে যেতে পারে নি; এবং সেইজন্যই পুরাজীববিদ্যা তখন পর্যন্ত গড়ে উঠতেই পারে নি। সর্বশেষ, জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রধান কাজ ছিল — উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যারই শুধু নয়, প্রকৃত শারীরসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় প্রচুর মালমশলাও সংগ্রহ ও প্রাথমিক বাছাই করা। তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের প্রাণরূপের নিজেদের মধ্যে তুলনা করার, তাদের

* পাণ্ডুলিপিতে পার্শ্বটীকা: 'আল্প্স্ পার্বত্য নদীগুলি নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে তরিচেলি'। — সম্পাঃ

জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং এমন কি উপাদান বাছাইয়ের দিক দিয়েও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রাচীন গ্রীকদের চেয়ে যেমন উ'চুতে, সে উপাদানসমূহের উপর ভাবাদর্শগত দখল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তা ঠিক তেমনি নিচুতে। গ্রীক দার্শনিকদের মতে বিশ্ব হচ্ছে মূলত সেইরকমই এক ব্যাপার যার উদ্ভব হয়েছে সংপ্লব (chaos) থেকে, যা বিকশিত হয়েছে, যা হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি তখনকার প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব হচ্ছে শিলীভূত, অপরিবর্তনীয় একটা কিছু; এবং এ'দের অধিকাংশের কাছেই তা একেবারে এক লহমায় তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞান তখনও ধর্মতত্ত্বের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান তখন সবকিছুরই চূড়ান্ত কারণ হিসেবে খুঁজতে চাইত ও খুঁজে পেত এমন এক প্রকৃতি-বহির্ভূত তাড়না যাকে প্রকৃতির কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন যে আকর্ষণ শক্তিটি নিউটন কর্তৃক বিশ্ব মহাকর্ষ রূপে সাড়ম্বরে ঘোষিত হল, সেই আকর্ষণ শক্তিকে যদি বস্তুর একটি মৌলিক ধর্ম বলেই ধরা হয়, তাহলে অব্যাখ্যাত যে স্পর্শক শক্তির (tangential force) ফলে গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ তৈরি হয়েছে, সেটি আসছে কোথা থেকে? অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও উদ্ভিদের উদ্ভবই বা হল কেমন করে? সর্বোপরি, মানুষ এল কেমন করে, কেননা, এটা তো স্থিরনিশ্চিত যে, মানুষ অনাদিকাল থেকে ছিল না। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতিবিজ্ঞান অতি প্রায়শই সর্ববস্তুর সৃষ্টিকর্তাকেই দায়ী করে দিত। এই পর্বের শুরুতে কোপের্নিকাস ধর্মতত্ত্বকে বাতিল করছেন এবং নিউটন পর্বান্ত করছেন এক স্বর্গীয় প্রথম তাড়না প্রকল্প দিয়ে। আলোচিত পর্বের প্রকৃতিবিজ্ঞান যে সর্বোচ্চ সাধারণ বোধে পে'ছায় সেটি হচ্ছে প্রকৃতি-ব্যবস্থায় একটা উদ্দেশ্যময়তার বোধ, ভল্‌ফের সেই অগভীর পরমলক্ষ্যবাদ (teleology) যাতে বিড়ালের সৃষ্টি হয়েছে ই'দুর খাবার জন্য, ই'দুরের সৃষ্টি হয়েছে বিড়ালের খাদ্য হবার জন্য এবং সমগ্র প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টিকর্তার বিচক্ষণতা প্রমাণের জন্য। সেই সময়কার দর্শনের এটা একটা বিশেষ যোগ্যতারই পরিচয় যে, সে দর্শন প্রকৃতি সম্বন্ধে সমসাময়িক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিজেকে বিপথগামী হতে দেয় নি, স্পিনোজা থেকে আরম্ভ করে মহান ফরাসী বস্তুবাদীরা পর্যন্ত সে দর্শন বিশ্ব থেকেই বিশ্বকে ব্যাখ্যার

প্রকৃতিসম্বন্ধীয় এই প্রস্তরীভূত ধারণা প্রথম যিনি ভাঙলেন তিনি কোনো প্রকৃতিবিজ্ঞানী নন, তিনি হচ্ছেন একজন দার্শনিক। ১৭৫৫ সালে **কাণ্টের** 'সাধারণ প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নভঃতত্ত্ব' প্রকাশিত হল। প্রথম তাড়নার প্রশ্নটি বাতিল করা হল। পৃথিবী ও সমগ্র সৌর-জগৎটিকে দেখানো হল এমন একটি বস্তুরূপে যা কালক্রমে **গড়ে উঠেছে।** পদার্থবিদ্যা! অধিবিদ্যা থেকে সাবধান থেকো! (৩৬) — নিউটনের এই সতর্কবাণীর মধ্যে মননের প্রতি যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছিল প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের যদি সে বিতৃষ্ণা কিছু কম থাকত, তাহলে তাঁরা কাণ্টের এই একটিমাত্র প্রতিভাদীপ্ত উদ্ভাবন থেকেই এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন যার ফলে তাঁরা অবিরাম বিচ্যুতি ও ভুলপথে অপরিসীম সময় ও শ্রমের অপব্যয় থেকে বাঁচতেন। কারণ, পরবর্তী সমস্ত অগ্রগতির যাত্রাবিন্দুটি ছিল কাণ্টের আবিষ্কারের মধ্যে। পৃথিবী যদি গড়ে-ওঠা একটি ব্যাপার হয়, তাহলে পৃথিবীর বর্তমান ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত অবস্থা ও তার উদ্ভিদ ও জীবজন্তু এসবও একইরকমভাবে গড়ে-ওঠা ব্যাপার। পৃথিবীর তাহলে প্রসারগত সহ-অবস্থানের রূপে শুধু নয়, কালগত— পরম্পরার রূপেও একটা ইতিহাস আছে। যদি সঙ্গে সঙ্গেই এই পথে দৃঢ়ভাবে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া হত, তাহলে এতদিনে প্রকৃতিবিজ্ঞান আজকের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে যেত। কিন্তু দর্শনে আর কী সুফল হত? অনেক বছর পরে যতদিন না লাপ্লাস এবং হেরশেল কাণ্টের রচনার অন্তর্বস্তুকে আরও ব্যাখ্যা ও বিশদে প্রমাণিত করলেন এবং এইভাবে ক্রমশ 'নীহারিকা প্রকল্পটি' স্বীকৃতির আয়োজন করে দিলেন, ততদিন পর্যন্ত কাণ্টের রচনার আশু ফল কিছু হয় নি। পরবর্তী আবিষ্কারগুলির ফলে অবশেষে এই অনুমানের জয় সাধিত হল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: স্থির তারাগুলির প্রকৃত গতি; মহাশূন্যে প্রতিবন্ধক মাধ্যমের অস্তিত্ব প্রমাণ; বর্ণালীগত বিশ্লেষণ দ্বারা মহাজাগতিক বস্তুর রাসায়নিক অভিন্নতা এবং কাণ্ট অনুমিত ভাস্বর নীহারিকাবৎ পিণ্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ।*

---

* পাণ্ডুলিপিতে পার্শ্বটীকা: 'পৃথিবীর আবর্তনের উপর জোয়ার-ভাটার প্রতিবন্ধমূলক প্রক্রিয়ার বিষয়টিও কেবল এখন বোঝা গিয়েছে। এই বিষয়টিও কাণ্টেরই আবিষ্কৃত।' — সম্পাঃ

পরিবর্তনশীলতার ধারণা। কিন্তু শুধু ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্য হল একটা বড়ো শক্তি। অনেক বছর ধরে লাইয়েল নিজেই এই বিরোধকে দেখতে পান নি; লাইয়েলের ছাত্ররা তো আরও কম। তার একমাত্র কারণ হল সেই শ্রম-বিভাগ যা তখনকার প্রকৃতিবিজ্ঞানে ইতিমধ্যেই প্রাধান্য পেয়েছে, যার ফলে প্রত্যেকে তার নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে কমবেশি আবদ্ধ হয়ে পড়ে, খুব কম লোকই থাকে, যাদের সামগ্রিক দৃষ্টি নষ্ট হয় না।

ইতিমধ্যে পদার্থবিদ্যার বিরাট অগ্রগতি হয়েছে। তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি প্রায় একইসঙ্গে তার ফলাফলের সারসংকলন করেন ১৮৪২ সালে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই শাখাটির পক্ষে তা ছিল যুগান্তকারী। হিলব্রনে মেয়ার এবং ম্যাঞ্চেস্টারে জাউল প্রমাণ করে দেন যে, তাপ যন্ত্রশক্তিতে এবং যন্ত্রশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। তাপের যান্ত্রিক তুল্যমূল্য নির্ধারণের ফলে এটা তর্কাতীত হয়ে ওঠে। একই সময়ে গ্রোভ, পেশাগতভাবে যিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী নন, ইংরেজ আইনজীবী, তিনি ইতিমধ্যেই উপনীত পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ফলাফলকে গুছিয়ে প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত তথাকথিত ভৌত শক্তি— যান্ত্রিক শক্তি, তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চৌম্বক শক্তি, এমন কি তথাকথিত রাসায়নিক শক্তিও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শক্তির বিন্দুমাত্র ক্ষয় না ঘটিয়ে পরস্পরে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে পদার্থ অনুশীলন দ্বারা আরেকবার দেকার্তের এই প্রতিপাদ্যও প্রমাণিত হল যে, জগতে যে গতি রয়েছে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। তার ফলে বিশেষ বিশেষ ভৌত শক্তিগুলি, অর্থাৎ বলতে গেলে পদার্থবিদ্যার অপরিবর্তনীয় সব 'প্রজাতি', বস্তুর গতির বিভিন্নকৃত নানা রূপে পরিণত হল, যা এক থেকে অন্যে বদলে যাচ্ছে কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী। এই পরিমাণ ভৌত শক্তি বর্তমান, এই যে আপতিকতা তা বিজ্ঞান থেকে বর্জিত হল ভৌত শক্তির আন্তর্সংযোগ ও উত্তরণ প্রমাণিত হওয়ার পর। ইতিপূর্বে জ্যোতির্বিদ্যার মতো পদার্থবিদ্যাও যে ফলাফলে এসে পৌঁছল তা বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে অবধারিতভাবেই গতিষ্ণু বস্তুর চিরন্তন চক্রের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

লাভুয়াজিয়ে-র এবং বিশেষ করে ডলটনের পর থেকে রসায়নশাস্ত্রের চমকপ্রদ দ্রুত বিকাশের ফলে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় পুরনো ধারণার বিরুদ্ধে আর

অন্তর্ভুক্ত বলা কঠিন। পুরাজীববিদ্যা সংক্রান্ত বিবরণীর ফাঁকগুলো ক্রমেই বেশি করে পূরণ হয়ে যেতে লাগল এবং তার ফলে নিতান্ত একগুঁয়ে ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হল যে, সামগ্রিকভাবে জীবজগতের বিবর্তন-ইতিহাস ও স্বতন্ত্রভাবে জীবসত্তাগুলির বিবর্তন-ইতিহাস এই দুইয়ের মধ্যে এক জাজ্বল্যমান সমান্তরাল ধারা আছে। যে গোলকধাঁধার মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা ক্রমশই বেশি করে হারিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার আরিয়াদ্নে-র সূত্র (৩৯) পাওয়া গেল। বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার যে, সৌর-জগতের চিরন্তনতার নীতির বিরুদ্ধে কাণ্টের আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ১৭৫৯ সালে প্রজাতিসমূহের নির্দিষ্টতার ধারণার বিরুদ্ধে ভল্ফও প্রথম আক্রমণ করলেন ও বংশগতির তত্ত্ব ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে যেটা শুধু একটা চমৎকার অনুমানমাত্র ছিল, সেটাই অকেন, লামার্ক ও বেয়েরের হাতে সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করল এবং সেটাকেই ঠিক একশো বছর পরে ১৮৫৯ সালে ডারউইন বিজয় গর্বে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রায় এই সঙ্গেই দেখা গেল, যে কোষ ও প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্ (protoplasm) আগে সমস্ত জীবসত্তার শেষ গঠনগত উপকরণ বলেই সাব্যস্ত হয়েছিল, তাকে স্বাধীনভাবে জীবন্ত সর্বনিম্ন জৈব রূপ হিসেবেও পাওয়া যাচ্ছে। এই আবিষ্কারের ফলে শুধু যে জৈব ও অজৈব প্রকৃতির মধ্যকার ব্যবধানই ন্যূনতম হয়ে গেল তাই নয়; জীবসত্তার ক্রমোদ্ভবের তত্ত্বে পূর্বে যে প্রধান মূল বাধাটি ছিল সেটাও এর ফলে দূর হয়ে গেল। প্রকৃতি সম্বন্ধে এই নব বোধ তার সমস্ত প্রধান প্রধান দিক থেকে সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠল: সমস্তরকমের অনড়তা ভেঙে গেল; সব স্থিরতা খসে গেল; যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে চিরন্তন মনে করা হত, সেগুলি হয়ে উঠল অস্থায়ী, প্রমাণিত হল যে, প্রকৃতির সবটাই চিরন্তন প্রবাহ ও চক্রে ধাবিত।

* * *

এইভাবে আমরা আবার ফিরে গেলাম গ্রীক দর্শনের মহান প্রতিষ্ঠাতাদের মননভঙ্গিতে: ক্ষুদ্রতম কণিকা থেকে বৃহত্তম বস্তু পর্যন্ত, বালুকণা থেকে সূর্য পর্যন্ত, প্রটিস্টা (৪০) থেকে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত

এই একটি পৃথক নীহারিকাপিণ্ড থেকে কী ভাবে সৌর-জগৎ বিকশিত হয়ে ওঠে তা অদ্যাবধি অতুলনীয় এক কৃতিত্বে বিশদভাবে দেখিয়েছেন লাপ্লাস। পরবর্তীকালের বিজ্ঞান তাঁর কথাকে ক্রমেই বেশি করে সমর্থন করেছে।

এইভাবে স্বতন্ত্র এক একটা জ্যোতিষ্ক যা তৈরি হল, সূর্য তথা তার গ্রহ ও উপগ্রহ—এই সবের মধ্যে প্রথমে পদার্থের যে গতিরূপটার প্রাধান্য থাকে তাকে আমরা বলি তাপ। এমন কি এখনও সূর্যের মধ্যে যে তাপ রয়েছে সেই তাপমাত্রার মধ্যে উপাদানগুলির রাসায়নিক যৌগিকের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এইরকম অবস্থায় তাপ কী পরিমাণে বিদ্যুৎ বা চৌম্বক শক্তিতে পরিণত হয় তা ক্রমাগত সৌর পর্যবেক্ষণের পরই দেখা যাবে। একথা আজ প্রমাণিত বললেই চলে যে, সূর্যের মধ্যে যে যান্ত্রিক গতি আছে তার উদ্ভব একান্তই তাপের সঙ্গে অভিকর্ষের সংঘাত থেকে।

এক একটা জ্যোতিষ্ক যতই ছোটো, ততই তাড়াতাড়ি তা ঠান্ডা হয়। সবার আগে হয় উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, উল্কা,—আমাদের চাঁদ যেমন বহু আগেই নির্বাপিত হয়ে গেছে। গ্রহগুলি হয় আরও ধীরে, এবং কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্কটি হয় সবচেয়ে ধীরে।

ক্রমিক শীতলভবনের সঙ্গে সঙ্গে গতির যে ভৌত রূপগুলি পরস্পরে রূপান্তরিত হতে থাকে তারা ক্রমশই সামনে আসে ও নিজেদের জাহির করে, অবশেষে এমন একটা পর্যায় আসে যখন রাসায়নিক আকর্ষণ দেখা দিতে থাকে, পূর্বের রাসায়নিকভাবে অভিন্ন উপাদানগুলি একের পর এক রাসায়নিকভাবে বিভিন্ন হয়ে উঠতে থাকে, রাসায়নিক ধর্ম অর্জন করে ও পরস্পর যৌগিক মিলনে বাঁধা পড়ে। এগুলি ক্রমাগত বদলাতে থাকে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যা শুধু আলাদা আলাদা উপাদানগুলিকেই নয়, উপাদানের আলাদা আলাদা সংযোজনকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে এবং তার ফলে গ্যাসীয় পদার্থের একাংশের প্রথমে তরল ও পরে ঘন পদার্থে রূপান্তর এবং এভাবে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেও তা বদলায়।

গ্রহের উপরিভাগটি শক্ত হয়ে আসে এবং উপরে জল সঞ্চিত হয় সেটা ঠিক সেই সময় যখন কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্ক থেকে প্রাপ্ত তাপের তুলনায় গ্রহের নিজস্ব উত্তাপ ক্রমশই বেশি বেশি হ্রাস পেতে থাকে। তার আবহমণ্ডল হয়ে

মানুষের উদ্ভবও পৃথকীভবনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং সেটা শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, অর্থাৎ একটিমাত্র ডিম্বকোষ থেকে প্রকৃতিসৃষ্ট জটিলতম জীবসত্তা হিসেবে পৃথকীভূত হওয়া নয়, ইতিহাসগত হিসেবেও। হাজার হাজার বছরের সংগ্রামের পর যখন হাত আর পায়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা গেছে, তখনই মানুষ বানর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারল এবং ভিত্তি রচিত হল পৃথকোচ্চারিত কথার ও মস্তিষ্কের সেই প্রবল বিকাশের যা সেই থেকে মানুষ ও বানরের মধ্যকার ব্যবধানকে একেবারে অনতিক্রম্য করে দিয়েছে। শুরু হল হাতের বিশেষ ব্যবহার, যার অর্থ **হাতিয়ারের** উদ্ভব এবং হাতিয়ারের অর্থ বৈশিষ্ট্যসূচক মানবিক ক্রিয়া, প্রকৃতির উপর মানুষের রূপান্তরকারী প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ উৎপাদন। সংকীর্ণতর অর্থে জীবজন্তুরও হাতিয়ার আছে, কিন্তু সেটা হল তাদের দেহেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন দেখা যায় পিঁপড়া, মৌমাছি, বীবর প্রভৃতির ক্ষেত্রে। জীবজন্তুরাও উৎপাদন করে, তবে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিতে তাদের উৎপাদনপ্রসূত প্রভাব প্রায় কিছুই নয়। একমাত্র মানুষই প্রকৃতির উপর নিজের ছাপ মেরে দিতে পেরেছে: শুধু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আলাদা আলাদা প্রজাতিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নয়, তার নিজের বাসস্থানের জলবায়ু এবং বাইরের চেহারাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে, এমন কি গাছপালা ও জীবজন্তুগুলিকেও এমনভাবে বদলিয়ে দিয়ে যে একমাত্র পৃথিবীটার সামগ্রিক নির্বাপণ ছাড়া মানুষের কার্যকলাপের এইসব ফলাফলের অবলোপ কিছুতেই হবে না। এবং এই কার্য মানুষ সাধন করেছে প্রধানত এবং মূলত তার **হাতের** সাহায্যে। এমন কি প্রকৃতির রূপান্তরের জন্য মানুষের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী যে হাতিয়ার সেই বাষ্পযন্ত্রও হাতিয়ার বলেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে হাতের উপর। কিন্তু ধাপে ধাপে হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হল মস্তিষ্কেরও, দেখা দিল চৈতন্য, প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফলাফলগুলি সৃষ্টি করার অবস্থা সম্বন্ধে চেতনা, তারপরে, তার ভিত্তিতে অধিকতর ভাগ্যবান জাতিগুলির মধ্যে এল সেইসব প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যা এই সব প্রয়োজনীয় ফলাফল নিশ্চিত করে দেয়। আর প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাবার উপায়ও

কিন্তু উৎপাদনের এই উন্নতির ফল হয়েছে কী? ফল হয়েছে ক্রমবর্ধমান অতিরিক্ত শ্রম এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা, এবং প্রতি দশ বছর অন্তর এক একটি প্রচণ্ড সংকট। অবাধ প্রতিযোগিতা ও জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম, অর্থতাত্ত্বিকেরা যাকে সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক কীর্তি বলে ঘোষণা করেন, সেটা যে **জীবজগতেরই** স্বাভাবিক অবস্থা, এইটে দেখিয়ে ডারউইন মানবজাতির উদ্দেশে এবং বিশেষ করে তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে কী তিক্ত ব্যঙ্গ করে গেলেন সেটা তিনি জানতেন না। সাধারণভাবে উৎপাদন যেমন বাকি জীবজগৎ থেকে মানুষকে প্রজাতি হিসেবে উন্নীত করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি সামাজিকভাবে মানুষকে অন্য জীবজগতের থেকে উন্নীত করতে পারে শুধু সামাজিক উৎপাদনের সচেতন সংগঠন,—যার মধ্যে উৎপাদন ও বণ্টন হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী। ইতিহাসের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই এইরকম সংগঠন আরও অপরিহার্য ও সম্ভব হয়ে উঠছে। সেই থেকেই ইতিহাসের এক নতুন যুগ শুরু হবে, যে যুগে মানুষের নিজের এবং তার সঙ্গে তার কার্যকলাপের সমস্ত শাখার, বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের এমন অগ্রগতি দেখা যাবে, যার সামনে আগেকার সমস্ত অগ্রগতি ম্লান হয়ে যাবে।

তাহলেও, 'যাকিছু উদ্ভূত হয় তার বিলোপ ন্যায্য'।* কোটি কোটি বছর কেটে যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু এসে যেতে পারে, তবু অমোঘ নিয়মের মতোই এমন একদিন আসবে যখন সূর্যের উত্তাপ হ্রাস পেতে পেতে এমন হবে যাতে মেরুপ্রদেশ থেকে এগিয়ে আসা বরফকে আর গলাতে পারবে না; যখন মানুষ ক্রমেই বেশি করে বিষুবরেখা অঞ্চলে এসে ভিড় করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেও জীবনধারণের উপযুক্ত উত্তাপ পাবে না; যখন ক্রমশ জীবসত্তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে; চাঁদের মতো নির্বাপিত ও জমে যাওয়া একটা গোলক হিসেবে গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীটা তখন সমান নির্বাপিত সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হতে থাকবে ক্রমশ সংকীর্ণ কক্ষপথে ও পরিশেষে তার উপর গিয়ে পড়বে। কোনো কোনো গ্রহের এই অবস্থা হবে পৃথিবীর আগেই, কোনো কোনো গ্রহের হবে পরে। সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাধীন বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সমেত যে

* গ্যেটে, 'ফাউস্ট', ১ম অংশ, ৩য় দৃশ্য। — সম্পাঃ

ও বিভাজন, জীবন ও সর্বশেষে চেতনা — এসবই বস্তুর গতি। এই কথা যদি বলা হয় যে, বস্তু তার অস্তিত্বের সমগ্র অনন্তকালের মধ্যে কেবল একবার এবং তার চিরন্তনতার তুলনায় মাত্র অসীম ক্ষুদ্র একটু সময়ের জন্য তার গতিকে পৃথকীভূত করতে এবং তাতে করে সে গতির সমগ্র ঐশ্বর্য বিকশিত করে তুলতে পেরেছিল এবং তার পূর্বে ও পরে বস্তুর গতি চিরকাল ধরে শুধুমাত্র স্থান-পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, তবে সেকথা বলা আর বস্তুকে মরণশীল ও গতিকে ক্ষণস্থায়ী বলার অর্থ একই। গতির অবিনাশ্যতাকে শুধু পরিমাণগতভাবে নয়, গুণগতভাবেও বুঝতে হবে। যে বস্তুর নিছক যান্ত্রিক স্থান-পরিবর্তন নিশ্চয়ই অনুকূল অবস্থায় তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ক্রিয়া ও জীবনে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু সেই অনুকূল অবস্থা যে বস্তু নিজের ভিতর থেকে সৃষ্টি করতে পারে না, এইরকম বস্তুর **গতি বাজেয়াপ্ত গতি**; যে গতির বিভিন্ন উপযোগী রূপে রূপান্তরিত হবার ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছে, যে গতির তখনও dynamis* থাকতে পারে বটে, কিন্তু energeia** থাকে না, এবং তাই তা আংশিকভাবে ধ্বংস পেয়েছে। দুই কিন্তু অকল্পনীয়।

এইটুকু নিশ্চিত যে: এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপটির পদার্থ এমন এক পরিমাণ গতিকে — সে গতিটি কী রকম তা অবশ্য এখনও আমরা জানি না — উত্তাপে রূপান্তরিত করেছিল, যা থেকে অন্তত দুই কোটি তারা সমেত (ম্যাডলারের মতানুযায়ী) বহু সৌর-জগৎ বিকাশ লাভ করতে পেরেছিল, যার ক্রমিক বিনাশও সমান নিশ্চিত। এই রূপান্তর হল কী ভাবে? আমাদের এই সৌর-জগতের ভবিষ্যৎ caput mortuum*** আবার কোনোদিন নতুন সৌর-জগতের কাঁচামালে পরিবর্তিত হবে কিনা সেবিষয়ে ফাদার সেকি যেমন কম জানেন, উপরোক্ত প্রশ্ন সম্পর্কেও আমরা ঠিক তেমনি কম জানি। কিন্তু তাহলে, হয় আমাদের নির্ভর করতে

---

* Dynamis — সম্ভাব্যতা। — সম্পাঃ

** Energeia — কার্যকারিতা। — সম্পাঃ

*** Caput mortuum — আক্ষরিকভাবে 'মৃত মস্তক', এখানে 'মৃত অবশেষ', এই অর্থে। — সম্পাঃ

হয় যে, শূন্যস্থ সত্তাগুলি একের পর এক পরস্পরের উপর পতিত হওয়ায় তাদের সমস্ত যান্ত্রিক গতি তাপে রূপান্তরিত হবে ও সেই তাপ মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়বে, সুতরাং, 'শক্তির অবিনশ্বরতা' সত্ত্বেও সাধারণভাবে সমস্ত গতির অবসান ঘটবে। (এই প্রসঙ্গে, এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, 'গতির অবিনশ্বরতার' বদলে 'শক্তির অবিনশ্বরতা' কথা বলাটি কী রকম অসঙ্গত।) সুতরাং, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মহাশূন্যে বিকিরিত তাপ কোনোভাবে অন্য একধরনের গতিতে নিশ্চয় রূপান্তরিত হতে সক্ষম এবং তাতে করে তা ফের সঞ্চিত ও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারবে। কী ভাবে, তা দেখানো হবে ভবিষ্যতের প্রকৃতিবিজ্ঞানের কর্তব্য। এতে নির্বাপিত সূর্য থেকে আবার প্রজ্জ্বলিত বাষ্পে রূপান্তর হওয়ার প্রধান অসুবিধাটা আর থাকে না।

তাছাড়া, অনন্তকালের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে জগৎগুলির চিরন্তন পুনরাবৃত্তির কথাটা তো অনন্ত মহাশূন্যে অসংখ্য জগতের সহাবস্থানেরই যুক্তিসম্মত অনুপূরণমাত্র। এই নীতির প্রয়োজনীয়তাকে ড্রেপারের মতো তত্ত্ব-বিরোধী ইয়াঙ্কী মস্তিষ্কও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।*

এ হচ্ছে পদার্থের গতির একটা চিরন্তন চক্র। এই চক্র অবশ্যই তার কক্ষ সম্পূর্ণ করে এমন পর্বকালে যার পরিমাপ করার জন্য আমাদের জাগতিক বছর মোটেই যথেষ্ট নয়, এই চক্রে সর্বোচ্চ বিকাশের কালটুকু, অর্থাৎ জৈব-জীবনের কালটুকু, এবং ততোধিক, আত্মচেতন ও প্রকৃতি-চেতন জীবের জীবনকালটুকু ঠিক তেমনি নগণ্য যেমন নগণ্য সে জীবন ও আত্মচৈতন্যের ক্রিয়াক্ষেত্রটুকু; এ চক্রে পদার্থের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি নির্দিষ্টরূপ—তা সে সূর্যই হোক বা নীহারিকা হোক, স্বতন্ত্র কোনো প্রাণীই হোক আর প্রাণী-প্রজাতিই হোক, রাসায়নিক সংযোজনই হোক আর রাসায়নিক বিভাজন হোক,—সবই সমান ক্ষণস্থায়ী; সেখানে চিরন্তনভাবে

* 'অনন্ত মহাশূন্যে জগতের অসংখ্যতা থেকে এই ধারণাই আসে যে, অনন্তকালের ক্ষেত্রে জগৎসমূহের ক্রমপর্যায় চলেছে।' ড্রেপার, 'ইউরোপের মনন বিকাশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫। Y. W. Draper, 'History of the Intellectual Development of Europe', vols. 2, p. (325). (এঙ্গেলসের টীকা।)

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'[অ্যান্টি]-ড্যুরিং'এর পুরনো ভূমিকা

ডায়ালেকটিকস প্রসঙ্গে

নিম্নলিখিত রচনাটি কোনোক্রমেই এক 'আন্তর প্রেরণা'-সম্ভূত নয়। বরং, শ্রীযুক্ত ড্যুরিংয়ের নবতম সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের দিকে সমালোচনার আলোক চালিত করার জন্য আমাকে রাজী করাতে আমার বন্ধু লিব্‌ক্লেখ্‌টকে যে কী প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হয়েছে, তা তিনিই বলতে পারবেন। সে-কাজ করতে একবার মনস্থির করার পর, নতুন এক দার্শনিক মতবাদের সাম্প্রতিকতম বাস্তব ফলস্বরূপ হওয়ার দাবিদার এই তত্ত্বটিকে এই মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত করে সযত্নে পরীক্ষা করা ছাড়া, এবং এইভাবে গোটা মতবাদটিকেই পরীক্ষা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। শ্রীযুক্ত ড্যুরিং যে বিশাল এলাকায় সম্ভাব্য সবকিছুর কথা এবং অন্যকিছুর কথাও বলেছেন, সেখানে তাঁকে অনুসরণ করতে আমি অতএব বাধ্য হয়েছি। ১৮৭৭ সালের গোড়ার দিক থেকে শুরু করে লাইপজিগের *Vorwärts* (৪২) পত্রিকায় পর পর যে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখানে যা গ্রথিত সমগ্ররূপে উপস্থিত করা হয়েছে, তার সূত্রপাত ঘটেছিল এইভাবে।

বিষয়টির চরিত্রের দরুন, সমস্ত আত্মপ্রশস্তি সত্ত্বেও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এক মতবাদের সমালোচনা যখন এমন বিশদভাবে [illegible] করা হচ্ছে তখন তার অজুহাত হিসেবে দুটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিকে, যেসব বিতর্কমূলক প্রশ্ন আজ রীতিমত সাধারণ বৈজ্ঞানিক অথবা বাস্তব কৌতূহলের বিষয় সেসম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক রূপে তুলে ধরার সুযোগ এই সমালোচনা আমাকে দিয়েছে। আর যদিও শ্রীযুক্ত ড্যুরিংয়ের মতবাদের বিকল্প হিসেবে আরেকটি মতবাদ উপস্থিত করার ন্যূনতম অভিপ্রায় আমার নেই, আশা করা যেতে পারে যে, আমার

প্রকৃতিবিজ্ঞান ব্যতিরেকে বর্তমান মুহূর্তে প্রায় সবকিছুরই অবস্থা খারাপ, সে-দেশে আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষণীয় সুস্থ অবস্থার আরও একটি প্রমাণ।

নাগেলি যখন মিউনিখে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের সভায় এই চিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানুষের জ্ঞান কখনোই সর্বজ্ঞতার চরিত্র লাভ করবে না, তখন তিনি নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত ড্যুরিংয়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। এই কৃতিত্বগুলি আমায় বাধ্য করেছে এমন কতকগুলি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতে, যেখানে আমি বড়ো জোর ঘোরাফেরা করতে পারি পল্লবগ্রাহী হিসেবে। একথা বিশেষ করে প্রযোজ্য প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, এযাবৎ যেখানে 'ইতরজনের' পক্ষে কিছু বলতে চাওয়াকে ধৃষ্টতারও অধিক বলে প্রায়শই বিবেচনা করা হত। আমি অবশ্য সেই মিউনিখেই হের ভিরহোভের উচ্চারিত এবং অন্যত্র অধিকতর বিশদভাবে আলোচিত এক নীতিবাক্যের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছি: সেটি এই যে, নিজস্ব বিশেষ বিষয়ের বাইরে প্রত্যেক প্রকৃতিবিজ্ঞানীই নিতান্ত অর্ধ-দীক্ষিত (৪৪), vulgo* ইতরজন। সেইহেতু, ঠিক যেমন একজন বিশেষজ্ঞ সময়ে-সময়ে আশপাশের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে প্রবেশ করতে পারেন এবং অবশ্যই করেন, এবং সেখানে ছোটখাট ভুলত্রুটি ও ভাবপ্রকাশের অপরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের প্রশ্রয় পেয়ে থাকেন, তেমনি আমি আমার সাধারণ তত্ত্বগত অভিমত প্রমাণ করার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও প্রকৃতির নিয়ম উল্লেখ করার স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি, এবং আশা করি যে, সেই একই প্রশ্রয়ের ভরসা আমি করতে পারি। প্রকৃতিবিজ্ঞানী আজ যে অপ্রতিরোধ্যতায় বাধ্যতামূলকভাবেই সাধারণ তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের লব্ধ ফলাফল সেই অপ্রতিরোধ্যতায় তত্ত্বগত বিষয়ে ব্যাপৃত প্রত্যেকের কাছেই নিজেকে অবশ্যমান্য করে তোলে। আর এখানে কিছুটা ক্ষতিপূরণ ঘটে। তাত্ত্বিকরা যদি প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্ধ-দীক্ষিত হন, তাহলে আজ প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাও প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বের ক্ষেত্রে, এযাবৎ যাকে দর্শন বলা হত তার ক্ষেত্রে ঠিক সেইরকমই অর্ধ-দীক্ষিত।

* সাধারণ কথা বললে। — সম্পাঃ

এই বিজ্ঞানেরই প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহের এক মানদণ্ড যোগায়। কিন্তু, এখানে দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের অভাব রীতিমত ঘন ঘন এবং প্রকটভাবেই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বহু শতাব্দী আগে দর্শনে যেসমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল, যেগুলি প্রায়শই বহুকাল আগে দর্শনগতভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে, তত্ত্বগত সিদ্ধান্তপ্রণেতা প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝেই সেগুলিকে উপস্থিত করেন আনকোরা নতুন জ্ঞান হিসেবে এবং তা এমন কি কিছুকালের জন্য কায়দাদুরস্তও হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক তাপ-তত্ত্বের এক বিরাট কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এই যে নতুন নতুন প্রমাণের সাহায্যে তা শক্তি সংরক্ষণের তত্ত্বকে বলীয়ান করেছে এবং তাকে আরেকবার পুরোভাগে স্থাপন করেছে; কিন্তু সম্মানীয় পদার্থবিজ্ঞানীরা যদি স্মরণ করতেন যে, দেকার্ত ইতিপূর্বেই তা সূত্রায়িত করেছিলেন, তাহলে এই নীতিটি কি দৃশ্যপটে পুরোপুরি এত নতুন কিছু বলে আত্মপ্রকাশ করতে পারত? পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যেহেতু আরেকবার প্রায় একান্তভাবেই অণু ও পরমাণু নিয়ে কাজ করছে, সেইহেতু প্রাচীন গ্রীসের পারমাণবিক দর্শন আবশ্যিকভাবেই আবার সামনে চলে এসেছে। কিন্তু, এমন কি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠরা পর্যন্ত তাকে কী ভাসা-ভাসাভাবেই না বিচার করেন! তাই কেকুলে আমাদের বলেন ('রসায়নশাস্ত্রের লক্ষ্য ও কৃতিত্ব' পুস্তিকা) যে, লিউসিপ্পাসের পরিবর্তে ডিমোক্রিটসই এর উদ্ভাবনা করেছিলেন এবং তিনি এই মত পোষণ করেন যে, ডলটনই সর্বপ্রথম গুণগতভাবে পৃথক মৌলিক পরমাণুর অস্তিত্ব অনুমান করেছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্যসূচক ওজন তাদের ক্ষেত্রে আরোপ করেছিলেন। অথচ যেকেউ দিওজেনিস লায়েরশিয়াস-এ পড়ে দেখতে পারেন (১০ খণ্ড, §§ ৪৩-৪৪ ও ৬১) যে, এর আগেই এপিকিউরাস পরমাণুর ক্ষেত্রে শুধু বিস্তার ও আকৃতির পার্থক্যই নয়, **ওজনের** পার্থক্যও আরোপ করেছিলেন, অর্থাৎ, তাঁর মতো করে তিনি পারমাণবিক ওজন ও পারমাণবিক আয়তনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

১৮৪৮ সালটি জার্মানিতে অন্যদিক দিয়ে কোনো কিছুরই উপসংহার ঘটাতে পারে নি, একমাত্র দর্শনের ক্ষেত্রে সেখানে সে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল। নিজেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে, একদিকে,

যাওয়া ছাড়া সত্যিই পরিত্রাণের অন্য কোনো পথ, স্বচ্ছতা অর্জনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে নানানভাবে। তা ঘটতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, নিছক প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিরই শক্তিতে, যে আবিষ্কারগুলি অধিবিদ্যার পুরনো প্রোক্রাস্টের শয্যায় (৪৫) নিজেদের জোর করে ঢোকাতে দিতে আর রাজী নয়। কিন্তু সেটা এক দীর্ঘস্থায়ী, শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রচণ্ড পরিমাণ অনাবশ্যক সংঘর্ষ অতিক্রম করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনেকাংশে চলছে, বিশেষ করে জীববিদ্যায়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকরা যদি ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান ধরনগুলিতে দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতেন তাহলে তাকে অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করা যেত। এই ধরনগুলির মধ্যে দুটি আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাছে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে।

তার প্রথমটি হল গ্রীক দর্শন। এখানে দ্বন্দ্বমূলক চিন্তা এখনও তার আদি সরলতায় দেখা দেয়; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিবিদ্যা— ইংলণ্ডে বেকন ও লক্, জার্মানিতে ভল্ফ—তার নিজের পথে যে মনোরম প্রতিবন্ধক* স্থাপন করেছিল এবং যা দিয়ে সে অংশ সম্পর্কে বোধ থেকে সমগ্র সম্পর্কে বোধের দিকে, বস্তুনিচয়ের সাধারণ পরস্পরসম্পর্ক বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভের দিকে নিজের অগ্রগতিকে রোধ করেছে। সেই মনোরম প্রতিবন্ধক এখনও তাকে বিঘ্নিত করে নি। গ্রীকদের মধ্যে—তারা তখনও পর্যন্ত প্রকৃতিকে ব্যবচ্ছেদ, বিশ্লেষণ করার মতো যথেষ্ট অগ্রসর ছিল না বলেই—প্রকৃতিকে এখনও সাধারণভাবে সমগ্র রূপে দেখা হয়। প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের সার্বিক সম্পর্ক বিশেষের দিক থেকে প্রমাণিত হয় না; গ্রীকদের কাছে তা প্রত্যক্ষ ধ্যানের ফল। গ্রীক দর্শনের অপ্রতুলতা এইখানেই, যার দরুন পরে তাকে পৃথিবী সম্পর্কে অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু তার সমস্ত পরবর্তীকালের অধিবিদ্যাগত প্রতিপক্ষের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্বও এইখানেই। গ্রীকদের ব্যাপারে অধিবিদ্যা যদি বিশেষের

* 'মনোরম প্রতিবন্ধক' (holde Hindernisse) — কথাগুলি হাইনের 'নতুন বসন্ত', প্রস্তাবনা থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

পাওয়া যায়, যদিও তার বিকাশ ঘটানো হয়েছে নিতান্তই ভ্রান্ত এক প্রস্থান-বিন্দু থেকে।

একদিকে, 'প্রাকৃতিক দর্শনের' বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার জের শেষ হয়ে নিছক গালিগালাজে পর্যবসিত হওয়ার পর — এই প্রতিক্রিয়া এই ভ্রান্ত প্রস্থান-বিন্দুর দরুন এবং বার্লিন হেগেলবাদের অসহায় অধঃপতনের দরুন অনেকখানি যুক্তিসংগত; এবং অন্যদিকে, চলতি সারগ্রাহী অধিবিদ্যা প্রকৃতিবিজ্ঞানকে তার তত্ত্বগত প্রয়োজনের ব্যাপারে এমন প্রকটভাবে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করার পর হয়তো শ্রীযুক্ত ড্যুরিং যে সেণ্ট ভিটাসের নৃত্য এমন মনোরম রূপে নাচেন সেই নর্তনে উস্কানি না-দিয়েই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে হেগেলের নাম আর একবার উচ্চারণ করা সম্ভব হবে।

সর্বপ্রথমেই একথা প্রতিপাদন করা দরকার যে এখানে হেগেলের এই প্রস্থান-বিন্দু সমর্থন করার আদৌ কোনো প্রশ্ন নেই: অধ্যাত্মা, মন, চিন্তাই মুখ্য এবং বাস্তব জগৎ চিন্তার অনুকৃতি মাত্র। ফয়েরবাখ ইতিমধ্যেই তা পরিত্যাগ করেছেন। আমরা সবাই এবিষয়ে একমত যে বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক তথা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে, অগ্রসর হতে হবে নির্দিষ্ট **তথ্য** থেকে, সুতরাং, প্রকৃতিবিজ্ঞানে বিভিন্ন বস্তুগত রূপ ও বস্তুর বিভিন্ন ধরনের গতি থেকে; সুতরাং, তত্ত্বগত প্রকৃতিবিজ্ঞানেও পরস্পরসম্পর্কগুলি তথ্যাবলীর মধ্যে নির্মাণ করলে চলবে না, বরং তা আবিষ্কার করতে হবে তার মধ্যে, এবং আবিষ্কৃত হওয়ার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যথাসম্ভব প্রতিপন্ন করতে হবে।

সেই রকমই, প্রবীণতর ও তরুণতর ধারার বার্লিন হেগেলপন্থীদের প্রচারিত হেগেলীয় মতবাদের মতান্ধ অন্তঃসার রক্ষা করারও প্রশ্ন উঠতে পারে না। ভাববাদী প্রস্থান-বিন্দুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে নির্মিত শাস্ত্রপ্রণালী, বিশেষত হেগেলীয় প্রাকৃতিক দর্শনেরও পতন ঘটে। একথা অবশ্য স্মরণ করা দরকার যে, হেগেলের বিরুদ্ধে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের বিতর্ক — যতদূর পর্যন্ত তাঁরা আদৌ তাঁকে সঠিকভাবে বুঝেছিলেন — চালিত হয়েছিল একমাত্র এই দুটি বিষয়ের বিরুদ্ধে, যথা, সেই মতবাদের ভাববাদী প্রস্থান-বিন্দু এবং যথেচ্ছ, তথ্য-অগ্রাহ্যমূলক গড়ন।

এই সবকিছু বিবেচনা করার পরও হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস থেকে

আবিষ্কৃত নিয়মগুলিকে তার নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য সেগুলিকে আবার উল্টে ঠিকভাবে দাঁড় করাতে হয়।* অনুরূপভাবে, রসায়নশাস্ত্রে প্রদাহী (ফ্লজিস্টিক) তত্ত্ব (৪৬) শত বছরের পরীক্ষামূলক কাজের দ্বারা প্রথমে উপকরণ যুগিয়েছিল, যার সাহায্যে লাভুয়াজিয়ে প্রিস্ট্লির প্রাপ্ত অক্সিজেনের মধ্যে কল্পনাপ্রসূত ফ্লজিস্টনের প্রকৃত প্রতিপাদ-পৃষ্ঠ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং এইভাবে গোটা ফ্লজিস্টিক তত্ত্বকেই বাতিল করে দিতে পারেন। কিন্তু এতেই ফ্লজিস্টিকসের পরীক্ষামূলক ফলাফল বিন্দুমাত্র বাতিল হয়ে যায় নি। বরং তার উল্টো। সেগুলি থেকে গিয়েছিল, শুধু সেগুলির সূত্রায়ণ উল্টে দেওয়া হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে ফ্লজিস্টিক থেকে বর্তমানে গ্রাহ্য রাসায়নিক ভাষায় এবং এইভাবে সেগুলি তাদের বৈধতা রক্ষা করেছে।

যুক্তিসহ ডায়ালেকটিকসের সঙ্গে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকসের সম্পর্ক যান্ত্রিক তাপ-তত্ত্বের সঙ্গে উত্তাপ-তত্ত্বের সম্পর্কের মতোই এবং লাভুয়াজিয়ের তত্ত্বের সঙ্গে ফ্লজিস্টিক তত্ত্বের সম্পর্কের মতোই।

এঙ্গেলস কর্তৃক ১৮৭৮-এর
মে-জুনের গোড়ায় লিখিত

পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

---

* কারনোর ‘C’-র ক্রিয়া আক্ষরিকভাবে উল্টানো: $\frac{1}{c}$ = পরম উষ্ণতা। এই উল্টানো ছাড়া এদিয়ে কোনো কাজই চলে না। (এঙ্গেলসের মন্তব্য।)

এবং চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু তা কেবল জরুরী প্রয়োজনের সময়ে আর নেহাতই আনাড়ীর মতো। তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা হল আধা-সোজা হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে, হাতও সেজন্য কাজে লাগে। তাদের অধিকাংশই পা-দুটি গুটিয়ে, মাটিতে হাতের মুঠোর গিঁটে ভর দিয়ে, দীর্ঘ বাহুর সহায়তায় শরীরটাকে এগিয়ে দেয়—ক্রাচের সাহায্যে খোঁড়া মানুষেরা যেমন চলাফেরা করে, অনেকটা সেইরকম। চার পা থেকে দু-পায়ে চলা পর্যন্ত উত্তরণের প্রতিটি পর্যায়ই আজও আমরা সাধারণভাবে বানরদের মধ্যে লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু এদের কারুর কাছেই দু-পায়ে চলাফেরার রীতিটি একটা দায়-সারা ব্যাপার ছাড়া বেশি কিছু নয়।

আমাদের লোমশ পূর্বপুরুষদের মধ্যে ঋজু দেহ-ভঙ্গি যে প্রথমে প্রচলিত এবং কালক্রমে একটি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল তাতে ধরে নিতে হয় যে, ইতিমধ্যেই নানা বিচিত্র কাজের ভার ক্রমেই বেশি করে হাতের উপর এসে পড়েছিল। এমন কি বানরদের মধ্যেও হাত ও পায়ের ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে গাছে ওঠা-নামার ব্যাপারে হাতের কাজ পায়ের কাজ থেকে পৃথক। কিছু নিম্নতর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সামনের থাবা যে কাজ করে থাকে, বানরের হাতও মুখ্যত খাবার জোগাড় ও আঁকড়ে ধরার সেই একই কাজ করে। অনেক বানর আবার গাছে গাছে হাতের সাহায্যে নিজেদের জন্য বাসা তৈরি করে; এমন কি আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডালের ফাঁকে ফাঁকে শিম্পাঞ্জীদের মতো ছাউনিও নির্মাণ করে। শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য তারা হাত দিয়ে লাঠি ধরে অথবা ফল আর পাথর নিক্ষেপ করে তার বিরুদ্ধে। বন্দীদশায় মানুষের অনুকরণলব্ধ কতকগুলি সহজ কাজও তারা হাতের সাহায্যে করে থাকে। কিন্তু ঠিক এখানেই লক্ষ্য করা যায় যে, বানরদের মধ্যে এমন কি যারা সর্বাধিক মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট তাদেরও অপরিণত হাত, আর শত সহস্র বছর যাবৎ শ্রমের ফলে সবিশেষ উন্নত মানুষের হাতের মধ্যে ব্যবধান কত বিরাট। উভয়ের হাতেই অস্থি ও পেশীর পরিমাণ ও বিন্যাস একই রকম। তবুও নিম্নতম স্তরের বন্য মানুষদের হাত এমন শত শত কাজ করতে পারে যা কোনো বানরের হাতের পক্ষে অনুকরণ করা সাধ্যাতীত। এমন কি পাথরে তৈরি স্থূলতম একখানা ছুরিও বানরের হাতে গড়া সম্ভব হয় নি।

যাদের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ দ্বৈতগ্রন্থন (condyles) সহযোগে মেরুদণ্ডের প্রথম ক্ষুদ্রাস্থির (first vertebre) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সকলেরই সন্তানদের স্তন্যদানের জন্য স্তনগ্রন্থি (lacteal gland) আছে। ঠিক তেমনি যেসমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষুর দ্বিধাবিভক্ত, রোমন্থনের জন্য তাদের পাকস্থলীও সবসময়ে বহুকক্ষ-সমন্বিত (multiple stomach) হয়ে থাকে। সম্পর্ক ব্যাখ্যা না করা গেলেও দেখা যাচ্ছে, কতকগুলি আকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অংশের আকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে। নীল-চোখওয়ালা একেবারে শাদা রঙের বিড়াল সবসময়েই কিংবা বেশির ভাগ সময়েই বধির হয়। মানুষের হাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি, এবং ঋজু-চলনভঙ্গির জন্য পদদ্বয়ের তদনুযায়ী অভিযোজন এই ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মানুযায়ী নিঃসংশয়েই জীবসত্তার অন্যান্য অংশের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। তবে, এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে এত কম যে, সাধারণভাবে ঘটনাটিকে বিবৃত করা ছাড়া আমরা আর বেশি কিছু করতে পারি না।

জীবদেহের অন্যান্য অংশের উপর হাতের বিকাশের যে প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, তা ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের বানর পূর্বপুরুষেরা যূথবদ্ধ হয়ে থাকত; প্রাণীদের মধ্যে সব চাইতে সামাজিক যে প্রাণী সেই মানুষের আশু উৎপত্তি কোনো যূথ-বিমুখ পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনুসন্ধান করা স্বভাবতই অবাস্তব। হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপরে যে প্রভুত্ব শুরু হল, তা প্রতিটি নতুন অগ্রগতিতেই মানুষের দিগন্তরেখাকে প্রসারিত করে দিল। প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের নতুন নতুন অজ্ঞাতপূর্ব গুণাগুণ মানুষ ক্রমাগত আবিষ্কার করে চলল। অপরপক্ষে, পারস্পরিক সহায়তা ও যৌথ কর্মোদ্যমের দৃষ্টান্ত ক্রমাগত বাড়িয়ে, এবং প্রত্যেকের কাছে এই যৌথ কর্মোদ্যমের সুবিধা তুলে ধরে শ্রমের বিকাশ অনিবার্যই সমাজের সদস্যদের নিবিড়তর বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, গড়ে উঠবার পথে মানুষ এমন একটি পর্যায়ে এল যখন পরস্পরকে **কিছু বলার প্রয়োজন** তাদের হল। এই প্রয়োজন তার নিজস্ব অঙ্গ সৃষ্টি করল: স্বরের দোলন দ্বারা ক্রমাগত উন্নততর স্বরগ্রাম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বানরের অপরিণত কণ্ঠনালী ধীর অথচ স্থির

কাছে এ একটা মস্ত বড়ো মজার খেলা), তারপর পাখিটিকে উত্ত্যক্ত করে তুলুন — শীগ্‌গিরই দেখতে পাবেন যে, বার্লিনের ফল-ফেরিওয়ালাদের মতো সেও জানে কেমন নির্ভুলভাবে তার গালাগালির ভাষাগুলি ব্যবহার করতে হয়। এটা-ওটা চাইবার বেলাতেও তাই।

প্রথমত শ্রম, তারপর ও তার সঙ্গে কথা — এই দুটি হল প্রধানতম প্রেরণা যার প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ক্রমে ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হল। সমস্তরকমের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের এ মস্তিষ্ক অনেক বড়ো, অনেক নিখুঁত। মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলল তার সব চাইতে নিকট হাতিয়ার — সংবেদন ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ। কথা বলতে পারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনিবার্যভাবেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতি হয়, তেমনি মস্তিষ্কের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উন্নতি। মানুষের তুলনায় ঈগলপাখি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পায়; কিন্তু মানুষের চোখ ঈগলের তুলনায় কোনো জিনিসের মধ্যে ঢের বেশি কিছু দেখে। মানুষের তুলনায় কুকুরের ঘ্রাণগ্রহণের শক্তি অনেক বেশি; কিন্তু মানুষের কাছে বিভিন্ন গন্ধ বিভিন্ন জিনিসের নির্দিষ্ট প্রতীক; কুকুর কিন্তু তার শতাংশকেও তফাৎ করে ধরতে পারে না। গোড়ার দিককার স্থূলতম পর্যায়ের স্পর্শানুভূতিই বানরের আছে, শ্রমের মাধ্যমে মানুষের হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু বিকশিত হয়েছে সেই স্পর্শানুভূতি।

মস্তিষ্ক ও সহগ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ, চেতনার ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছতা এবং বিমূর্তীকরণ ও বিচার-ক্ষমতা শ্রম ও বাক্‌শক্তির উপরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার ফলে শ্রম ও বাক্‌শক্তি উভয়েই ক্রমাগত বিকাশের নিত্যনতুন প্রেরণা লাভ করে। মানুষ যখন চূড়ান্তভাবে বানর থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন এই বিকাশের ধারা মোটেই সমাপ্ত না হয়ে সমগ্রভাবে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েই চলতে থাকে যদিও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই বিকাশের গতি ও ধারায় বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে এবং কোথাও কোথাও স্থানীয় অথবা সাময়িক পশ্চাদ্‌গতিতে এমন কি ব্যাহতও হয়েছে। তারপরে পরিপূর্ণ মানুষের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে একটি নতুন উপাদান অর্থাৎ সমাজ সক্রিয় হয়ে ওঠে তাতে করে এই পরবর্তী বিকাশ একদিকে যেমন একটা প্রবল সম্মুখ-প্রেরণা লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি চালিত হয়েছে আরও সুনির্দিষ্ট ধারায়।

লুঠেরা অর্থনীতির ফলে খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এই উদ্ভিদের ক্রমাগত বেশি ভোজ্য অংশাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এর ফলে খাদ্যে এল নিত্যনতুন বৈচিত্র্য আর তাই শরীরে প্রবেশ করল নিত্যনতুন বিচিত্র উপাদান, এবং তৈরি হল বানর থেকে মানুষে উত্তরণের উপযোগী রাসায়নিক অবস্থা। কিন্তু যথার্থ অর্থে এইসব এখনও শ্রম নয়। শ্রমের শুরু হল হাতিয়ার তৈরি করা থেকে। কিন্তু প্রাচীনতম হাতিয়ার বলতে কী পাই,—প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত যে সামগ্রীগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তথা আদিমতম ঐতিহাসিক জাতিগুলির এবং সমসাময়িক কালের অসভ্যতম বন্যদের জীবনযাত্রার ধরনের দিক থেকে বিচার করলে যা সবচেয়ে প্রাচীন? প্রাচীনতম হাতিয়ার ছিল শিকার করার এবং মাছ ধরার হাতিয়ার—প্রথমটিকে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হত। কিন্তু শিকার আর মাছ ধরার ক্ষেত্রে একান্তই উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে সেই সঙ্গে মাংসাহারে উত্তরণের কথাও ধরে নিতে হয় এবং বানর থেকে মানুষে উত্তরণে এ হল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। আমিষ আহার্যের মধ্যে দেহযন্ত্রের বিপাক-প্রক্রিয়ার একান্ত অপরিহার্য উপাদানগুলি প্রায় তৈরি অবস্থাতেই থাকে। আমিষ আহারের ফলে পরিপাকের সময় সংক্ষেপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ জীবনের অনুরূপ অন্যান্য উদ্ভিদসুলভ দৈহিক ক্রিয়ারও সময় সংক্ষেপিত হল আর এইভাবে যথার্থ অর্থে প্রাণী-জীবনের সক্রিয় অভিব্যক্তির জন্য লাভ হল আরও সময়, উপাদান ও আকাঙ্ক্ষা। আর নির্মীয়মাণ মানুষ উদ্ভিজ্জ জগৎ থেকে যতটা সরে যায়, জন্তু-জীবন থেকেও ততটাই সে উন্নীত হতে থাকে। আমিষের সঙ্গে সঙ্গে নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হবার ফলে যেমন বন্য বিড়াল ও কুকুর মানুষের পরিচারকে পরিণত হয়েছিল, নিরামিষের সঙ্গে সঙ্গে আমিষ আহার গ্রহণের অভ্যাসে তেমনি নির্মীয়মাণ মানুষের দৈহিক শক্তি ও স্বাধীনতা লাভে প্রচুর সাহায্য হল। সে যা হোক, আমিষ আহারের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলেছিল কিন্তু মস্তিষ্কের উপরে, পুষ্টি ও বিকাশ লাভের উপযোগী উপাদানসমূহ তা লাভ করতে লাগল আগের চেয়ে অনেক বেশি, এবং সুতরাং বংশপরম্পরায় তা আরও দ্রুত ও নিখুঁত বিকাশ পেতে পারল। নিরামিষাশীদের প্রতি সর্ববিধ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, আমিষ আহার ছাড়া মানুষের

শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয় সমাজজীবনেও হাত, বাক্‌যন্ত্র আর মস্তিষ্কের সহযোগিতার ফলে মানুষ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর কাজ করবার, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর লক্ষ্য স্থাপন ও সাধন করার ক্ষমতা লাভ করল। বংশপরম্পরায় শ্রম নিজেই হয়ে উঠতে লাগল আরও বিচিত্র, আরও নিখুঁত, আরও বহুমুখী। শিকার ও পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত হল কৃষি, তারপর এল সুতা-কাটা, কাপড়-বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, নৌচালনা। বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করল কলা ও বিজ্ঞান। উপজাতি থেকে অভ্যুদয় হল জাতির আর রাষ্ট্রের। এল আইন, রাজনীতি, আর সেইসঙ্গে মানবমনের উপর মানবিক ব্যাপারের অতিকল্পিত প্রতিবিম্ব—ধর্ম। এই যেসব সৃষ্টি সর্বাগ্রে দেখা দিল মানস-কীর্তি হিসেবে এবং মানবসমাজে প্রাধান্য করছে বলে মনে হল তার সামনে কর্মতৎপর হাতের অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে সৃষ্টিগুলি গিয়েছিল পিছনে পড়ে, এবং সেটা আরও এই কারণে যে, সমাজ-বিকাশের অতি প্রারম্ভিক পর্যায়েই যে মন শ্রমের পরিকল্পনা নিত (উদাহরণস্বরূপ, আদিম পরিবারের উল্লেখ করা যেতে পারে) সেই মনই পরিকল্পিত শ্রমকে অন্যের দ্বারা সম্পন্ন করিয়ে নিতে পারত। সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সমস্ত কৃতিত্ব আরোপ করা হল মনের উপর, মস্তিষ্কের বিকাশ ও সক্রিয়তার উপর। প্রয়োজন দিয়ে কাজের ব্যাখ্যা না করে (যে করেই হোক প্রয়োজনগুলিই প্রতিফলিত হয়, চেতনা পায় মনের মধ্যে) চিন্তা দিয়ে কাজের ব্যাখ্যা করতে মানুষ অভ্যস্ত হল। এইভাবে কালক্রমে সৃষ্টি হল বিশ্ব সম্পর্কে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে প্রাচীন যুগের শেষ থেকে তাই মানুষের মনকে প্রভাবিত করেছে। আজও এতখানি তার আধিপত্য যে এমন কি ডারউইনপন্থী অতিবস্তুবাদী প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা পর্যন্ত মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে এখনও অক্ষম, কেননা ভাববাদী প্রভাবের আওতায় তাঁরা এ ব্যাপারে শ্রমের ভূমিকাকে দেখেন না।

আগেই বলা হয়েছে যে, মানুষের মতো অতখানি না হলেও পশুরাও তাদের কার্যাবলীর দ্বারা তাদের বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে আর তাদের পরিবেশে সম্পন্ন এই পরিবর্তনগুলি আবার পরিবর্তন-সংঘটনকারীর উপরেও ফের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাদের কিছুটা পরিবর্তিত

অর্থাৎ নির্দিষ্ট বহিঃপ্রেরণার ফলে একান্ত সরলতম হলেও কতকগুলি নির্দিষ্ট গতি-প্রক্রিয়া চালিয়ে থাকে, সেখানেই একটি পরিকল্পিত কর্মধারা ভ্রূণাবস্থায় নিহিত থাকে। স্নায়ু কোষের (nerve cell) কথা দূরে থাক, এমন কি যেখানে কোনো কোষ নেই সেখানেও এরকম প্রতিক্রিয়া চলে। অচেতনভাবে হলেও পতঙ্গভুক্ লতারা যেভাবে তাদের শিকার ধরে তা একদিক থেকে একইরকমভাবে পরিকল্পিত দেখায়। স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের মধ্যে সচেতন ও পরিকল্পিত কাজের ক্ষমতাও আনুপাতিকভাবে বেড়ে চলে এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তা বেশ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছয়। ইংলন্ডে শেয়াল শিকারের সময় সকলেই প্রতিদিন লক্ষ্য করে থাকবেন, কেমন নির্ভুলভাবে শেয়াল তার অনুসরণকারীদের চোখ ফাঁকি দেবার জন্য স্থানটি সম্পর্কে তার চমৎকার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে থাকে, এবং ভূমির যে অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য তার গায়ের গন্ধ হারিয়ে যায় সেটা সে কত ভালোভাবে জানে ও কাজে লাগায়। মানুষের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে আরও উন্নতিপ্রাপ্ত আমাদের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ঠিক শিশুসুলভ বুদ্ধিমাত্রার চালাকি আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করতে পারি। কারণ, মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের পরিণতির ইতিহাস যেমন কীট থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি বছর ধরে আমাদের পশু পূর্বপুরুষদের শারীরিক বিবর্তন ইতিহাসের শুধু এক সংক্ষেপিত পুনরাবৃত্তি, মানবশিশুর মানসিক বিকাশও ঠিক তেমনি এই পূর্বপুরুষদেরই, অন্তত পরবর্তীকালের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের আরও সংক্ষেপিত এক পুনরাবৃত্তি। তবু সমস্ত পশু-প্রাণীর সমস্ত পরিকল্পিত ক্রিয়াতেও পৃথিবীর উপর তাদের ইচ্ছাশক্তির ছাপ এঁকে দিতে পারে নি। তার জন্য দরকার হল মানুষের।

সংক্ষেপে বললে, প্রাণীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতিকে **ব্যবহার করে** এবং কেবলমাত্র নিজের উপস্থিতি দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনে; মানুষ কিন্তু তার পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতিকে তার উদ্দেশ্য-সাধনে লাগায়, প্রকৃতির উপর **প্রভুত্ব করে**। এই হল মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর চূড়ান্ত ও মূলগত পার্থক্য। আর পুনরপি শ্রমই ঘটিয়েছে এই পার্থক্য।*

---

* পাণ্ডুলিপিতে পার্শ্বটীকা: 'Veredlung' (উন্নতিবিধান)। — সম্পাঃ

পারি। বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির ফলে আমরা ক্রমশ এমন একটি অবস্থায় এসে পেঁছিচ্ছি যে, অন্ততপক্ষে আমাদের সাধারণতম উৎপাদনী কার্যাবলীর অধিকতর পরোক্ষ প্রাকৃতিক ফলগুলি জানতে এবং সেইহেতু নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। আর যতই তা ঘটতে থাকবে ততই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা মানুষ শুধু অনুভব নয়, উপলব্ধিও করবে, ততই অসম্ভব হয়ে উঠবে মানস ও বস্তু, মানুষ ও প্রকৃতি, দেহ ও আত্মার মধ্যে বিরোধের অর্থহীন অস্বাভাবিক সেই ধারণা, ইউরোপে যার উদ্ভব হয়েছিল চিরায়ত প্রাচীন যুগের পতনের পর এবং সর্বোচ্চ পরিণতি লাভ করেছিল খ্রীষ্টধর্মে।

উৎপাদন সম্পর্কিত আমাদের কার্যাবলীর অধিকতর পরোক্ষ **প্রাকৃতিক** ফলাফল কিছু পরিমাণ গণনা করা শিখতেই যখন হাজার হাজার বছরের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তখন তার পরোক্ষ **সামাজিক** প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারা তো আরওই দুরূহ। আমরা আলু এবং তার ফলে গ্রন্থিস্ফীতি রোগ প্রসারের উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু শ্রমিকদের শুধু আলু খেয়ে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় টেনে আনার ফলে দেশে দেশে জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার, অথবা আলুমড়কের ফলে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ আয়ারল্যান্ডকে গ্রাস করেছিল, এবং আলু খেয়ে, প্রায় কেবল আলু খেয়েই বাঁচা দশ লক্ষ আইরিশকে কবরে পাঠিয়েছিল এবং আরও বিশ লক্ষ অধিবাসীকে সমুদ্রপারে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল, তার তুলনায় এই গ্রন্থিস্ফীতি রোগ আর কতটুকু? আরবেরা যখন সুরাসার পরিস্রুত করতে শিখল, তখন বুঝতেও পারে নি যে, এই করে তারা তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বিলোপ সাধনের প্রধান একটি অস্ত্র তৈরি করেছিল। তারপর কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করলেন, তিনি জানতেন না যে, তাতে করে যে দাস প্রথা ইউরোপে অনেককাল আগেই রহিত হয়েছে তাকে তিনি নবজীবন দান করছেন ও নিগ্রো-ব্যবসার ভিত্তি স্থাপন করছেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে মানুষগুলি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন সৃষ্টি করবার জন্য পরিশ্রম করছিল তারা ধারণা করতে পারে নি যে, তারা এমন যন্ত্র তৈরি করছে যা সারা পৃথিবীর সামাজিক ব্যবস্থায় আর সবকিছুর তুলনায় বেশি

ব্যক্তি-পংজিপতি উৎপাদন এবং বিনিময় ব্যবস্থার উপর আধিপত্য করে, তারা তাদের কার্যাবলীর শুধুমাত্র প্রত্যক্ষতম উপযোগী ফলাফল নিয়েই ভাবিত হতে সক্ষম। বস্তুত, সে উপযোগী ফল বলতে উৎপাদিত ও বিনিময়-কৃত দ্রব্যটির উপযোগিতার প্রশ্ন যা আসে তা পর্যন্ত এখন একেবারে পেছনে পড়ে যায়, এবং একমাত্র প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিক্রয়জনিত মুনাফা।

* * *

উৎপাদন এবং বিনিময়ের সঙ্গে জড়িত মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ-প্রত্যাশিত সামাজিক ফলাফল নিয়েই বুর্জোয়াদের সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থাৎ চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বেশি মাথা ঘামায়। এ শাস্ত্র যে সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বগত অভিব্যক্তি তার সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ খাপ খায়। ব্যক্তি-পংজিপতিরা যেহেতু আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং বিনিময়ে আত্মনিয়োগ করে, তাই সর্বাগ্রে তার নিকটতম ও আশুতম ফলাফলই হিসেবে নিতে পারে তারা। ব্যক্তি-শিল্পোৎপাদক অথবা বণিক যতক্ষণ তার শিল্পোৎপন্ন বা ক্রীত পণ্যটি স্বাভাবিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারছে ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট, পরে সেই পণ্য অথবা ক্রেতার কী ঘটল তা নিয়ে তার ভাবনা নেই। এই একই ক্রিয়ার প্রাকৃতিক ফলাফল সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। অতি লাভজনক কফি গাছের শুধু **একটি** আবাদের জন্য কিউবার স্পেনীয় বাগিচা-মালিকেরা যখন পর্বতের বুকের অরণ্য ভস্মীভূত করে ছাই থেকে সার জোগাড় করেছিল, তখন গ্রীষ্মমন্ডলের ভীষণ বারিপাতে অধুনা অরক্ষিত মাটির উপরকার স্তর ভেসে গিয়ে কেবল নগ্ন শিলাস্তর পড়ে থাকবে কিনা এ নিয়ে তাদের কীই বা মাথা ব্যথা! যেমন প্রকৃতি তেমনি সমাজের দিক থেকে বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধানত শুধু প্রথম ফলাফল নিয়েই ভাবিত। অথচ এই দেখেও লোকে অবাক হয় যে, এই উদ্দেশ্যে চালিত কার্যাবলীর সুদূরতর ফলাফল একেবারে ভিন্নতর এবং এমন কি একেবারেই উল্টো ধরনের হচ্ছে; প্রতি দশ বছরের শিল্পচক্রে যা দেখা যায় এবং 'বিপর্যয়ে' (৪৯) জার্মানি পর্যন্ত যার কিছুটা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা পেয়েছে, সেই জোগান ও চাহিদার সামঞ্জস্য পরিণত

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের এবং তার ফলে আমাদের যুগের সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দিয়ে যান। মার্কসের জন্ম হয় ১৮১৮ সালে ট্রিভস শহরে। তিনি বন এবং বার্লিনে পড়াশোনা করেন। গোড়ায় তিনি আইন পড়তে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৪২ সালে তিনি যখন দর্শনের সহকারী অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছেন এমন সময়ে তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের মৃত্যুকাল থেকে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় তা তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে দিল। মার্কসের সহযোগিতায় কাম্প্‌হাউজেন, হান্‌জেমান প্রভৃতি রেনিশ উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতারা কলোন শহরে *Rheinische Zeitung* (৫০) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪২ সালের শরৎকালে মার্কসকে এই পত্রিকার প্রধান পদ দেন— রেনিশ প্রাদেশিক সভার কার্যাবলী সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ইতিমধ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য *Rheinische Zeitung* সেন্সরাধীন অবস্থায় প্রকাশিত হত, কিন্তু সেন্সর এ পত্রিকাকে সামলে উঠতে পারত না।* প্রায় সবক্ষেত্রেই *Rheinische Zeitung* প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলি বের করে দিত; প্রথমদিকে সেন্সরকে আজেবাজে সব মালমশলা যোগানো হত বাতিল

---

* *Rheinische Zeitung*-এর প্রথম সেন্সর ছিলেন পুলিস কাউন্সিলার ডোলেশাল। এই লোকটিই *Kölnische Zeitung*-এ (৫১) দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র **ফিলালেথেস** কৃত (পরে সাক্‌সনির রাজা ইয়োহান) অনুবাদের বিজ্ঞাপন কেটে দিয়ে লিখেছিলেন, 'দৈব ব্যাপার নিয়ে প্রহসন (comedy) করা উচিত নয়।' (এঙ্গেলসের টীকা।)

প্রকাশ করলেন 'দর্শনের দারিদ্র্য', আর ১৮৪৮ সালে 'অবাধ বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা'। এরই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাসেল্‌সে জার্মান শ্রমিকদের সমিতি (৫৪) গড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে মার্কস ব্যবহারিক আন্দোলন শুরু করে দিলেন। ১৮৪৭ সালে যখন মার্কস এবং তাঁর রাজনৈতিক বন্ধুরা গুপ্ত কমিউনিস্ট লীগে ঢুকলেন তখন তাঁর কাছে এই আন্দোলন চালানোর গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। কমিউনিস্ট লীগ কয়েক বছর আগে থেকেই বর্তমান ছিল। এবার তার পুরো কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটল। এই সমিতিটি এতদিন ছিল মোটামুটিভাবে ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন, এবার তার রূপান্তর ঘটিয়ে পরিণত করা হল কমিউনিস্ট প্রচারের সাধারণ সংগঠনে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির **প্রথম** সংগঠনে। সেটা যে গুপ্ত সংগঠন হিসেবেই রইল তা নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে। যেখানেই জার্মান শ্রমিকদের ইউনিয়নের খোঁজ মিলত সেখানেই লীগ ছিল। ইংলন্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের প্রায় সব ইউনিয়নের এবং জার্মানির বহু ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা লীগের সদস্য ছিলেন এবং উদীয়মান জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে লীগের ভূমিকা ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, আমাদের লীগই প্রথম সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের উপর জোর দেয় আর তা কাজে রূপায়িত করে,—এ লীগে ইংরেজ, বেলজিয়ান, হাঙ্গেরীয়, পোলীয় প্রভৃতি নানা দেশের সদস্য ছিল আর এ লীগ, বিশেষত লন্ডনে, নানা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভার আয়োজন করেছিল।

১৮৪৭ সালে অনুষ্ঠিত দুটি কংগ্রেসে লীগের রূপান্তর সাধিত হয়। এই কংগ্রেসের দ্বিতীয়টিতে স্থির হয় যে, পার্টি কর্মসূচির মূলনীতি সংরচিত ও প্রকাশিত হবে ইশতেহার রূপে। মার্কস ও এঙ্গেলস তা রচনা করবেন। এইভাবেই 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের'* সৃষ্টি হল। ১৮৪৮ সালে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্প কিছুদিন আগে এই 'ইশতেহার' প্রথম প্রকাশিত হয় (৫৫) আর তারপর থেকে ইউরোপের প্রায় সব ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে।

Deutsche-Brüsseler-Zeitung (৫৬) ক্ষমাহীনভাবে পিতৃভূমির পুলিসী শাসন-ব্যবস্থার সুফলের স্বরূপ খুলে ধরত। মার্কসও এই কাগজে

* এই সংস্করণের ১ খণ্ডের ১২৮-১৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

শরৎকালে কলোনের সামরিক আইনে বৃথাই এ কাগজকে দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখা হল। মামলা দায়ের করার দাবিতে ফ্রাঙ্কফুর্টের রাইখ মন্ত্রিসভার বিচারমন্ত্রিদপ্তর বৃথাই এর প্রবন্ধের পর প্রবন্ধকে অভিযুক্ত করে পাঠাতে থাকল কলোনের সরকারী অভিশংসকের কাছে। পুলিসের চোখের সামনেই শান্তভাবে কাগজটি সম্পাদিত ও মুদ্রিত হতে থাকল। আর সরকার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর এর আক্রমণের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজের প্রচার আর নামও বাড়তে থাকল। ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রুশীয় কুদেতার পর *Neue Rheinische Zeitung* প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে জনসাধারণকে আহ্বান জানাল তারা যেন কর না দেয় আর বলপ্রয়োগেই যেন জবাব দেয় বলপ্রয়োগের। এর জন্য এবং আরেকটি প্রবন্ধের জন্য ১৮৪৯ সালের বসন্তকালে কাগজের কর্তৃপক্ষকে জুরীর সামনে হাজির করা হয়। কিন্তু দু-দফায়ই তাঁরা নিরাপরাধ বলে প্রমাণিত হন। শেষ পর্যন্ত ড্রেসডেন ও রাইন প্রদেশে ১৮৪৯ সালের মে অভ্যুত্থান (৬০) যখন দমিত হল এবং বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ও কেন্দ্রীভূত করে বাডেন-পালাটিনেট অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রুশীয় অভিযানের উদ্বোধন হল তখন সরকার মনে করল যে জোর করে *Neue Rheinische Zeitung* বন্ধ করে দেওয়ার মতো শক্তি তাদের আছে। লাল কালিতে ছাপা কাগজটির শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৯ মে।

মার্কস আবার প্যারিসে গেলেন। কিন্তু ১৮৪৯ সালের ১৩ জুনের মিছিলের (৬১) মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই ফরাসী সরকার তাঁকে জানাল যে হয় তাঁকে ব্রিতানিতে গিয়ে বসবাস করতে হবে নয় তো ফ্রান্স ছাড়তে হবে। মার্কস দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়ে লন্ডনে চলে এলেন। তারপর থেকে তিনি একটানাভাবে সেখানেই থেকেছেন।

প্রতিক্রিয়ার হিংস্রতা অনবরত বাড়তে থাকায় সমালোচনা পত্রের আকারে *Neue Rheinische Zeitung* প্রকাশ করে যাওয়ার চেষ্টা (হাম্‌বুর্গে, ১৮৫০ সালে) (৬২) কিছুদিন পরে ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সে কুদেতার (৬৩) ঠিক পরই মার্কস 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'* প্রকাশ করলেন (নিউ ইয়র্ক, ১৮৫২; দ্বিতীয় সংস্করণ — হাম্‌বুর্গ, ১৮৬৯, যুদ্ধের অল্পদিন আগে)। ১৮৫৩ সালে তিনি

* এই সংস্করণের ৪ খণ্ডের ৭-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

প্রমাণিত হয়। ১৮৭০ সালে টুইলেরিসে (৬৯) বোনাপার্টের ভাড়াটে পেটোয়াদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর সরকার (৭০) সেটি প্রকাশ করে দেয়। সেই তালিকায় 'ফ' অক্ষরটির নীচে এই কথা লেখা ছিল: 'ফগ্‌ট — ১৮৫৯ সালের আগস্টে প্রেরিত... ৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক'।

শেষ পর্যন্ত ১৮৬৭ সালে হাম্‌বুর্গে বেরোল মার্কসের প্রধান রচনা 'পুঁজি। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ, প্রথম খণ্ড'। এতে মার্কসের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার ভিত্তি ব্যাখ্যা করা হয় এবং তদানীন্তন সমাজ, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার মূলকথা প্রকাশিত হয়। এই যুগান্তকারী রচনার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোল ১৮৭২ সালে। এখন গ্রন্থকার এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন এতখানি শক্তি পুনরর্জন করেছে যে, মার্কসের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল তাঁর দীর্ঘবাঞ্ছিত একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা ভাবা: ইউরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিকে নিয়ে এমন একটি শ্রমিক সমিতি গড়া যেটি শ্রমিকদের নিজেদের কাছে ও বুর্জোয়া শ্রেণী ও সরকার উভয়ের কাছেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রটি বলা যেতে পারে মূর্তকায়ায় তুলে ধরবে — যাতে প্রলেতারিয়েতের উৎসাহ ও শক্তি বাড়ে, তার শত্রুদের প্রাণে ভীতি সঞ্চার হয়। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন হলে পোল্যাণ্ডের সমর্থনে এক জনসভা হল — ঠিক তখন রাশিয়া আবার পোল্যাণ্ডকে দখল করেছে (৭১)। এই সভায় কথাটা তোলার সুযোগ পাওয়া যায় ও তার সোৎসাহ সমর্থন মেলে। **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি** প্রতিষ্ঠিত হল। এই সভায় একটি অস্থায়ী সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত হয় যার কার্যালয় থাকবে লণ্ডনে। এই পরিষদের, এবং হেগ কংগ্রেস (৭২) পর্যন্ত পরবর্তী সমস্ত পরিষদের প্রাণ ছিলেন মার্কস। ১৮৬৪ সালে 'উদ্বোধনী ভাষণ' থেকে শুরু করে ১৮৭১ সালে 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ভাষণ' পর্যন্ত* আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ যা দলিল প্রচার করে তার প্রায়

* এই সংস্করণের ৫ খণ্ডের ৭-১৭ পৃঃ, ৭ খণ্ডের ৩৯-৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।— সম্পাঃ

সব দেশের প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের একাত্মতা ও সংহতি সম্পর্কে যে সচেতনতা আন্তর্জাতিক জাগিয়ে তুলেছে তা বাহ্যিক আন্তর্জাতিক সমিতির বন্ধন ছাড়াও অভিব্যক্ত হতে পারে। তখনকার মতো এ বন্ধন শৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত হেগ কংগ্রেসের পরে মার্কস আবার তাঁর তাত্ত্বিক কাজ ফের শুরু করার মতো শান্তি ও অবসর খুঁজে পেয়েছেন। আশা করা যায় যে, কিছু দিনের মধ্যেই তিনি 'পুঁজির' দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাখানায় পাঠাতে পারবেন।

মার্কস যেসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম উৎকীর্ণ করেছেন তার মাত্র দুটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি।

প্রথম হল বিশ্বের ইতিহাসের সমগ্র ধারণায় তিনি যে বিপ্লব এনেছেন সেটি। আগে ইতিহাস সম্পর্কে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিরই ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে, মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার মধ্যেই সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মূল কারণ খুঁজতে হবে, এবং সব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন, সমগ্র ইতিহাসের উপর তারই প্রাধান্য। কিন্তু মানুষের মনে ধারণা আসে কোথা থেকে এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের চালক-হেতু যে কী সে প্রশ্ন তোলা হয় নি। শুধুমাত্র ফরাসী আর আংশিকভাবে ইংরেজ ঐতিহাসিকের নতুন গোষ্ঠীই এ প্রত্যয়ে বাধ্য হয়েছিল যে, অন্ততঃপক্ষে মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের ইতিহাসের চালিকাশক্তি ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম। এখন মার্কস প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিগত সব ইতিহাস হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, বহুবিধ ও জটিল সব রাজনৈতিক সংগ্রামের একমাত্র প্রশ্ন ছিল সামাজিক শ্রেণীগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসনের প্রশ্ন, পুরনো শ্রেণীগুলির ক্ষমতা বজায় রাখা ও উদীয়মান নতুন শ্রেণীগুলির ক্ষমতা জয়ের প্রশ্ন। কিন্তু এই শ্রেণীগুলির সৃষ্টি এবং ক্রমাগত অস্তিত্বের হেতু কী? কোনো বিশেষ যুগে যে নির্দিষ্ট বৈষয়িক এবং বস্তুগতভাবে বোধগম্য অবস্থার মধ্যে সমাজের প্রাণধারণের উপকরণ উৎপাদন ও বিনিময় করা হয়, সেইটাই তার হেতু। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক

যায় জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে এবং তদ্দ্বারা নির্ধারিত সেই পর্বের **সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক** দিয়ে। এই প্রথম ইতিহাস তার সত্যিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। আধিপত্যের জন্য লড়বার আগে, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি চর্চা করার আগে মানুষের সর্বাগ্রে চাই খাদ্য, পানীয়, চাই আশ্রয় ও পরিচ্ছদ, সুতরাং তাকে **কাজ করতে** হবে, এই যে জলজ্যান্ত সত্যটি এতদিন পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে, এই সত্য অবশেষে তার ঐতিহাসিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ইতিহাসের এই নতুন বোধের তাৎপর্য খুবই বেশি। তা দেখিয়ে দিল যে, আগেকার সব ইতিহাস শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়েছে, চিরকালই শাসক ও শাসিত শ্রেণী, শোষক ও শোষিত শ্রেণী থেকেছে আর বরাবরই মানবসমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দণ্ডিত থেকেছে হাড়ভাঙ্গা মেহনত ও নগণ্য উপভোগের নির্বন্ধে। এর কারণ কী? কারণ নিতান্তই এই যে, মানবজাতির বিকাশের আগেকার সব স্তরে উৎপাদন এতই অনুন্নত ছিল যে, একমাত্র এই বিরোধব্যঞ্জক রূপেই ঐতিহাসিক বিকাশ চলতে পারত, আর সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক প্রগতির ভার থাকত এক ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী সংখ্যালঘুর ক্রিয়াকলাপের ওপর আর বিপুল জনগণের নির্বন্ধ ছিল স্বীয় মেহনতে নিজেদের দীনহীন জীবনোপকরণের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাভোগীদের ক্রমসমৃদ্ধ ঐশ্বর্য উৎপন্ন করা। পূর্বতন যেসব শ্রেণী-শাসনের ব্যাখ্যা অন্যথায় কেবল মানুষের অসাধুতা দিয়েই করতে হয় এইভাবে তার স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া ছাড়াও ইতিহাসের এই অনুসন্ধানের ফলে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এ যুগের উৎপাদন-শক্তিসমূহ এত বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছে যে, অন্ততপক্ষে সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে, মানবসমাজকে শাসক ও শাসিত হিসেবে, শোষক ও শোষিত হিসেবে বিভক্ত করে রাখার শেষ অজুহাতটিও আর থাকে না, স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, শাসক বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পূরণ করেছে, সমাজের নেতৃত্বের ক্ষমতা তার আর নেই, উৎপাদনের বিকাশের পথে সে বরং বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাণিজ্য সংকট, বিশেষত গত বিরাট বিপর্যয় (৭৩) এবং সবদেশে শিল্পের মন্দা সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে যে, ঐতিহাসিক নেতৃত্ব চলে এসেছে প্রলেতারিয়েতের হাতে, সমাজে এ শ্রেণীর

রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণধারণের উপকরণের মধ্যে কতখানি শ্রম নিহিত রয়েছে তাই দিয়ে। ধরে নেওয়া যাক যে, একজন শ্রমিকের একদিনের প্রাণধারণের উপকরণ উৎপাদনে ছয় ঘণ্টা শ্রম লাগে, অর্থাৎ কিনা তাতে নিহিত শ্রমের পরিমাণ হল ছয় ঘণ্টা পরিমাণ শ্রম। তাহলে একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য প্রকাশ করা যাবে টাকার এমন এক অঙ্ক দিয়ে যার মধ্যে ছয় ঘণ্টা শ্রম রয়েছে। ধরে নেওয়া যাক, যে পুঁজিপতি আমাদের শ্রমিকটিকে নিয়োগ করেছে সে শ্রমিককে ঐ টাকাটা দিল, সুতরাং শ্রমিকের শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য সে দিল। শ্রমিক যদি এখন পুঁজিপতির জন্য দিনের ছয় ঘণ্টা কাজ করে দেয় তাহলে সে পুঁজিপতির লগ্নিটা পুরোপুরি পুষিয়ে দেবে — ছয় ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে ছয় ঘণ্টা শ্রম। কিন্তু তাহলে পুঁজিপতির আর কিছু থাকে না। তাই সে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখে। সে বলে, 'আমি এই শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনেছি শুধু ছয় ঘণ্টার জন্য নয়, পুরো দিনের জন্য।' তাই সে অবস্থা অনুযায়ী শ্রমিককে ৮, ১০, ১২, ১৪ বা আরও বেশি ঘণ্টা খাটায়। ফলে সপ্তম, অষ্টম ও তার পরের ঘণ্টাগুলির উৎপন্ন দ্রব্য হল অবৈতনিক শ্রমের উৎপন্ন আর তা গোড়ায় চলে যায় পুঁজিপতির পকেটে। তাই পুঁজিপতি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক যেটুকুর দাম পেয়েছে কেবল সেই শ্রমশক্তির মূল্যই পুনরুৎপাদন করে না, উপরন্তু **উদ্বৃত্ত মূল্যও** উৎপাদন করে যেটা প্রথমে পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে আর তারপরে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়ম অনুযায়ী সমগ্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায় ও সেই মূল তহবিলটি গড়ে তোলে যা থেকে আসে ভূমি-খাজনা, মুনাফা, পুঁজি সঞ্চয়, সংক্ষেপে অমেহনতী শ্রেণীগুলি যা ভোগ বা সঞ্চয় করে তেমন সমস্ত সম্পদ। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় যে, আজকের দিনের পুঁজিপতিদের ধনসংগ্রহের পথ হল ঠিক দাস-মালিকদের অথবা ভূমিদাস-শোষক সামন্ত প্রভুদের মতোই অন্যের অবৈতনিক শ্রম আত্মসাৎ করা এবং শোষণের এইসব বিভিন্ন রূপের পার্থক্য হল কেবল অবৈতনিক শ্রম আত্মসাৎ করার পদ্ধতি ও ধরনে। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় অধিকার ও ন্যায়, অধিকার ও কর্তব্যের সাম্য এবং স্বার্থের সাধারণ সামঞ্জস্য বর্তমান, মালিক শ্রেণীগুলির এইসব ভণ্ড বুলির শেষ যুক্তিও কিন্তু এতে দূর হয়ে গেল এবং আগের সব সমাজের মতো বর্তমানের বুর্জোয়া সমাজও এক ক্ষুদ্র, ক্রমহ্রাসমান সংখ্যালঘু অংশ দিয়ে

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

আ. বেবেল, ভ. লিবক্নেখ্‌ট, ভ. ব্রাকে সমীপে মার্কস ও এঙ্গেলস (৭৪)
('সার্কুলার পত্র')

অংশ

৩। জুরিখ-ত্রয়ীর ইশতেহার

ইতিমধ্যে হ্যেখবের্গের *Jahrbuch* (৭৫) আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তাতে 'পশ্চাৎপ্রেক্ষিতে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধটি রয়েছে। হ্যেখবের্গ নিজে আমাকে বলেছেন প্রবন্ধটি জুরিখ কমিশনের তিনজন সদস্যেরই* লেখা। তাই এটা হল তাঁদের এযাবৎকার আন্দোলনের প্রামাণ্য সমালোচনা এবং ঐসঙ্গে তাঁদের নিজেদের উপর যতখানি নির্ভর করে সেই পরিমাণে নতুন মুখপত্রের (৭৬) কর্মপন্থার প্রামাণ্য কর্মসূচিও বটে।

একেবারে শুরুতেই রয়েছে:

'যে আন্দোলনকে লাসাল প্রধানত রাজনৈতিক বলে মনে করতেন, যাতে যোগদানের জন্য শুধু শ্রমিকদের নয়, সমস্ত সৎ গণতন্ত্রীদেরও তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং যার নেতৃত্বে থাকার কথা ছিল বিজ্ঞানের স্বাধীন প্রতিনিধিদের ও **প্রকৃত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকেদের**, সেই আন্দোলন ইয়োহান বাপ্টিস্ট শ্‌ভাইট্‌সারের নেতৃত্বে সংকুচিত হয়ে **শিল্প-শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থের একপেশে সংগ্রামে পরিণত হয়।**'

একথা ইতিহাসের দিক থেকে সঠিক কিনা অথবা কতখানি সঠিক সে বিচার আমি করব না। শ্‌ভাইট্‌সারকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে এইজন্য যে, এখানে যাকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক-মানবপ্রেমিক আন্দোলন বলে ধরা হয়েছে, সেই লাসালবাদকে তিনি শিল্প-শ্রমিকদের স্বার্থে একপেশে সংগ্রামে **সংকুচিত করেছেন**, যেখানে আসলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শিল্প-শ্রমিকদের

---

* হ্যেখবের্গ, বার্নস্টাইন ও শ্রাম। — সম্পাঃ

ইস্তফা দিতে হবে। যদি এ কাজ তাঁরা না করেন, তাহলে তাতে করে তাঁরা স্বীকার করে নেবেন যে, পার্টির প্রলেতারীয় চরিত্রের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা তাঁদের পদাধিকারের সুযোগ নিতে চান। অতএব পার্টি যদি তাঁদের পদে অধিষ্ঠিত রাখে, তবে সে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, এই ভদ্রলোকদের মত অনুযায়ী, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিকে একপেশে শ্রমিকদের পার্টি হলে চলবে **না,** তাকে 'প্রকৃত মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত লোকেদের' সবপেশে পার্টি হতে হবে। সর্বোপরি প্রলেতারীয় অমার্জিত আবেগকে সরিয়ে ফেলে এবং 'সুরুচি চর্চা' ও 'সদাচার শেখার' জন্য নিজেকে শিক্ষিত, মানবপ্রেমিক বুর্জোয়াদের পরিচালনাধীনে এনে তাকে এর প্রমাণ দিতে হবে (পৃঃ ৮৫)। তখন কিছু নেতার 'অশোভন আচরণের' পরিবর্তে আসবে একান্ত ভদ্র 'বুর্জোয়া আচরণ'। (যেন এ নয় যে, এখানে যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের নিন্দা করার দিক থেকে বাহ্যিক অশোভন আচরণটা সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার!)। তাহলে এসে যাবে

'শিক্ষিত ও সম্পত্তিবান শ্রেণীর মহল থেকেও **অসংখ্য অনুগামী**। কিন্তু আন্দোলনকে যদি **সুস্পষ্ট সাফল্য** লাভ করতে হয়, তাহলে... আগে **এঁদেরই** পক্ষে টেনে আনতে হবে।' জার্মান সমাজতন্ত্র **'জনসাধারণকে** টেনে আনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং করতে গিয়ে সমাজের তথাকথিত উঁচু মহলে জোরালো' (!) 'প্রচারকার্যে অবহেলা করেছে।' কারণ 'রাইখস্টাগে প্রতিনিধিত্ব করার মতো লোক এখনও পার্টির নেই।' তবে 'সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্পর্কে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল করার সময় ও সুযোগ আছে এমন লোকেদের উপরই ম্যান্ডেট অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়, এমন কি প্রয়োজন। সাধারণ শ্রমিক বা ছোটো কারিগরের পক্ষে... এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অবসর মেলে কেবল অতি বিরল ও ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে।'

অতএব, বুর্জোয়াদের নির্বাচিত কর!

সংক্ষেপে: নিজের জোরে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর নেই। এর জন্য তাকে 'শিক্ষিত ও সম্পত্তিবান' বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন হতে হবে, কিসে শ্রমিকদের কল্যাণ হয় সে-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার মতো 'সময় ও সুযোগ' কেবলমাত্র তাদেরই 'আছে'। দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই লড়াই করা চলবে না, বরং জোরালো প্রচারকার্যের দ্বারা তাদের **পক্ষে টেনে আনতে** হবে।

বুর্জোয়াদের মনে যাতে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা না থাকে, তজ্জন্য তাদের কাছে স্পষ্টভাবে এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, লাল জুজু সত্যিই জুজু মাত্র, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে অনিবার্য জীবনমরণ সংগ্রামের যে আতঙ্ক বুর্জোয়ার রয়েছে সেই আতঙ্ক ছাড়া এই লাল জুজু বস্তুটির রহস্য আর কী, আধুনিক শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতির আতঙ্ক ছাড়া আর কী? উঠিয়ে দাও শ্রেণী-সংগ্রাম, তাহলে বুর্জোয়া ও 'সমস্ত স্বাধীন লোক' 'প্রলেতারীয়দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যেতে আর ভয় পাবে না'! তবে ঠকবে ঠিক ঐ প্রলেতারীয়রা।

অতএব, দীনতা ও হীনতা দ্বারা পার্টি প্রমাণ দিক যে, সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন প্রবর্তিত হয়েছে যে 'অবিমৃশ্যকারিতা ও অনাচারকে' উপলক্ষ করে, তাকে সে চিরদিনের মতো বর্জন করেছে। স্বেচ্ছায় সে যদি প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এই আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই সে কাজ করতে চায়, তখন নিশ্চয়ই বিসমার্ক ও বুর্জোয়ারা দয়া করে আইনটি তুলে নেবেন, কারণ আইনটি তখন হবে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যমাত্র!

'আমাদের কেউ যেন ভুল না বোঝেন', 'আমাদের পার্টি ও আমাদের কর্মসূচি' আমরা 'পরিত্যাগ করতে' চাই না, 'তবে একথা আমরা মনে করি যে, অধিকতর দূরপ্রসারী আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার কথা চিন্তা করার আগে যে কয়েকটি আশু সম্ভাব্য লক্ষ্য আমাদের যে কোনো ক্ষেত্রেই লাভ করতেই হবে, সেইগুলির উপর যদি আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা নিয়োগ করি, তাহলে এখন থেকে বহুবছর পর্যন্ত আমাদের হাতে যথেষ্ট কাজ থাকবে।'

'অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী দাবিগুলি দেখে... বর্তমানে ভয় পেয়ে দূরে রয়েছে' যেসব বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিক, তারা তখন দলে দলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

কর্মসূচি **বর্জন করা** হবে না, **স্থগিত রাখা** হবে মাত্র... অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এই কর্মসূচিকে গ্রহণ করা হচ্ছে, সত্যিই তো আর নিজের জন্য নয়, নিজের জীবদ্দশার জন্য নয়, মৃত্যুপরবর্তীকালের জন্য, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে হস্তান্তরিত উত্তরাধিকাররূপে। ইতিমধ্যে 'সমগ্র শক্তি ও ক্ষমতা' নিয়োগ করতে হবে যতসব তুচ্ছ বাজে ব্যাপারে এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে জোড়াতালি দেওয়ার কাজে, যাতে অন্তত একটা কিছু ঘটছে বলে মনে হয়, অথচ বুর্জোয়াও

দীনহীন নতিস্বীকার এবং শাস্তি ন্যায্য হয়েছে বলে কবুলতি। ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যক সমস্ত সংঘর্ষগুলিকে ভুল বোঝাবুঝি বলে ব্যাখ্যাদান এবং আসল ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত, এই আশ্বাস দিয়ে সমস্ত আলোচনার পরিসমাপ্তি। ১৮৪৮ সালে যাঁরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বলে নিজেদের প্রচার করেছিলেন, আজ তাঁরা অনায়াসেই নিজেদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাট বলে ঘোষণা করতে পারেন: প্রথমোক্তদের কাছে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যেমন দুর্লভ সুদূরের বস্তু ছিল, শেষোক্তদের কাছে পুঁজিবাদের উচ্ছেদও ঠিক তেমনই, অতএব, বর্তমান রাজনীতিতে তার মোটেই কোনো গুরুত্ব নেই, যত খুশি আপোস, মীমাংসা ও জনহিতৈষা চালানো যায়। প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার। এই সংগ্রামকে কাগজপত্রে স্বীকার করা হচ্ছে, কারণ এর অস্তিত্ব আর অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একে চেপে যাওয়া হচ্ছে, জোলো করে দেওয়া হচ্ছে, পাতলা করে দেওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হওয়া **চলবে না**, বুর্জোয়াদের অথবা অন্য কারও ঘৃণা অর্জন করা তার চলবে না; তার কাজ হবে সর্বোপরি বুর্জোয়াদের মধ্যে জোরালো প্রচার চালানো। যে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি দেখে বুর্জোয়ারা ভয় পায় এবং যেগুলি হাজার হোক আমাদের জীবদ্দশায় তো আর লাভ করা যাবে না, সেগুলির উপর জোর না দিয়ে বরং জোর দেওয়া উচিত পেটি-বুর্জোয়া জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারের উপর, যা পুরাতন সমাজব্যবস্থার পেছনে নতুন ঠেকা দিয়ে হয়তো অন্তিম চূড়ান্ত বিপর্যয়কে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ অবলুপ্তির পদ্ধতিতে পরিণত করতে পারবে। এঁরা হলেন ঠিক সেই সব লোক যাঁরা কাজের তাড়ায় ডুবে থাকার ভাব দেখিয়ে শুধু নিজেরাই যে কিছু করছেন না তাই নয়, বাগাড়ম্বর ছাড়া আদৌ আর কিছু ঘটতে না দেবার জন্য চেষ্টিত; সেই একই লোক যে কোনো প্রকার সংগ্রামেই যাঁদের ভয়, ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালের আন্দোলনকে যাঁরা প্রতিপদে বাধা দেন ও শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটান; সেই একই লোক যাঁরা কখনো প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে দেখতে পান না এবং পরে হতচকিত হয়ে আবিষ্কার করেন যে, শেষ পর্যন্ত নিজেরাই এমন এক অন্ধ গলিতে আটকা পড়েছেন যেখান থেকে প্রতিরোধও সম্ভব নয়, পলায়নও সম্ভব নয়; সেই একই লোক যাঁরা নিজেদের

ততগুলিই মতবাদ। একটি ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা সৃষ্টির পরিবর্তে তাঁরা শুধু উৎকট বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা প্রায় একান্তভাবে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই। যেসব শিক্ষাদাতার প্রথম নীতি হচ্ছে, তাঁরা নিজে যা শেখেন নি তাই শেখানো, তাঁদের বাদ দিয়ে পার্টি ভালোই চলতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যদি অন্যান্য শ্রেণী থেকে এই ধরনের লোক প্রলেতারীয় আন্দোলনে যোগদান করেন, তবে তার প্রথম শর্ত হবে এই যে, বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া ইত্যাদি কুসংস্কারের অবশেষ তাঁরা সঙ্গে করে আনতে পারবেন না এবং মনে-প্রাণে তাঁদের প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু, দেখা গেল যে, এই ভদ্রলোকেরা বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জার্মানির মতো পেটি-বুর্জোয়া দেশে এই ভাবধারাগুলির নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু সে কেবল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির **বাইরে।** নিজেদের নিয়ে একটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পেটি-বুর্জোয়া পার্টি গঠন করার সম্পূর্ণ অধিকার এই ভদ্রলোকদের আছে। তখন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে, অবস্থা অনুযায়ী জোট গঠন করাও যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে এঁরা হলেন ভেজাল বস্তু। যদি আপাতত তাঁদের বরদাস্ত করার কোনো কারণ থাকে, তবে কর্তব্য **শুধু** বরদাস্তই করা, পার্টি-নেতৃত্বে তাঁদের কোনো প্রভাব থাকতে না দেওয়া এবং অবহিত থাকা যে, একসময় তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবধারিত। তাছাড়া, সেই সময় মনে হয় এসে গেছে। এই প্রবন্ধের লেখকদের পার্টির অভ্যন্তরে থাকা পার্টি এখনও কী ভাবে সহ্য করে যেতে পারে সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু পার্টি-নেতৃত্বও যদি কমবেশি এই ধরনের লোকের হাতে পড়ে, তাহলে পার্টি সোজাসুজি নপুংসক হয়ে যাবে, তার প্রলেতারীয় পৌরুষ একেবারেই যাবে।

আমাদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের সমগ্র অতীত বিবেচনা করে আমাদের সম্মুখে একটি পথই খোলা রয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা এই বিষয়ে জোর দিয়ে আসছি যে, শ্রেণী-সংগ্রামই ইতিহাসের আশু চালিকাশক্তি এবং বিশেষ করে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রাম আধুনিক সমাজবিপ্লবের বিশাল চালক-দণ্ডস্বরূপ। অতএব, যাঁরা আন্দোলন থেকে এই শ্রেণী-সংগ্রামকে বর্জন করতে চান তাঁদের সঙ্গে

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

চিঠিপত্র

লণ্ডনে প. ল. লাভরোভ সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১২-১৭ নভেম্বর, ১৮৭৫

১) ডারউইনীয় মতবাদের **বিবর্তন তত্ত্ব** আমি স্বীকার করি, কিন্তু ডারউইনের প্রমাণের পদ্ধতিকে (জীবনের জন্য সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন) আমি নবাবিষ্কৃত এক তথ্যের শুধু প্রথম, অস্থায়ী, ত্রুটিপূর্ণ অভিব্যক্তি বলে মনে করি। যাঁরা এখন সর্বত্র অস্তিত্বের জন্য **সংগ্রাম** দেখতে পান ঠিক সেই ব্যক্তিরাই (ফগ্‌ট, ব্যুখনার, মলেশট প্রমুখ) ডারউইনের আগে পর্যন্ত জৈব প্রকৃতিতে **সহযোগিতার** উপরেই জোর দিতেন, জোর দিতেন এই ঘটনার উপরে যে, উদ্ভিদ-জগৎ প্রাণী-জগৎকে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে এবং বিপরীত দিকে প্রাণী-জগৎ উদ্ভিদকে সরবরাহ করে কারবনিক অ্যাসিড ও সার, এর উপরে বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন লিবিখ। দুটি মতই নির্দিষ্ট কিছু সীমার মধ্যে যৌক্তিক, কিন্তু একটি অপরটির মতোই একপেশে ও সংকীর্ণ-মনস্ক। প্রকৃতিতে বিভিন্ন পদার্থের — জড় তথা চেতন — পরস্পর-ক্রিয়ার মধ্যে আছে একাধারে সঙ্গতি ও সংঘর্ষ, সংগ্রাম ও সহযোগিতা। সুতরাং যখন কোনো স্বঘোষিত প্রকৃতিবিজ্ঞানী সমস্ত সম্পদ ও বৈচিত্র্য সহ সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' — এই একপেশে ও সামান্য উক্তিতে পর্যবসিত করার স্বাধীনতা নেন, — যে উক্তি এমন কি প্রকৃতির ক্ষেত্রেও কিছুটা cum grano salis* স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে — তখন সেই পদ্ধতির মধ্যে বাস্তবিকই তার নিজস্ব দণ্ড থাকে।

২) যে তিনজন 'নিঃসংশয় ডারউইনপন্থীর'** কথা আপনি উল্লেখ

---

* আক্ষরিকভাবে: একটুখানি লবণ সহ; আলঙ্কারিকভাবে: নির্দিষ্ট শর্তে, বা কিছুটা সংশয় নিয়ে। — সম্পাঃ

** উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যেকার কথাগুলি লাভরোভের প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

তত্ত্বগুলিকেই আবার স্থানান্তরিত করে ফিরিয়ে আনা হয় জৈব প্রকৃতি থেকে ইতিহাসের মধ্যে, তারপর এখন দাবি করা হচ্ছে যে মানবসমাজের চিরন্তন নিয়ম হিসেবে এগুলির বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। এই পদ্ধতির বালখিল্যতা এতই স্বপ্রকাশ যে এ-সম্পর্কে একটি কথাও বলা দরকার নেই। কিন্তু আমি যদি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়টির মধ্যে প্রবেশ করতে চাইতাম তাহলে আমি সেটা করতাম প্রথমেই তাঁদের খারাপ **অর্থনীতিবিদ** হিসেবে এবং তারপরে দ্বিতীয়ত খারাপ প্রকৃতিবিদ ও দার্শনিক হিসেবে চিত্রিত করে।

৪) মানবসমাজ ও প্রাণী সমাজের মধ্যেকার আবশ্যিক পার্থক্য এইখানে যে প্রাণীরা বড়ো জোর **সংগ্রহ করে,** আর মানুষ **উৎপন্ন করে। শুধু** এই একটিমাত্র ও চরম গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যই প্রাণীসমাজের নিয়মকে মানবসমাজে স্থানান্তরিত করাকে অসম্ভব করে তোলে। আপনি যথার্থই মন্তব্য করেছেন, এর ফলে সম্ভব হয়,

> 'মানুষের পক্ষে শুধু অস্তিত্বের জন্যই নয়, বরং আনন্দপরিতোষের জন্য এবং **তার আনন্দ বাড়ানোর** জন্যও* সংগ্রাম করতে,... সর্বোচ্চ আনন্দের জন্য তার নিম্নতর আনন্দ পরিহারে প্রস্তুত থাকতে।'**

এ থেকে আপনার পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে আমার সূত্র থেকে অগ্রসর হয়ে আমি এই অনুমিতি করতে চাই: এক নির্দিষ্ট স্তরে মানুষের উৎপাদন এইভাবে এমন এক উচ্চ স্তর অর্জন করে যে, শুধু নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীই নয়, বিলাসসামগ্রীও উৎপন্ন হয়, যদিও একথা সত্যি যে, প্রথমে তা শুধু একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের জন্যই। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম — আমরা যদি এই বিষয়টি আপাতত বৈধ বলে স্বীকার করে নিই — এইভাবে রূপান্তরিত হয় সুখ পরিতৃপ্তির জন্য সংগ্রামে, আর নিছক **জীবনধারণের** উপায়ের জন্য নয়, বরং **বিকাশের** উপায়ের জন্য, **সামাজিকভাবে উৎপন্ন** বিকাশের উপায়ের জন্য, এবং এই স্তরে জীবজগৎ থেকে প্রাপ্ত বর্গগুলি আর প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু, এখন যেমন ঘটেছে, সেই রকম যদি উৎপাদনকর্ম তার পুঁজিবাদী

---

* বড়ো হরফ এঙ্গেলসের। — সম্পাঃ

** উদ্ধৃত অংশটি লাভরোভের প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

মতে সামাজিক সহজাত প্রকৃতিই ছিল বানর থেকে মানুষে বিবর্তনের অন্যতম অপরিহার্য হাতিয়ার। প্রথম দিকের মানুষ নিশ্চয়ই দলবদ্ধভাবে বাস করত এবং অতীতে আমরা যতদূর দৃষ্টিপাত করতে পারি, আমরা দেখতে পাই এটাই ছিল ঘটনা।

---

১৭ নভেম্বর

আবার আমার লেখায় বাধা পড়েছে, এখন আমি আবার এই কটি লাইন লিখতে শুরু করেছি আজকেই এগুলি পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা নিয়ে। দেখতেই পাচ্ছেন, আমার মন্তব্যগুলি আপনার আক্রমণের ধরন, পদ্ধতি নিয়ে, তার সারবস্তু নিয়ে নয়। আশা করি আপনার কাছে তা যথেষ্ট প্রাঞ্জল বোধ হবে। আমি তাড়াহুড়ো করে লিখেছি এবং আরেকবার লেখাগুলি পড়ার পর অনেক কথা বদলাবার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু আমার আশংকা হয়, তাতে পাণ্ডুলিপিটি খুবই দুষ্পাঠ্য হয়ে পড়ত...

পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত
ফরাসী থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

হামবুর্গে ভিলহেল্ম ব্লস সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১০ নভেম্বর, ১৮৭৭

...আমি 'ক্রুদ্ধ হই নি' (হাইনের ভাষায়)* এবং এঙ্গেলসও নয় (৮২)। আমাদের কেউই জনপ্রিয়তার জন্য বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এর একটি প্রমাণ এই যে, যে কোনো প্রকার ব্যক্তিতন্ত্রে বিতৃষ্ণার দরুন আন্তর্জাতিকের অস্তিত্বকালে বিভিন্ন দেশ থেকে আমাকে যে অসংখ্য প্রশংসাসূচক উক্তি দিয়ে বিরক্ত করা হত, সেগুলিকে আমি কখনোই প্রচারের

---

* হাইনে, 'লিরিক্যাল ইণ্টারমেৎজো'। — সম্পাঃ

স্বাধীনতার দিকে যাবে। এই প্রক্রিয়া কিভাবে বিকাশ লাভ করবে তা বলা কঠিন। ভারত হয়তো, বস্তুতপক্ষে খুব সম্ভবত, বিপ্লব করবে, এবং যেহেতু আত্মমুক্তির প্রক্রিয়ায় প্রলেতারিয়েত কোনো ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাতে পারে না, সেইহেতু সেই বিপ্লবকে তার পথে চলতে দিতে হবে; অবশ্য তা সব ধরনের ধ্বংস ব্যতিরেকে ঘটে যাবে না, কিন্তু সেধরনের জিনিস তো সব বিপ্লবের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য। অন্যত্রও, যেমন আলজেরিয়া ও মিশরে একই জিনিস ঘটতে পারে, এবং **আমাদের পক্ষে** সেটা নিশ্চয়ই সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হবে। স্বদেশে আমাদের যথেষ্ট কাজ করার থাকবে। একবার ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার পুনর্বিন্যাস ঘটলে, সেটা এমন বিপুল শক্তি ও এমন দৃষ্টান্ত যোগাবে যে অর্ধ-সভ্য দেশগুলি নিজেরাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে; আর কিছু না হোক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনই সে ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে পৌঁছবার আগে এই দেশগুলিকে তখন কোন্ সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, সে-সম্পর্কে আমার মনে হয় আজ আমরা শুধু অলীক প্রকল্পই উপস্থিত করতে পারি। একমাত্র একটি জিনিসই সুনিশ্চিত: বিজয়ী প্রলেতারিয়েত নিজের জয়কে ক্ষুণ্ণ না-করে কোনো বিদেশী জাতির উপরে জোর করে কোনো প্রকার কৃপাবর্ষণ করতে পারে না। অবশ্য এতে নানান ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ কোনো মতেই বাদ পড়ে না...

পাণ্ডুলিপি অনুসারে মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

ডেমোক্রাটিক নেতাদের দিক থেকে, *Die Neue Zeit*-এর প্রকাশক ডিট্স এবং সম্পাদক ক. কাউট্স্কির দিক থেকে — এ'রা কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, এবং তাতে তাঁকে সম্মতও হতে হয়েছিল। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নিচুতলার সদস্যরা এবং অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রীরা মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' অনুমোদন করেছিলেন এবং এটিকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে এক উপযুক্ত নীতিগত দলিল বলে গণ্য করেছিলেন। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনার' সঙ্গে এঙ্গেলস ব্রাকের কাছে লেখা মার্কসের ৫ মে, ১৮৭৫ তারিখের চিঠিটি প্রকাশ করেন, সেটি এই রচনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পৃঃ ৭

(৩) **গোথা কংগ্রেসের** অধিবেশন হয়েছিল ১৮৭৫ সালের ২২ থেকে ২৭ মে; সেখানে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ভিতরকার দুটি প্রবণতা — আগস্ট বেবেল ও ভিলহেল্ম লিব্‌ক্লেখ্‌টের নেতৃত্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি এবং লাসালপন্থী সাধারণ জার্মান শ্রমিক ইউনিয়ন — ঐক্যবদ্ধ হয়ে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি গঠন করে। এর ফলে জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদের অবসান ঘটে। ঐক্যবদ্ধ পার্টির যে খসড়া কর্মসূচির কঠোর সমালোচনা মার্কস ও এঙ্গেলস করেছিলেন, কংগ্রেসে সেটি গৃহীত হয় নগণ্য কিছু সংশোধন সহ। পৃঃ ৭

(৪) **হালেতে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসের** অধিবেশন বসেছিল ১৮৯০ সালের ১২ থেকে ১৮ অক্টোবর। সেখানে একটি নতুন কর্মসূচির খসড়া তৈরি করার এবং এরফুর্টে পরবর্তী পার্টি কংগ্রেসের তিন মাস আগে সেটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যাতে স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলিতে ও সংবাদপত্রে সেটি আলোচনা করা যায়। পৃঃ ৭

(৫) আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী জনগণের সমিতির **হেগ কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২। এতে যোগ দিয়েছিলেন ১৫টি জাতীয় সংগঠনের ৬৫ জন প্রতিনিধি, এ'দের মধ্যে ছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস, তাঁরাই সমগ্র কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে সর্বপ্রকার পেটি-বুর্জোয়া সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের অনুগামীরা বহু বছর ধরে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা তুঙ্গে গিয়ে পেণছয় এই কংগ্রেসে। নৈরাজ্যবাদীদের সংকীর্ণতাবাদী কার্যকলাপ ধিক্কৃত হয় এবং তাদের নেতারা আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন। হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। পৃঃ ৮

(১২) **ম্যালথাসবাদ** — পুঁজিবাদের আমলে মেহনতী মানুষের নিঃস্বভবনকে 'স্বাভাবিক', জনসংখ্যার পরম আইন রূপে বর্ণনা করার এক প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। ম্যালথাসবাদ এই নামকরণ হয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ টি. আর. ম্যালথাসের নাম থেকে। ইনি ১৭৯৮ সালে 'An Essay on the Principle of Population' ('জনসংখ্যার নীতি বিষয়ে নিবন্ধ') নামক রচনায় দেখান যে, জনসংখ্যা যেন জ্যামিতিক প্রগতিতে (১, ২, ৪, ৮, ১৬...) বৃদ্ধি পায় আর জীবনধারণের উপকরণ বাড়ে পাটিগাণিতিক প্রগতিতে (১, ২, ৩, ৪, ৫...)।

ম্যালথাসবাদীরা জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদিকে হিতকর গণ্য করে, যা এদের মতে লোকসংখ্যার সঙ্গে জীবনোপকরণের সংগতি ঘটায়।

মার্কস ম্যালথাসবাদের অমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখান এবং প্রমাণ করেন যে, মনুষ্যসমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের জন্য জনসংখ্যাসূচক অখণ্ড কোনো আইন নেই, সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে জনসংখ্যার নিজস্ব আইন বর্তমান। পুঁজিবাদে মেহনতী মানুষের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কারণ হল উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি, যার ফলে সৃষ্ট হয় বিপুল হারে বেকারি ও অন্যান্য সামাজিক দুর্বিপাক। মার্কস বলেন যে, উৎপাদনের কমিউনিস্ট পদ্ধতিতে উত্তরণের ফলে শ্রমের উৎপাদশীলতার পর্যায় এত উচ্চ হবে ও প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন এত বৃদ্ধি পাবে যে, এই ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণভাবে তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। পৃঃ ২৫

(১৩) *L'Atelier* ('কর্মশালা') — ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। এটি ছিল খ্রীষ্টান সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কারিগর ও শ্রমিকদের মুখপত্র। পৃঃ ২৮

(১৪) ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৩০

(১৫) *Kulturkampf* ('সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম') — গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্য অভিযানের পতাকাতলে বিসমার্কের সরকার যেসব সংস্কার-ব্যবস্থা রূপায়িত করেছিল, বুর্জোয়া উদারপন্থীরা তার এই নাম দিয়েছিলেন। অবশ্য আশীর দশকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সংহত করার উদ্দেশ্যে বিসমার্ক এইসব সংস্কারকর্মের অধিকতর অংশই বাতিল করে দিয়েছিলেন। পৃঃ ৩১

(১৬) মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' শীর্ষক রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বেবেলের কাছে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিতে (১৮৭৫ সালের ১৮ থেকে ২৮ মার্চের মধ্যে লিখিত) জার্মানির ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির

(২১) **শাইলক** — উইলিয়ম শেক্সপিয়রের 'ভেনিসীয় বণিক' নামক নাটকের একটি চরিত্র, লোভী নিষ্ঠুর কুসিদজীবী, ঋণ শোধে অসমর্থ তার অধমর্ণের শরীর থেকে শর্ত অনুযায়ী এক পাউন্ড মাংস কেটে নেবার জন্য নাছোড়বান্দার মতো জিদ ধরে। পৃঃ ৪৩

(২২) ফেব্রুয়ারি ১৮৯১-তে যেসব সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রে মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনার' প্রকাশ অনুমোদন করে চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল এঙ্গেলস তাদের কথা উল্লেখ করছেন।

Arbeiter-Zeitung ('শ্রমিকদের সংবাদপত্র') — ১৮৮৯ সাল থেকে ভিয়েনায় প্রকাশিত অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মুখপত্র।

Sächsische Arbeiter-Zeitung ('সাক্সন শ্রমিকদের সংবাদপত্র') — ১৮৯০ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত ড্রেসডেনে প্রকাশিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৈনিক পত্রিকা; ১৮৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে এটি ছিল বিরোধী আধা-নৈরাজ্যবাদী 'তরুণদল' গোষ্ঠীর মুখপত্র।

Züricher Post ('জুরিখ ডাক') — ১৮৭৯ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত জুরিখে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। পৃঃ ৪৬

(২৩) *Die Neue Zeit* ('নবযুগ') — ১৮৮৩ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত স্টুটগার্টে প্রকাশিত জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির তত্ত্বগত পত্রিকা। পৃঃ ৪৬

(২৪) হালেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে পার্টি কর্মসূচি সম্পর্কে লিব্‌ক্লেখ্‌ট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন (৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৪৬

(২৫) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে প্রবর্তন করা হয়েছিল ২১ অক্টোবর, ১৮৭৮ তারিখে। এই আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকদের গণ-সংগঠন ও শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়; এই আইনের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রচনাদি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উপরে নিপীড়ন চালানো হয়। শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনের চাপে আইনটি ১ অক্টোবর ১৮৯০ তারিখে বাতিল হয়। পৃঃ ৪৭

(২৬) ১৮৪৬-১৮৫৬ সালে কাউন্টেস সোফি হাট্‌সফেল্ড-এর বিবাহ-বিচ্ছেদের যে মামলাটি লাসাল চালিয়েছিলেন, এখানে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন এক অভিজাত পরিবারের একজন সদস্যের পক্ষ সমর্থনে এই মামলার তাৎপর্য তিনি অতিরঞ্জিত করেছিলেন তাকে নিপীড়িতের সপক্ষে সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে। পৃঃ ৪৭

(২৭) *Vorwärts. Berliner Volksblatt* ('আগে চল। বার্লিনের জনগণের পত্রিকা') —

(৩৩) কোপের্নিকাস যে গ্রন্থে তাঁর মহাবিশ্বের সূর্যকেন্দ্রী ব্যবস্থা বর্ণনা করেছিলেন, সেই 'গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন প্রসঙ্গে' গ্রন্থটির একটি কপি তিনি হাতে পান তাঁর মৃত্যুর দিন — ২৪ মে, ১৫৪৩ তারিখে। পৃঃ ৫৩

(৩৪) ১৮শ শতাব্দীতে রসায়নশাস্ত্রে প্রচলিত মত অনুযায়ী ফ্লজিস্টনকে মনে করা হত দাহ্য পদার্থগুলিতে বিদ্যমান বলে অনুমিত দাহ্যতার নীতি। এই তত্ত্বের অসারতা দেখিয়ে দেন বিশিষ্ট ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানী লাভুয়াজিয়ে, তিনি দহন প্রক্রিয়ার সঠিক ব্যাখ্যা দেন অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থগুলির রাসায়নিক মিলন বলে। পৃঃ ৫৪

(৩৫) ১৭৫৫ সালে বেনামে প্রকাশিত কাণ্টের 'Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels' ('সাধারণ প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নভঃতত্ত্ব') রচনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এই রচনায় কাণ্ট তাঁর সৃষ্টিরহস্য সংক্রান্ত প্রকল্প উপস্থিত করেন; এই প্রকল্প অনুযায়ী সৌর-জগতের উদ্ভব হয়েছে আদি নীহারিকাপুঞ্জ থেকে। লাপ্লাস সৌর-জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর প্রকল্প সর্বপ্রথম প্রতিপাদন করেন তাঁর 'Exposition du systeme du monde' ('মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা') গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে, খণ্ড ১-২, প্যারিস, ১৭৯৬। পৃঃ ৫৭

(৩৬) আইজাক নিউটন তাঁর 'Mathematical Principles of Natural Science', গ্রন্থ ৩, সাধারণ তত্ত্বে যে ধারণা প্রতিপাদন করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। হেগেল তাঁর 'দর্শন বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ', গ্রন্থের সংযোজনী-১-এ নিউটনের এই ধারণা উদ্ধৃত করতে গিয়ে লিখেছেন: 'নিউটন... পদার্থবিদ্যাকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তা যাতে অধিবিদ্যার মধ্যে গড়িয়ে না-পড়ে...' পৃঃ৫৮

(৩৭) Amphioxus — মাছের মতো একধরনের ছোট প্রাণী। এটি অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীর মাঝামাঝি এক মধ্যবর্তী জীব, সমুদ্র ও মহাসাগরে জন্মায়।

Lepidosiren হল ফুসফুস-সম্পন্ন মাছ, যাদের ফুসফুস ও কানকুয়া দুইই আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এ মাছ দেখা যায়। পৃঃ ৬১

(৩৮) Ceratodus — ফুসফুস ও কানকুয়া বিশিষ্ট একধরনের মাছ, অস্ট্রেলিয়ায় জন্মায়।

Archeopteryx — একধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম, পক্ষী-শ্রেণীর যে প্রাণীর একই সঙ্গে সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যও ছিল, তার অন্যতম প্রাচীন প্রতিনিধি। পৃঃ ৬১

(৩৯) **এরিয়াদ্নে** (Ariadne) — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় ক্রিটের রাজা মিনোসের

(৪৭) মূলত এই প্রবন্ধটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল 'দাসত্ববন্ধনের তিনটি প্রধান ধরন' শিরোনামে বিস্তৃততর এক রচনার ভূমিকা হিসেবে। কিন্তু সে প্রকল্প রূপায়িত হয় নি, এবং শেষ পর্যন্ত এঙ্গেলস তাঁর ভূমিকা অংশটি দেন 'বানর থেকে মানুষে উত্তরণে শ্রমের ভূমিকা' শিরোনামে। মানুষের ধাঁচের শরীর গঠনে এবং মানবসমাজ সৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমের হাতিয়ার উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করেছেন; এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলে বানর কিভাবে গুণগতভাবে এক নতুন সত্তা — মানুষে রূপান্তরিত হল তা তিনি দেখিয়েছেন। প্রবন্ধটি খুব সম্ভবত জুন, ১৮৭৬-এ লিখিত। পৃঃ ৮৫

(৪৮) চার্লস ডারউইন, 'The Descent of Man and Selection in Relation to Sex', লণ্ডনে প্রকাশিত, ১৮৭১ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৮৫

(৪৯) এখানে ১৮৭৩ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা বলা হচ্ছে। জার্মানিতে ১৮৭৩ সালের মে মাসে 'চরম বিপর্যয়ের' মধ্য দিয়ে এ বিপর্যয়ের সূত্রপাত; দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয়ের এটি ছিল কেবল সূচনা, এ বিপর্যয় ৭০-এর বছরগুলির শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

১৮৭৩ সালের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত 'সংবিধান আমলের' (জার্মান শব্দ 'Gründer' থেকে, যার অর্থ সংবিধান) পর্যায় শেষ হয়ে যায়; ১৮৭০-১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সমাপ্তির পর উদ্ভূত এই পর্যায়টি ছিল প্রচণ্ড কালোবাজারি আর ফাটকাবাজির কাল। পৃঃ ১০০

(৫০) *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe* ('রাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্পের প্রশ্ন সংক্রান্ত রেনিশ সংবাদপত্র') — ১ জানুয়ারি, ১৮৪২ থেকে ৩১ মার্চ, ১৮৪৩ পর্যন্ত কলোনে দৈনিক প্রকাশিত। এপ্রিল, ১৮৪২ থেকে মার্কস এই পত্রিকায় লেখা দিতেন এবং অক্টোবর, ১৮৪২-এ এর অন্যতম সম্পাদক হন; এঙ্গেলসও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পৃঃ ১০২

(৫১) *Kölnische Zeitung* ('কলোন সংবাদপত্র') — জার্মান দৈনিক সংবাদপত্র, ১৮০২ সালে কলোনে এটি প্রকাশিত হতে শুরু করে; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময়ে ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কালপর্বে এই পত্রিকায় প্রুশীয় উদারপন্থী বুর্জোয়াদের কাপুরুষোচিত ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতির প্রতিফলন ঘটে; ১৯শ শতাব্দীর শেষ দিকে পত্রিকাটি জাতীয়-উদারপন্থী পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিল। পৃঃ ১০২

(৫২) *Deutsch-Französische Jahrbücher* ('জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী') জার্মান ভাষায় মার্কস ও রুগের সম্পাদনায় প্যারিসে প্রকাশিত হয়েছিল। যে একটিমাত্র

Preußische Zeitung ('নয়া প্রুশীয় সংবাদপত্র')-কে এই নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ তার শিরোনামে লান্ডভের-এর প্রতীক—ক্রুশচিহ্ন ব্যবহার করা হত। পত্রিকাটি জুন, ১৮৪৮ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত বার্লিনে প্রকাশিত হয়েছিল, এটি ছিল রাজসভার প্রতিবিপ্লবী চক্র ও প্রুশীয় য়ুংকারদের মুখপত্র। পৃঃ ১০৫

(৬০) রাজকীয় সংবিধানের **সমর্থনে ৩-৮ মে তারিখে ড্রেসডেনে** এবং **মে-জুলাই, ১৮৪৯-এ দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানিতে** যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছিল এখানে সেই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ২৮ মার্চ, ১৮৪৯ তারিখে ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় সভায় এই সংবিধান গৃহীত হয়, কিন্তু কতকগুলি জার্মান রাজ্য তা প্রত্যাখ্যান করে। এই সব অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন, যার ফলে ১৮৪৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সেগুলি চূর্ণ হয়ে যায়। পৃঃ ১০৬

(৬১) **১৩ জুন, ১৮৪৯ তারিখে** 'পর্বত' পেটি-বুর্জোয়া পার্টি বিপ্লব দমনের জন্য ইতালিতে ফরাসী সৈন্য পাঠানোর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মিছিল সংগঠিত করে। ফৌজ মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 'পর্বত'এর বহু নেতা গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হন, অথবা ফ্রান্স থেকে দেশান্তরী হয়ে যেতে বাধ্য হন। পৃঃ ১০৬

(৬২) *Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue* ('নয়া রেনিশ সংবাদপত্র। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা')—পত্রিকা, মার্কস ও এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট লীগের তত্ত্বগত মুখপত্র, ডিসেম্বর, ১৮৪৯ থেকে নভেম্বর, ১৮৫০ পর্যন্ত প্রকাশিত; মোট ছটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। পৃঃ ১০৬

(৬৩) এখানে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার কথা বলা হচ্ছে, যখন লুই বোনাপার্ট তৃতীয় নেপোলিয়ন নাম নিয়ে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। পৃঃ ১০৬

(৬৪) কলোন কমিউনিস্ট বিচার (৪ অক্টোবর—১২ নভেম্বর, ১৮৫২)—প্রুশীয় সরকার-কর্তৃক কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যের সাজানো বিচার। জাল দলিলপত্র ও মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্তদের মধ্যে সাত জনকে তিন থেকে ছ'বছর পর্যন্ত মেয়াদে একটি দুর্গে বন্দী রাখার দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। পৃঃ ১০৭

(৬৫) *New-York Daily Tribune*—১৮৪১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস আগস্ট, ১৮৫১ থেকে মার্চ, ১৮৬২ পর্যন্ত এতে লিখেছেন। পৃঃ ১০৭

(৬৬) **আমেরিকান গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১-১৮৬৫) চলেছিল উত্তরের শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি

(৭২) ৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১০৮

(৭৩) ৪৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১১২

(৭৪) **সার্কুলার পত্রটি** লেখা হয়েছিল ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ তারিখে, আগস্ট বেবেলকে সম্বোধন করে, কিন্তু সেটি ছিল একটি পার্টি-দলিলের ধরনে এবং জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির গোটা নেতৃত্বের পড়বার জন্য। বর্তমান খণ্ডে আছে চিঠিটির তৃতীয় অংশ, তাতে হোখবের্গ, বার্নস্টাইন ও শ্রাম-এর আত্মসমর্পণমূলক চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে; পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের এই নেতারা ১৮৭৯ সালে খোলাখুলি সুবিধাবাদ প্রচার করেন।

চিঠিতে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সুবিধাবাদের শ্রেণীগত, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত মূলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতাদের তরফ থেকে তার প্রতি আপোসমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন প্রবর্তনের পর পার্টির মধ্যে সুবিধাবাদী দোদুল্যমানতার তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁরা। এই সমালোচনা জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের পার্টির ভিতরকার পরিস্থিতি উন্নত করতে সাহায্য করেছিল, সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের সময়ে, পার্টির উপরে যখন সর্বপ্রকার নিগ্রহ চলেছিল পার্টি তখন সক্ষম হয়েছিল তার কর্মিবাহিনীকে সুসংহত করতে, তার সংগঠন নতুন করে গড়ে তুলতে এবং কাজকর্মের বৈধ ও অবৈধ ধরনকে মিলিয়ে জনসাধারণের কাছে পেঁছিবার ঠিক পথ খুঁজে বার করতে। পৃঃ ১১৬

(৭৫) *Jahrbuch für Sozialwissenshaft und Sozialpolitik* ('সমাজ বিজ্ঞান ও সামাজিক রাজনীতির বর্ষপঞ্জী')-র প্রসঙ্গোল্লেখ করা হয়েছে। এটি হল জুরিখে ১৮৭৯-১৮৮১ পর্যন্ত কার্ল হোখবের্গ (ল্যুডভিগ রিখটার ছদ্মনামে)-কর্তৃক প্রকাশিত সামাজিক-সংস্কারপন্থী পত্রিকা। তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ১১৬

(৭৬) জুরিখে একটি পার্টি-মুখপত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল; এখানে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ১১৬

(৭৭) এখানে ১৮ মার্চের বার্লিন অবরোধের কথা বলা হচ্ছে (৫৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১১৯

(৭৮) অক্টোবর, ১৮৭৮-এ জার্মান রাইখস্টাগে যে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন গৃহীত হয়, সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে (২৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১২১

নামের সূচি

প

ফ

ব